বিজ্ঞান-নীতি-প্রসূন।

(তৃতীয় খণ্ড)

অর্থাৎ

রাজনীতি, সমাজনীতি এবং ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি বিবিধ
নীতি সম্বন্ধীয় কতিপয় প্রস্তাব।

"সদ্‌গুরু পাঁওয়ে ভেদ বাতাওয়ে,
জ্ঞান করে উপদেশ,
কোয়লা কো ময়লা ছুটে,
যব্ আঁগ্ করে পব্‌বেশ॥"

শ্রীযুক্ত কুমার রাধাপ্রসাদ রায় কর্ত্তৃক
প্রণীত

ও তৎকর্ত্তৃক কলিকাতা—রাজবাটী—২৫ নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট
প্রকাশিত।

Calcutta:

PRINTED BY NUNDO MOHUN BANERJEE & CO,
AT THE FULL MOON PRINTING WORKS
24, Beadon Street, E. C.

1891.

পূর্ব্বভাষ।

বিজ্ঞান-নীতি-প্রসূনের তৃতীয় খণ্ড মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। এই খণ্ডে যে কয়েকটি নীতি সম্বন্ধীয় প্রস্তাব বিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে, তৎসমুদয় পাঠে সাধারণের যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণেও উপকার দর্শে, তাহাহইলেই আমার শ্রম সফল এবং অর্থব্যয়ের সার্থক জ্ঞান করিব।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, আমার পূজ্যপাদ শিক্ষাগুরু শ্রীযুক্ত হরিমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই তৃতীয় খণ্ড প্রণয়ন কালেও বিস্তর আনুকূল্য করিয়াছেন।

রাজবাটী।
কলিকাতা—দরমাহাটা
ষ্ট্রীট, নং ২৫।

শ্রীরাধাপ্রসাদ রায়।
গ্রন্থকারস্য।

বিজ্ঞান-নীতি-প্রসূন।

মদ্যসেবন পরিবর্জ্জনীয় এবং মাদকদ্রব্য সেবনের ফল।

যে দ্রব্য ভক্ষণ করিলে বা পান করিলে মনের মত্ততা জন্মে, তাহাকেই মাদক দ্রব্য কহে। এই মাদক দ্রব্য যুগ-ভেদে কালভেদে ও মনুজকুলের অবস্থাভেদে নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে। পৃথিবীর পুরাকালের লোকও মদ্য পান করিত; অধুনা সভ্য সংসারের সুশিক্ষিত সভ্য লোকেরাও সুরা পান করিয়া থাকেন। কোন্ কোন্ দ্রব্যের মাদকতা শক্তি আছে, তাহা আদিম অবস্থা হইতে পর্য্যায়ক্রমে আবিষ্কার হইয়া আসিতেছে। যখন সংসারের লোক অত্যন্ত অসভ্য ছিল, গিরিগুহায় ও বৃক্ষতলে বাস করিত, পশুহনন করিয়া তাহার মাংস অগ্নিতে অর্দ্ধ দগ্ধ করিয়া সেই মাংস ভক্ষণে জীবন ধারণ করিত। এই দুরবস্থাপন্ন লোকেরাও সুরাপান করিয়া পরস্পর আমোদ আহ্লাদ করিত, প্রাচীন ইতিবৃত্ত পাঠে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন কোন বৃক্ষের ফল কি ফুল কেবল মাত্র জলে কচলাইয়া লইলে তাহার মাদকতা শক্তি জন্মে। কোন কোন বৃক্ষের পাতা মর্দ্দন পূর্ব্বক তাহার

রস বাহির করিলে তাহা হইতে এক প্রকার মাদক দ্রব্য উৎপন্ন হয়। সিদ্ধির পাতা বাটিয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে মনের মত্ততা জন্মে; উহার জটাতে গাঁজা প্রস্তুত হয়; পোস্তর ঢেঁড়ির আঠায় আফিঙ্গ প্রস্তুত হয়, ইহা সকলেই অবগত আছেন। পৃথিবীর পুরাকালের লোক দুই চারিটি দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া কোন প্রকার মাদক প্রস্তুত করিতে জানিত না; এই জন্য ধুতুরার ফল, মৌফলের রস, সিদ্ধির পাতা এবং তাহার জটা ও পোস্ত ঢেঁড়ির আঠা, এই সকল খাইয়া মনের মত্ততা জন্মাইতেন। যেমন ঘৃত চিনি ও ময়দার সংযোগেই নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইয়া থাকে, সেইরূপ কতকগুলি দ্রব্য আছে, যাহাদিগের পৃথক্ পৃথক্ মাদকতা শক্তি নাই, কিন্তু দ্রব্যান্তরেব সহিত মিলনে মাদকতা শক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে।

স্বভাব-প্রসূত, মনুষ্য-জীবন-রক্ষার নিতান্ত উপযোগী দ্রব্য সকল বিকৃত করিয়া নানাবিধ সুরা প্রস্তুত হইতেছে। যে তণ্ডুল না হইলে এতদ্দেশীয়গণের প্রাণ রক্ষা হয় না, এমন কি গত বৎসর যে তণ্ডুল স্থানে স্থানে অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হওয়ায় চারিদিকে হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছিল, সেই তণ্ডুল মদ্য প্রস্তুত করিবার জন্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অর্ণবপোতের উদর পূর্ণ করিয়া বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। ইক্ষু ও খর্জ্জুরের রসে প্রথমতঃ গুড়, তৎপরে চিনি, মিছ্‌রি প্রভৃতি হয়। সেই গুড় এবং চিনি প্রভৃতি এ দেশীয় লোকেব একটি প্রধান আহারীয় দ্রব্য। ঐ গুড় আবার অন্যান্য দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া ঘোর অনিষ্টকর সুরা উৎপাদন করিতেছে। আজ-

কাল ফ্রান্স দেশের লোক রসায়ন বিদ্যার প্রভাবে কত প্রকার সুরা প্রস্তুত করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। সেই সকল সুরা অর্ণবযানে করিয়া ভারতে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। যদিও প্রাচীন কাল হইতে বহুল পরিমাণে মাদক দ্রব্য সেবনের প্রমাণ ভূরি ভূরি প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে এবং ইংরাজ জাতির অনুকরণে এতদ্দেশীয়গণ পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণে সুরাপায়ী হইয়া উঠিয়াছেন এবং উঠিতেছেন।

পুরাকালের মুনি ঋষিগণ সোমরস পান করিতেন, শাস্ত্রে ইহার শতশত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সোমরস, এক প্রকার পাতার রস; সেই রস নিঙ্গড়াইয়া যজ্ঞস্থানে কলসে কলসে প্রস্তুত করিয়া রাখা হইত। ঋষিগণ অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইলে সেই রস পান করিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইতেন। এতদ্ভিন্ন বারুণী এবং কাদম্বিনী এই দুই প্রকার সুরা রাজপরিবারের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত ছিল। প্রাচীন সাহিত্য নাটকাদি গ্রন্থগুলি যে সময়ে লিখিত হইয়াছে, উহারা সেই সেই সময়ের এক এক খানি চিত্রপট বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেন না, গ্রন্থকারেরা যে সময় জন্মগ্রহণ করিয়া গ্রন্থাদি রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সেই সময়ের রীতি নীতি ও ব্যবহারের উপর আপনাদিগের অলৌকিক এক একটী বিষয়ের প্রতিভা শক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। কালিদাসের লেখনী হইতে এক্ষণকার বিবাহ-বিভ্রাট ও বাল্য-বিবাহ বিষয়ক প্রবন্ধ কথনই প্রকটিত হইতে পারে নাই। তিনি আপনার সময়ে যাহা দেখিয়াছিলেন, ও যাহা শুনিয়াছিলেন

তাহাই লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এস্থলে প্রাচীন গ্রন্থকারগণের উল্লেখ করিবার কারণ এই যে, কালিদাসের কাব্য নাটকাদি গ্রন্থের নানাস্থলে তৎকালের নরনারীগণের সুরা সেবনের কথা বর্ণিত আছে। এক স্থলে মহাকবি কালিদাস লিখিয়াছেন যে, মহারাজ দীলিপ, যখন ইন্দুমতীকে বিবাহ করিবার মানসে স্বগণ সহিত মহাসমারোহে রাজপথ বাহিয়া চলিয়াছেন, তাঁহার মোহন মূর্ত্তি দর্শন করিবার মানসে বহুসংখ্যক স্বরূপা কামিনীগণ গবাক্ষের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কবি, রমণীকুলের সেই সুন্দর বদন গুলিকে শতদল পদ্মের সহিত তুলনা করিয়া আবার আপনি বলিতেছেন যে, গবাক্ষের দ্বারে যদিও সহস্র সহস্র পদ্মফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, কিন্তু এ সকল পদ্মে পদ্মের গন্ধ কই? আবার এই প্রশ্নের আপনিই উত্তর করিয়াছেন যে, বারুণী সুরার গন্ধ যাহা অবিরত রমনীকুলের বদন হইতে নিঃসৃত হইতেছে তাহাই পদ্মগন্ধ বলিয়া ধরিয়া লইলাম। অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকের নানাস্থানে রাজাধিরাজগণের সুরা সেবনের উল্লেখ আছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সাহিত্য, নাটক ও উপন্যাসাদি গ্রন্থ সাময়িক চিত্র মাত্র। সেই সকল প্রাচীন গ্রন্থ পাঠ করিয়া পুরাকালের নরনারীর রীতি নীতি ব্যবহারের বিষয় অবগত হইতে পারা যায়। রামায়ণে অযোধ্যা কাণ্ডের পরিশিষ্টাংশে, সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে যে, যে রজনীতে সীতার সহিত রামচন্দ্রের প্রথম সমাগম হইল, সেই রজনীতে জনক-

তনয়া এত অধিক সুরাপান করিয়াছিলেন যে, পতির সহিত সুস্পষ্ট কথা কহিতে সক্ষম হন নাই। এই সকল কারণে বিলক্ষণ উপলব্ধি হইতেছে যে, পুরাকালের নরনারীর মধ্যে অনেকেই সুরাপান করিতেন। বিশেষতঃ রাজঅন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণের সুরাই বিলাসের একটি প্রধান উপযোগী ছিল।

সুরা ভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থাদিতে গাঁজা, সিদ্ধি ও ধুতুরার কথারও উল্লেখ আছে। অহিফেন, গুলি, চুরস, তাড়ি, চণ্ডু, গ্রাপসেট, মাজন প্রভৃতি যে সকল মাদক দ্রব্য এক্ষণকার লোক ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, বোধ হয়, পুরাকালের লোক ইহার নাম গন্ধও জানিতেন না। একজন ডাক্তার লিখিয়াছেন যে, পান এবং তামাক যাঁহারা বহুল পরিমাণে ব্যবহার করেন, তাঁহাদিগকেও মাদকভোজীর মধ্যে গণ্য করিতে হয়। কারণ, অধিক পরিমাণে পান ও তামাক খাইলে মনের স্ফূর্ত্তি জন্মে ও সময়ে সময়ে মস্তিস্ক ঘুরিয়া উঠে। পান খাইতে খাইতে আমরা কখন কখন বলিয়া উঠি, সুপারি লাগিয়াছে। সুপারি লাগা আর কিছু নহে, পানে যে মাদকতা শক্তি আছে, তাহারই চরম সীমার নাম সুপারি লাগা। সুপারি লাগাতে যে কতদূর শরীর বিহ্বল হইয়া পড়ে এবং মনের ভ্রম জন্মে তাহা আমরা সময়ে সময়ে বিলক্ষণ উপলব্ধি করিয়া থাকি।

মদ, গাঁজা, সিদ্ধি খাইয়া আমোদ আহ্লাদ করা আধুনিক প্রথা নহে। সৃষ্টির প্রারম্ভ কাল অবধি চলিয়া আসিতেছে। তবে পূর্ব্বকালের অপেক্ষা ঊনবিংশ শতাব্দীতে মাদক সেবনের দিন দিন আধিক্য হইয়া উঠিতেছে। এখন

দেখিতে হইবে যে, মনুজকুলের মাদক সেবনের অনুরাগ কি স্বভাবসিদ্ধ বা উহার অন্য কোন কারণ আছে। স্বভাবসিদ্ধ কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে? যদি প্রাণিমাত্রের প্রাণ রক্ষার জন্য কিম্বা অন্য কোন নিতান্ত হিতকর কার্য্যের জন্য মাদক সেবনের প্রয়োজন থাকিত, তাহা হইলে, পশু পক্ষী এবং কীট পতঙ্গ প্রভৃতির জন্য স্বভাবের ভাণ্ডারে মাদকের কোন না কোন প্রকার আয়োজন থাকিত। লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ ও স্নান, আহার, নিদ্রা প্রভৃতির মনুষ্য প্রকৃতির সহিত বিশেষ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে; অর্থাৎ আহার না করিলে ও নিদ্রা না যাইলে কোন ক্রমেই আমাদিগের জীবন রক্ষা হইবে না। মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া সংসারে বাস করিতে হইলে, কাম ক্রোধাদির বশবর্ত্তী হওয়া সময়ে সময়ে আমাদিগের নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু যদি কেহ আজীবন কাল কোন প্রকার মাদক দ্রব্য ব্যবহার না করেন তাহা হইলে তাঁহার অনিষ্ট না হইয়া বরং পদে পদে ইষ্ট সাধন হইতে দেখা যায়।

সুরা প্রভৃতি মাদক দ্রব্য মনুষ্য জীবনের কোন অংশেই উপযোগী নহে বরং পদে পদে অনিষ্ট ঘটাইয়া থাকে। তবে এরূপ অনিষ্টকর পদার্থ সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে অধিকাংশ লোক আগ্রহের সহিত ব্যবহার করে কেন, ইহার অবশ্য কোন কারণ থাকিবে। সে কারণ কি, অদ্যাপি তাহার আবিষ্কার হয় নাই। না হইবারই বা বিষয় কি? এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে কত শত গুরুতর বিষয়ের আবিষ্কার হইয়া গেল, কিন্তু এক সামান্য সুরার প্রতি মনুজকুলের এরূপ অনুরাগ

কেন, এ বিষয়ের উপর কি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ আপনাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন নাই? অনেকেই করিয়াছেন; সুরার উপর বহুকাল ধরিয়া লিখন পঠন চলিতেছে। কিছুকাল পূর্ব্বে আমাদিগের এই কলিকাতা সহরেরও কয়েকজন সমাজাগ্রগণ্য ব্যক্তি মৃত বাবু প্যারিচাঁদ সরকারের উত্তেজনায় এক সুরাপান নিবারিণী সভা সংস্থাপন করিয়াছিলেন, আমাদিগের শাস্ত্রকারেরা যেরূপ মনুষ্যের প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া সকল বিষয়েই যুক্তি না দেখাইয়া কেবল এক নরকের ভয় দেখাইয়া গিয়াছেন; তাঁহাদিগের শাস্ত্রোক্ত নিয়ম লোকে পালন করিতে পারিবে কি না ও সে সকল নিয়ম পালন করিলেই বা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কি ফল লাভ হইবে, কোন স্থলে সে কথার উল্লেখ করেন নাই; কেবল এক অলীক ভয় দেখাইয়া সমাজ শাসন করিতে গিয়াছিলেন; তদ্রূপ কথিত সুরাপান—নিবারিণী সভার সভ্যগণও কেবল সুরার দোষ দেখাইয়া সুরাসক্ত ব্যক্তিবৃন্দকে সুপথে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদিগের সে উপদেশ প্রায় কেহই কর্ণে স্থান দিল না। সুরাসক্ত ব্যক্তিরা চিরকাল বলিয়া আসিতেছে যে, সুরাপানে দোষ নাই একথা আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু একেবারে সুরাপান পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজন কি? যদি এক সুরাই সর্ব্ব অনিষ্টের মূল হইত, তাহা হইলে আমাদিগের জিত জাতিরা সুরাসক্ত হইয়া পৃথিবীর অগ্রগণ্য জাতি হইয়া উঠিতে পারিত না। সুরাপান—নিবারিণী সভার সভ্যেরা এসকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন নাই,

সেই জন্যই তাঁহাদিগের দীর্ঘকালের পরিশ্রম, পণ্ডশ্রমের মধ্যে গণ্য হইয়া রহিয়াছে।

কেবল পরকালের ভয় ও উৎকট রোগের ভয় দেখাইলে সুরাপায়ীরা সুরাপানে বিরত হইবে না। মাদকসেবীদিগের মাদকসেবনের মূল কোথা এবং সে মূল নির্ম্মূল করিবার উপায়ই বা কি, তাহারই অনুসন্ধান করা সর্ব্বপ্রথমে কর্ত্তব্য। মনুষ্যজীবন ধারণ করিয়া পরম সুখে কালহরণ করিতে সকলেরই ইচ্ছা হয়, কিন্তু মনের অভিলষিত সুখ সকলের পক্ষে ঘটিয়া উঠা দুষ্কর। কারণ, ইচ্ছার অবধি নাই। অন্য কি কথা, রাজপদ প্রাপ্ত হইয়াও অনেকে মানসিক ক্লেশে জর্জ্জরীভূত থাকেন। যাঁহারা বাল্য-কালাবধি বহু বিদ্যায় পণ্ডিত হইয়াছেন, তাঁহারা কথঞ্চিৎ মনকে সুস্থ রাখিতে পারেন। যাঁহারা সর্ব্বদা বিষয় কার্য্যে ব্যাপৃত, তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া মনকে অসুখী করিবার সময় প্রাপ্ত হন না। ব্যবসাকার্য্য সম্বন্ধে সর্ব্বদা যে সকল ঘটনা ঘটিয়া থাকে তজ্জন্য তাঁহারা বিশেষ অসুখী নহেন, কেন না, এক আশার উপর নির্ভর করিয়া ভাবী মঙ্গলের প্রত্যাশায় তাঁহারা এক প্রকারে কাল হরণ করিতে পারেন। কতক-গুলি লোক বাল্যকাল হইতে বিশেষরূপ বিদ্যার্জ্জনের চেষ্টা করেন নাই, কিন্তু চিরকাল সৎসঙ্গে থাকায় সামাজিক হইয়া উঠিয়াছেন, দশজন ভদ্র লোকের সহিত এক সঙ্গে বসিয়া পাঁচটা সৎকথার আলোচনায় অনেকাংশে তাঁহাদের মনের স্ফূর্ত্তি থাকে। আবার কতকগুলি লোকের তাস পাশা সতরঞ্চ প্রভৃতি ক্রীড়ার আমোদ অত্যন্ত প্রবল থাকে, ঐরূপ

ক্রীড়া পাইলেই তাঁহাদিগের আর আমোদের পরিসীমা থাকে না। যে সকল লোক বিদ্যাধনে বঞ্চিত অথচ সমাজে বসিয়া কথা বার্ত্তা কহিতে জানে না, অতএব তাহাতেও তাহাদের আমোদ হয় না, বিশেষতঃ সজ্জনের সহিত মিশিতে ভয় হয়, ক্রীড়া কৌতুকাদিতেও বিশেষ নৈপুণ্য ও মন নাই, সুতরাং তাহাদের পক্ষে কেবল এক মাদক সেবনই আমোদ আহ্লাদের প্রধান উপায়। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন যে, মন মার্জ্জিত করিয়া পরম ব্রহ্মে অর্পণ করিতে পারিলে যে কি আনন্দ অনুভূত হয়, তাহা যে সকল মহাত্মা সেইরূপ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই সে আনন্দের মর্য্যাদা জানেন। সে আনন্দ যে কিপ্রকার তাহা বাক্য ও মনের অতীত। যিনি সর্ব্বক্ষণ সেই আনন্দে মাতিয়া রহিয়াছেন, তিনিও অপরকে তাহা বুঝাইতে পারেন কি না সন্দেহ। বহুকাল ঘোর কঠোর বৃত্তি অবলম্বন করিয়া এবং সংসারে জলাঞ্জলি দিয়া এক মঙ্গলময় ঈশ্বরে মন সমর্পণ করিয়াও আনন্দ অনুভূত হয়, আবাব এক পয়সার গাঁজা খাইয়াও গাঁজাখোরেরা আনন্দ অনুভব করে। মনকে প্রফুল্ল রাখিবার এমন সহজ উপায় থাকিতে অজ্ঞ জনেরা কি কঠিন ধর্ম্মপথে গমন করিতে চাহে? যে আনন্দ একটী ক্ষুদ্র বোতলের ভিতর মূর্ত্তিমান হইয়া রহিয়াছে, যাহা কেবল গলাধঃকরণ করিলেই একেবারে আনন্দ সাগবে ভাসাইয়া দেয় এমন উপায় থাকিতে বহুকাল ধরিয়া কঠোর পরিশ্রম দ্বারা জ্ঞানার্জ্জন করিয়া কয়জন লোক আপনার মনকে প্রফুল্ল করিতে চাহিবে? সংসারের লোক প্রায় সকলেই ত্রিতাপে

তাপিত; সে তাপ দূর করিবার সহজ উপায় এক সুরা ব্যতীত আর কিছুই নহে। যাহার সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে, চিরকালের জন্য সংসারে হতাশ হইয়া পড়িয়াছে, সেও যদি কিঞ্চিৎ সুরা সেবন করে, তাহা হইলে তাহারও মনে কিছু ক্ষণের জন্য আর কোন কষ্টই থাকে না। যে, পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে হা হুতাশ করিতেছিল, নৈরাশ্য সাগরে ডুবিয়াছিল ও নয়ন জলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতেছিল, সুরাদেবীর এমনি মোহিনীশক্তি যে, সে ব্যক্তিকেও কিয়ৎক্ষণের জন্য আমোদে ভাসমান করিতে পারে। যে কিছুকাল পূর্ব্বে কেবল দুঃখ প্রকাশ করিতেছিল—বলিতেছিল "আমার মত হতভাগ্য আর নাই, তাহার মুখেই আবার হাসি বাহির হইল এবং শত সহস্র আত্মশ্লাঘার কথা বাহির হইতে লাগিল। এখন দেখিতে হইবে যে, যে ব্যক্তি এক পয়সার গাঁজা খাইয়া কি কিঞ্চিৎ মদ্যপান করিয়া কিছু সময়ের জন্য সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া গিয়া আহ্লাদে মত্ত হইয়াছে, সে ব্যক্তির সে আনন্দ বিপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে অভিলষিত বলিয়া ধরা যাইতে পারে কিনা। যাহাদিগের সাংসারিক কষ্ট উপস্থিত হইযাছে কিম্বা কন্যা পুত্র মৃত হওয়ায় যাহারা অপত্যশোকে জর্জ্জরীভূত হইয়া ধরাবলুণ্ঠিত হইতেছে, মদ খাইলে কি তাহার সে দুঃখের উপশম হইতে পারে! বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে তাহা কখনই হইতে পারে না। যে হেতু, প্রকৃতি দেবী পুত্রশোকে দগ্ধহৃদয় ব্যক্তিগণকে সুরা পান করাইয়া যে পরিমাণে আনন্দিত করিবেন, সেই সুরা আবার চার পাঁচ ঘণ্টা পরে আপনার উপাসককে শতগুণে শারীরিক ও মানসিক কষ্ট দিতে আরম্ভ করিবে।

পরিশ্রম করিব না, শিক্ষা করিব না, সজ্জনের উপদেশ গ্রহণ করিব না, সতের সহিত সহবাস করিব না, সদসৎ বিবেচনা শক্তি ধারণ করিব না, অথচ সর্ব্বদা আমোদ আহ্লাদে কাল হরণ করিব, এইরূপ প্রকৃতি লইয়া যে সকল লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোকই সুখের অনুসন্ধানে গিয়া অনায়াসলভ্য সুরাপানজনিত যে ক্ষণিক সুখ তাহাতেই রত হয়। আমি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, ধনিসন্তানেরা অল্প বয়সে পৈতৃক ধনের অধিকারী হইয়া সর্ব্বদা আহ্লাদে কাল হরণ করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহারা বাল্যকাল হইতে দুঃখ কাহাকে বলে, এক দিনের জন্যও তাহা জানিতে পারেন না। উত্তম আহার, উত্তম পরিচ্ছদ ও সজ্জিত গৃহে বাস তাঁহারা অক্লেশেই লাভ করিয়া থাকেন বলিয়া এই সকল বিষয়ে তাঁহাদিগের আর সুখ বোধ হয় না। যে সুখের জন্য শত সহস্র লোক লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছে, ধনীর সন্তানেরা সে সুখকে সুখ বলিয়াই ধরেন না। অঋণী অপ্রবাসী হইয়া এবং উদর পূর্ণ করিয়া খাইয়া সুন্দর পরিচ্ছদে সুরম্য অট্টালিকায় বসিয়া থাকা তাঁহাদিগের পক্ষে এক প্রকার কষ্ট বলিয়া বোধ হয়, সেই জন্য তাঁহারা প্রতিক্ষণ কিসে নূতন সুখ পাইব তাহারই অনুসন্ধানে রত হন। যখন সেই অনভিজ্ঞ ধনিসন্তান সুখের অনুসন্ধান করিতেছেন, সেই সময় যদি কোন সজ্জন যাইয়া কোন ধনিসন্তানকে বলেন, "ঈশ্বর আপনাকে সকল সুখই দিয়াছেন, আপনার কিছুরই অভাব নাই তথাপি অকর্ম্মণ্য হইয়া বসিয়া থাকা আপনার যুক্তিসঙ্গত নহে, অতএব

আপনি কোন একটী বিদ্যানুশীলন করুন, তাহা হইলে পরম আনন্দে কালাতিপাত করিতে পারিবেন। ধনিসন্তান সেই সজ্জনের উপদেশ গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন, আমার বয়স্ অধিক হইয়াছে, এ বয়সে অল্পায়াসে কি বিদ্যা অনুশীলন করিব? আপনি তাহার উপদেশ প্রদান করুন। সেই সজ্জন কহিলেন, "মহাশয় বিদ্যা দুই প্রকার; পুথিগত বিদ্যা ও ব্যবহারিক বিদ্যা। যখন শাস্ত্রকারেরা বোধের নামই বিদ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন তখন যে কোন প্রকারে হউক, বোধোদয় করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আপনি এখন দুরূহ ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে পারিবেন না, ইংরাজী ভাষা শিক্ষার পক্ষেও সেইরূপ ঘটিবে, এইজন্য বলিতেছি যে, দুই চারি-জন বহুদর্শী পণ্ডিত লোক লইয়া সর্ব্বদা শাস্ত্রালোচনা করুন, তাহা হইলে অনেকাংশে আপনাব বহুদর্শিতা লাভ হইবে, পণ্ডিত লোকের মুখে নানা শাস্ত্রের কথা শুনিলে বিনা পরিশ্রমে অনেক জ্ঞানলাভ হইবে, সুতবাং আপনি আর অসতের নিকট প্রতারিত হইবেন না এবং লোকেও আপনার যশ কীর্ত্তন করিবে। যুবক সেই সজ্জনের উপদেশানুসারে পল্লীস্থ দুইজন বিদ্বান লোককে আপনার নিকট রাখিয়া শাস্ত্র কথা শুনিতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে দুই চারিজন সমবয়স্ক ইয়ারও তাঁহার সহিত বিলক্ষণ ঘনিষ্ঠতা করিল। পণ্ডিতদ্বয় সন্ধ্যার পর যুবকের নিকট আসিয়া তাঁহাকে বহুবিধ নীতিগর্ভপূর্ণ উপদেশ শুনাইতে আরম্ভ করিলেন। যুবকও দিন দিন নূতন নূতন উপদেশ

শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হইতে লাগিলেন। যে সময় পণ্ডিতদ্বয় যুবককে গল্পচ্ছলে নীতি শিক্ষা দিতেন, সেই সময় তাঁহার সমবয়স্ক ইয়ারেরা তাঁহার নিকটেই থাকিত, কিন্তু পণ্ডিতদ্বয়ের নীতিগর্ভ কথা শুনিয়া তাহারা অত্যন্ত বিরক্ত হইত এবং মনে মনে ভাবিত, এ দুটাকে এস্থান হইতে তাড়াইতে না পারিলে এই ধনাঢ্য যুবককে লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে পাইব না। এই দুজন সে কেলে লোক আমাদিগের সুখের পথের কণ্টক হইয়াছে, এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া ইয়ারেরা স্বস্থানে প্রস্থান করিল, আর দুই চারি দিবস ধনী যুবকের বাটীতে আসিল না, দিন কতক সমবয়স্ক যুবকেরা একবারও না আসায় অনভিজ্ঞ যুবক তাহাদিগকে ডাকিতে লোক পাঠাইলেন, তাহাতেও তাহারা আসিল না। এক দিবস প্রত্যূষে তাহারা আপনারাই ধনবান যুবকের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। যুবক, কয়েক দিবসের পর বন্ধুগণকে দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়া হাস্য বদনে কহিলেন, কিহে? আর দেখিতে পাওয়া যায় না, ব্যাপারটা কি বল দেখি? ইয়ারগণের মধ্যে একজন কহিলেন, আর তোমার বাটীতে আসিয়া কি করিব ভাই! লোকে কথায় বলে অমুক ব্যক্তি সিং ভাঙ্গিয়া বাছুরের দলে মিশিয়াছে, তুমি তাহার বিপরীত আচরণ করিয়াছ; তুমি সিং বাঁধিয়া বুড় বলদের দলে প্রবেশ করিয়াছ; হাঁসিও পায় দুঃখও ধরে, যে দিন থেকে আমরা আর আসিনাই সে রাত্রে পণ্ডিতদ্বয় তোমাকে কি শিক্ষা দিচ্ছিল? হাঁ হাঁ, মনে হয়েচে, কেমন করিয়া বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করিতে হয়, সেই শুনিয়া

অবধি আমরা আর তোমার নিকট আসা যাওয়া পরিত্যাগ করিয়াছি। কেন না, তুমি কোন্ দিন লালা বাবুর মত বাসনায় আগুণ দিয়া বৈরাগ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে, আমরা তাহা দেখিতে পারিব না বলিয়াই আগে হইতে দশ হাত তফাতে গিয়া দাঁড়াইয়াছি। যুবক কহিলেন, ভাই? সন্ধ্যার পর ভদ্রলোক দুইটী আমার বাটী আসিয়া পাঁচটী সৎকথারই আলোচনা করেন তাহাতে হানি কি? ইয়ার চতুষ্টয়ের মধ্যে একজন কহিলেন, তাহাতে বিলক্ষণ হানি আছে। ঐ পণ্ডিত দুইটি তোমাকে যেরূপ শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছে, এ সকল কথা তোমার মা যদি শুনিতে পান, তাহা হইলে যার পর নাই বিরক্ত হইবেন। ঐ বুড়া দুইটার কথা শুনিয়া শুনিয়া যদি তোমার মন খারাপ হইয়া যায়, তাহা হইলে যে সংসারটা একেবারে ছারখাব হইয়া যাইবে, ভাই! যদিও আমরা পণ্ডিত নহি, কিন্তু পাঁচ খানা নীতিগর্ভ পুস্তকও ত পাঠ করিয়াছি, বিষ্ণুশর্ম্মা লিখিয়াছেন— বাল্যকালে বিদ্যার্জ্জন করিবে, যৌবনে ভোগ করিবে এবং বৃদ্ধ হইলে হরিনাম করিবে, তোমার এখন পূর্ণ যৌবন, এ সময় বিলাস ভোগেরই সময়, তাহাতে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, এ সময়ে বুড়োর দলে বসে বৈরাগ্যশতকের গৎ শোনা কি তোমার উচিত? তোমার পিতা কি রকমের লোক ছিলেন, আমরা তা সব জানি। তিনি এই বৈঠকখানায় বোসে সকল রকম রসই আস্বাদন করিয়াছেন। যদিও শেষকালে বয়স হইয়াছিল, কিন্তু তিনি একজন ইযারের যাশু ছিলেন। তিনি যে সকল কার্য্য করিয়া গিয়াছেন. সেই

মতে চল সুখে থাকিবে; আর তোমার যদি একান্তই কোন কোন বিদ্যা শিখিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে সঙ্গীত বিদ্যার আলোচনা কর, তবে ত মনের স্ফূর্ত্তি পাবে। এইরূপ নানা কথা কহিয়া ইয়ার চতুষ্টয় নিরপেক্ষযুবককে বিষম ভ্রমে ফেলিয়া দিল। বাবু তাহার পরদিন অবধি ইয়ার চতুষ্টয়ের বাধ্য হইয়া পড়িলেন। ক্রমে ক্রমে সেই দুইজন পণ্ডিতের প্রতি অনাদর জন্মিতে লাগিল; দিন দিন গাহনা বাজনার দিকেই মন যাইতে লাগিল, বাবু পূর্ব্বে তামাক পর্য্যন্তখাইতেন না, কিন্তু আজ কাল ইয়ারগণের অনুরোধে একটী আলবোলা প্রস্তুত করাইলেন, বহু পরিশ্রমে দুই একটী সেতারের গৎ শিখিলেন, সন্ধ্যার পর বাবুর বৈঠকখানায় গাহনা বাজনার ধুম লাগিয়া গেল।

ক্রমে ক্রমে সেই বাবুর বাটীতে নানাপ্রকার অসৎ লোকের সমাগম হইতে লাগিল। বাবু সেতার ও তবলা বাজাইতে শিখিতেছেন, এই কথা ক্রমে প্রচার হইয়া পড়ায় ওস্তাদ নাম ধারী অনেক বাস্তুঘুঘুরও বৈটকখানায় আসা যাওয়া আরম্ভ হইল। বাবুর নূতন ইযারকির কিছুই বাকি রহিল না, সুরাদেবী অদ্যাপিও অনভিজ্ঞ যুবকের জঠরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। ইয়ারেরা যদিও পুনঃপুনঃ বাবুকে একটু একটু শ্যাম্পেন খাইতে অনুরোধ করিত, কিন্তু তিনি এ পর্য্যন্ত তাহাদিগের সে অনুরোধ রক্ষা করেন নাই; বিনয় পূর্ব্বক বলিতেন, না ভাই, তোমরা আমাকে মদ খাইতে অনুরোধ করিও না মদের উপর আমার চিরকাল বিদ্বেষ আছে; আমি প্রত্যহ এই বারাণ্ডায দাঁড়াইয়া মাতালের দুর্গতি দেখিয়া থাকি, শেষ বেলা আমিও কি মদ খাইয়া মাতাল হইয়া

তাহাদিগের দলভুক্ত হইব। আমাদিগের শিক্ষা গুরু বলিয়াছেন, মদ সর্ব্ব অনিষ্টের মূল, মদ খাইলে লোকের হিতাহিত জ্ঞান থাকেনা, তোমরা খাইয়া থাক খাও, আমার তাহাতে বারণ নাই, কিন্তু আমি ভাই কখন মদ খাইব না। বাবুর এইরূপ কথা শুনিয়া ইয়ার চতুষ্টয় হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল, কহিল, "ভাই তোমার মত জ্ঞান-বৃদ্ধ যুবক আমরা আর দেখি নাই, ছুনিয়াদারি শিখিতে এখনও তোমার অনেক বিলম্ব আছে, আর কেমন করিয়াই বা শিখিবে চিরকাল পাতকোয়ার ব্যাঙ্গের মত এই বৈটকখানাটীতে বসিয়া থাক, আমরা আসিয়া তবুও তোমাকে এতটুকু চটপটে করিয়া লইয়াছি, আগে সাত চড়েও রা বেরুত না, ছুনিয়ায় এসে সকল রসের আস্বাদন নিতে হয়, কোন বিষয়ে বাড়াবাড়ি না করিলেই হইল, আমরাত প্রায় প্রত্যহই মদ খাই, কিন্তু এপর্য্যন্তত একদিনও মাতাল হইয়া রাস্তায় মাত্‌লামি করি নাই, সমস্ত দিনের পর একটু ষ্টিমুলেণ্ট হওয়া ভাল কি না তুমি বরং একজন ভাল ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিও, আমরা তোমার শত্রু নই যে তোমাকে মাতাল করবার চেষ্টায় আছি, একটু আদটু সেরি স্যাম্পেন খাওয়াকে আর মদ খাওয়া বলে না, তুমি ভাই আমাদের অনুরোধে নিদেন পক্ষে একদিন এক গ্লাস স্যাম্পেন খেযে দ্যাখ, যে তাহাতে কিরূপ আমোদ হয়। তাহার পরে আর তোমাকে বলি, তুমি আমাদের কান মলে দিও।

একটা সাদা কথায় বলিয়া থাকে, কানভাঙ্গানিতে হাতি হেন জন্তুও বশ হয়। অনভিজ্ঞ যুবক আর কতদিন ইয়ারগণের

উপরোধ উপেক্ষা করিবেন। একদিন সন্ধ্যার পর, মূষলধারে বৃষ্টি হইতেছে, সমবয়স্ক পাঁচজন যুবক একত্রে বসিয়া নানা প্রকার গল্প করিতে করিতে ইয়ার চতুষ্টয়ের মধ্যে একজন বলিল, ভাই! আমিত আর একটু না খাইয়া থাকিতে পারিব না, এমন সময় আর পাইব না। এই কথা বলিয়া বাবুর তোষাখানা হইতে একটী বোতল বাহির করিয়া আনিল, বিনোদ বাবু পূর্ব্ব হইতেই ইয়ারগণের সন্তোষার্থ দুই এক বোতল স্যাম্পেন আনাইয়া রাখিতেন। সে রজনীতে ইয়ারেরা একটী বোতল খুলিয়া সকলেই একটু একটু খাইলেন, সর্ব্বশেষে এক গ্লাস ঢালিয়া বিনোদ বাবুর মুখের গোড়ায় লইয়া গিয়া বলিলেন "বিনোদ ভাই, একটু খা, তোর পায়ে পড়ি একটু খা, এই বাদ্‌লায় রাত্রে পাঁচ ইয়ারে একটু প্রাণ খুলে ইয়ারকি করি, ওরে ভাই, রস ভঙ্গ করিস্‌নে। মদের গ্লাস হাতে লইয়া বিনোদ কহিলেন, "ভাই! তোমাদের অনুরোধে আমি এই গ্লাস হাতে করিলাম, এই আমার খাওয়া হইল, আমি ভাই মদ মুখে দিতে পারিব না, ইয়ার চতুষ্টয়ের মধ্যে একজন কহিল, "ওহে! কেন ওকে পেড়াপিড়ি করিতেছ, মিছে গ্লাসটা নষ্ট হয়ে গেল, দাও আমাকে দাও *এ রাত্রে এক গ্লাস স্যাম্পেনের দাম লাক টাকা।"* এই কথা বলিয়া গ্লাসটী কাড়িয়া লইবার উপক্রম করায় যে ইয়ার গ্লাস ধরিয়া বসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, আমি এ গ্লাস বিনোদের নাম করিয়া ঢালিয়াছি, যদি বিনোদ নিতান্তই না খায়, তাহা হইলে, আমিও খাইবনা, তোমাদিগকেও দিব না নরদামায় ঢালিয়া দিব। পরে বিনোদের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে

চাহিয়া—বিনোদ, খাবিনে ভাই! আমাদের অনুরোধ রাখ্‌বিনে? যদি আজ রাত্রে আমাদের অপমান কর তাহা হইলে তোমার সঙ্গে এই পর্য্যন্ত। বিনোদ বাবু কহিল, ভাই! তোমাদের অপমান করিতে চাহি না, আমি ভাই সব টুকু খাব না। গ্লাসধারী ইয়ার কহিলেন, আচ্ছা তুই একটু খা, এই কথা বলিয়া বিনোদের মুখের নিকট গ্লাস ধরায় বিনোদ ভয়ে ভয়ে অর্দ্ধেকটুকু গলাধঃকরণ করিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে সংস্কার ছিল যে, মদ খাইলেই মাথা ঘুরিয়া যায়, গলাধঃকরণ করিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়, কিন্তু একটু খাইয়া দেখিলেন যে, মদ সেরূপ নহে, খাইতেও বড় মন্দ লাগিল না। ইয়ারেরা কৃতকার্য্য হইয়া কহিল, ভাই! আর নাচ্‌তে দাঁড়াইয়া ঘোমটা কেন? যে টুকু খাইলে উহাতে কেবল জাতি নষ্ট হইবে, কিন্তু মনে স্ফূর্ত্তি আসিবে না, অবশিষ্ট টুকু চোক্ কান বুজিয়া খাইয়া ফেল, তাহলে মদ খাওয়ায় কিরূপ মনের স্ফূর্ত্তি হয় কিয়দংশ জানিতে পারিবে। এক পাত্র মদ খাইয়া বিনোদ বাবুর দশ আনা ভয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবারে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া অবশিষ্ট টুকু গলাধঃকরণ করিলেন। কিঞ্চিৎ বিলম্বেই মনের মত্ততা জন্মিল, বিনোদ এক অপূর্ব্ব আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন, মন একেবারে উদাব হইয়া গেল। বন্ধুগণকে কহিলেন, ভাই, একি! আমার যে একবার নৃত্য করিতে ইচ্ছা হইতেছে, এই কথা বলিয়া একজন ইয়ারের গলা জড়াইয়া ধরিলেন। ইয়ারেরা ভাবিল, আর কি, কার্য্য সিদ্ধি হইয়াছে। একজন ইয়ার কহিল, বিনোদ বাবু, আর একটু

খাবে? অপরজন বলিল না, আজ এই পর্য্যন্তই ভাল, একেবারে বাড়াবাড়ি করা ভাল নহে। সে. যাহা হউক, বিনোদ বাবু যেটুকু খাইয়াছিলেন, সে রজনীতে তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হইল। তিনি বন্ধুগণকে বলিলেন, ভাই! তোমরা সকলে একটা গান গাও আমার গান শুনিতে বড় ইচ্ছে হইতেছে। বন্ধুরা তৎক্ষণাৎ সমস্বরে একটি নিধুর টপ্পা ধরিলেন। বিনোদ বাবু যদিও বাজাইতে জানেন না তথাচ আহ্লাদে মত্ত হইয়া তবলায় চাঁটি মারিতে লাগিলেন। বিনোদ বাবু মনে করিলেন অদ্য রাত্রে ঘোরতর আমোদ আহ্লাদ হইল।

তৎপরদিবস সন্ধ্যার সময় ইয়ারগণ পুনরায় বিনোদ বাবুর বৈটকখানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকল কথার পূর্ব্বে একজন ইয়ার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন বিনোদ বাবু, কাল রাত্রে কেমন ছিলে?" বিনোদ কহিলেন, "ভাই, আমোদ আহ্লাদ যাহা তাহা এই খানেই হইয়াছিল। তাহার পর বাটীর ভিতর যাইয়া শয়ন করিলাম, রাত্রি কোথা দিয়া গিয়াছিল তা কিছুই টের পাই নাই। প্রাতে উঠিয়া দেখিলাম, শরীরটে যেন ভার হইয়া রহিয়াছে, রগ দুইটাও একটু টিপ্‌টিপ্ করিতেছে, তাহার পর সকাল সকাল স্নানাহার করায় শরীর বিলক্ষণ প্রকৃতিস্থ হইয়া গেল। ভাই, একটী কথা তোমাদের কাছে বলি, লোকে যে মদ খায় কেন তা কাল রাত্রে বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি। গত রজনীতে এক গ্লাস খাইয়া আমার যেরূপ আনন্দ হইয়াছিল, বোধ হয় জন্মাবচ্ছিন্নে কখন সেরূপ মনের স্ফূর্ত্তি হয় নাই। আজিকার

বন্দোবস্ত কি? আমি কিন্তু আজ আর নয়।” একজন মোসাহেব কহিলেন—“কে তোমাকে মাথার দিব্বি দিচ্চে, কাল যে আমাদের মান রেখেচ এই যথেষ্ট। কিন্তু ভাই, আমাদেব একটু একটু না হলে চল্‌বেনা।” এই কথা বলিয়াই বাবুর তোষাখানার ভিতর হইতে একজন মোসাহেব একটী বোতল বার করে আন্‌লেন। চাকর গ্লাস দিল, একজন মোসাহেব একপাত্র ঢেলে অপর একজন মোসাহেবের হস্তে দিলেন। তিনি গেলাসটী হাতে করে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন—“কেমন বিনোদ বাবু, আছ? না তোমার ‘হেল্‌থ ড্রিঙ্ক’ কোর্‌বো।” বিনোদ বাবু তাহার উত্তর না দিয়া কেবল মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাস্‌তে লাগ্‌লেন। বিনোদের হাসি দেখে প্রথম মোসাহেব কহিল—“আর কেন হে, বোঝা গেছে! নাও—আর মান কাড়াতে হবে না। এই টুকু ঢুক কোরে গলায় ঢেলে দাও।” বিনোদ বল্লেন—“আমি খেতে পারি, কিন্তু আজ আমার ওয়াইফ্ (wife) এসেচে, যদি গন্ধ পায় তা হলেই মুস্কিল হবে।” দ্বিতীয় মোসাহেব কহিলেন, “সে জন্য তোমায় ভয় নেই, তার ঔষধ বলে দিচ্চি। গোটা কতক তুলসী পাতা চিবিয়ে একটা মস্‌লা দেওয়া পান খেও, তা হলে কিছু গন্ধ থাক্‌বে না।” এই সব কথাব পর বিনোদ বাবু অম্লান বদনে প্রথম পাত্র গলাধঃকরণ করিলেন! ইয়ারেয়া ‘বলিহারি যাই বাবা!’ ‘ব্র্যাভো’ বলিয়া করতালি দিয়া উঠিল। সে রজনীতে বিনোদ পর্য্যায়ক্রমে দুই পাত্র গলাধঃকরণ করিলেন এবং পূর্ব্ব রজনী অপেক্ষা সে রজনীতে অধিক আমোদ বোধ করিয়া বিনোদ এগারটার সময় বাটীর ভিতর

শয়ন করিতে গেলেন। বিনোদের সহধর্ম্মিণী তৎকালে নিদ্রাভিভূতা ছিলেন, স্বামী কখন আসিয়া শয়ন করিয়াছে তাহা কিছুই জানিতে পারেন নাই। দুই চারি দিবসের মধ্যেই বিনোদের স্ত্রী বিশেষরূপে বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার স্বামী মদ খাইতে শিখিয়াছেন। তিনি যদিও বালিকা, তথাচ স্বামীকে অনেক অনুযোগ করিয়া কহিলেন—"কে তোমাকে মদ খাইতে শিখাইল? ঠাকরুণ শুনিলে কত রাগ করিবেন। আগে দুই জন ভদ্র লোক আসিয়া তোমাকে কত উপদেশের কথা শুনাইতেন, এখন আর তাঁহারা আসেন না কেন? বোধ হয়, তুমি মদ খাইতে শিখিয়াছ বলিয়া তাঁহারা তোমার উপর ঘৃণা করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। ও ছোঁড়াকটাকে তুমি তাড়াইয়া দাও, উহারাই তোমাকে খারাপ করিয়া দিতেছে।" বিনোদ আপনার সহধর্ম্মিণীকে নানা কথা কহিয়া শান্ত করিয়া দিলেন এবং পুনঃ পুনঃ শপথ দিযা কহিলেন যে, একথা কখনও মাকে বলিও না, আমার শরীরটা বড় খারাপ হইয়াছিল সেই জন্যই একটু পোর্ট খাইয়াছিলাম। বালিকা স্বামীর সোহাগে একেবারে ভুলিয়া গেলেন আর তাহার জন্য কোন দ্বিরুক্তি করিলেন না।

এদিকে ক্রমান্বয়ে একপক্ষ কাল বিনোদ প্রত্যহই রজনীতে সুরাপান করিতে লাগিল। তোষাখানায় দুই এক বাক্স মদ সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকে। বিনোদের একটী কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল, তাহার নাম বিপিন, বয়ঃক্রম একাদশ বর্ষ। জন্মাবধি বিপিন শান্ত, শিষ্ট, বিদ্যানুরাগী ও ভ্রাতৃবৎসল, সকল বিষয়েই বিপিন দাদার অনুকরণ করিয়া চলিত; দুই তিন

দিবস রজনীতে বিপিন দেখিয়া গেল যে, দাদা বোতল থেকে কি ঢালিয়া খাইতেছে। এক দিবস দিবা দুই প্রহরের সময় বিপিন তোষাখানার ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া দেখিল যে, একটা ভাঙ্গা বাক্সর ভিতর খড় চাপা দেওয়া কতকগুলি বোতল রহিয়াছে, তাহার পার্শ্বে দুইটী কাঁচের গেলাসও আছে। বিপিন আস্তে আস্তে একটী বোতল তুলিয়া দেখিল যে, তাহার অর্দ্ধাংশ খালি, ভিতরে রক্তবর্ণ জল ঢল ঢল করিতেছে। সে ভয়ে ভয়ে কিয়দংশ একটী গ্লাসে ঢালিয়া এক চুমুক খাইয়া ফেলিল, পাছে দাদা জানিতে পারে এই ভাবিয়া বোতলে খানিক জল ঢালিয়া রাখিল। বিপিন সুরাপান করিয়া আপন পাঠগৃহে যাইয়া বসিল, সে সময়ে তাহার মন, অপূর্ব্ব আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, বিপিন পাঠগৃহে নিঃশব্দে বসিয়া লেখা পড়া করিয়া থাকে, সেদিবস টেবিল বাজাইয়া গীত আরম্ভ করিল। বিপিন এইরূপ অবস্থায় অবস্থিত এমন সময়ে তাহার একজন সহাধ্যায়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। বিপিনের সহাধ্যায়ীর বয়ঃক্রম যোড়শ বর্ষের অধিক হইবে না, নাম অবিনাশ। অবিনাশের পিতা তিন পুরুষে মাতাল, তিনি বাপ পিতামহের মদ খাওয়া দেখিয়া দেখিয়া অল্প বয়সেই গ্ল্যাস ধরিতে শিখিযাছেন, তবে সব দিন জুটিয়া উঠে না, কেবল পরব পার্ব্বণেই ইয়ার বন্ধুর বাটীতে এক আধ গ্ল্যাস খাইয়া থাকেন এই মাত্র। অবিনাশ বিপিনের গৃহে যেমন প্রবিষ্ট হইয়াছেন, বিপিন কহিল, 'অবিনাশ! মাই বুজম্ ফ্রেণ্ড!' বলিয়া গলা জড়াইয়া ধরিলেন। অবিনাশ দেখিল, বিপিনের মুখে মদের গন্ধ বাহির হইতেছে,

আহ্লাদে আট খানা হইয়া বলিল, "কি ইয়ার ? ডুব দিয়ে জল খাও বাবা, শিবের বাপেও টের পায় না বটে ?" বিপিন কহিল, "কেন, কি হইয়াছে ?" অবিনাশ কহিল, "তুমি ড্রিঙ্ক করেছ নাকি ?" বিপিন অপ্রতিভ হইয়া কহিল, 'ভাই! দাদা বাবুর বোতলে কি ছিল, আমি একটু লইয়া খাইয়াছি; তুমি খাবে ? আর একটু আমি চুরি করে আন্‌বো ?" অবিনাশ কহিল—"বুঝিয়াছি, যখন আমাদের পাড়ার কেনারাম আসিয়া তোমার দাদার সঙ্গে জুটিয়াছে, তখন আর দিন কতকের মধ্যে মদের ভাঁটি বসাতে হবে। কেনারাম আমার বাপের ইয়ার, আবার তোমাদের বাটী আসিয়া তোমার দাদার সঙ্গেও ইয়ারকি জুড়িয়াছে। সে যাহা হউক, এখন তোমার দাদার ঘর থেকে একটা বোতল আন দেখি।" বিপিন আস্তে আস্তে যাইয়া একটী বোতল তুলিয়া আনিলেন। অবিনাশ বোতলের মুখটী খুলিয়া প্রায় এক কোয়াটার আন্দাজ পান করিলেন। অবিনাশ পরিতৃপ্ত হইলে পর বিপিনও আর একটু খাইল। একে বালক, তাহাতে কখন মদ খাওয়া অভ্যাস নাই, বিপিন একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। অবিনাশ অনেক যত্নে দুই তিন ঘণ্টার পর তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। বিনোদের মাতা পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পারিয়াছিলেন যে, বিনোদ মদ খাইতে আরম্ভ করিয়াছে; অদ্য পাঠগৃহে বিপিন যে কাণ্ড কারখানা করিল, তৎসমুদয় বিনোদের চাকর আপনি দোষ হইতে মুক্ত হইবার জন্য গিন্নীঠাকুরাণীকে বলিয়া দিল। গিন্নী একজন দাসীকে দিয়া বিপিনকে ডাকিতে পাঠাই-

লেন। বিপিন তৎক্ষণাৎ মাতার সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইল। গিন্নী জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যাঁরে বিপিন! তুই কি খাইয়াছিস?" বিপিন বলিল—"মা, আমি ডিগ্‌বাজী খাইতে পারি—দেখিবে?" এই কথা বলিয়া বিপিন দুই তিনবার ডিগ্‌বাজী খাইল। বিপিনের মাতা দেখিলেন, একেবারে সর্ব্ব-নাশ হইয়াছে। তিনি তৎকালে বিপিনকে কিছু না বলিয়া কর্ত্তার গুণকীর্ত্তণ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। অন্দর মহলের ভিতর বিপিনকে লইয়া এই সকল কাণ্ড হইতেছে, এমন সময়ে বিনোদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিনোদ কহিলেন, "মা, কি হইয়াছে! আপনি কাঁদিতেছেন কেন?" গিন্নী কহিলেন—"আমার মাথা হইয়াছে, কর্ত্তা এক বছর না মরিতে মরিতেই তোরা একেবারে অধঃপাতে গেলি, আমাদের বংশে কখন যা না হইয়াছে, তোদের হ'তে হইল, তোরা এই বয়েসে মাতাল হয়ে উঠ্‌লি?" কর্ত্তাকে স্মরণ করিয়া বিনোদের মাতা যৎপরোনাস্তি আক্ষেপ করিলেন, অনবরত চক্ষের জল পড়িয়া বক্ষের বসন সিক্ত হইয়া গেল। মাতাকে তদবস্থ দেখিয়া বিনোদ আর তাঁহার সম্মুখে অধিক ক্ষণ দাঁড়াইতে পারিলেন না; শির অবনত করিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া আপন বৈটকখানায় বসিলেন। সেই সময়ে তাঁহার মনে সদসৎ চিন্তা পর্য্যাযক্রমে উদয় হইতে লাগিল। একবার ভাবিলেন, "আর মদ খাইব না, যাহার জন্য মাতা এতাবৎ দুঃখিত হইয়াছেন, সে বিষয় আশু পরিত্যাগ করাই যুক্তিযুক্ত। বিপিন সকল বিষয়েই আমার অনুকরণ করিয়া চলে, সে আমাকে মদ খাইতে দেখিয়া আপনিও মদ খাইতে

গিয়াছে ; আমি যখন স্বয়ং সুরাসক্ত হইয়াছি তখন কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সদুপদেশ দিলে সে তাহা শুনিবে কেন? পিতার মৃত্যুর পর আমিই সংসারের কর্ত্তা হইয়াছি, সুতরাং আমি সাবধান হইয়া না চলিলে সংসারে বিষম বিভ্রাট ঘটিবে। অসৎ সংসর্গের ফল আমার হাতে হাতে ফলিয়াছে ; সন্ধ্যার পর দুইজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লইয়া সৎকথাই আলোচনা করিতাম, কোথা হইতে চারিটা মাতাল আসিয়া আমাকে একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিবার যোগাড় করিয়াছে। আর আমি কেনারামের সংসর্গে থাকিব না, ভ্রাতাকে একটু শাসন করিয়া দিলে, সে আর কখনও সুরা স্পর্শ করিবে না। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিযা বিনোদ আপন দ্বারবান্‌কে ডাকাইলেন এবং কেনারাম কি তাহার সঙ্গীরা আর যেন কোন সূত্রে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতে না পারে ইহা বিশেষরূপে বলিয়া দিলেন। দ্বারবান্ চলিয়া গেলে বিনোদ একখানি মহাভারত বাহির করিয়া স্থিরচিত্তে পড়িতে লাগিলেন ; ক্রমে সন্ধ্যা হইল, বিনোদ তথাচ মহাভারত পাঠে ক্ষান্ত হইলেন না ; আলো জ্বালিয়া শান্তিপর্ব্বের অন্তর্গত অসৎসংসর্গের ফল, নিবিষ্ট চিত্তে পড়িতে লাগিলেন। ক্রমান্বয়ে দুই মাস কাল প্রত্যহ রজনীতে ইয়ারগণে পরিবেষ্টিত হইয়া মদ্যপান করিতেন, অন্য অন্য দিন ইয়ারগণের কিঞ্চিৎ আসিতে বিলম্ব হইলেই চিত্তচাঞ্চল্য হইত, সে দিবস তাঁহার চিত্ত এতদূর শান্ত হইয়াছিল যে, কেনারামের সহিত সুরাপান ও আমোদ আহ্লাদ একেবারে বিস্মৃত হইয়া গেলেন। বিনোদের

জননী সন্ধ্যার পূর্ব্বে বিনোদকে যথোচিত তিরস্কার করিয়া মনে মনে অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন, কারণ তিনি বিলক্ষণ জানিতেন যে, এখনকার ছেলেরা অত্যন্ত অবাধ্য হইলে, যদি তাহাদিগকে তিরস্কার করা যায় তাহা হইলে তাহারা মনের দুঃখে বিবাগী হইয়া চলিয়া যায়, কেহ বা অতি সামান্য কারণে আত্মঘাতী পর্য্যন্ত হইয়া থাকে; সেই ভয়ে নিঃশব্দপদসঞ্চারে বিনোদের জননী বহির্ব্বাটীতে আসিয়া 'বিনোদ কি করিতেছে, দুই তিন বার দেখিয়া গেলেন। যখন দেখিলেন যে, বিনোদ নিবিষ্ট মনে একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছে, তখন তাঁহার পুর্ব্বের ভয় অনেকাংশে তিরোহিত হইল। অন্তঃপুরে গিয়া এক দাসীর দ্বারা বিনোদের বৈকালিক জলযোগের দ্রব্যাদি পাঠাইয়া দিলেন, পুত্র সময়ে জল খাইতে পায় নাই এইজন্য মায়ের প্রাণ অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিল। জল-যোগের দ্রব্য সামগ্রী উপস্থিত হইবা মাত্রই, বিনোদ হৃষ্ট-চিত্তে তৎসমুদয় আহার করিয়া পুনর্ব্বার পুস্তক পাঠে মনোনিবেশ করিলেন।

এদিকে কেনারাম ও অন্য অন্য ইয়ারেরা মদ্যপানের উপযুক্ত সরঞ্জাম সঙ্গে করিয়া বিনোদের সদর দরজায় আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় দ্বারবান্ কহিল, "আপনাদিগের বাটীর ভিতর যাবার হুকুম নাই, বাবু আপনাদিগকে আসিতে একেবারে নিষেধ করিয়াছেন।" কেনারাম শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন, বিনোদ আমাদিগকে যাইতে নিষেধ করিয়াছে কেন, দ্বারে দাঁড়াইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে-

ছেন, এমন সময়ে আরও তিনজন ইয়ার আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। কেনারাম তাহাদিগের নিকট বিনোদের ব্যবহারের কথা বর্ণন করায় ইয়ারেরা একেবারে ক্রোধে অন্ধ হইয়া কহিল, "তুমি এখনও এখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছ? বিনোদ বড় মানুষ বলে কি আমাদের কাছে স্পর্দ্ধা করে, অমন বড় মানুষ আমরা ঢের দেখিয়াছি, মনে করিলে ত উহার ন্যায় কত বড় মানুষ ঢুপা দিয়ে জড় কত্তে পারি, ওকি আবার ইয়ার, না ইয়ারের দরুন? দ্বারবান্! তুমি তোমার বাবুকে বল, সে যেন কাল অবধি শাঁখা সিঁদুর পরে কোণের ভিতর বসে থাকে। কেনারাম বাবু! রাগ কোর না, কথায় বলে জান না, নীচ যদি উচ্চভাসে—আমরা ছোট লোকের ছেলে নই যে, ওর কাছে মদের প্রত্যাশায় আসতেম্—"Dam the Devil,—এত বড় যোগ্যতা যে, দ্বারবানকে দিয়ে অপমান করে?" এই কথা বলিয়া কেনারাম ছাড়া ইয়ারেরা রাগভরে গঙ্গার ধারের দিকে চলিয়া গেলেন। রজনীতে মদ খাওয়ার উপায় কি হইবে, কেনারামের এই ভাবনায় মস্তক ঘুরিতে লাগিল, কি করেন, সে রজনীতে আর কোন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না, কাজে কাজেই অধমতারণ গাঁজার আড্ডায় প্রবিষ্ট হইয়া, এক আধ টান গাঁজা খাইয়া আপনার ভবনাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

কেনারামের সে রজনীতে মদ খাওয়া হইল না বলিয়া যৎপরোনাস্তি মনের অসুখ জন্মিল; একে মদ খাইতে পান নাই, তাহার উপর বিনোদের ন্যায় আশ্রয় আর পাইবেন না,

এই ভাবিয়া বাটী যাইয়া আর আহারাদি না করিয়া একেবারে শয্যায় শয়ন করিয়া পড়িলেন। সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে কেনারামের মনে এইরূপ উদয় হইল যে, বিনোদের জননীই ষড়যন্ত্র করিয়া আমাকে বাটী হইতে দূরীভূত করিতেছে; বিনোদ এরূপ লোক নহে যে, সে আমাকে দ্বারবানের দ্বারা অপমানিত করিবে। যাহা হউক,কল্য প্রাতে যে কোন প্রকারে হউক বিনোদের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে হইবেই হইবে; হয় ত আমি না যাওয়াতে বিনোদ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছে; ভারতচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন, "এতে মৃত্যু বরঞ্চ বিষয় জানা চাই, বিনা যুদ্ধে ভঙ্গ দেওয়া কাপুরুষতাই।" কাল রজনীতে আমাকে বাটীব ভিতর প্রবিষ্ট হইতে না দেওয়ার কারণ কি? এটী বিনোদের দোষ কি বিনোদের মাযের দোষ, তাহা আমাকে বিশেষ করিয়া জানিতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে কেনারাম নিদ্রিত হইলেন। প্রত্যূষে গাত্রমার্জ্জনী স্কন্ধে করিয়া গঙ্গাস্নানের ছলে বিনোদ বাবুব দ্বারদেশে যাইয়া দাঁড়াইলেন। যখন দেখিলেন, দ্বারবান্ দ্বারদেশে নাই, সেই সুযোগে উপরে উঠিয়া বিনোদের বৈটকখানায় যাইয়া বসিলেন, বিনোদ বাবু তখনও বাটীর বাহিরে আইসে নাই। কেনারাম অর্দ্ধঘণ্টা কাল তীর্থের কাকের ন্যায় একক বৈটকখানায় বসিয়া বিনোদের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বিনোদ বাবু পূর্ব্ব রজনীর সেই মহাভারত হস্তে বৈটকখানায় প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, কেনারাম বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিবামাত্রই বিনোদের দ্বার-

বানের প্রতি অত্যন্ত ক্রোধ জন্মিল, কিন্তু তৎকালে সে ভাব গোপন রাখিয়া কেনারামের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। কেনারাম কহিল,—"কি বাবা, কট্‌মটিয়ে চাচ্চ যে? তোমার বাড়ীতে এসেচি বলে মারবে্‌ নাকি? মার ধর আর যাই কর, আমাদের ইয়ারের জান, কিছুতেই অপমান বোধ করব না। সাতটা ধর্ম্মপুত্ত্র যুধিষ্ঠির মরে, একটী প্রকৃত ইয়ার জন্মে, আমাদের মান অপমান বোধ নাই, ইয়ারের জন্য আমরা প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারি; বাবা, ইয়ার হওয়া তোমাদের মত লোকের কার্য্য নয়। কাল সন্ধ্যার সময় আমাদের অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছ, তথাচ আমি তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। ভাই! দ্বারবান্‌ দিয়ে অপমান কর্‌বার দরকার কি ছিল, পূর্ব্ব রাত্রে আমাদের মানা কল্লে আর আমরা আস্‌তেম না। ভাই, আমরা তোমার বাড়ী সেধে আসিনি, তুমি পাঁচবার কোরে ডাকৃতে পাঠাতে তবে আমরা আস্‌তাম; একেই বলে, "বড়র পীরিত বালির বাঁধ, ক্ষণেক হাতে রসি ক্ষণেক চাঁদ," বা! বা! বর্দ্ধমানের হীরে মালিনী কি কথাই বলে গেছে, তাকে লাকও সেলাম করি। বল্‌বে না বাবা, তার যে ইয়ারের জান ছিল; শেষ বেলা বিদ্যেকে আবার তার হাতে পায়ে ধত্তে হয়েছিল বলে বলেছিল, "যে মুখে বলেছিলে, কাণী চ্যাং মুড়ি; সেই মুখে বল্‌তে হোলো জয় বিষহরি" তোমাকেও বাবা, সেই-রূপ আবার একদিন আমাদের খুঁজ্‌তে হবে।"

বিনোদ অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন, চক্ষুলজ্জা বশতঃ কেনারামের মুখের উপর বলিতে পারিলেন না যে,

আর আমি তোমাদের সহিত কোন সংস্রব রাখিতে চাহি না, তোমরাই আমাকে সুরাসক্ত করিয়া তুলিয়াছ, অসতের সংসর্গ আমি ইহ জন্মের মত পরিত্যাগ করিলাম। বিনোদ যদি চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করতঃ সাহস করিয়া এই কয়েকটী কথা বলিতে পারিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, ভবিষ্যতে তাঁহার আর কোন বিঘ্নই ঘটিতে পারিত না। তিনি কেনারামের বক্তৃতা শুনিয়া কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন ও কহিলেন, "ভাই, কল্য বৈকালে বিপিন বড় গর্হিত কার্য্য করিয়াছিল, সে তোষাখানা হইতে একটা মদের বোতল বাহির করিয়া লইয়া তাহার দুইজন সহাধ্যায়ীর সহিত অনিয়ম পান করিয়া ফেলিয়াছিল। মা পূর্ব্ব হইতেই আমার বিষয় কিছু কিছু জানিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু আমার সম্ভ্রম রক্ষা করিবার জন্য হঠাৎ আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই; কল্য বিপিন যখন সুরাপানে মত্ত হইয়া তাঁহার সম্মুখে যাইয়া পড়িয়াছিল, জননী সেই সুযোগে আমাকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিয়াছেন, অবশেষে আমার পিতাকে স্মরণ করিয়া করুণস্বরে যেরূপ বিলাপ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই কেনারাম কহিয়া উঠিল, "আমি যা অনুমান করেচি, ঠিক তাই, তুমি কি আমাকে আস্তে বারণ কত্তে পার, তোমার মাই তোমার অজ্ঞাতসারে দ্বারবানকে টিপে দিয়েছিলেন; তোমার মা আমাকে অপমান করিয়াছেন, তাহাতে আমি কিছু মাত্র দুঃখিত নহি, তিনি তোমারও মা আমারও মা, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা ভাবে,

একটু মদ খেলেই বুঝি সর্ব্বনাশ হয়ে যায়; আমি যখন প্রথম Drinking আরম্ভ করি, তখন আমার মাও আমাকে এক-দিন ভারি বকিয়াছিলেন, আমি সেই দিন থেকে বাড়ীতে খাওয়া একেবারে পরিত্যাগ কল্লুম, এখন ডুব দিয়ে জল খাই শিবের বাবাও টের পায় না। এই জন্য বল্‌চি, আমাদের আর এ বৈটকখানায় বসে মদ খাওয়া হইবে না, হয় বাগানে নয় কোন প্রাইভেট প্লেসে খাওয়া দাওয়া যাবে। আর বিপিনকে গোটা কতক ধমক দিলেই সে আর কখন এমন কাজ করিবে না, কিন্তু তোমার ভাই, বেসায়েস্তা চাকরকে কান ধরে ঘোড়দৌড় করা উচিত, সে কি বোলে মদের বাক্স এলো থেলো করে নিচেয় ফেলে রেখেছিল, কানেস্তারার ভিতর রেখে চাবি দিলে ত আর বিপিন পেতনা, তা হলে কাল্‌কের বিকালের ঢলাঢলিও হোত না, সে যা হবার তা হয়ে গেছে, সামান্য কথায় বলে, "ভবিতব্যং মূলং" এখন আজকে কি রকম ব্যবস্থা করা যাবে বল, দেখি? আমার বিবেচনায় আজ তিনটার পর তুমি আপন বাগানে চলিয়া যাইবে, আমরা যাইয়া সেই খানে জুটিব, তার পর একটা প্রাইভেট প্লেস ঠিক কর্‌চি।

পাঠকগণ! বিনোদের সুরাপান শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রস্তাব আর বিস্তারে বর্ণন করিবার প্রয়োজন নাই, যাহা লিখিত হইল, ইহাই যথেষ্ট হইয়াছে। এখানে এইমাত্র বক্তব্য যে, অসৎ লোকেরা সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবকগণকে কি মোহিনী মন্ত্রে বিপথগামী করে, তাহা সবিশেষ বুঝিয়া উঠা অসম্ভব। দশ বৎসরকাল নীতিশিক্ষা দ্বারা যে ফল উৎপন্ন হয়, একজন

অসৎ ব্যক্তির সংস্রবে একদিনে তাহা বিনষ্ট হইতে পারে। বিনোদ জননীকে রোদন করিতে দেখিয়া অত্যন্ত শোক-সন্তপ্ত হইয়াছিলেন এবং মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, আর অসতের সহিত সংস্রব রাখিব না, কিন্তু সেই অসৎ ব্যক্তির আগমন মাত্র তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাইল, এই জন্যই শাস্ত্র-কারেরা অসৎ সংসর্গ করিতে পদে পদে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। সঙ্গদোষে লোকে সুরাসক্ত হয়, সঙ্ক্ষেপে তাহা বিবৃত করা গেল। এক্ষণে এতদ্দেশীয় যুবকবৃন্দ কেবল এক অনুকরণের বশম্বদ হইয়া কি প্রকারে সুরাসক্ত হন, নিম্নে তাহারই উল্লেখ করা যাইতেছে।

সংসারের সর্ব্বসাধারণ লোক সুখে কালহরণ করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু প্রকৃত সুখ কাহাকে বলে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া আপনাদিগের অপেক্ষা অধিক ধনসম্পন্ন ব্যক্তিরা যেরূপ প্রণালীতে আমোদ আহ্লাদ করে, নিম্নস্থ লোকেরা তাহাকেই সুখ বলিয়া ধরিয়াছে। এখানে নিম্নস্থ শব্দের অর্থ পাঠকগণ অন্য প্রকারে গ্রহণ করিবেন। বোধ করুন, কোন ধনীর সন্তান তাঁহার পিতাকে সুরাসক্ত দেখিয়া থাকেন। তৎকালে তিনি তাঁহার পিতার অধীন; অর্থের ক্ষমতা নাই, কিন্তু পিতাকে সর্ব্বদা সুরাপানে আমোদিত দেখিয়া মনে মনে ভাবেন যে, যদি কখন সময় পাই, তাহা হইলে আমিও পিতার মত আমোদ আহ্লাদে কালহরণ করিব। সময়ে তাঁহার সেই অভিলষিত কাল আসিয়া উপস্থিত হইল; অর্থাৎ তাঁহার পিতা পরলোক-গত হইলেন। মৃত ব্যক্তি নিজে সুরাপায়ী ছিলেন, সর্ব্বদা

আপনার আমোদেই আমোদিত থাকিতেন। পুত্রের প্রতি এক দিনের জন্যও দৃষ্টি রাখিতে অবসর পাইতেন না; কাজেই সেই সন্তান পিতার রীতি নীতি ব্যবহার দেখিয়া তৎসমুদয় মনে মনে অনুকরণ করিয়া রাখিয়াছিল, কেবল স্বাধীনতা ও অর্থের অভাবে কার্য্যে তাহা পরিণত করিতে পারে নাই। এখন পিতৃবিয়োগের পর মনের সাধে আমোদ আহ্লাদ করিবার উপক্রম করায়, চারিদিক হইতে অসৎ লোক আসিয়া কথিত ধনাঢ্য যুবার নিকট আশ্রয় লইতে লাগিল। ধনবান্ ব্যক্তি যাহা অভিলাষ করেন, তৎক্ষণাৎ তাহারা তাহা সম্পাদন করিয়া দেয়। অর্থের অনাটন নাই, উত্তরসাধকের অসদ্ভাব নাই, আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্য শত শত লোক করযোড়ে দাঁড়াইয়া আছে, এরূপ অবস্থায় সে যুবাকে সুরাসক্তি হইতে কে রক্ষা করিতে পারে? দশজন নীতিশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত যদি সর্ব্বক্ষণ তাহাকে নীতি শিক্ষা দেন, তথাচ সে বাল্যকাল হইতে আপন পিতাকে যে প্রণালীতে চলিতে দেখিয়াছিল, তাহা কখনই বিস্মৃত হইতে পারিবে না। এই জন্যই দেখিতে পাওয়া যায় যে, মাতালের পুত্র পৌত্র প্রায়ই মাতাল হইয়া উঠে। এই প্রকারে এক একটী বংশ মাতালের বংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। আবার এরূপও দেখা যায়, সেই অসৎ বংশেও কখন কখন সৎপুত্র জন্মিয়া সেই কুলের চিরকলঙ্ক অপনয়ন করিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ সহস্রের মধ্যে দুই একটী মাত্র ঘটিয়া থাকে। একে অস্মদ্দেশীয় লোক বামাচারীদিগের প্রাদুর্ভাবের সময়

অবধি অধিক পরিমাণে সুরাসক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার উপর আবার জিতজাতির অনুকরণ করিতে গিয়া সুরা-সাগরে ভাসমান হইয়াছে। বিংশতি কি ত্রিংশৎ বৎসর পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় লোক যেরূপ আমোদ আহ্লাদে কালহরণ করিতেন এক্ষণে তৎসমুদয় প্রায় লোপ পাইয়াছে। এখনকার কালে কোন কারণে যদি পাঁচজন বন্ধু বান্ধব লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে যাওয়া যায়, তাহা হইলে সুরাপান ব্যতিরেকে বাঙ্গালী যুবকদিগের আর অন্য কোন আমোদ নাই বলিলেই হয়। যদিও রাজপথে চলিয়া যাইবার সময় বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি ও সঙ্গীতাদির সুশ্রাব্য স্বর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু প্রায় তৎসমুদয়ই সুরার আনুসঙ্গিক; দুই পাত্র সুরা গলাধঃকরণ না করিলে গায়কের কণ্ঠধ্বনি বাহির হয় না এবং বাদকের তবলায় আঘাত করিবারও শক্তি আসে না। কালের কি মাহাত্ম্য! যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই মূর্ত্তিমতী সুরাদেবী বিরাজমান রহিয়াছেন। ইংরাজেরা সুরাপান করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদেব সুরাপান প্রায়ই পরিমিত পরিমাণেই হইয়া থাকে ও তাঁহাদের সুরাপান করিবার বিশেষ কারণও আছে। তাঁহারা শীতপ্রধান দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, মাংসই তাঁহাদিগের প্রধান খাদ্য, যুদ্ধবিগ্রহে তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোককে নিযুক্ত থাকিতে হয়, এতদ্ভিন্ন অর্ণবপোত চালন, বাষ্পীয় শকট চালন এবং বিবিধ প্রকার বাষ্পীয় যন্ত্র প্রভৃতিতে তাঁহারা সর্ব্বদাই গুরুতর পরিশ্রম করিয়া থাকেন। সেই পরিশ্রমের অবসানে পরিমিত

সুরাপানে ইষ্ট ভিন্ন তাঁহাদের অনিষ্ট হয় না। আমাদিগের জিতজাতিরা সুরাপান করিয়া থাকেন, আমরা না করিব কেন? এরূপ ভাবিয়া যাঁহারা সুরাপান করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহাদিগের ন্যায় অদূরদর্শী এবং অবোধ আর নাই। কথিত আছে যে, ইংরাজেরা কেহ কেহ প্রত্যহ এক সের করিয়া মাংস আহার করিয়া থাকেন, সেই মাংস আবার প্রায়ই গোমাংস। গোমাংস পরিপাক করিবার জন্য এক গেলাস মদ্যপান করিলে অনিষ্ট ঘটে না। সেই ইংরাজ জাতির অনুকরণ করিয়া মৎস্যের যুষ সংযোগে দাদখানি তণ্ডুলের অন্নভোজী বাঙ্গালি বাবুরা ম্লেচ্ছদেশোৎপন্ন যে তীব্র সুরা পান করিয়া থাকেন, সেই তীব্র সুরা (Brandy) তাঁহাদের উদরস্থ হইয়া মৎস্যের যুস সংযুক্ত অন্ন প্রবেশ মাত্রই পরিপাক করিয়া ফেলে; তাহার পর আপনার বিক্রম প্রকাশের উপযুক্ত দ্রব্য না পাইয়া বাবুদিগের শরীরের রক্ত-মাংস পর্য্যন্ত পরিপাক করিতে আরম্ভ করে। দুঃখের কথা কি বলিব, এতদ্দেশীয় মাদকপ্রিয় ব্যক্তিবৃন্দ মাদকের হস্ত হইতে জীবন রক্ষার উপায় অবধারিত না করিয়া মাদক সেবনে প্রবৃত্ত হন। যদি কেহ কোন সুরাসক্ত ব্যক্তিকে কহেন, তুমি নিত্য মদ্যপান করিতে আরম্ভ করিয়াছ, ইহার পর উৎকট রোগগ্রস্ত হইবে। তৎপ্রত্যুত্তরে হয়ত সেই সুরাপায়ী বলিবে যে,যে নিত্য মাংস খায়,মদে কি তাহার কিছু অপকার করিতে পারে? মদে মাংস, গাঁজায় ঘৃত এবং অহিফেনে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধপান করিলে মাদক সেবনে শারীরিক কিছুমাত্র অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। যাহাদিগের

খাবার সংস্থান নাই, তাহারাই মদ গাঁজা খাইয়া মরিয়া যায়, আমরা মরিব কেন?

পাঠকগণ! আমি অনেকানেক বন্ধুবর্গের মুখে গল্প শুনিয়াছি যে, এতদ্দেশীয় সুরাপায়ীরা একবৎসর কাল প্রত্যহ সুরাপান করিলেই তাহাদিগের জঠরানল একেবারে নির্ব্বাণ হইয়া যায়; লঘু আহারও পরিপাক করিতে ক্ষমতা থাকে না। ধনাঢ্য যুবকবৃন্দ মদ্যপান করিবার পূর্ব্বে মাংসাদি উপকরণ লইয়া উপবিষ্ট হন সত্য, কিন্তু দুই এক পাত্র সুরাপান করিয়া কেবল, সুরা আন, সুরা আন, এই শব্দ করিতে থাকেন। প্রকৃত আহার অর্থাৎ যে আহারের দ্বারা শরীর রক্ষা হইবে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে পারেন না। একে বাঙ্গালিরা স্বভাবতই দুর্ব্বল, আবার যাহারা ধনবান তাঁহাদিগের শারীরিক বলের কথা কি কহিব, মৎস্যের যুষ দিয়া চারটী অন্ন আহার করিয়া আসিয়া একঘণ্টা কাল শয্যায় লুণ্ঠিত না হইলে, সোজা হইয়া উপবিষ্ট হইতে পারেন না; শারিরীক পরিশ্রম কাহাকে বলে ধনাঢ্য বাবুরা তাহা অদ্যাপি বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। পদব্রজে একক্রোশ পথ পর্য্যটন করাও অনেকের সাধ্যায়ত্ত নহে। যদি ইংরাজ জাতির অনুকরণ করিতেই তাঁহারা স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া থাকেন, তবে সকল বিষযেই সেই সবল জাতির অনুকরণ করা উচিত হইতেছে। তাঁহারা ইংরাজ জাতির সুরাপান দেখিয়া কেবল পানদোষে দূষিত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের অন্যান্য সদ্গুণের অনুকরণ করিতে অদ্যাপি কেহই শিক্ষা করিলেন না। এতদ্দেশীয় আবাল-

বৃদ্ধ-বনিতা কতদূর ইংরাজ জাতির অনুকরণ করিয়া থাকেন, নিম্নে তাহার গুটিকতক উদাহরণ সংক্ষেপে লিখিত হইল।

এতদ্দেশীয় কামিনীকুল লোক পরম্পরায় গল্প শুনিয়াছেন যে, প্রত্যহ অল্প পরিমাণে পোর্ট (Port) খাইলে শরীরের লাবণ্য বৃদ্ধি হয়, বিবিরা কেবল পোর্ট খাইয়াই শরীরের তাদৃশ লাবণ্য বৃদ্ধি করিয়া তুলিয়াছে। এই কথার উপর বিশ্বাস করিয়া এদেশের ধনাঢ্য কামিনীকুলের অনেকেই পতির অজ্ঞাতসারে লাবণ্য বৃদ্ধির লালসায় পোর্ট খাইয়া থাকেন। অনেকের আবার এরূপ বিশ্বাস আছে যে, প্রত্যহ মাংস খাইলে বহুকাল যুবতী থাকিতে পারা যায়; কেবল মাংস খায় বলিয়াই বিবিরা স্থিরযৌবনা হইয়া আছে। এই জন্য যে সকল স্ত্রীলোকের অর্থসঙ্গতি আছে, তাঁহারা প্রায় প্রত্যহ আপন আপন পতিকে মাংস আহার করাইয়া থাকেন, অবশেষে তাঁহার প্রসাদ পাইয়া আপনাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধি করেন। কি পরিতাপ! বঙ্গীয় কামিনীকুল, বিবিদিগের ন্যায় কেশবন্ধন, পতির সহিত সমাজে গমন ও কতক পরিমাণে তাঁহাদিগের ন্যায় পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াও ক্ষান্ত হন নাই; চিরযৌবনা হইবার মানসে মদ্য মাংস পর্য্যন্তও খাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, এক দিবস একজন ডাক্তার বাবু আমার নিকট গল্প করিলেন যে, তিনি কোন গৃহস্থের গৃহে একটী সপ্তম বর্ষীয় বালকের চিকিৎসা করিতে গিয়াছিলেন। বালকটীর পীড়া অত্যন্ত সাংঘাতিক হইয়া উঠায় ডাক্তার বাবু আপনার ঔষধালয় হইতে এক ঔষধ আনিয়া স্বহস্তে খাওয়াইয়া

যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, গৃহস্বামী তৎক্ষণাৎ সেই ঔষধটী আনাইলেন। ডাক্তার বাবু সেই ঔষধ এক খানি বড় চাম্‌চেতে (Table-Spoon) ঢালিয়া বালকের মুখে ধরিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই বালক সে ঔষধ গলাধঃকরণ করিল না। বালকের পিতা সে সময়ে বহির্ব্বাটীতে ছিলেন, ছেলে ডাক্তারের হস্তে ঔষধ খাইতেছে না শুনিয়া বাটীর ভিতর আসিলেন এবং ডাক্তার বাবুকে কহিলেন, "মহাশয় আপনি উহাকে ঔষধ খাওয়াইতে পারিবেন না; এই দেখুন, আমি খাওয়াইতেছি।" এই কথা বলিয়া তিনি ঔষধের শিশি লইয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন এবং এক চাম্‌চে পরিমিত ঔষধ একটী ক্ষুদ্র কাঁচের গ্লাশে ঢালিয়া বালকের সম্মুখে আসিয়া কহিলেন—বাবা! একটু মদ খাও ত, এই নাও, আগে চাট হাতে করিয়া রাখ, বলিয়া গুটীকতক বেদানার দানা তাহার হস্তে দেওয়ায়, বালক অম্লানবদনে ঔষধ টুকু গলাধঃকরণ করিল। ডাক্তার বাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "মহাশয়! এ কি! আমি কত প্রলোভন দেখাইয়া ঔষধ খাওয়াইতে পারিলাম না, আপনি 'মদ' খাও বলিয়া অনায়াসে কৃতকার্য্য হইলেন।" বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ও ছেলেটার দুই তিন বৎসর বয়ক্রম অবধি কেমন মদের উপর ঝোঁক হইয়াছে, উহাকে খেলা করিবার সময় যদ্যপি আপনি দেখেন, তাহা হইলে, আশ্চর্য্য হন। ও একটা বোতলে করিয়া খানিকটা জল, একটী ছোট গেলাস এবং যাহা হউক কিঞ্চিৎ খাদ্য সামগ্রী লইয়া উপবিষ্ট হয়, কেহ জিজ্ঞাসা

করিলে বলে, আমি মদ খাইতেছি; সেই সময় আমি উপস্থিত হইলে বলে, বাবা! গুড হেল্‌থ (Good health) বলিয়া জলটুকু খাইয়া ফেলে। এই সকল কথা শুনিয়া ডাক্তর বাবু কহিলেন—এই দুগ্ধপোষ্য বালক, সুরা সেবন কোথা হইতে শিখিল? বাবু, কহিলেন—শিখিবার আর ভাবনা কি? এটী আমার একমাত্র পুত্র, অত্যন্ত ভাল বাসি, এই জন্য ড্রিঙ্ক করিবার সময়েও উহাকে আমার কাছে বসাইয়া রাখিতাম, তাহাতেই আমাদিগের সুরাপান প্রণালীরও চমৎকার অনুকরণ করিতে শিখিয়াছে।

পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, পিতার সুরাপান প্রণালী দেখিয়া ছেলেটী কিরূপ অনুকরণ করিতে শিক্ষা করিয়াছে। এখন গ্লাশে জল পান করিয়া ক্ষান্ত হইতেছে, কিন্তু ইহার পর কি এ বালক প্রকৃত প্রস্তাবে মদ্যপান করিতে শিখিবে না? এক অনুকরণই কি ঐ দুগ্ধপোষ্য শিশুর ভবিষ্যতে সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া রহিল না? আমার নিতান্ত বিশ্বাস, এতদ্দেশে সুরাপানের আধিক্য হওয়ার, এক অনুকরণই প্রধান কারণ। বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে সহস্রের মধ্যে দুই এক জনকে অহিফেণ-ভোজী বলিয়া জানিতাম, এখন সহস্রের মধ্যে নয়শত ব্যক্তি অহিফেণ খাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। অনুকরণ ভিন্ন ইহার কারণ আর কিছুই নহে। একটা সামান্য কথায় বলিয়া থাকে, চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমের পর অহিফেণ সেবন আরম্ভ করিলে বিষবৎ অহিফেণও অমৃতের ন্যায় গুণকারক হয়। এই কথার উপর বিশ্বাস করিয়া আজ কাল স্ত্রী-পুরুষে সমভাবে অহি-

ফেন সেবন আরম্ভ করিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে বঙ্গ দেশ অহিফেন সম্বন্ধে চীন দেশের ন্যায় হইয়া উঠিল। পূর্ব্বকালে গাঁজা খাওয়া প্রায় ছোট লোকের মধ্যে প্রচলিত ছিল, আজ কাল ভদ্রবংশীয় যুবকেরা গাহনা বাজনা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করায়, সঙ্গীতবিদ্যার শিক্ষাগুরুর নিকট গাঁজা খাওয়াও শিক্ষা করেন, যে হেতু সঙ্গীতবিশারদ গুরুমহাশযেরা তাঁহাদিগের ছাত্রবৃন্দকে কহিয়া থাকেন যে, গাঁজা না খাইলে খুব ভাল লয় বোধ হয় না। সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে গাঁজা খাওযাই প্রধান উপযোগী; মদ খাইয়া গাহনা বাজনার চেষ্টা করিতে গেলে সমস্তই বিফল হইয়া যায়। শিক্ষাগুরুর এইরূপ উত্তেজনায় অনেক ধনাঢ্য যুবক একটান গাঁজা টানিযা সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ফলতঃ সঙ্গীতবিদ্যা হউক বা না হউক দেখিতে দেখিতে প্রকৃত প্রস্তাবে একটী গাঁজাখোর হইয়া উঠেন।

প্রত্যেক ধনাঢ্য লোকের দরজাতে দুই চারিজন উত্তর-পশ্চিমবাসী সিদ্ধিখোর দ্বারবান থাকে, তাহারা দুই সন্ধ্যা এক এক ঘটী সিদ্ধি না খাইয়া আহারাদি করিতে পারে না। তাহাদিগকে এরূপ সিদ্ধি খাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে যে, বাবু! সিদ্ধিকা মাফিক বেড়িয়া চিজ দুনিয়ামে আউর কুচ নেহি হ্যায়, সিদ্ধি খানেশে জিউ ঠাণ্ডা রহেগা, আউর যো খাতা সব হজম হো যায়। দ্বারবানদিগের এই সকল উত্তেজনায় আজ কাল বহুসংখ্যক বাবু সিদ্ধি খাইতে শিখিযাছেন। আবার অন্তঃপুরস্থ

স্ত্রীলোকেরাও সিদ্ধিসেবন পক্ষে বিলক্ষণ অনুকরণ করিয়াছেন। অন্তঃপুরস্থ স্ত্রীলোকেরা অবসর পাইলে প্রায়ই সিদ্ধি খাইয়া মাতামাতি করিয়া থাকেন। এখনকার কালে বহুসংখ্যক খোট্টার ছেলে কলিকাতার প্রায় সকল স্কুলেই বিদ্যা শিখিতে প্রবেশ করিয়াছে; তাহারা বাল্যকাল হইতেই মাজুম খাইয়া থাকে, স্কুলে আসিবার সময় দুই এক খানা পকেটে করিয়াও আনিয়া থাকে, এবং উহা সহাধ্যায়ীদিগকে খাওয়াইতে অভ্যাস করায়। কেবল সেই খোট্টার ছেলেদিগের অনুকরণ করিয়া বহুসংখ্যক বাঙ্গালীর ছেলেও মাজুম খাইতে শিখিয়াছে; মাজুম এবং চরস আবকারি অধিকারের প্রবেশদ্বার। স্কুলের ছেলেরা কি সূত্রে চরস খাইতে শিখে, তাহা প্রকাশ করিয়া লিখিতে গেলে, প্রস্তাব অশ্লীল হইয়া পড়িবে, এই জন্য সেই বিষয়টী সংক্ষেপে লিখিতেছি; সুচতুর পাঠক মহাশয়েরা তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। কালমাহাত্ম্যে বাঙ্গালির ছেলেরা ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিতে না করিতেই গণিকালয়ে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে, ঐ সকল বিপথগামী যুবক বিশ্বাস করিয়া থাকে যে, চরস খাইলে তাহাদিগের পাশববৃত্তি চরিতার্থ করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়, এই কাবণে তাহারা সর্ব্বাগ্রে মাজুম, চরস ও তৎপরে সুরাসেবন করিতে শিখিয়া চরমে দুরপণেয় দুর্দ্দশা ভোগ করিয়া থাকে।

সুরা প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবনে এতদ্দেশীয় লোক কি জন্য এতদূর অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার দুইটী কারণ সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। প্রথমত অসৎ সংসর্গ, দ্বিতীয়ত অনু-

করণই উহার কারণ। এখন দেখিতে হইবে যে, কথিত দুই কারণ ব্যতিরেকে ইহার অন্য কোন বিশেষ কারণ আছে কি না? বিশেষ চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, উপরোক্ত দুইটী কারণ ভিন্ন সুরাসক্ত হওনের আরো একটি কারণ আছে। নিম্নে তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে।

রেলওয়ে প্রস্তুত হওয়া অবধি পল্লীগ্রামের বহুসংখ্যক ধনীসন্তান সামান্য কারণ উপলক্ষ করিয়া দীর্ঘকাল এই বিলাস-পরিপূরিত কলিকাতাসহরে আসিয়া অবস্থান করেন। সহরে আসিয়া এখানে ভদ্রসমাজে দশজন লোকের সহিত আলাপ পরিচয় করিতে স্বভাবতই তাঁহাদিগের অভিলাষ জন্মে, কিন্তু কালমাহাত্মে এখানকার সভ্যসমাজে সুরা নদীর স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। কার্য্যগতিকে পল্লি-গ্রামের যুবকেরা যদি কোন সভ্যদলে আসিয়া প্রবিষ্ট হন, তাহা হইলে অনুরোধেই হউক, কি চক্ষু লজ্জায় পড়িয়াই হউক অবশ্যই মদের গ্লাস হাতে করিতে হয়। অনুরোধে পড়িয়া যিনি দুই এক দিবস সুরাপান করেন, তিনি আর সুরা-রাক্ষসীর হস্ত হইতে কোন ক্রমেই নিস্তার লাভ করিতে পারেন না। বলিতে কি, আজকাল সভ্যদলে প্রবিষ্ট হইতে গেলে, মদ না খাইলে, সভ্যেরা তাঁহাকে সভ্য বলিয়া গণ্যই করেন না, এবং মন খুলিয়া তাঁহার সহিত আমোদ আহ্লাদ করিতেও চাহেন না, এই সকল কারণে পল্লী-গ্রামের অনেক ধনীসন্তান কলিকাতা সহরে কিছুকাল বসবাস করিলে, অতি অল্পদিনের মধ্যেই একটী প্রকৃত মাতাল হইয়া উঠেন। এই সহরের যে সকল বাবু পূর্ব্ব

হইতেই মাতাল হইয়া উঠিয়াছেন, সুরাপান ব্যতিরেকে কোন ক্রমেই তাঁহাদিগের সহিত বন্ধুতা হয় না। বাবুর সহিত ইয়ারকি করিতে গিয়া কত শত নিঃস্ব লোকের সন্তানের ইহকাল পরকাল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ধনীসন্তানেরা নির্ধনের সন্তানগণকে দিন কয়েক মাত্র মদ খাওয়াইয়া মাতাল করিয়া দেন, তাহার পর সুরার জন্য ঐ সকল হতভাগ্যেরা লালায়িত হইয়া বেড়ায়, ক্রমে পয়সার অভাবে অনেকে চৌর্য্যবৃত্তি পর্য্যন্তও অবলম্বন করিয়া থাকে। স্ত্রী পুরুষে চক্র করিয়া বসিয়া যিনি এক দিবস সুরাপান করিবেন, তিনি সে আমোদ আর কস্মিন্ কালেও বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। আমি একজন সুরাপায়ীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, তুমি কি জন্য ভূত ভবিষ্যত বিবেচনা না করিয়া এই তরুণ বয়সে সুরাসক্ত হইয়া উঠিয়াছ? সে হাসিতে হাসিতে কহিল, মহাশয় সংসারে যদি কোন আমোদ থাকে, তাহা হইলে সুরাতেই সে আমোদ দেদীপ্যমান রহিয়াছে; আমি পূর্ব্বে মদ খাইতাম না, মদের উপর আমার অত্যন্ত বিদ্বেষও ছিল; কার্য্য গতিকে কোন বন্ধুর সহিত গণিকালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া অনুরোধ বশতঃ একপাত্র সুরাপান করিয়াছিলাম; সে দিবস আমার শরীর ও মন এতদূর পুলকিত হইল যে, দ্বিতীয় দিবস আমি চাহিয়া খাইলাম, ফলতঃ সে সময় আমার এরূপ বোধ হইল যে, ইহসংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া অবধি আমি এরূপ আনন্দ কখনও অনুভব করি নাই। যে কার্য্যের জন্য আমি বন্ধুর সহিত গণিকালয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম, তাহা একেবারে বিস্মৃত হইয়া আহ্লাদে উন্মত্ত

হইয়া উঠিলাম এবং পুনঃপুনঃ মদ্যপান করিতে লাগিলাম। তাহার পর কিয়ৎক্ষণ অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া ছিলাম। পর দিবস প্রাতে যদিও শরীরের কিঞ্চিৎ গ্লানি জন্মিয়াছিল সত্য; কিন্তু গত রজনীর সেই আমোদ আহ্লাদের কথা স্মরণ হইলে সে অসুখ, অসুখ বলিযাই গণ্য হইল না। কখন পুনরায় রজনী আসিবে, কখন সেই বন্ধুর সহিত পুনর্ব্বার মিলিত হইয়া সুরাপান করতঃ সেইরূপ আমোদ আহ্লাদ করিব; এই চিন্তাই বলবতী হইয়া উঠিল। সমস্ত দিবস যাহা মনে মনে ধ্যান করিয়াছিলাম, সন্ধ্যার পর তাহাই কার্য্যে পরিণত হইল এবং প্রথম দুই রজনী অপেক্ষাও সে রজনীতে সুরার আস্বাদ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম। এইরূপে মধ্যে মধ্যে সেই বন্ধুর সহিত গণিকালয়ে সুরাপান করিতাম; তজ্জন্য আমার এক কপর্দ্দকও ব্যয় হইত না। তাহার পর আপনি ইচ্ছা করিয়া সুরা সম্বন্ধে কিছু কিছু ব্যয় করিতে আরম্ভ করিলাম, কেন না, তৎকালে এইরূপ ভাবিয়াছিলাম যে, প্রত্যহ পরের খাওয়া উচিত নহে, মধ্যে মধ্যে আমিও দুই চারি টাকা ব্যয় না করিলে মানের হানি হইবে। মহাশয়! এখন সে বন্ধুই বা কোথায়, আর সে গণিকালই বা কোথায়? এক্ষণে মদ খাইয়া পূর্ব্বের ন্যায় আমোদ হয় না, কিন্তু না খাইলে, নানা কষ্ট উপস্থিত হয়। বরং একদিন অন্ন আহার না করিলে চলে; কিন্তু মদ একদিন না খাইলে চলে না। আমি যৎসামান্য বেতনভোগী চাকুরে, তাহার উপর আবার সংসরের ভার গলায় পড়িয়াছে, মাসে যে কয়েকটী টাকা বেতন পাই, যদি অপব্যয় না করি, তাহা হইলে,

কষ্টে সৃষ্টে তাহাতেই এক রকম উদরান্ন চলিতে পারে। এ সকল জানিয়া শুনিয়াও মদের হাত এড়াইতে পারিলাম না; সন্ধ্যার পর অর্দ্ধ বোতল মদ্য আমাকে উদরস্থ করিতে হইবেই হইবে। মহাশয়! আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি যে, লোকে আমোদে পড়িয়াই প্রথমতঃ মদ খাইতে শিক্ষা করে, প্রথম প্রথম অত্যন্তই আমোদ হয়, তাহার পর প্রকৃত প্রস্তাবে মাতাল হইয়া পড়িলে,মদের নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়া বোধ হয়। চাউল ক্রয় করিবার টাকায় মদ কিনিয়া খাইতে হয়, সংসারের অপ্রতুলের প্রতি সে সময় আর দৃষ্টি রাখিতে পারা যায় না।

সুরাপায়ীর এই সকল কথা শুনিয়া আমি তাহাকে পুনর্ব্বার কহিলাম, তুমি দীর্ঘকাল সুরাপান করিতেছ এবং এখনও দেখিতেছি যে, তুমি মাতাল অবস্থায় রহিয়াছ, কিন্তু মাতালের মত কথা কহিতেছ না, ইহাতেই বোধ হইতেছে যে, দীর্ঘকাল সুরাসক্ত হইয়াও একেবারে তোমার বুদ্ধির ভ্রম ঘটে নাই। এই জন্য বলিতেছি, একটু কষ্ট স্বীকার করিয়াও মদ খাওয়া পরিত্যাগ কর। ইহাতে যে কি সুখ তাহা ত এখন জানিতে পারিয়াছ; এক্ষণে তোমার পরিবারদিগের মঙ্গলের জন্য এই জঘন্য ব্যাপার হইতে ক্ষান্ত হও, তাহা হইলেই তোমার মঙ্গল হইবে। এই কথা শুনিয়া সুরাপায়ী কহিল, মহাশয়, আপনি যাহা বলিতেছেন সত্য? কিন্তু এখন আর ইহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। যদি পূর্ব্বে জানিতে পারিতাম যে,এরূপ ঘটিবে, তাহা হইলে বন্ধুর অনুরোধে সেই প্রথম পাত্রটী

হস্তে করিতাম না। এখন ঠেকিয়া শিখিযাছি ; সুতরাং আত্মীয় স্বজনকে সর্ব্বদা বারণ করিয়া থাকি যে, সাবধান, আমোদে পড়িয়া কি একদিন খাইলে কি হইবে, এরূপ ভাবিয়া কখন সুরাপান করিও না, একপাত্র সুরা উদরস্থ হইলে জন্মের মত মারা যাইবে ; পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম যে, বেশ্যার কুহকে পড়িয়া লোকের সর্ব্বনাশ হয়, কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, বেশ্যা অপেক্ষাও সুরা—রাক্ষসীর কুহক সহস্র গুণে ভয়ঙ্কর। মহাশয়, আর অধিক কি বলিব, আমি এখন কিয়ৎপরিমাণে প্রকৃতিস্থ হইয়াছি বলিয়াই এই কয়েকটি উচিত কথা বলিতে পারিলাম, কিন্তু গত কল্য আমার এরূপ জ্ঞান ছিল না। কল্য আমার গৃহে চাউল ছিল না বেতন পাইতেও বিলম্ব আছে, এই জন্য আমার গৃহিণী একটী পিতলের ঘড়া বাঁধা দিয়া আমার হস্তে দুইটী টাকা আনিয়া দিল এবং পুনঃপুনঃ বলিল, এই দুইটী টাকাতে সংসারের নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিছু কিছু লইয়া আইস দেখ, আমি বিনয় করিয়া বলিতেছি, যেন টাকা দুটী হস্তে লইয়া শুণ্ডিকালয়ে প্রবিষ্ট হইও না, তাহা হইলে ছেলেপিলে গুলি অন্নাভাবে মরিয়া যাইবে, আর ঘরে কিছু নাই যে, হঠাৎ বন্দক দিয়া টাকা আনিতে পারিব। আমি কহিলাম, আর তোমাকে অধিক বলিতে হইবে না, আমি কি পাগল হইয়াছি যে, চাউলের টাকায় মদ কিনিয়া খাইব ? এই কথা বলিয়া বাটী হইতে বাহির হইলাম, বাজারের সম্মুখে আসিয়া শুড়িখানার প্রতি দৃষ্টি পড়িল, ভাবিলাম, দুই টাকার দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করিতে

আসিয়াছি, ইহা হইতে চার পয়সার মদ খাইলে গৃহিণী কিছুই বুঝিতে পারিবে না। আবার ভাবিলাম না, মদকে বিশ্বাস নাই, যদি এক গ্লাস খাইয়া পুনঃপুনঃ খাইতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলেই সব নষ্ট হইবে, পরিবারগুলি অন্নাভাবে উপবাসী থাকিবে। মহাশয়, যখন এইরূপ অনুকূল চিন্তা করিতেছি, সেই সময় আমার একজন বন্ধু আসিয়া হস্ত ধারণ করতঃ শুণ্ডিকালয়ে টানিয়া লইয়া গেল। আমি যেমন সেই যমালয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছি, অমনি আমার বুদ্ধির ভ্রম ঘটিয়া গেল, বন্ধুর সহিত উপর্য্যুপরি সুরাপান করিতে লাগিলাম, দেখিতে দেখিতে এক বোতল মদ খাইয়া ফেলিলাম, এবং মাতাল হইয়া সেই শুণ্ডিকালয়ের বেঞ্চের উপরই পড়িয়া রহিলাম। বৈকালে চৈতন্য হওয়ায় উঠিয়া দেখি, জামার পকেটে যে টাকাটী ছিল, তাহা অপহৃত হইয়াছে, কেবল সাতটি মাত্র পয়সা তখনও সম্বল আছে। কি বলিয়া বাটি যাইব, পরিবারবর্গ এখনও খাইতে পায় নাই, এই চিন্তা মনে উদয় হইয়া যার পর নাই অনুতাপ করিতে লাগিলাম, অবশেষে আর দুইপাত্র মদ খাইয়া নাচিতে নাচিতে বাটী যাইয়া উপস্থিত হইলাম। মহাশয়, বাটী যাইবার সময় পুনর্ব্বার একটু সুরাপান করিয়া গিয়াছিলাম, বলিয়াই পরিবারবর্গের দুর্দ্দশার বিষয় অনুধাবন করিতে পারিলাম না। সেই অবস্থাতেই সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিলাম, প্রাতে উঠিয়া দেখি, গৃহিণী অশ্রুপূর্ণ লোচনে রন্ধন করিতেছে; কোথা হইতে আয়োজন করিয়াছে, ভয় ও লজ্জা প্রযুক্ত তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম

না। সময়ে চারিটি আহার করিয়া আপিসে গিয়াছিলাম, এখন বাটি যাইতেছি। গত কল্য যেরূপ অন্যায় কার্য্য করিয়াছি ও প্রাতে গৃহিণী কিরূপে আহারের আয়োজন করিয়াছে, কল্যই বা আবার কি হইবে, এই সকল চিন্তা আমার মনে উদয় হইতেছে। যদিও কেবল মদের জন্যই এই ভয়ানক দুর্দ্দশায় পতিত হইয়াছি, কিন্তু একবার মদ পেটে পড়িলে আর আমার সে সকল জ্ঞান থাকে না। সুরা উদরস্থ হইবা মাত্রই সমুদয় দুঃখ একেবারে দূর হইয়া যায়, আনন্দ-সাগরে ভাসিয়া উঠি, নিধুব টপ্পা গাইতে আরম্ভ করি, সে সময়ে গৃহিণী কোন দুঃখের কথা বলিলে লাক্ পঁচাশি কথা কহিয়া তাহাকে দূর করিয়া দি, আর এক এক দিবস সেই হতভাগ্য রমণীকে প্রহার পর্য্যন্তও করিয়া থাকি। মহাশয়, এক্ষণে আমি আর মনুষ্য নহে, পশু অপেক্ষাও অধম হইয়া পড়িয়াছি। ঘৃনা, লজ্জা, ভয় একেবারে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। আমার সহধর্ম্মিণী ছেলেপিলের জলপান কিনিবার জন্য যদি দুই চারিটি পয়সা লুকাইয়া রাখে, আমি অনায়াসে তাহা চুরি করিয়া লইয়া গিয়া মদ খাইয়া থাকি, এখন মদ অপেক্ষা প্রিয় বস্তু আমার সংসারে আর কিছুই নাই।

মদ্যপায়ী আত্মবৃত্তান্ত যাহা বর্ণন করিয়াছিল, এক্ষণে তাহা অপেক্ষা আরও ভয়ঙ্কর ব্যাপার প্রত্যহ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। এখনকার কালে সুরা সেবনের আর উত্তর সাধকের প্রয়োজন নাই। শিক্ষিত দল স্বয়ং সিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। মদ খাইয়া আমোদ করিব, ইহাই তাঁহাদিগের

একমাত্র অভিলাষ। বিশিষ্ট বিদ্যার্জ্জন করিলে, লোকে সচ্চরিত্র হয়, পূর্ব্বে ইহাই বিশ্বাস করিতাম, কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি, এক আমোদের জন্য শিক্ষিত ও অশিক্ষিত দুই সম্প্রদায়ই একত্র হইয়া যাইতেছে। যাঁহারা দিবসে বিদ্যার গৌরবে, ধনের গৌরবে ও বংশমর্য্যাদার গৌরবে নীচ লোকের সহিত মুখ তুলিয়া কথা কহেন না, তাঁহারাই আবার এক তুচ্ছ আমোদের জন্য নীচ লোকের সংসর্গ করিয়া থাকেন। ফলতঃ নীচ লোকেরাই ধন, বিদ্যা এবং বংশমর্য্যাদায় গর্ব্বিত ব্যক্তিবৃন্দের পারিষদ হইয়া, তাঁহাদিগের সহিত একপাত্রে মদ্যপান করিয়া থাকেন। কোন লোকের মুখে গল্প শুনিয়াছিলাম যে, তিনি কোন মহৎ কুলোদ্ভব যুবককে কতকগুলি নীচ লোকের সহিত একত্র বসিয়া সুরাপান করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "ওহে বাপু! এই সকল নীচ লোকের সহিত বসিয়া একপাত্রে পান ভোজন করিতে কি তোমার ঘৃণা বোধ হইতেছে না?" তাহা শুনিয়া ঐ ভদ্র মাতাল উচ্চ হাস্যে কহিল, "আমরা এখন সকলেই এক কালী মার ছেলে, ভাই ভাই যে একত্র পান ভোজন করিব তাহাতে হানি কি?"

মাতাল সম্বন্ধে যে সকল কথা শ্রবণ করা যায়, বা দর্শন করা যায়, তাহার শতাংশের একাংশও লিপিবদ্ধ করিতে গেলে, লেখনীর মুখ ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। বস্তুতঃ বাহুল্য ভয়ে সে সকল বিষয় পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবের উপযোগী গুটিকতক কথা মাত্র বিবৃত করিতে বাধ্য হইলাম।

সুরাপান করিলে, ক্ষুদ্র ভদ্র সমস্ত ব্যক্তিরই অনিষ্ট ঘটে, ইহা প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন, এবং সেই নিমিত্তই শাস্ত্রকর্ত্তারাও সুরাপান নিবারণ সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। সেই সকল উপদেশও আবার দেশভেদে এবং মনুষ্যের রুচিভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে ;—ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা মদ্যপায়ীদিগকে পরকালের এবং ইউরোপখণ্ডের পণ্ডিতেরা ইহ কালের ভয় দেখাইয়া গিয়াছেন। একখানি পুরাতন তন্ত্র গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ভগবতী দুর্গা একদা দেবদেব মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "প্রভো! আপনি দেবের অগ্রগণ্য হইয়া, শাস্ত্রে সুরাপানের বিধান করিলেন কেন ?" তদুত্তরে মহাদেব কহিয়াছিলেন, "দেবি! ইহার বিশেষ কারণ আছে,—যেমন মূর্খের জন্য শাস্ত্রে পৌত্তলিকতার বিধান ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, সেইরূপ, দৈত্য, দানব, রাক্ষস ও পিশাচগণের পক্ষে আমি এই সুরাপানের ব্যবস্থা করিয়া রাখিলাম, যে হেতু, ঐ সকল সজ্জনপীড়ক দুরাত্মা তদনুসারে সুরাপানে বিহ্বল হইয়া পরস্পর বিবাদে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। সুরা যেমন বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটাইতে পারে, সেরূপ আর কিছুতেই পারে না; দেখ, দেবদ্বেষী সুন্দ ও উপসুন্দ নামক দানবদ্বয় কেবল এক সুরাপানে বিহ্বল হইয়া পরস্পর বিবাদে বিনাশ প্রাপ্ত হইল। এ পর্য্যন্ত যে সকল দৈত্য দানব, দেবতাদিগের কর্ত্তৃক বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদিগের সেই বিনাশের মূল কারণ সুরা বা নিতম্বিনী ভিন্ন আর কিছুই নহে। ফলতঃ এই জন্যই আমি তন্ত্রে স্ত্রীসঙ্গে সুরাপান করিয়া শক্তির উপা-

সনার ব্যবস্থা করিয়াছি। সুরা আশু হর্ষপ্রদ; সুতরাং অশিক্ষিত অসভ্যেরা সহজেই তাহা পান করিবে এবং আপনাপনি বিরোধ উপস্থিত করিয়া সমূলে নির্ম্মূল হইয়া যাইবে। দেবি! তুমি ইহাই স্থির জানিও, আমি তন্ত্রে যে প্রণালীতে সুরাপানের ব্যবস্থা করিয়া রাখিলাম তদ্দ্বারা সতের উপকার ও অসতের সমূহ অপকার ঘটিবে।”

যাহা হউক, যদিও শাস্ত্র-বিধানে সুরাপান আমাদিগের দেশে বহুকাল প্রচলিত হইয়াছে, এবং অনেকেই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য না বুঝিয়াই হউক, আর আমোদের নিমিত্তই হউক, শাস্ত্রের দোহাই দিয়া মদ খাইতে অভ্যাস করিয়াছেন বটে, কিন্তু ঐ বামাচারীদিগের ঘোর প্রবলতার সময়েও এখনকার ন্যায় মদ্যপানের প্রবল স্রোত প্রবাহিত হয় নাই। যোগ যাগের উপলক্ষ ভিন্ন বামাচারীরা প্রায় সুরাপান করিত না এবং সেই সকল পৈশাচিক কাণ্ড বামাচারীরা অতি সঙ্গোপনেই সমাধা করিত। এখনকার সুরাপানের ব্যবস্থা আর এক নূতন ভাব ধারণ করিযাছে। কি ক্ষুদ্র কি ভদ্র, কি ধনী কি নির্ধন, কি জ্ঞানী কি অজ্ঞান, সকলেই কেবল এক আমোদের জন্যই সুরাপান করিয়া থাকেন। সে আমোদ কতদূর গড়াইয়া যায়, পাঠকগণ, তাহা প্রত্যহই দেখিতেছেন। মদ্যপায়ীরাও বলিয়া থাকেন, নিয়মিত সুরাপান করিলে উপকার ভিন্ন অপকার হয় না। “সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতং” অন্য কি কথা, অধিক পরিমাণে মৎস্যের যুস ও অন্ন আহার করিলেও অপকার ঘটিতে পারে। অনিযম মদ্যপান করিয়া যাহা-

দিগের রোগোৎপত্তি হয়, তাহারা আপনাদের দোষেই মরিয়া থাকে, তজ্জন্য মদের প্রতি দোষারোপ করা নিতান্ত অন্যায়। অধিক পরিমাণে যাহা খাও, তাহাতেই যে অপকার ঘটিতে পারে, এ সত্য কথার কে প্রতিবাদ করিবে? কিন্তু তা বলিয়া কি সুরা নির্দ্দোষ সামগ্রী হইবে? শরীর রক্ষার উপযোগী যে সকল সামগ্রী আমরা ভোজন পান করি, তাহা অনিয়ম খাওয়া আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে; কারণ, শরীর রক্ষার উপযোগী ভোজ্য পানীয় উদরস্থ হইলে, আমাদিগের আর খাইতে ইচ্ছা থাকে না। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হয় যে, আমরা যখন ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া ভোজন পান করিতে বসি, তখন প্রথম কয়েক গ্রাস যেরূপ আগ্রহের সহিত উদরস্থ করি, শেষ ভোজনে আহার সামগ্রীর প্রতি আর সেরূপ লালসা থাকে না; যদি কেহ জলযোগ করিবার জন্য পাঁচটী সন্দেশ, একখানি রেকাবি করিয়া আমাদিগের সম্মুখে ধরিয়া দেয়, তাহা হইলে, প্রথম তিনটী কি চারিটী যেরূপ তৃপ্তির সহিত ভোজন করি, পরের একটী বা দুটী আর সেরূপ তৃপ্তি দান করিতে পারে না। একটা সামান্য কথায় বলিয়া থাকে যে, অধিক পরিমাণে যদ্যপি প্রত্যহ অমৃত ভোজন করি, তাহা হইলে, সে অমৃতেও অরুচি জন্মাইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বনেশে সুরা-সেবীদিগের পক্ষে সে নিয়ম খাটে না, তাহারা যত খায় ততই খাইতে ইচ্ছা করে, মুখ দিয়া খাইতেছে, নাক দিয়া বাহির হইতেছে, তথাচ তাহারা মদ্যপানে ক্ষান্ত হয় না; প্রথম অপেক্ষা শেষ অবস্থায় মদ্যপায়ীদিগের আরও মদ্যপান

করিতে অধিক ইচ্ছা হয়। এই জন্যই কোন মাতাল কহিয়াছিল যে,বিধাতা যদি উদরটি একটি জালার মতন করিয়া দিতেন, তাহা হইলে, খেদ মিটাইয়া মদ খাইতাম,আমার দেড় ছটাক উদরে কত টুকু মদ ধরে; কেবল এক ক্ষুদ্র উদরের জন্যই খেদ মিটাইয়া মদ খাওয়া হইল না। আমরা যে দ্রব্য উপর্য্যুপরি দশ দিন খাই, একাদশ দিবসে আর সে দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা হয় না, কিন্তু পোড়া মদ একাদশ দিবসে কি, বিংশতি বৎসব খাইলেও তাহাতে অরুচি জন্মে না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রকর্ত্তারা কলিযুগে সুরাপান করিতে সর্ব্বসাধারণ লোককেই পদে পদে নিষেধ করিয়া গিযাছেন। বিশেষতঃ, এখনকার পক্ষে সুরাপান করা, যার পর নাই নিষিদ্ধ। এখন সুরাপান করিলে দীর্ঘকাল নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয। শাস্ত্রকর্ত্তারা কেবল মাত্র নরকভয দেখাইয়া হিন্দুজাতিকে সুরাপান হইতে বিরত করিতে গিয়াছেন। কলিতে সুরাপান নিষিদ্ধ, অনেক ধর্ম্ম সম্বন্ধীয গ্রন্থে, এই কথার উল্লেখ আছে। সে কথার প্রতি বিশ্বাস করিয়া কি এখানকার লোক সুরাপানে বিরত হইতে পারে? এখানকার লোক কি পরকালের ভয়ে ভীত হয়? যাঁহারা শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কাজ করেন, তাঁহাদিগকে শাস্ত্রবিচাবে পরাভব করা যায় বা শাস্ত্রের ভয় দেখান যায়, কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্রও জানেন না, পরকালও বিশ্বাস করেন না, শাস্ত্র তাঁহাদিগের কি করিবে? ফলতঃ এই সকল বিবেচনা করিয়াই আমি এস্থলে শাস্ত্র সম্বন্ধীয় প্রমাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের ন্যায় কেবল

যুক্তির উপর নির্ভর করিতেছি। দেখা যাউক, সুরাপান করা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে পরিত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে কি না?

প্রথমতঃ, সুরাপানে রহস্য ভেদ হইতে পারে বলিয়া সুরাপান অকর্ত্তব্য। সুরাপান করিলে একেবারে মন উদার হইয়া পড়ে, নিতান্ত গুপ্ত কথাও সুরাপায়ীরা মদ খাইতে খাইতে ব্যক্ত করিয়া ফেলে, সুরা রহস্যভেদের একটী প্রধান উপযোগী বলিয়া চতুর লোকেরা অনেক সময়ে আপনাদিগের বিপক্ষ পক্ষের লোককে কৌশলে সুরাপান করাইয়া নিতান্ত গূঢ় কথাও বাহির কবিয়া লয়। অতি অল্প দিন হইল, একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় যুবক সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া প্রকাশ্য রাজপথে ভয়ানক দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছিল। প্রকাশ্য রাজপথে মাতালে দৌরাত্ম্য করিতেছে দেখিয়া, দুই তিন জন পুলিস পদাতিক ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল এবং মাতালকে কটুকাটব্য বলিয়া ক্ষান্ত করিবার চেষ্টা দেখিল। পুলিস পদাতিকেরা ভাবিয়াছিল যে, আমরা ভয়-মৈত্রতা দেখাইলেই এই ব্যক্তি ক্ষান্ত হইয়া আবাসাভিমুখে চলিয়া যাইবে। ফলতঃ এই অভিপ্রায়েই তাহারা পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল, "দেখ, তোমাকে ভদ্র-সন্তান বলিয়া বোধ হইতেছে; এই জন্য বলিতেছি, তুমি আপন ইজ্জত বাঁচাইয়া বাটী চলিয়া যাও, নতুবা মারিতে মারিতে থানায় লইয়া যাইব।" এই কথা শুনিবামাত্র মাতাল ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া চীৎকার শব্দে কহিল, "তবে বেটা! তোর এত বড় কথা,. তুই দু টাকা বেতনভোগী দ্বারবান

হইয়া আমাকে মারিতে চাহিলি ? আমি কে তা জানিস্ ? আমি অমুকের বেটা, আমার বিবাহে আমার বাপ খোলার কুচির মত টাকা খরচ করেছিল ; তুই ত পাহারা-ওলা, তোর ইনেস্পক্টার সাহেবের মত কত লোক আমার বাবার ঘোড়ার সহিসী করে থাকে। আমি অমুকের বেটা আমাকে মাত্তে চায় !” এইরূপ শত শত বার ‘আমি অমুকের বেটা, অমুকের বেটা,’ বলিযা চীৎকার করিতে লাগিল। মাতালের দৌরাত্ম্য বা দুর্দ্দশা দেখিতে রাজপথের দুই ধারে অনেক লোক দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারা জানিতে পারিল যে, এ ব্যক্তি অমুক ধনীলোকের পুত্র, একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পাহারাওয়ালারা ভাবিল, আমরা আইনানুসারে অবশ্যই ইহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারি, এমন ধনী মাতাল ধরিতে পারিলে, অনেক উপকার হইতে পারিবে, এইরূপ ভাবিয়া, তিন জন পাহারাওয়ালা একত্র হইল এবং বল-পূর্ব্বক মাতাল বাবুকে থানায় টানিয়া লইয়া গেল। ধনের গন্ধে পৃথিবীর সকলেই উন্মত্ত হইযা উঠে। ধনীর সন্তান মদ খাইয়া মাতাল হইয়াছেন, তথাপি তিনি ধনবান লোকের পুত্র বলিয়া পাহারাওয়ালারা তাঁহার প্রতি বিশেষ সমাদর করিতে লাগিল এবং আপনাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া মাতাল বাবুকে বাটীতে পোঁছাইয়া দিল। এখানে বক্তব্য এই যে, মাতাল যুবক যদি সুরাপানে বিহ্বল হইয়া রাজ-পথে দাঁড়াইয়া আপনার বংশমর্য্যাদার কথা ও পিতৃপিতা-মহের নামোল্লেখ না করিতেন, তাহা হইলে, তিনি যে সম্ভ্রান্ত-কুলের অঙ্গার জন্মিয়াছেন, তাহা কেহ জানিতে পারিত না।

পুলিস পদাতিকেরাও লাল যাত্রী পাইয়া আপনাদিগের অভীষ্টসিদ্ধি করিয়া লইতে পারিত না। এরূপ প্রায়ই দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায় যে, বিশিষ্ট বংশীয় যুবকেরা সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া রাজপথে ও বেশ্যালয়ের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া সর্ব্বাগ্রে আপনাদিগের কুলুচি গাইতে আরম্ভ করে।

উপর্য্যুপরি কিছু দিবস সুরাপান করিলে, সুরাসক্ত ব্যক্তিকে একেবারে বিবেচনা-বিহীন করিয়া দেয়; অর্থাৎ সুরাপায়ীরা সুরাপানে বিহ্বল হইয়া একেবারে হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সুরাপান করিবার মুহূর্ত্ত কাল পূর্ব্বে যার পর নাই সাবধানের সহিত সমাজের অনিষ্ট-কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সেই ব্যক্তি আবার মাতাল অবস্থায় একেবারে ভয়শূন্য হইয়া থাকে। এ বিষয়ের একটী দৃষ্টান্ত নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে। ইংরাজাধিকারের প্রারম্ভে কালী সর্দ্দার নামক একজন প্রসিদ্ধ ডাকাইত ছিল। তাহার দৌরাত্ম্যে বঙ্গবাসীরা এক সময়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কালী সর্দ্দারকে শাসন না করিলে নিম্ন বাঙ্গালার প্রজাপুঞ্জের একেবারে ধন প্রাণ নাশ হইবে, এই জন্য ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট সুবিখ্যাত পুলিস কর্ম্মচারি ব্লাকৃইয়ার সাহেবকে বিশেষ ক্ষমতা দিয়া উপরোক্ত দুর্ব্বৃত্ত ডাকাইতকে ধৃত করিতে পাঠাইলেন। ব্লাকৃইয়ার সাহেব বহুদিনে ও বহু কষ্টে কালী সর্দ্দারকে ধৃত করিয়া যাবজ্জীবনের জন্য দ্বীপান্তরে পাঠাইয়া দেন। সেই অবধি এদেশের প্রসিদ্ধ ডাকাইতেরা কথঞ্চিৎ স্থিরভাব ধারণ করিয়াছিল। ত্রিশ

বৎসর পূর্ব্বে হুগলী জেলার অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়া গ্রামের একজন সম্পন্ন বণিকের বাটীতে ডাকাইত পড়িয়াছিল; ঘটনাস্থল হইতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুটি এক ক্রোশের মধ্যে থাকায, তিনি, অমুক বাবুর বাটীতে ডাকাতি হই- তেছে শুনিয়াই ডাকাত গ্রেপ্তার করিবার মানসে স্বদলে বণিক বাবুর বাটী হইতে একপোয়া তফাতে বিশেষ সতর্ক- তার সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন। ডাকাইতের সর্দ্দার জানিতে পারিল যে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব স্বয়ং দলবল লইযা তাহাদিগকে ধৃত করিতে আসিয়াছেন। সে, মাজিষ্ট্রেট আসিযাছেন শুনিয়া পাছে তাহার দলস্থ লোকেরা ভীত হয়, এই জন্য সদর্পে চীৎকার শব্দে বলিতে আরম্ভ করিল, "ওহে ভাই, তোরা লোট, তোরা লোট, কিছুমাত্র ভয় নাই, কিছুমাত্র ভয় নাই, কালী সর্দ্দারের নাতি পরাণ সর্দ্দার যখন হেতের ধরে ঘাটি আগ্‌লাচ্চে তখন মাজিষ্ট্রেটের কথা দূরে থাক, কেল্লার সিপাই নিয়ে লাট এলেও তোদেব গ্রেপ্তার কত্তে পার্‌বে না; লোট, ভাই লোক লোট, পরাণ সর্দ্দাব হেতের ধরে দাঁড়িয়েচে, লোট, আমার ঠাকুর দাদা বাঙ্গলা ছারখার করে ছিল, আমিও তাই করিব, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের মুণ্ডু উড়িয়ে দিয়ে তোদের নিয়ে দিগেপতি চলে যাব। সে এই কথাগুলি পুনঃপুনঃ চীৎকার শব্দে বলিতে আরম্ভ করায় মাজিষ্ট্রেট সাহেব আর মুহুর্ত্তকালও সেস্থানে রহিলেন না, হাসিতে হাসিতে স্বদলে আপন কুঠিতে ফিরিয়া আসিলেন। কালী সর্দ্দার দ্বীপান্তরিত হওয়ার পর তাহার বংশে আর কেহই বদমায়েস বলিয়া পরিগণিত হয় নাই; কিন্তু পরাণ

সর্দ্দারের রকম সকম দেখিয়া লোকে ভাবিয়াছিল যে, এ বেটা হয় ত একদিন ইহার পিতামহের ব্যবসা অবলম্বন করিবে। বাঁশবেড়ের পোদ্দার বাবুদিগের বাটীতে ডাকাতি হইবে, বিন্দুবিসর্গও কেহ জানিতে পারে নাই। সে যেরূপ সাবধান হইয়া সে রজনীতে ডাকাতি করিতে গিয়াছিল, মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে কোন ক্রমেই ধৃত করিতে পারিতেন না; কিন্তু দুরাত্মা সুরাপানে বিহ্বল হইয়া আত্ম-পরিচয দিতে আরম্ভ করায, সেই রজনীর মধ্যেই সহস্র সহস্র লোকে তাহাকে কালী সর্দ্দারের নাতি বলিয়া জানিতে পারিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার পরিচয পাইযা রজনী প্রভাত হইবামাত্রই স্বদলে দিগাপতিতে স্বযং যাইয়া উপ-স্থিত হইলেন এবং পরাণ সর্দ্দারকে অক্লেশে দলবলের সহিত ধৃত করিয়া আনিলেন।

কেবল সুরাপানে বিহ্বল হইযা কত শত লোক গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিয়া বিষম বিপদে পড়িযাছে। কোন ব্যক্তি একজন সুবিখ্যাত জমিদারের বাটীর প্রধান কর্ম্মচারী ছিল। জমিদার মানবলীলা সম্বরণ করিলে পর, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বাটীর উক্ত প্রধান কর্ম্মচারীকে হস্তগত করিয়া লয়, সেই প্রাচীন কর্ম্মচারীই তাঁহাদের গুপ্তধনের বিষয় অবগত ছিল। পুরাকালের লোকেরা অধিক অর্থ সঞ্চিত হইলে, এখনকার ধনাঢ্য লোকের ন্যায কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করিতেন না। বড় বড় পিতলের ঘড়ায় করিযা তাহা অন্দর মহলের কোন গুপ্ত স্থানে মৃত্তিকাতে প্রোথিত করিয়া রাখিতেন। সেই প্রথানু-সারে কথিত জমিদার মহাশয দশটী তাঁমার ডেক টাকায়

পরিপূর্ণ করিয়া আপনার খাজানা ঘরের মধ্যস্থলে পুঁতিয়া রাখিয়াছিলেন। সে বিষয় তিনি ও তাঁহার দাওয়ানজী ভিন্ন আর কেহই জানিত না। পিতার কিছু গুপ্ত ধন আছে, জমিদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র অনুমানে বুঝিয়াছিলেন। সেই জন্য পিতা বর্ত্তমানেই তিনি দাওযানজীকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন; তাঁহার সেবায় বশ হইযা দাওয়ানজীও তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ মমতা করিতেন। জমিদাব বাবু লোকান্তরিত হইলে পর, দাওয়ানজী বড় বাবুকে সেই গুপ্ত ধনেব স্থান দেখাইয়া দিয়াছিলেন ও কহিযাছিলেন, কিছুকাল এ টাকায় হস্তক্ষেপ কবিও না। ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই অবশ্যই ঘটিবে, ছোট বাবুর সহিত পৃথক্ হওযার দীর্ঘকাল পরে এ টাকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিও, আমাব এই উপদেশ অবহেলা করিলে চরমে আক্ষেপ করিতে হইবে। পিতা কত টাকা মৃত্তিকাসাৎ করিয়া রাখিযাছেন, তাহা জানিবার জন্য বড় বাবু অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন। সামান্য সূক্ষ্ম সূত্র ধরিয়া ভ্রাতার সহিত পৃথক্ হইবার কালে অন্দর মহলেব যে দিকে গুপ্তধন ছিল, কৌশল করিয়া সেই দিক আপনার অংশে লইলেন। যদিও পৃথক্ হইবাব সময় ভ্রাতায় ভ্রাতায কোনরূপ বিবাদ উপস্থিত হয নাই, তথাপি বড় বাবুর শত্রুপক্ষীয় লোকেরা ছোট বাবুকে বলিতে আরম্ভ করিল, তোমার ভ্রাতা তোমাকে সর্ব্বতোভাবে পিতৃধনে বঞ্চিত করিলেন। তোমার পিতা অত্যন্ত কৃপণ ছিলেন। আমরা বৃদ্ধদিগেব প্রমুখাৎ শুনিয়াছি, পূর্ব্বকালে তিনি ঘড়া ঘড়া টাকা অন্দরমহলের কোন নিভৃত স্থানে মৃত্তিকাপ্রোথিত করিযা রাখিয়া গিযাছেন। সে গুপ্তধন

কোথায় আছে, বোধ হয়, তাহা দাওয়ানজী মহাশয় ভিন্ন আর কেহই অবগত নহেন। বোধ হয়, সেই জন্যই তোমার ভ্রাতা দাওয়ানজীকে আপনার হস্তগত করিয়া রাখিয়াছে। আমরা তোমাকে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতেছি, ধনের লোভ দেখাইয়া দাওয়ানজীকে তুমি আপন পক্ষ করিয়া লইবার চেষ্টা কর, তাহা হইলেই বিপুল ধন হস্তগত করিতে পারিবে। প্রতিবাসীরা পুনঃপুনঃ ছোট বাবুর নিকট তাহার গুপ্তধনের কথা বলিতে আরম্ভ করায়, তিনি দাওযানজীকে ক্রোড়গত করিবার বিশেষ চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। ধনের লোভ দেখাইয়া দাওয়ানজীকে ভুলাইতে পারিলেন না, ভয় প্রদর্শনেও দাওযানজী ভীত হইলেন না। অবশেষে ছোট বাবুর শ্যালক কহিলেন যে, ভয়-মৈত্রতা দেখাইযা ঐ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে হস্তগত করিতে পারা যাইবে না। ও ব্যক্তি ধার্ম্মিক ও প্রভুভক্ত এবং উহার ন্যায় বিশ্বাসী পাত্র সংসারে অতি দুর্ল্লভ। দোষের মধ্যে তোমাদিগের বৃদ্ধ দাওয়ানজী অত্যন্ত সুরাসক্ত। সুরার চক্রে ফেলিয়া যদি কোন সূত্রে উহার মুখ দিযা গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিয়া লইতে পার, তবেই মঙ্গল, নতুবা ও ব্যক্তিকে হস্তগত করিবার উপায়ান্তর নাই। শ্যালকের কথা শুনিয়া ছোট বাবু তাহারই চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। বিস্তর অনুসন্ধানে ছোট বাবু জানিতে পারিলেন যে, বহুকাল হইতে দাওয়ানজীর সহিত এক বারবিলাসিনীর গুপ্ত প্রণয় আছে; তিনি রজনীতে তাহারই ঘরে বসিযা দুই তিন জন বন্ধুর সহিত অতি সংগোপনে সুরাপান করিয়া থাকেন। এই সংবাদ

প্রাপ্ত হইয়া ছোট বাবু দাওয়ানজীর বন্ধুত্রয়ের মধ্যে এক-জনকে ধনের দ্বারা বশ করিয়া গুপ্ত কথা জানিয়া লইবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। সে সহজেই মদ খাওয়াইতে খাওয়া-ইতে গুপ্ত কথা জানিয়া লইল। তাহার পর সেই গুপ্তধন উদ্ধার সম্বন্ধে ছোট বাবুতে ও বড় বাবুতে ভয়ানক কলহ উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু সে কথা এস্থলে বিবৃত করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এস্থলে এইমাত্র বক্তব্য যে, বৃদ্ধ দাওয়ানজী যদিও বড় বাবুর নিতান্ত পক্ষ হইয়া কালযাপন করিতেছিলেন, বিপুল অর্থের লোভেও গুপ্ত কথা ব্যক্ত করেন নাই, কিন্তু সুরাপানে বিহ্বল হইয়া এক রজনীতে নিতান্ত গুপ্ত বিষয় ব্যক্ত করিয়া ফেলিলেন। তিনি যদি সুরাসেবনে বিহ্বল না হইতেন, তাহা হইলে শত্রুপক্ষেরা কিছুতেই বড় বাবুর অনিষ্ট করিতে পারিত না। এই জন্যই নীতিশাস্ত্র-বেত্তারা সুরাপায়ী ও বেশ্যাসক্ত ব্যক্তিকে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিতে পদে পদে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন একটা ডাকের কথায় বলিয়া থাকে যে, "দাঁতাল, মাতাল, সিঙ্গেল ও হেতেরধারীকে কদাচ বিশ্বাস করিবে না।"

কোন কোন ব্যক্তি আপনার অসাধারণ বুদ্ধিবলে সংসারের লোককে মুগ্ধ করিয়া থাকেন; কিন্তু সেরূপ ব্যক্তিও সুরা-রাক্ষসীর বিষম মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সমূলে নিপাত হইয়া থাকেন, তাহাতে আর সংশয় নাই। নবাব কুতলু খাঁ আপনার ভুজবলে বাঙ্গালা বেহার এবং উড়িষ্যা জয় করিয়া শত শত রাজাধিরাজকে আপনার পদানত করিয়া রাখিয়া ছিলেন, কিন্তু সেই মহাবল পরাক্রান্ত যবনকেই আবার একটা সামান্য

স্ত্রীলোক মদ খাওয়াইয়া গুপ্তাঘাতে বধ করিল। আমাদিগের দেশের একজন সুপ্রসিদ্ধ কবি, যাঁহার যশঃ-কুসুমের সৌরভে অদ্যাপি দশদিক আমোদিত করিতেছে, যাঁহার কবিতাবলি পাঠ করিয়া কত শত লোক পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইতেছে, সেই মহামহোপাধ্যায় মহাকবি কবিতা লিখিয়া জগজ্জনকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি মদের হস্ত হইতে আত্ম রক্ষা করিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহার ঘোরতর কলঙ্ক হইয়া রহিয়াছে। শুনিতে পাওয়া যায়, তিনি মৃত্যুকালে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, বঙ্গীয় যুবকেরা যেন আমার দুরবস্থা দেখিয়া একেবারে সুরাপানে বিরত হয়, কেবল এক সুবার হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে না পারিয়া আমাকে অকালে দুবপনয়নের দুর্দ্দশা ভোগ করিয়া মরিতে হইল; সুবাব ন্যায অপকারী সামগ্রী আর নাই।

এখন সুরাসক্ত ব্যক্তিবৃন্দের প্রথম অবধি চরম পর্য্যন্ত কিরূপ অবস্থা ঘটে এবং দীর্ঘকাল সুরাপান করিলে কি কি অনিষ্ট ঘটে, নিম্নে তাহাই সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে। উপর্য্যুপরি এক মাস কাল সুরাপান করিলেই মনুষ্য ক্রমে ক্রমে বিবেক-বিহীন হইয়া পড়ে। প্রসিদ্ধ ডাক্তারেরাও লিখিয়াছেন "It expels reason"· বিবেক শব্দের মোটামুটি অর্থ ভাল মন্দ বিবেচনা। সুরাপান করিলে, এক মাসে কেন, আমার বিবেচনায় লোক দুই তিন দিনের মধ্যেই বিবেচনা-বিহীন হইয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ করে। আমাদিগের বিবেচনা আছে বলিয়াই আমাদিগের লজ্জা আছে,

ভয় আছে, ঘৃণা আছে, এবং গুরুজনের বাক্যে আস্থা আছে। যে ব্যক্তি অসৎ-সংসর্গে পড়িয়া উপর্য্যুপরি তিন দিন সুরা-পান করে, তাহার সর্ব্বাগ্রে লজ্জা ও ভয় একেবারে দূরীভূত হইয়া যায়। যাহার এই দোষ ঘটিল, তাহাকে আর মনুষ্য বলিয়া গণ্যই করা যায় না। যে ব্যক্তি গুরুজনকে ভয় না করে, যে সুরাপান করিয়া অনায়াসে সজ্জনগণের সম্মুখে আসিতে লজ্জা বোধ করে না। যে অনায়াসে পাঁচজন ইতর লোকের সমভিব্যাহারে কদর্য্য সামগ্রী আহার করিতে পারে, সে না পারে এমত কার্য্যই নাই। যাহার অণুমাত্র বিবেচনা শক্তি থাকে, সে কখনই লজ্জা ও ভয় পরিত্যাগ করিতে পারে না, সে কখনই ইতরের সহিত একপাত্রে ভোজন করিতে পারে না। পাঠকগণ। দেখিবেন, যে ব্যক্তি লজ্জা-বিহীন হইয়াছে, অখাদ্য খাইতে যাহার কিছুমাত্র ঘৃণা বোধ হয় না, যাহার সমাজের ভয় একেবারে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে, যে রজনীতে মদ খাইয়া পল্লীতে আসিয়া মাতলামির একশেষ করিল আবার প্রত্যূষে বন্ধুবর্গকে এবং আত্মীয় স্বজনকে মুখ দেখাইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইল না, সেই ব্যক্তিই যথার্থ বিবেক-বিহীন হইয়াছে; অর্থাৎ তাহারই ভাল মন্দ বিবেচনা করিবার শক্তি তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। যে বিবেচনা-বিহীন হইয়াছে, তাহার নিকট কোন গুহ্য কথা প্রকাশ করা অকর্ত্তব্য ও তাহার সহিত একেবারে আলাপ পরিচয় পরিত্যাগ করাই উচিত। এস্থলে এই প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে যে, দুই চারি দিবস সুরাপান করিলেই লোক একেবারে বিবেক-বিহীন হইবে কেন?

এমন অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা প্রত্যহ সুরাপান করে অথচ রীতিমত বিষয়কার্য্যও করিতেছে এবং আত্মীয় বন্ধুগণের প্রতি সমভাবে স্নেহ মমতা করিতেছে। তদুত্তরে আমরা এই কথা বলিতে পারি যে, যে ব্যক্তি প্রত্যহ সুরাপান করে, সে সকল বিষয়ে বিবেকশূন্য না হউক, কতক পরিমাণে তাহার হিতাহিত জ্ঞান নষ্ট হইবেই হইবে। এমন অনেক মাতাল আছে যে, তাহারা প্রতি রজনীতে মদ খাইয়া অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকে, কিন্তু রজনী প্রভাত হইলেই আবার বিষয়কর্ম্মে নিবিষ্ট হয এবং পাঁচজনেব ন্যায় দিবা দশ-ঘটিকার সময় আপিসে যাইয়া আপনার কার্য্যে মনোনিবেশ করে। তাহারা যে প্রত্যহ মদ খাইতেছে, অথচ আপনার কাজ ভুলিতেছে না, তাহার অবশ্য বিশেষ কারণ আছে। মহামহো-পাধ্যায় ডাক্তারগণের কথায় কি আমরা একেবারে অনাস্থা করিব? তাঁহারা বলিয়াছেন, "It expels reason" সে কথা কি আমরা বিশ্বাস করিব না? তাঁহাদিগের কথা কখনই মিথ্যা নহে। অনেক দেখিয়া শুনিয়া পণ্ডিতেরা যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহা অন্যথা হইবার নহে। তবে যে প্রসিদ্ধ মাতাল আপিসে যাইবার সময় ভোলে না, আপনার চৌকিতে বসিয়া কাজ ভোলে না অথবা বিষয়কর্ম্ম ভোলে না, তাহার কারণ এই,—চাকরি অথবা বিষয় কার্য্য না করিলে মাতালের আর মদের পয়সা যুটিবে না, সে সেই ভয়ে চাকরিতে বা বিষয়কর্ম্মে আস্থা করিয়া থাকে। যেমন যে সকল মাতাল কোন ধনী লোকের আশ্রিত হইয়া প্রত্যহ মদ খাইয়া থাকে, তাহাদিগের মদ খাইবার সময় হইলেই যেখানে থাকুক, বাবুব কাছে যাইয়া

যুটীতে হইবেই হইবে। এ কথা সে কখনই বিস্মৃত হয় না। মদ খাইয়া মাতাল হইয়া পথের লোককে কটুকাটব্য বলিয়া থাকে, বাটী যাইয়া পরিবারগণের প্রতি যথোচিত অত্যাচার করিয়া থাকে, কিন্তু যে বাবুর আশ্রয়ে থাকিয়া প্রত্যহ মদ খাইতে পায়, ভয়ানক মাতাল অবস্থাতেও তাহাকে একটিবার কটূ কথা কহে না। বাবু যাহা করিতে বলেন, মাতাল অবস্থায় তাহা সমাধা করিতে পারুক বা না পারুক, 'যে আজ্ঞা' বলিয়া সেই কার্য্য সমাধা করিতে অগ্রসর হয। যাহার কোন কার্য্যে আস্থা নাই, অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিবার ক্ষমতা তিরোহিত হইয়া গিয়াছে, কি করিতেছি ও ইহার পরেই বা কি হইবে তাহা মুহূর্ত্তকালের জন্যও মনে করে না, সেই বিবেক-বিহীন ব্যক্তিও মদ খাই-বার পথটি পরিস্কার করিয়া রাখিবার জন্য আশ্রয়দাতার আজ্ঞাবহ হইয়া চলে। আমরা যে কথার হেতুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তদ্বিষয়ে আর অধিক বলিবার প্রযোজন নাই। এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, মদ উদরস্থ হইলেই লোককে বিবেক-বিহীন করে; তবে মদের ঝোঁক কাটিয়া গেলে, মাতাল কিছু কালের জন্য পুনরায় প্রকৃতিস্থ হয়। দীর্ঘকাল মদ খাইলে মাতাল অবস্থায় ও সহজ অবস্থায় সমান হইয়া পড়ে।

যে দ্রব্য ক্রমান্বয়ে পান করিলে বিবেক-হারা হইতে হয়, সে দ্রব্য স্পর্শ করাও যুক্তিযুক্ত নহে। যদি কেহ এমত বিবেচনা করেন, "আমি বৎসরের মধ্যে এক দিবস সুরা-পান করিব, ইহাতে আমার কি ক্ষতি হইতে পারে?"

তদুত্তরে আমরা এই কথা বলিতে পারি যে, যখন মদ উদরস্থ হইলেই হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, একেবারে বিবেক-বিহীন হইয়া পড়িতে হয়, তখন যে টুকু সময় বিবেক হারা হইয়া থাকিবে সেই টুকু সময়ের মধ্যে কি অনিষ্ট ঘটনা হইতে পারে না? মনে কর, তুমি বৎসরান্তে কালী-পূজার রজনীতে মদ খাইয়া থাক, সে কথা তোমার দুই একজনবন্ধু অবগত আছেন। কার্য্যগতিকে তাঁহাদের মধ্যে একজনের সহিত তোমার বৈরভাব ঘটিয়া গেল, তিনি তোমার অনিষ্ট সাধনে সচেষ্টিত রহিলেন। তুমি নিতান্ত সাবধান হইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ কর, সেই জন্য তোমার পূর্ব্ব বন্ধু কিছুতেই তোমার অনিষ্ট করিতে পারেন না। পরিশেষে তিনি স্থির করিলেন যে, কালীপূজার রজনীতে তুমি যখন মদ্যপান করিবে, সেই সময়ে তিনি তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়া লইবেন। ক্রমে কালীপূজার দিন সমাগত হইল, নির্দ্দিষ্ট দিবসে তুমি মদ খাইয়া মাতাল হইলে। একেবারে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া অন্ধকার রজনীতে যখন টলিতে টলিতে বাটী আসিতেছ, সেই সময়ে তোমার পূর্ব্ববন্ধু একটি নিভৃতস্থানে দাঁড়াইয়াছিলেন। জন-শূন্যস্থানে সেই ব্যক্তি আসিয়া তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইযাই তোমাকে একটি ধাক্কা মারিয়া নর্দ্দামায় ফেলিয়া দিয়া চীৎকার শব্দে বলিলেন, "ওগো! একটা মাতাল আমাকে প্রহার করিয়া ঐ পলাইতেছে!" এইরূপ চীৎকার করিবামাত্রই দুই তিনজন পাহারাওয়ালা ঘটনাস্থলে আসিয়া কহিল, "কই—কোথায় মাতাল? দ্যাখ্ দ্যাখ্, আলো

ধরিয়া দ্যাখ্, হয়ত বেটা অন্ধকারে গলির ভিতর লুকাইয়া রহিয়াছে।" পাহারাওয়ালারা আলো ধরিয়া ইতস্ততঃ করিতে করিতে দেখিতে পাইল যে, এক ব্যক্তি রক্তাক্ত কলেবরে নর্দ্দামা হইতে উঠিয়া আসিয়া অর্দ্ধস্ফুট সকরুণস্বরে বলিতে লাগিল, "দেখ পাহারাওয়ালা সাহেব! এই বেটা আমার পরম শত্রু। আমি নিমন্ত্রণ খাইয়া বাটী যাইতে ছিলাম, এই ডাকাত আমাকে নর্দ্দামায় ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিয়াছে।" পাহারাওয়ালারা তোমার চোক মুখ দেখিয়া ও মুখে মদের গন্ধ পাইয়া তোমাকে প্রকৃত মাতাল বলিয়া জানিতে পারিল, এবং তোমার কোন কথা না শুনিয়া বল-পূর্ব্বক থানায় লইয়া গেল। সে ব্যক্তি তোমার ঘোর অনিষ্ট করিয়াও সাধুজনের মত হাসিতে হাসিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

পাঠকগণ! বিবেচনা করিয়া দেখুন, ঐ ব্যক্তি বৎসরান্তে একদিবস মাত্র মদ খাইয়া কিরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইল! প্রথমতঃ প্রহার, তৎপরে অপমান, সর্ব্বশেষে পল্লীস্থ-লোকের নিকট মাতাল বলিয়া নিন্দিত হইয়া রহিল। দীর্ঘ-কাল পরে একদিবস মাত্র মদ্যপান করিলে যখন এতদূর দুর্দ্দশা ঘটিতে পারে, যাহারা প্রত্যহ মদ্যপান করে তাহা-দিগের কি না দুর্দ্দশা ঘটিবার সম্ভাবনা?

মদ্যপান করিলে স্মরণশক্তিরও হ্রাস হয়। ইংরাজি গ্রন্থে লিখিত আছে, "It draws memory."—দুই তিন পাত্র মদ্য উদরস্থ হইলেই মনের এতদূর মত্ততা জন্মে যে, "আমি কে, কি করিতেছি, কোথায় রহিয়াছি এবং ইহার

পরই বা কোথায় যাইতে হইবে," তাহার কিছুই স্মরণ থাকে না; কেবল দম্ভ ও অহঙ্কার মূর্ত্তিমান হইয়া মাতালের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়। এই স্থলে একটি কথা বর্ণনা না করিলে প্রকৃত প্রস্তাবের অঙ্গহানি হইবে। অস্মদ্দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকেরা বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি দুই তিনবার জ্বর-বিকারে দীর্ঘকাল কষ্ট ভোগের পর আরোগ্য লাভ করে, তাহার স্মরণশক্তি অত্যন্ত হ্রাস হইয়া পড়ে; কোন কোন ব্যক্তি জন্মের মত নির্ব্বোধ হইয়া থাকে। যে কয়েকটি গুণের নিমিত্ত আমরা মনুষ্য শব্দের বাচ্য হইয়াছি, তন্মধ্যে স্মরণশক্তিকে একটি প্রধান গুণ বলিতে হয়। স্মরণ-শক্তির প্রভাবেই নানা গ্রন্থ পাঠ করিয়া মনুজকুল পণ্ডিত শব্দের বাচ্য হন। যাঁহার প্রখর স্মরণশক্তি আছে, তিনিই নানা বিষয় শিক্ষা করিয়া জনসমাজে খ্যাতি ও প্রতি-পত্তি লাভ করিতে পারেন। একমাত্র স্মরণকে আশ্রয় করিয়া আমরা সমুদয় সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করি। কেবল এক স্মরণশক্তির প্রভাবে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় উকিল কৌন্সেলিরা বিচারপতির সম্মুখে নানা গ্রন্থের নজীর দেখাইয়া আপনাপন মক্কেলের বিশিষ্ট বিধানে উপকার করিয়া থাকেন। সুরাপায়ীরা সুরাপান করিয়া সেই শক্তিকে হারাইয়া থাকে। এক স্থানে দল বাঁধিয়া মদ খাইতে বসিলে পুনর্ব্বার গৃহে যাইতে হইবে, কি স্ত্রী পুত্র পরিবারগণের যহিত মিলিত হইতে হইবে কিম্বা রজনী প্রভাত হইলে পুনর্ব্বার আহারাদি করিয়া আপিসে যাইয়া মনিবের কার্য্য করিতে হইবে,তৎকালে এ সকল আর কিছুই

স্মরণ থাকে না। অন্য কথা দূরে থাকুক, যে স্থলে বসিয়া মদ খাইতেছিল, সে স্থান হইতে বহির্গত হইয়া কোন্ পথে বাটী যাইতে হইবে, সময়ে সময়ে তাহাও স্মরণ করিয়া উঠিতে পারে না। স্মরণশক্তির হ্রাস হওয়াতেই কত শত মাতাল পথহারা হইয়া কেহ বা নর্দ্দামায়, কেহ বা পুষ্করিণীতে, কেহ বা অন্ধকূপে নিপতিত হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়া থাকে। কখন কখন মদ খাইলেই স্মরণশক্তি একেবারে অন্তর্হিত হয়; কিন্তু সেই মদের ঝোঁক কাটিয়া গেলে পুনর্ব্বার সমস্ত বিষয় স্মরণ হয়। "কল্য কোথায় ছিলাম, কি করিয়াছি, কোন্ সময়ে বাটী আসিয়াছি, কেনই বা অমুকের কথা শুনিয়া এত অধিক সুরা সেবন করিয়াছিলাম!" এই সমুদয় স্মরণ করিয়া অতি অল্পকালের জন্য অনুতাপ উপস্থিত হয়। যাহারা দীর্ঘকাল মদ খাইতেছে, ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের সকল অবস্থাতেই স্মরণশক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। আর কোন বিষয়ই চিন্তা করিয়া মনে আনিতে পারে না। পূর্ব্বে একটি কথা উল্লেখ করিয়া রাখা হইয়াছে যে, ভয়ানক জ্বর বিকার রোগে যে দীর্ঘকাল কষ্ট-ভোগ করে, সে আরোগ্য হইয়া উঠিলেও কিছুকালের জন্য কোন বিষয় স্মরণ করিয়া আনিতে পারে না। আমি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, আমার একজন সহাধ্যায়ী বাতশ্লেষ্মা-বিকারে আক্রান্ত হইয়া একপক্ষকাল সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছিল, দীর্ঘকাল পরে সর্ব্বতোভাবে আরোগ্য লাভ করিল। সেই যুবকটি এই জ্বরবিকার রোগে আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে আমাদিগের বিদ্যালয়ের একটি উৎকৃষ্ট বালক বলিয়া

পরিগণিত ছিল; কিন্তু সে ঐ ভয়ঙ্কর ব্যাধির হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিয়া, কিছুকাল তাহার পূর্ব্ব পাঠ্যপুস্তকের একটি বিষয়ও স্মরণ করিয়া আনিতে পারিল না। সেই যুবকটি আরোগ্য হইলে আমরা কয়েকজন একদিবস তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম; তাহার বাটীতে গিয়া তাহার পিতার নিকট শুনিলাম যে, সে পূর্ব্বের কোন কথাই স্মরণ করিয়া বলিতে পারে না। তাহার পিতার প্রমুখাৎ এই কথা শ্রবণ করিয়া কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা বিপিন, আসিযার চতুঃসীমা কি বল দেখি?" প্রশ্ন শুনিয়া বিপিন আমাদিগের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিযা প্রত্যুত্তর করিল, "আমার তাহা মনে নাই।" ক্রমে ছয়মাসের পর বিপিনের স্মরণশক্তি পুনরুদ্দীপিত হইয়াছিল।

যখন একবার জ্বরবিকারে কষ্টভোগ করিলে লোকের এতদূর বিভ্রম ঘটে, এতদূর স্মরণশক্তির হ্রাস হয়, তখন যে লোক প্রত্যহ মদ খাইয়া ভয়ানক জ্বরের সদৃশ মাতাল অবস্থায় পড়িয়া থাকে, তাহাদিগের কতদূর স্মরণশক্তির হ্রাস হইবার সম্ভাবনা তাহা অনায়াসে উপলব্ধি করা যাইতে পারে। মাতাল অবস্থায় জ্বরবিকারের সমস্ত লক্ষণই দেখা গিয়া থাকে। উকী, বমন, চক্ষুর রক্তাভা, মস্তিষ্কের দোষ, গাত্রের উত্তাপ, বিভ্রম, প্রলাপ, দুর্ব্বলতা, পিপাসা প্রভৃতি যাহা কিছু বিকার অবস্থায় ঘটিয়া থাকে, মাতাল অবস্থায় তাহা অপেক্ষা বরং অধিক ঘটিবার সম্ভাবনা। যেমন বিকার অবস্থায় জ্বর বিচ্ছেদের সময় নাড়ী দুর্ব্বল হইয়া যায়, গাত্র

দাহ উপস্থিত হয় ও সর্ব্বশরীর কামড়াইতে থাকে, মধ্যে মধ্যে হাত পায়ে খিল লাগিয়া যায় ও পিপাসা বৃদ্ধি হয়; মাতালদিগেরও মদের নেশা কাটিয়া গেলে শরীরের ভাব অবিকল সেইরূপ ঘটিয়া থাকে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, একবার মাত্র বিকার ভোগ করিলে বিকারের রোগীকে তিন চারিমাসকাল নানা কষ্ট ভোগ করিতে হয়; হয় ত আবার প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি হইয়া বর্ণনাতীত কষ্ট ভোগের পর মানবলীলা সম্বরণ করিতে হয়। যাহারা সাধ করিয়া ক্ষণিক আমোদের জন্য সুরাপান করিয়া থাকে ও বিকারের রোগীর ন্যায় শয্যাশায়ী হইয়া পড়ে, তাহাদিগের শরীর কতদিন সুস্থ থাকিতে পারে? প্রত্যহ শরীরের শোণিত মাতাল অবস্থায় ভয়ানক উষ্ণ হইয়া উঠে ও মস্তিষ্ক চালিত হইয়া বিভ্রম ঘটাইয়া দেয়, দিনে দুইবার করিয়া নদীর জলের জোয়ার ভাটার মত কখন বা রক্ত স্ফীত হইতেছে, কখন বা স্থির ভাব ধারণ করিতেছে, এইরূপ দীর্ঘকাল হইতে গেলে, মাতালের জীবন আর কতদিন থাকিতে পারে? যাহারা দীর্ঘকাল মদ খাইয়া আসিতেছে, তাহাদিগের মুখশ্রী ক্রমে ক্রমে বিকৃতভাব ধারণ করে, শরীর তাম্রবর্ণ হইয়া যায়, লোমকূপ দিয়া মদের গন্ধ নির্গত হইতে থাকে, শরীরের বল কমিয়া যায়, ক্ষুধামান্দ্য হইয়া পড়ে, সন্তানোৎপাদনের শক্তি হ্রাস হইয়া যায়, অবশেষে তাহারা নানা উৎকট রোগে অক্রান্ত হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করে। আহা, কি পরিতাপের বিষয়! মাতালেরা আপনার স্বাস্থ্য নষ্ট করিতে বসিয়া বন্ধুগণের স্বাস্থ্য (Good health) পান করিয়া থাকেন।

"সমাগত বন্ধুগণ! আপনারা অনুমতি করুন, অদ্য রজনীতে আমরা আমাদিগের পরমবন্ধু গোষ্ঠবাবুর স্বাস্থ্যপান করি।" তৎপরে গোষ্ঠবাবু বিজয়কৃষ্ণের স্বাস্থ্যপান করিলেন। এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে পরস্পর পরস্পরের স্বাস্থ্যপান করিতে করিতে নাক মুখ দিয়া হড় হড় করিয়া পরস্পরের স্বাস্থ্য নির্গত হইতে থাকে। হায় হায়, কি স্বাস্থ্যপানের প্রভাব! স্বাস্থ্যপানের অর্দ্ধঘণ্টা পরেই শমন আসিয়া মাতালের মস্তকের নিকট আবির্ভূত হন। অনেকেই বন্ধুগণের স্বাস্থ্যপান করিতে করিতেই সশরীরে স্বর্গলাভ করিয়াছেন।

যাঁহারা মদের বশ হইয়া পড়েন, তাঁহাদিগের অল্প বয়সে ও অল্প কালের মধ্যে মানবলীলা সম্বরণ করাই উচিত। ভয়ানক মাতালেরা যদি দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকেন, তাহাহইলে তাঁহাদিগের স্ত্রী পুত্র পরিবারগণের আর দুর্দ্দশার অবধি থাকে না। এরূপ দেখা গিয়াছে যে, একজন ধনীর সন্তান বিপুল ধনের অধিপতি হইয়াও কেবল এক পানদোষে পৈত্রিক বিষয় রক্ষা করিতে পারেন নাই। মাতালেরা আপনার শরীর রক্ষা করিতে পারেন না, বংশগত মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন না, অবশেষে আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে অক্ষম হইয়া স্ত্রী পুত্রগণকে অকূল পাথারে ভাসাইয়া নয়ন মুদ্রিত করেন। এই জন্য বলিতেছি, যাঁহারা এই ধরাধামে কেবল মদ খাইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, মদের জন্য আর কোন দিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবসর প্রাপ্ত হন না, তাঁহাদিগের পক্ষে শীঘ্র শীঘ্র মানবলীলা

সম্বরণ করাই ভাল; তাহাহইলে স্ত্রী পুত্র পরিবারগণকে আর অধিক কষ্ট ভোগ করিতে হয় না।

শাস্ত্রকারেরা লিখিযাছেন যে, যাহারা আত্মঘাতী হয়, তাহাদিগের পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। যাহারা মদ খাইয়া মরে, তাহাদিগকে কি আত্মঘাতীর মধ্যে গণ্য করা যাইবে না? অন্য অন্য আত্মঘাতীর অপেক্ষা সুরাপায়ীদিগের আত্ম-নাশ আরও ভয়ঙ্কর! কেননা, যাহাবা ধনের জন্য, কি মানের জন্য, কি ক্রোধের জন্য মুহূর্ত্তকাল মধ্যে উন্মাদাবস্থা-প্রাপ্ত হইযা আত্মনাশ করে, বন্ধুগণ তাহাদিগকে সদুপদেশ দিবার সময় প্রাপ্ত হন না। যাহারা আত্মনাশ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে, এমনসময়ে তাহাদের আত্মীয়বর্গ যদি জানিতে পারে, তাহাহইলে সদুপদেশ দ্বারা তাহাকে সেই উৎকট পাপ হইতে ক্ষান্ত করিলেও কবিতে পারে। কিন্তু যে সকল অজ্ঞান অধমেরা ক্রমান্বয়ে সুরাপান করিয়া দীর্ঘকাল পরে আত্মনাশ করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ সজ্জনের সদুপদেশ শুনিয়াও ঐ গর্হিত কার্য্য হইতে ক্ষান্ত হয় না। বন্ধুগণের উপদেশে আপনার প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিযাও পানদোষ পরিত্যাগ করে না। মদ খাইলে লোকের কিরূপ দুর্দ্দশা ঘটে, তাহা প্রত্যহ চক্ষে দেখিয়াও মদ খাওয়া পরিত্যাগ করে না। এই জন্য বলিতেছি যে, সংসারে মনুজকুল যত প্রকাব দোষে দূষিত হয়, সুবা তাহার সর্ব্বাগ্রগণ্য। অন্য কোন দোষে মনুষ্যকে একেবারে পশু করিতে পারে না; কিন্তু মদে মনুষ্যকে একেবারে পশুর অধম করিয়া তোলে। কেবল পশু বলিতেছি কেন, সুরাসক্তব্যক্তিরা রাক্ষস, পিশাচ ও

প্রেত অপেক্ষাও সময়ে সময়ে ভীষণভাব ধারণ করে। প্রায় চল্লিশ বৎসর অতীত হইল, নদীয়া জেলার অন্তর্গত রাণাঘাট নামক প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রামের কতিপয় ব্রাহ্মণসন্তান মদ খাইয়া কিরূপ পিশাচভাবাপন্ন হইয়াছিল, নিম্নে তাহা সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি।

পূর্ব্বোক্ত গ্রামের একজন নিঃস্ব ব্রাহ্মণ সত্তরবর্ষ বয়ঃক্রমে তিনটি অপোগণ্ড সন্তান রাখিয়া লোকান্তরিত হ'ন। ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠ পুত্রের দ্বাদশবর্ষ মাত্র বয়ঃক্রম। একে মাঘমাসের দুরন্ত শীত, তাহাতে রাত্রিকাল; বিশেষতঃ রাণাঘাট হইতে তিনক্রোশ অন্তরে জগপুরের গঙ্গার ঘাটে আনিয়া তৎকালে গ্রামের লোকেরা শব দাহ করিত। ব্রাহ্মণের মৃত দেহ বাটীর অঙ্গনে পড়িয়া রহিল, পল্লীর কেহই তাহা তীরস্থ করিতে অগ্রসর হইল না। ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠ পুত্র লোকের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতে লাগিল, কিন্তু কাহাকেও বাটীতে আনিতে পারিল না। অবশেষে পল্লীর ছয়জন প্রসিদ্ধ মাতাল ব্রাহ্মণ-কুমারকে কহিল, "বাবা! এ দুরন্ত শীতকালের রাত্রে কে মড়া বহিতে যাইবে? তবে আমাদের যদি পেট ভরিয়া মদ খাওয়াইতে পার, তাহাহইলে আমরা তোমার বাপ্‌কে ঘাড়ে করিয়া লইয়া যাইতে প্রস্তুত আছি।" ব্রাহ্মণকুমার এই সংবাদ আপন জননীকে বলায়, ব্রাহ্মণপত্নী মাতালদিগের হস্তে দশটি টাকা দিলেন। মুটোভরা টাকা পাইয়া মাতালেরা সন্তোষের সহিত শব ঘাড়ে করিযা জগপুবের ঘাটে যাইয়া উপস্থিত হইল। শাস্ত্রানুসারে পিতার অন্তেষ্টিক্রিয়া করি-

বার জন্য ঐ মৃতব্যক্তির জ্যেষ্ঠ পুত্র মাতালদিগের সমভি-ব্যাহারে গিয়াছিল। মাতালেরা গঙ্গাতীরে রীতিমত চিতা প্রস্তুত করিয়া তদুপরে শব উঠাইয়া দিল এবং ব্রাহ্মণপুত্রকে কহিল, "তুমি পিতার মুখাগ্নি করিয়া চিতা জ্বালাইয়া দাও, আমরা একটু একটু মদ খাইয়া গায়ের ব্যথা মারি।" এই কথা বলিয়া তাহাদিগের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণপুত্রের সহায়-তায় নিযুক্ত হইল, অন্য কয়েকজন তিন চারিবোতল মদ কিনিয়া আনিয়া পান করিতে বসিল। ব্রাহ্মণপুত্র চিতায় অগ্নি দিয়া সেই মাতালদিগের নিকটে বসিয়া রহিল; কিন্তু মাতালদিগের ভাব ভঙ্গী দেখিয়া তাহার হৃদ্‌কম্প হইতে লাগিল! একদিকে শব জ্বলিতেছে, অন্যদিকে ছয়-জন সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া বিকট চীৎকার করিতেছে! এই সকল বিভীষিকা দর্শনে, বালকটি শোক দুঃখ ও ভয়ে অভিভূত হইয়া স্তম্ভিতভাবে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে, অন্য দিকে অর্দ্ধস্ফুটিত বচনে তাহাদের মধ্যে একজন অপরকে কহিতেছে, "ওরে! বোতলপোরা সামগ্রী রয়েচে, কিন্তু মুখশুদ্ধি যে ফুরিয়ে গেল, মাল টেনে কি মুখে দেব রে?" সেই কথা শুনিয়া আর একজন মাতাল কহিল, "চাটের আবার ভাবনা কিরে? একটা আস্ত মানুষ আধ সেদ্ধ হয়ে উঠেচে। ভাইরে! সকল মাংসই খাওয়া হয়েচে; বেরাল খেয়েচি, কুকুর খেয়েচি, ইঁদুর খেয়েচি; সে দিন আবার রাজার বাগানে ডোমেদের সঙ্গে হাড়্‌গিলে পোড়া দিয়ে মদ খেয়েচি; কেবল মানুষ পোড়া খাওয়াটি বাকী ছিল, আজ মজাসে খাব। যে বেটাকে ঘাড়ে করে পোড়াতে এনেচি,

ও বেটার ত আর কেউ নেই যে বারণ কোর্ব্বে? যদি বল ছেলেটা,—উনি যদি ট্যাঁ ফোঁ করেন, তা হ'লে ওঁর ঠ্যাং ধরে চুলির ভেতর গুঁজে দেব।" মাতালদিগের এই কথা শুনিয়া, ব্রাহ্মণকুমার, "বাপ্‌রে, মারে, খেয়ে ফেল্লেরে" এইরূপ চীৎকার করিতে করিতে গঙ্গাতীরস্থ পুলিস ফাঁড়িতে যাইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল। ঐ ফাঁড়িতে একজন ঋষি-তুল্য কনোজব্রাহ্মণ জমাদার ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ-পুত্রকে সহসা আগত ও মূচ্ছিত দেখিয়া, বহু যত্নে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। বালকটির মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে, জমাদার তাহার মুখে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ পাঁচ ছয়জন বলবান পুলিস পদাতিক সমভি-ব্যাহারে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, নরপিশাচেরা যথার্থই অর্দ্ধদগ্ধ শবের একটা হাত লইয়া পরস্পর টানাটানি করিয়া খাইতেছে। ব্রাহ্মণপুত্রকে জমাদার এবং পুলিস পদাতিকের সহিত সমাগত দেখিয়া, বিকট চীৎকার করিয়া চিতা হইতে প্রজ্বলিত কাষ্ঠখণ্ড চারিদিকে ছুড়িতে আরম্ভ করিল। তাহারা তৎকালে যেরূপ ভীষণভাবে পুলিসকর্ম্মচারিগণের প্রতি দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল, তাহাতে জমাদার সহসা তাহাদিগের নিকট অগ্রসর হইতে পারিলেন না। 'কতকগুলা মাতাল গঙ্গা-তীরে একটা পোড়ামানুষ খাইতেছে,' এই রব মুহূর্ত্তকাল মধ্যে চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ায়, বহুসংখ্যক লোক শ্মশানভূমে আসিয়া উপস্থিত হইল। জমাদার সেই সমাগত ব্যক্তিবৃন্দের সহায়তায় বহু যত্নে সেই নরমাংসভোজী

পিশাচগণকে ধৃত করিয়া থানায় আনিলেন ও ব্রাহ্মণ-পুত্রের প্রতি তৎকালোচিত কর্ত্তব্যকার্য্য সমাধা করিয়া মাতালগুলাকে বিচাবপতির নিকট অর্পণ কবিলেন। কথিত আছে, দাযরার বিচারে ঐ নরপিশাচগণের তিন তিন বৎসর মেয়াদ হইয়াছিল। তাহাদের বংশাবলি একাল পর্য্যন্ত সমাজচ্যুত হইয়া আছে।

পাঠকগণ! উপরোক্ত ঘটনাটি অস্বাভাবিক বলিয়া বিবেচনা করিবেন না। সময়ে সময়ে পল্লীগ্রামের মাতালেরা স্ত্রীলোকের প্রতি যে সকল অত্যাচার করিযা থাকে, তাহার শতাংশের একাংশ বর্ণন করিতে গেলে, আপনারা অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। সেই সকল ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতে গেলে পুস্তক বাহুল্য হইযা পড়িবে, এই জন্য তদ্বিষয়ে বিরত রহিলাম। পাঠকগণ! আপনারাই বিবেচনা কবিয়া দেখুন যে, মাতালেরা কি না করিতে পারে—এবং এই কলিকাতা মহানগরীতে মাতালেব দ্বারা কি কাণ্ড না হইতেছে? যেখানে হত্যা অত্যাচাব প্রভৃতি পৈশাচিক কাণ্ড, তাহারই ভিত্তি সুরা। সুরাপান ব্যতিরেকে মনুষ্য হটাৎ অপর একজনের প্রাণ নষ্ট করিতে পারে না। তিন চারি বৎসরের মধ্যে অত্র সহরে যে কয়েকটি লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড হইয়া গিযাছে, এক মদই তাহার মূলকারণ। দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক বেশ্যাসক্ত পুরুষ দীর্ঘকাল এক একটা বেশ্যা লইযা স্বামী স্ত্রীর ন্যায় কালাতিপাত করে। যদি কোন সূত্রে সেই সকল পুরুষের এরূপ ধারণা হয় যে, 'আমার প্রণয়িনী অপর পুরুষে আসক্তা', তাহাহইলে সেই

বেশ্যার জীবনান্ত করিয়া গাত্রদাহ নিবারণ করিবার চেষ্টায় থাকে; কিন্তু সহজ অবস্থায় কেবল এক ক্রোধের উপর নির্ভর করিয়া সেই পৈশাচিক কাণ্ডে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, এই জন্য উদর পূরিয়া মদ খাইয়া হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হয়। সহজ অবস্থায় কি কেহ স্ত্রীলোকের গাত্রে প্রাণান্ত করিবার জন্য অস্ত্রাঘাত করিতে পারে? কেবল এক মদই তাহাদিগের দয়া, মায়া, লোকলজ্জা ও ভবিষ্যতের ফলাফল বিবেচনা একেবারে তিরোহিত করিয়া দেয়। তাহারা যখন মাতাল অবস্থায় অস্ত্রধারী হইয়া আপন প্রণয়িনীর প্রাণান্ত করিতে যায়, তখন তাহাদিগকে মনুষ্য বলিয়া গণ্য করা উচিত নহে, তখন তাহারা সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র পশুর অধম হইয়া পড়ে।

পাঠকগণ! মৎপ্রণীত সুরাপান সম্বন্ধীয় এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া যদি একজন মদ্যপায়ীরও কিয়ৎ পরিমাণে উপকার দর্শে, তাহাহইলে আপনাকে কৃতকৃতার্থ বোধ করিব। কিন্তু সুরাসক্ত ব্যক্তিবৃন্দ স্বভাবতঃই অলস, এক সুরাপান ব্যতিরেকে অপর কোন কার্য্যেই ক্ষণকালের জন্য চিত্তসংযোগ করিতে পারেন না। যদিও সমগ্র প্রবন্ধটি পাঠ করিতে তাঁহাদের অবসর না হইয়া উঠে, তাহাহইলে এই প্রস্তাবের পরিশিষ্টাংশের কয়েকটি পত্র যেন এক একবার পাঠ করিয়া দেখেন। সুরা সম্বন্ধে যে সকল দোষ দর্শিত হইয়াছে, অমূলক তর্কের দ্বারা যদিও মাতালেরা তৎসমুদয় খণ্ডন করিয়া দিবেন, অর্থাৎ এই কথা বলিবেন যে, মদ খাইলে লোকের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয় সত্য,

মাতাল অবস্থায় লোকে না করিতে পারে এমত কার্য্যই নাই তাহাও সত্য, তথাপি সে সকল জঘন্য কার্য্য প্রায় নীচ এবং অশিক্ষিত লোকেরাই করিয়া থাকে। সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা সুরাপান করিয়া কোন্ কালে কাহাকে হত্যা করিয়াছে? নিকৃষ্ট মাতালেরা মদ খাইয়া লোকের উপর দৌরাত্ম্য করিয়া বেড়ায়, মধ্যশ্রেণীর মাতালেরা অজ্ঞান অবস্থায় নানাবিধ কৌতুক করিয়া বেড়ায়, কিন্তু ভদ্র মাতালেরা মদ খাইয়া সহজ অবস্থা অপেক্ষাও শান্তভাব ধারণ করে। কেহ কেহ তিন চারিপাত্র সুরা গলাধঃকরণ করিয়াই নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে। সুরাপান করিলে যে সকলেই পশু হইয়া পড়ে, হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হয়, এ কথা আমরা কখনই স্বীকার করিতে পারি না। এমত অনেক দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি যে, অনেক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার দুই চারিগ্লাস মদ না খাইয়া লেখনী সঞ্চালন করিতে পারিতেন না। সহজ অবস্থা অপেক্ষা কিয়ৎ পরিমাণে সুরাপান করিলে সেই গ্রন্থকারগণের রচনাশক্তি সমধিক স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইত। কোন কোন মদ্যপায়ী কহিবেন, 'সমস্ত দিন গুরুতর পরিশ্রম করিয়া সন্ধার পর যদি দুই একগ্লাস মদ খাওয়া যায়, তাহাতে উপকার ভিন্ন অপকারের সম্ভাবনা নাই।' যদি সুরাসক্ত ব্যক্তিগণের এই সকল কথা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া গ্রাহ্য করিতে হয়, তাহাহইলে তাঁহারা আপনাপন পুত্রগণকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎকট পরিশ্রমসাধ্য পরীক্ষা দিবার সময়, সন্ধ্যার পর দুই একগ্লাস সুরাপান করিতে কি জন্য উপদেশ না দেন? তাঁহারাই ত

বলিয়া থাকেন যে, 'সহজ অবস্থা অপেক্ষা মদ খাইলে, বচনাশক্তির সমধিক স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে।' মদ খাইলে তাহাদিগের মতে যখন স্বাস্থ্য ভাল থাকে এবং বুদ্ধিবৃত্তি প্রখর হইয়া উঠে, তখন সুরাপ্রিয় ব্যক্তিবৃন্দের আপনাপন বালকগণকে প্রত্যহ বলপূর্ব্বক দুই চারিগ্লাস মদ্য-পান করান নিতান্ত উচিত। এতদ্ভিন্ন তাঁহাদিগের বাটীতে কোন ক্রিয়াকাণ্ড উপলক্ষে পরিবারগণের গুরুতর পরিশ্রম জন্য ক্লান্তি উপস্থিত হইলে, তাঁহারা সকলকেই একটু একটু মদ খাওয়াইয়া প্রকৃতিস্থ না করেন কেন? এ সকল না করিয়া কি জন্যই বা আপনাপন পুত্র পৌত্রগণের মধ্যে কাহাকেও সুরাসক্ত দেখিলে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠেন? যাহাতে তাহারা পান দোষে দূষিত না হয়, সেই জন্য সাধ্যানুসারে যত্নবান হন? এ পর্য্যন্ত কোন্ মাতাল আপনার পুত্রকে মাতাল দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন? আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি, একজন প্রসিদ্ধ মাতাল আপনার পুত্রকে এইরূপ ভর্ৎসনা করিতেছিলেন, "ওরে! আমরা ত মদ খাইয়া কাজের বার হইয়া গিয়াছি, আবার তুই ও মদ খাইতে আরম্ভ করিলি? এই বয়সে যদি মাতাল হইয়া উঠিলি, তবে আর কোন কালে পেটের ভাত করিয়া খাইতে পারিবি না। মদ খাওয়ায় যত সুখ তাহা আমি বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছি। যদি আপনার মঙ্গল চাস্ ত— মদ পরিত্যাগ কর্।" কি আশ্চর্য্য! যখন মাতালেরা সহজ অবস্থায় মদের গুণ ব্যাখ্যা করেন, তখন তাঁহাদিগের কি এ সকল কথা স্মরণ হয় না যে, মদে আর কোন অনিষ্ট হউক

বা না হউক, লোকে মাতাল বলিয়া তাহাকে ঘৃণা করে। তিনি মাতাল অবস্থায় কোন বিশিষ্ট সমাজে উপস্থিত হইলে হাস্যাস্পদ হইয়া পড়েন। সময়ে সময়ে আপনাপনি সজ্জন অপেক্ষা অপকৃষ্ট বলিয়া জ্ঞান করে। এতদ্ভিন্ন তিনি যে আপিসে কর্ম্ম করেন,সেই আপিসের প্রভু যদি তাঁহাকে মাতাল অবস্থায় দেখিতে পান, তাহাহইলে তাঁহার প্রতি চিরকালের জন্য অশ্রদ্ধা জন্মিয়া যায়। তাঁহার পুত্র কন্যার সহিত সজ্জনেরা সহজে আদান প্রদান করিতে চাহেন না। মাতাল বলিয়া তাঁহাকে কেহ বিদ্রূপ করিলে তাঁহার হৃদযে মর্ম্মান্তিক আঘাত লাগে না কি? মদ খাইলে যখন ন্যূন সংখ্যায় এই সকল অনিষ্ট উৎপাদনের সম্ভাবনা আছে, তখন বুদ্ধিমান ব্যক্তির কি সেই অনিষ্টকারী সুরা স্পর্শ করা উচিত?

সুরাসক্ত ব্যক্তিরা বলিযা থাকেন যে, "ভদ্র মাতালেরা কোন্ কালে মদ খাইয়া কাটাকাটি করিয়া বেড়ায়? বরং সহজ অবস্থা অপেক্ষা মাতাল অবস্থায় আরও শান্ত হইযা পড়ে।" তদুত্তরে আমি এই নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি প্রকটণ করিতে বাধ্য হইলাম।

কোন গণ্ডগ্রামের একজন ব্রাহ্মণ জমিদার, কুলপ্রথা বলিয়া যৌবনাবস্থা হইতেই মদ্যপান করিতে শিখিয়াছিলেন। কর্ত্তার দেখা দেখি বাটীর স্ত্রী পুরুষ সকলেই একটু একটু মদ মুখে দিয়া পূজা আহ্নিক করিতেন। এতদ্ভিন্ন প্রতি অমাবস্যারজনীতে জমিদারবাবুর বাটীতে বামাচারীর প্রথানুসারে এক একখানি শ্যামাপূজা হইত। সেই

রজনীতে বাবুর বাটীর সকলকেই দুই এক পাত্র সুরা গলাধঃকরণ করিতে হইত। কোন অমাবস্যারজনীতে কালীপূজার সমস্ত উদ্যোগ হইয়াছে, পুরোহিত আসনে বসিয়া ন্যাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ও বাবুর ইষ্টদেব আর একখানি আসনে পুরোহিত ঠাকুরের পার্শ্বে বসিয়া রুদ্রাক্ষের মালা যপ করিতেছেন, এমন সময়ে কর্ত্তাবাবু যপের মালা হস্তে করিয়া টলিতে টলিতে গুরুদেবের সম্মুখে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন এবং করযোড়ে কহিলেন—"ঠাকুরমহাশয়! মার সম্মুখে একটা পাঁটা কাট্‌লে কতটুকু পুণ্য হয়?" গুরুদেব কহিলেন,—"দেব পরিমাণে শতবর্ষ স্বর্গ ভোগ হয।" শিষ্য কহিলেন—"একটা বড় মোষ কাট্‌লে?" গুরুদেব কহিলেন—"হাজার বৎসর!" এই কথা শুনিয়া শিষ্য পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বিনীতভাবে কহিলেন,—"যদি কায়ক্লেশে একটি নরবলি দিতে পারি, তাহাহইলে কতদূর পুণ্য সঞ্চয় হয়?" গুরু কহিলেন—"তাহাহইলে তুমি গিন্নীর সহিত দুই হাজার বৎসর স্বর্গভোগ করিতে পার।" এই কথা শুনিযা শিষ্য কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"প্রভু! বলিতে ভয করে, যদি আপনার ন্যায় নরশ্রেষ্ঠ নরকে অর্থাৎ গুরুদেবকে বলি প্রদান করা যায়, তাহা হইলে কতকাল স্বর্গভোগ হইতে পারে?" গুরু কহিলেন—"আমাকে? আমাকে?—আমাকে বলি দিলে অক্ষয় স্বর্গ হয়, আর কোন কালে স্বর্গ থেকে নাব্‌তে হয না।" শিষ্য কহিলেন—"তবে প্রভু, কি বলেন? শুভকর্ম্ম সমাধা কর্‌ব কি?" গুরু কহিলেন—'সে আমার পূর্ব্বজন্মের পুণ্য; মায়ের

সম্মুখে কাটা পড়া কি সামান্য সৌভাগ্যের বিষয়? বাবু, তুমি আমাকে বলি দাও, আমি কৈবল্যধামে গমন করি; কিন্তু কাল যখন আমার মাংস রান্না হবে, তখন আমাকে এক বাটী পাঠিয়ে দিও।” শিষ্য কহিলেন—“আপনার জন্য এক বাটী? আপনার জন্য একটা রাং পাঠিয়ে দিব।” গুরু কহিলেন—“সাধু, সাধু, তোমার ন্যায় এমন শিষ্য আর পাব না; কিন্তু বাবা, আমি মোষ হব—পাঁটা হব না।” গুরু এই কথা বলিয়া ‘হাম্বা—হাম্বা’ শব্দে দালানের উপর হামাগুড়ি দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। শিষ্য তৎক্ষণাৎ তাঁহার গলায় দড়ি দিয়া মাথায় এক কলসী জল ঢালিয়া দিলেন এবং হড় হড় করিয়া টানিয়া পুরোহিতের সম্মুখে আনিলেন। পুরোহিত-ঠাকুর গুরুদেবের মস্তকে রাঙ্গা সুতা ও আল্‌তা বাঁধিয়া রীতিমত উৎসর্গ করিয়া দিলেন। বাড়ীর সকলে গুরু-কাটা দেখিবার জন্য হাড়কাষ্ঠের চারিদিকে আসিয়া দাঁড়াইল। এ দিকে শিষ্য গুরুকে টানিয়া আনিয়া হাড়কাষ্ঠে প্রবেশ করাইলেন ও কামারের প্রতি বলিদানের আদেশ দিলেন। বাটীর মধ্যে কেবল কামারই কিছু সহজ অবস্থায় ছিল, সে দেখিল সর্ব্বনাশ উপস্থিত! ‘যদি আমি পলায়ন করি, তাহাহইলে বাবু স্বহস্তে গুরুহত্যা করিবেন। এক্ষণে কি কৌশলে ব্রাহ্মণের প্রাণ রক্ষা করি!’ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কামার কহিল “বাবু! আমি পাঁটাকাটা খাঁড়া আনিয়াছি, এ খাঁড়াতে ত গুরুকাটা হইবে না? আপনি একটু বিলম্ব করুন, আমি বাটী হইতে গুরুকাটা খাঁড়া-খানা লইয়া আসি।” বাবু কহিলেন, “যা, যা, শীঘ্র যা,

যেন বিলম্ব করিস্‌নে।” কামার মাতালবাবুর হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া দ্রুতপদে পুলিসে যাইয়া সংবাদ দিল। প্রধান পুলিসকর্ম্মচারী ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলেন এবং গুরুদেবের বন্ধন মুক্ত করিয়া সমস্ত রজনী বাবুর বাটীতে পুলিসপদাতিক পাহারা রাখিলেন। যে বাবু কালীপূজা করিয়া গুরু বলিদান দিতে গিয়াছিলেন, তিনি একজন সম্ভ্রান্ত সম্পন্ন ব্যক্তি, স্বক্ষমতায় বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি অকারণ ও অসময়ে সুরাপান করিতেন না, কেবল কুলপ্রথানুসারে পূজা আহ্নিক করিবার সময় অল্প মাত্র মদ্যপান করিতেন ও প্রতি অমাবস্যায় প্রচুর পরিমাণে সুরাসেবন করিতেন। পাছে পল্লীস্থ লোক জানিতে পারে, এই জন্য অমাবস্যার রাত্রিতে সদর দরজা বন্ধ করিতেন। যদিও তিনি কৌলিকপ্রথানুসারে মদ খাইতেন, তথাচ গুরু-হত্যাপাপে লিপ্ত হইবার সমস্ত আয়োজন করিয়া তুলিয়া-ছিলেন! এই জন্য বলিতেছি, মদের সাপক্ষে সুরাসেবী-বক্তিরা যত কেন বলুন না, যিনি যত কেন পরিমিতাচারে মদ্যপান করিতে প্রবৃত্ত হউন না, মদ উদরস্থ হইলেই পরিমিতাচারের কথা ত দূরে থাকুক, কেহ কোন কালে কোন দিক রক্ষা করিতে সক্ষম হন নাই।

যাঁহারা বলেন যে, ‘অমুক অমুক ব্যক্তি বাল্যকাল হইতে সুরাপান করিতেছেন, অথচ কখনও কোন দোষে লিপ্ত হন নাই ও দীর্ঘজীবন ভোগ করিয়া সুস্থ ও সবল শরীরে স্বাভাবিক রোগে মৃত হইতেছেন।’ এ কথা যথার্থ বটে; কিন্তু বিশিষ্টরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, সুরাসক্ত

হইয়া যে পরিমাণে দুরদৃষ্ট ভোগ করিতেছে ও অল্প বয়সে উৎকট রোগগ্রস্থ হইয়া কালকবলে কবলিত হইতেছে, তাহার সংখ্যা অধিক, না মদ খাইয়া সুস্থ শরীরে কালাতিপাত-করণের সংখ্যা অধিক? সেটা একবার বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। বৎসর বৎসর শত শতলোককে সর্পে দংশন করিয়া থাকে, তাহার মধ্যে দুই চারিজনকে বিষবৈদ্যেরা আরোগ্য করে; কিন্তু এটি অবধারিত কথা যে, 'সর্পাঘাতে অধিকাংশ লোকই মরিয়া যায়, দুই একজন মাত্র বহু যত্নে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে।' সর্পাঘাতে সকলে মরে না বলিয়া কি আমি সাধ করিয়া সর্প-বিবরে হস্ত প্রবেশ করিয়া দিব? গঙ্গায় ভয়ানক তুফান উপস্থিত হইয়াছে, সেই সময়ে আমার দুই একজন বন্ধু মৎস্য ধরিবার জন্য পর-পারে যাইতে উদ্যোগী হইলে আমি নিষেধ করিয়া বলিলাম, 'এ সময় যাইও না—ডুবিয়া মরিবে।' বন্ধুরা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'ঝড়ে সকল নৌকারই কি মানুষ গঙ্গায় ডুবিয়া থাকে? কল্য বৈকালে একখানা নৌকা ডুবিয়া ছিল; আরোহিগণের মধ্যে চারিজন মাত্র মরিয়া গিয়াছে, অবশিষ্ট লোকেরা সাঁতার দিয়া তীরে উঠিয়াছিল। যদি যথার্থই আমাদিগের নৌকা ডুবিয়া যায়, তাহাহইলে আমরাও সাঁতার দিয়া প্রাণ বাঁচাইতে পারিব।'

উপরোক্ত দুইটি উদাহরণ যদি সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়, তাহাহইলে ভারতের বিংশতিকোটী অধিবাসীর মধ্যে দুই একশতলোক চিরকাল মদ খাইয়া দীর্ঘজীবন ভোগ করিয়া-ছিলেন বলিয়া মদ কি মহাঅনিষ্টকারী দ্রব্য বলিতে

পারিব না? একি কম লজ্জার কথা! রাম, শ্যাম ও কৃষ্ণ চিরকাল মদ খাইয়াছিলেন, তথাচ তাঁহাদিগের যকৃৎ রোগ জন্মে নাই, কোন কালে তাঁহারা মারামারি করিয়া পুলিসে যান নাই; সেই সাহসে গোপাল ও গোবিন্দ পরিমিতাচারে সুরাপান করিতে আরম্ভ করিয়াছে। নিমতলার কাঠের গোলায় আগুন লাগিয়া সমস্ত লোকের ঘর দ্বার পুড়িয়া গেল, কেবল গোপীনাথের কাঠের গোলাটি সেই ভয়ানক অগ্নিকাণ্ডে রক্ষা পাইয়াছিল। অতঃপর পোস্তায় আগুন লাগিলে, গোপীনাথের মাতুল সেই সাহসে নিশ্চিন্তভাবে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করিয়া তন্মধ্যে শয়ন করিলেন। তদ্দৃষ্টে অপর একজন দোকানদার কহিল—"মহাশয়! করেন কি? ঘরে যে আগুন লাগিয়াছে!" গোপীনাথের মাতুল বলিলেন—"আঃ রেখে দাও! আর বৎসর নিমতলার কাঠের গোলায় আগুন লাগিয়া আমাদের গোপীনাথের ঘর পুড়িল না কেন?" এই কথা বলিতে বলিতে গোপীনাথের মাতুলের ঘর ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল!

যে সকল সুরাসক্তব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, 'মদ খাইলেই কি মাতাল হয়?' তাঁহারা কি উপরোক্ত উদাহরণ কয়েকটি যথেষ্ট বলিয়া বোধ করিবেন না? যখন কেহ প্রথম মদ খাইতে আরম্ভ করেন, তখন বলিয়া থাকেন যে, 'নিয়মিত সুরাপানে দোষ কি? প্রতিবাসীরা যাহাতে জানিতে না পারে, তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকিব। আমি মদ খাইব, কিন্তু মদ আমাকে খাইতে পারিবে না।' কিন্তু এ

নিয়ম যে থাকিবার নহে। সুরাবিষ মনুষ্যের উদরস্থ হইলেই যখন জ্ঞান অন্তহিত হয়, তখন কি তাহার আর পরিমিত অপরিমিত বোধ থাকে? Exception আছে, একজন মদ খাইয়া অধঃপাতে যায় নাই; তাই বলিয়া কি অপর ব্যক্তির মদ্যপানে প্রবর্ত্ত হওয়া উচিত?

সুরাসক্তব্যক্তিরা কখন কখন তর্কচ্ছলে বলিয়া থাকেন যে, 'এক ব্যক্তি যখন একাসনে বসিয়া পাঁচটাকার মদ খাইয়া উঠিতে পারে না, তখন কেবল এক পানদোষে কি প্রকারে তাহার বিষয় বৈভব নষ্ট হইতে পারে?' এ কথা নিতান্ত অমূলক। আমি চক্ষের উপর দেখিয়াছি যে, একজন সম্ভ্রান্তধনিসন্তান পিতৃবিয়োগের পর বিপুল ধনের অধিপতি হইয়াছিলেন, তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধিও বিলক্ষণ ছিল এবং বিষয় বৈভব সংক্রান্ত কাজ কর্ম্মও বেশ বুঝিতে পারিতেন। তিনি বেশ্যাসক্ত ছিলেন না, বাবুগিরিতে অধিক টাকা ব্যয় করেন নাই, কেবল এক পানদোষের জন্য সাত আটবৎসরের মধ্যে সমস্ত পৈতৃকবিষয় নষ্ট করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। যদি কেহ বলেন যে, 'এত টাকার বিষয় কি প্রকারে মদ খাইয়া নষ্ট করিলেন? তিনি প্রত্যহ কত টাকার মদ ক্রয় কবিতেন?' এরূপ প্রশ্নের উত্তর এই যে,—'তিনি প্রত্যহ দুই চারি টাকার মাত্র মদ্য ক্রয় করিতেন, তাহার দশাংশের একাংশ স্বয়ং পান করিতেন।' একবাব মদ খাইয়া তিনি আপনার একজন মো-সাহেবকে ভয়ানক প্রহার করেন, সেই মোকদ্দমায় তাঁহার দশ সহস্র-মুদ্রা ব্যয় হইয়া যায়। অন্য একসময়ে তিনি একজন

সম্ভ্রান্ত লোককে অপরিমিত মদ খাওয়াইয়াছিলেন বলিয়া সেই লোকটির মৃত্যু হয়। 'হটাৎ একজন মরিয়া গেল,' এই কথা চারিদিকে প্রচার হইয়া পড়ায়, হুজুকপ্রিয়লোকেরা নানা-কথা কহিতে আরম্ভ করিল; পুলিসের কর্ণগোচর হওয়ায় ক্রমে ক্রমে একটি তুমুল মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া পড়িলে, সেই কাণ্ডে তাঁহার লক্ষটাকার উপর ব্যয় হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন যিনিই বাবুকে ভয় দেখাইতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারই কিছু কিছু হস্তগত হইয়াছিল। সহজ অবস্থায় বাবু দৃষ্টিকৃপণের একশেষ ছিলেন; কিন্তু মদ্যপান করিলে মন খুলিয়া যাইত, তখন তিনি দাতাকর্ণ হইয়া বসিতেন। পারিষদগণ সুযোগ বুঝিয়া মাতাল অবস্থায় আপনাদিগের বিলক্ষণ স্বার্থসাধন করিত। বাবুর প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীরা খাতাপত্রে ও হিসাবে মাতাল অবস্থাতেই সহি করাইয়া লইত। হিসাব পত্রে কি রহিয়াছে, কোথাকার টাকা কোথায় পড়িয়াছে, বাবু তাহার আগাগোড়া না দেখিয়া দাওযানজীকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "এ কত টাকার হিসাব আনিয়াছ?" দাওযানজী করযোড়ে কহিতেন, "ধর্ম্মাবতার, এ বৎসর দোলপর্ব্বে যাহা ব্যয় হইয়াছে, তাহারই হিসাব প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছি। পাওনা-দারেরা বড় বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছে, আর টাকা না দিলে চলে না। এ বৎসর দোলপর্ব্বে একহাজার তিনশত সাতটাকা পাঁচআনা খরচ হইয়াছে।" বাবু টলিতে টলিতে কলম ধরিয়া বলিলেন, "আমি ঐ সাত টাকা পাঁচ আনা বাদ দিয়া সহি করিব, তোমরা সব চুরি কর আমি জানি।" দাওযানজী বিনয় করিয়া বলিলেন,

"হুজুর! তাহাহইলে গরিব মারা যাইবে—ইত্যাদি।" বাবু হিসাবের ফর্দ্দ সহি করিয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন এবং কহিলেন, "যাও, আর এখানে দাঁড়াইওনা।" দাওয়ানজী মনে মনে হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। বাবু হাসিতে হাসিতে মো-সাহেবগণকে কহিলেন, "দেখ্‌লে, কেমন জব্দ করিয়া দিলাম! আমার কাছে এক পয়সা চুরি হবার যো নাই, আজ ফাঁকি দিয়া সাতটাকা পাঁচআনা বাঁচাইলাম।" পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বাবুর অন্য কোন দোষই ছিল না, কেবল পাঁচজন ইয়ার লইয়া দিন রাত্রি চব্বিশঘণ্টাই সুরা-পানে রত থাকিতেন। মাতালের মুখে গল্প শুনা গিয়াছে যে, 'রাত্রে মদ খাইলে প্রত্যূষে কোন কাজ কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা থাকে না—শরীর অলস হইয়া পড়ে।' যখন দশদিন অন্তে একদিন মদ খাইলেই মনুষ্যের শরীরে অলসতা আশ্রয় করে, তখন যিনি প্রত্যহ মদ্যপান করেন, তাঁহার শরীর কতদূর অলস হইয়া পড়ে ও ক্রমে ক্রমে তিনি কিরূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া যান, তাহা মদ্যপায়ীবাই বিবেচনা করিয়া দেখুন।

মদ খাইয়া বহুসংখ্যক লোক উৎকট রোগগ্রস্থ হইয়া দিন দিন মৃত হইতেছে, এ বিষয় লইয়া আর তর্ক করা নিস্প্রয়োজন, সুরাপায়ীবাবুরা তাহা বিলক্ষণ অবগত আছেন। তবে যে তাঁহারা বলিয়া থাকেন, 'সকলে মরে না,' তাহার হেতুবাদ পূর্ব্বেই বাহুল্যরূপে বিবৃত হইয়াছে। মদ্য সম্বন্ধে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতে গেলে দশ বৎসরেও এ প্রস্তাব শেষ হইবে না। যতদূর লেখা হইয়াছে

তাহাই অতিবিরক্ত হইয়া পড়িয়াছে; এইজন্য আর অধিক লিখিতে সাহস হইল না।

উপসংহারে এই মাত্র বক্তব্য যে, যে মদে অস্মদ্দেশীয় জনগণ সমূহ অনিষ্ট ভোগ করিতেছে, হৃত-সর্ব্বস্ব হইয়া পড়িতেছে, সমাজে অপমানের একশেষ হইতেছে, স্ত্রী পুত্র পরিবারগণের দুর্দ্দশার অবধি থাকিতেছে না, অবশেষে উৎকট রোগগ্রস্থ হইয়া মৃত্যু মুখে নিপতিত হইতেছে, সেই সুরা রূপ বিষকে কি এক ক্ষণিক আমোদের জন্য পান করা উচিত? সেই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিবার হানি কি? বঙ্গের লোক যাঁহারা এ কাল পর্য্যন্ত সুরা স্পর্শ করেন নাই, সুরাপান করিলে পরকাল যায় বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা স্থিরভাবে পুত্র পৌত্রগণের মাতলামি দেখিতেছেন, সময়ে সময়ে তাহাদিগের দৌরাত্ম্যে জর্জ্জরীভূত হইতেছেন, আর ‘দেশ গেল, মান গেল, প্রাণ গেল ও ধন গেল’ বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছেন; কিন্তু হায়! এ কাল পর্য্যন্ত যাহাতে সুরাপান রহিত হইয়া যায়, এতৎসম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা ত কেহই করেন নাই! অনেক দেখিয়া শুনিয়া স্থির করিয়াছি যে, বক্তৃতা দ্বারা মাতালকে মদ ছাড়ান যাইবে না, নীতিগর্ভ পুস্তক পড়াইলেও মাতাল মদ ভুলিতে পারিবে না, সহস্রবার পুলিসে যাইলেও মাতালের লজ্জা বা ঘৃণা হইবে না, সহস্র সহস্র লোককে অকালে মরিতে দেখিয়াও মাতাল মৃত্যু ভয়ে ভীত হইবে না। দেশে কোন একটা অসহ্য উৎপাৎ উপস্থিত হইলে তন্নিবারণ জন্য আমরা রাজদ্বারে আবেদন করিয়া থাকি, কিন্তু এ সম্বন্ধে রাজদ্বারে আবেদনও গ্রাহ্য হইবার

নয়। আবকারী আমাদিগের পক্ষে যতই অহিতকারী হউক না কেন, রাজার পক্ষে কিন্তু সর্ব্বতোভাবে শুভকরী। আবকারী-মহল হইতে বৎসর বৎসর অপর্য্যাপ্ত রাজস্ব আদায় হইতেছে। দেশের লোকের মদ খাইয়া ক্ষতি হইতেছে বলিয়া রাজা কি এতটা টাকা নষ্ট করিতে পারেন? কখনই না; অতএব মদ্য সম্বন্ধে আমরা কখন কোন কালে রাজার সহায়তা প্রাপ্ত হইব না। তবে কি সুরানদীর প্রবল স্রোত সম ভাবে বহিয়া যাইবে? কোন সময়ে কি ইহার উপায় হইবে না? রাজা সহায়তা পাইব না বলিয়া কি আমরা এই মহাঅনিষ্টকারী ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিব? না, না, আমরা সকলে যদি একৈক্য হই, তাহা হইলে অতি অল্পকালের মধ্যেই এই ভয়ানক সুরানদীর স্রোত বন্ধ করিতে পারি। পুরাকালে এ দেশের লোক সুরাপান করিতেন; কিন্তু তদ্দারা দেশের এইক্ষণকার মত ভয়ানক অনিষ্ট ঘটে নাই। শক্তি-উপাসনার জন্য কে কোথায় সঙ্গোপনে একটু মদ খাইতেন, তাহা অনেকে জানিতেও পারিত না। এক্ষণে এক মাত্র সমাজবন্ধন শিথিল হইয়া পড়ায়, এ দেশের লোক দিন দিন পানদোষে দূষিত হইয়া পড়িতেছে। সমাজকে ভয় করিয়া চলিতে হয় বলিয়া অশিক্ষিত উড়িষ্যা দেশের লোক এই ঊনবিংশ শতাব্দিতেও মদ খাইয়া মাতামাতি করিতে পারে না। অন্য কি কথা, এই কলিকাতা মহানগরীতে বহুসংখ্যক উড়িষ্যাবাসী উপার্জ্জনের অনুরোধে বসবাস করিতেছে; তাহাদিগের মধ্যে যদি কেহ ঔষধের সহিত এক কৌটা মদ গলাধঃ-

করণ করে, তাহাহইলে দলপতিরা তৎক্ষণাৎ তাহাকে জাতিচ্যুত করিয়া রাখেন। পুনরায় সমাজে উঠিতে সেই ব্যক্তিকে লোকের দ্বারে দ্বারে বেড়াইতে হয় ও ক্ষমতা মত অর্থ ব্যয় করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিতে হয়। অশিক্ষিত উড়িষ্যাবাসীরা এতৎসম্বন্ধে আমাদের অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট, এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তাহাদিগের সমাজবন্ধন অদ্যাপিও শিথিল হয় নাই। আমাদিগের দেশের অধিকাংশ লোক 'শিক্ষিত সভ্য ও ধনী' বলিযা গর্ব্ব করিয়া থাকেন; কিন্তু এক পানদোষ প্রবল হইয়া উঠায় দিন দিন তাহাদেব কি দুর্দ্দশা ঘটিতেছে, তাহা একদিনের জন্যও ভাবিয়া দেখেন না। এই জন্য বলিতেছি যে, যাহাতে সমাজবন্ধন পুনর্ব্বার দৃঢ়ীভূত হয়, কায়মনে আমাদিগের তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত। আসুন, আমরা সকলে এক মত হইয়া এই একটি নিয়ম সংস্থাপন করি যে, মাতালের সহিত আমরা কোন সংস্রব রাখিব না। পুত্র পৌত্র মাতাল হইলে তাহাকে বিষয়চ্যুত কবিয়া দিব, যে বাটীতে মদের ব্যবহার আছে, তাহাদিগের বাটীতে কন্যা পুত্রের বিবাহ দিব না, মাতালের সহিত আমরা একাসনে বসিব না, এক পংক্তিতে ভোজন কবিব না। যদি আমাদিগের কর্ম্মচারীর মধ্যে কেহ সুরাপায়ী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহাহইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ কর্ম্মচ্যুত করিব। এইরূপ করিলে পানদোষ কমিতে পারে না কি? বোধ হয় এ নিয়ম সংস্থাপন করিলে অতি অল্পকালেব মধ্যেই মাতালের সংখ্যা হ্রাস হইতে পারে এবং যুবকবৃন্দ পানদোষে দূষিত হইতে

সাহস করিবে না। এই উপায় ভিন্ন মাতাল শাসন করিবার আর দ্বিতীয় উপায় নাই; নতুবা চিরকাল আমাদিগের দেশের লোক মাতালের দৌরাত্ম্য সহ্য করিবে! স্বেচ্ছাচারীর ন্যায় এ দেশের লোক যাহার যাহা ইচ্ছা হইতেছে সে তাহাই করিয়া পার পাইতেছে। ধর্ম্মভয় লোকের হৃদয় হইতে তিরোহিত হইযাছে, গুরুশাসন প্রায় সকলেই উপেক্ষা করিতেছে, সমাজের শাসন নাই;—এই সাহসেই স্বেচ্ছাচারীর দল দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে। এক্ষণে মদ্যপায়ীদিগকে গুটিকতক কথা বলিযা প্রস্তাব শেষ করিব।

হে সুরাপ্রিয়মহাশয়গণ। তোমাদিগের বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, ধন আছে, ভালমন্দ বিচাব কবিবার ক্ষমতা আছে, সহজ অবস্থায় তোমাদিগের কথা শুনিলে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হয়, তোমাদিগের মধ্যে অনেকেই উচ্চপদস্থ হইয়াছ, সকল বিষয়ই বুঝিতে পার; কিন্তু সুরারূপ বিষপানের সময অগ্রপশ্চাৎ কিছুই বিবেচনা কর না কেন? সহজ অবস্থায় তোমাদিগকে দেখিলে মনে ভক্তিব উদয় হয়, কিন্তু পরক্ষণেই আবার তোমাদিগের সেই পানোন্মত্ত প্রাণান্তকব মূর্ত্তি দেখিযা অন্তবে অন্তরে ব্যথিত হইয়া পড়ি। তাই বিনয করিযা বলিতেছি, হে সুরাসেবীগণ! তোমরা ক্ষণিক আমোদের জন্য বিষপান কবিয়া ধন প্রাণ নষ্ট করিও না, মান মর্য্যাদা হারাইও না, অকালে মানবলীলা সম্বরণ কবিবার পথ প্রশস্ত করিও না। তোমাদের ভাল মন্দ বুঝিবার বিলক্ষণ ক্ষমতা

আছে, পাঠ্যাবস্থায় বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছ। যে সময়ে তোমরা স্কুল ও কলেজে বিদ্যা শিক্ষা করিতে, তখন তোমাদিগের রীতি চরিত্র দেখিয়া বিদ্যার্জ্জন বিষয়ে মেধা দেখিয়া ও বিনয় নম্রতার সহিত কথা কহিতে শুনিয়া, তোমাদিগের পিতা মাতা ও আত্মীয় বন্ধুগণ মনে মনে কতই আশা ভরসা করিতেন; কিন্তু তোমরা অর্থের মুখ দেখিযাই পূর্ব্বভাব একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছ। যে সুরার নাম শুনিলে কর্ণে হস্ত দিতে, এক্ষণে সেই সুরাসাগরে গা ঢালিয়াছ! সৎপথে থাকিলে রাশি রাশি অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিতে, কেবল এক পানদোষে লিপ্ত হওয়ায় অর্থাগমের পথে আপন হস্তে কণ্টক বিস্তার করিতেছ। পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার ও আত্মীয় বন্ধুগণ সকলেই তোমাদিগকে সুরাসক্ত দেখিয়া বিষাদিত হইতেছেন। যাঁহারা তোমাদিগকে স্নেহ করিয়া থাকেন, তাঁহারা মিষ্ট বাক্যে বারণ করিতেছেন। তোমরা যখন রজনীতে মদ খাইয়া জ্ঞানহীন অবস্থায় শয়নগৃহে প্রবিষ্ট হও, তখনকার সেই হৃদয়বিদারক ভাব দেখিয়া তোমাদের সহধর্ম্মিণীরা কতই আক্ষেপ করেন, কতই অশ্রুপাত করেন ও সময়ে সময়ে তোমাদের চরণে ধরিয়া গলদশ্রু নয়নে বলিতে থাকেন, "আর মদ খাইও না, মদ খাইয়া সে দিবস অমুক বাবু হটাৎ মরিয়া গিয়াছেন! দীর্ঘকাল মদ খাইয়া অমুক অমুক ব্যক্তি উৎকট রোগগ্রস্থ হইয়া শয্যাশায়ী হইয়াছেন, তুমি নির্ব্বোধ নহ, আমা অপেক্ষা সহস্র গুণে ভাল মন্দ বিবেচনা করিতে পার, তথাচ বহুদোষাকর

মদ খাইয়া ধন প্রাণ ও মান নষ্ট করিতে বসিয়াছ কেন, ইহা আমি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি না।" সহধর্ম্মিণীর এইরূপ বিনয়পূরিত কথা শুনিয়া মাতাল বাবু হয় খিল খিল করিয়া হাসিযা উঠেন, না হয়, "Dam Bloody Nigar! Hold your tongue," বলিয়া এক পদাঘাত করিয়া বসেন। মাতালগণ! তোমাদের সকলকে বলিতেছি, তোমরা যখন মত্ত হইয়া রাজপথে ধুল্যবলুণ্ঠিত হও, পাহারাওয়ালারা তোমাদিগকে স্কন্ধে করিয়া ডাণ্ডা পিটিতে পিটিতে গারদে লইযা ফেলে, দশটার সময় হাকিমের সম্মুখে খাড়া করিয়া দেয়, সে সময় তোমাদিগের মূর্ত্তি দেখিলে আত্মীয় বন্ধুগণেরও মরিতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু সেই অপমান ও লাঞ্ছনাতে তোমাদিগের তখনও চৈতন্য হয় না। যাহা করিযাছ তাহাই যথেষ্ট হইযাছে! এখনও ক্ষান্ত হও, এখনও ভাল মন্দ বিবেচনা করিয়া দেখ! সুরাপান না করিলে তোমাদিগের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না, কিন্তু পান করিলে পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা!

বিবাদ বিসম্বাদ ও মামলা মোকদ্দমা পরিবর্জ্জনীয়; বিবাদ বিসম্বাদাদির ফলাফল।

পুরাকালে মাম্‌লা মোকদ্দমা এত অল্প ঘটিত যে, ভূপতিরা স্বয়ং সে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাহার পর বিলাসী যবন সম্রাটেরা মাম্‌লা মোকদ্দমার বিচার করা অত্যন্ত বিরক্তিজনক বোধ করিয়া, এক একটি অধিকারে এক একজন কাজী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রায় আইনের বাধ্য হইয়া কার্য্য করিতেন না, অনেক মোকদ্দমার গুহ্য-ভাব আপনাদিগের বুদ্ধি কৌশলে বাহির করিয়া লইতেন। তৎকালে উকীল কৌন্সেলির প্রয়োজন ছিল না; হাকিম স্বয়ং বাদী প্রতিবাদী ও সাক্ষীগণকে জেরা করিয়া সত্যাসত্য জ্ঞাত হইতেন, সুতরাং মাম্‌লা মোকদ্দমা সম্বন্ধে বাদী প্রতি-বাদীর যৎসামান্যই ব্যয় হইত। ইংরাজাধিকারের প্রারম্ভেও এত অধিক বিচারালয় ছিল না, উকীল কৌন্সেলিগণকেও এক্ষণকার মত বিপুল অর্থ দিতে হইত না। কিছুকাল পূর্ব্বে বিষয় কার্য্যের অনুরোধে ধনবান লোকদিগকেই মাম্‌লা মোকদ্দমায় প্রবৃত্ত হইতে দেখা যাইত। নিম্ন-শ্রেণীর লোকেরা আদালতের সমীপবর্ত্তী হইতে চাহিত না, মোকদ্দমার নাম শুনিলে তাহাদিগের হৃদ্‌কম্প উপ-স্থিত হইত, এবং ইহাও দেখা গিয়াছে যে, মধ্য ও নিম্ন-

শ্রেণীর লোকের মধ্যে কোনরূপ বিবাদ উপস্থিত হইলে, গ্রামের পাঁচজন ভদ্রলোকেব নিকট নালিস করিতেন, তাঁহারাও নানারকম ভয় মৈত্রতা দেখাইয়া উভয় পক্ষের বিবাদ ভঞ্জন কবিয়া দিতেন। কিন্তু এক্ষণে আর সে কাল নাই, কৃষিজীবি লোকেবাও সামান্য কারণে মাম্‌লা মোকদ্দমা করিতে শিখিযাছে। একালে মাম্‌লা মোকদ্দমাব এতদূব আধিক্য হইয়া উঠিযাছে যে, এক একটি জেলাকোর্টে বিশ ত্রিশজন কবিযা হাকিম নিযুক্ত হইযাছেন, তথাচ রাশি রাশি মোকদ্দমা মুল্‌তবি পড়িয়া থাকে। একটি মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে, আদালতে ও উকীল কৌন্সেলির আপিসে হাঁটিতে হাঁটিতে বাদী প্রতিবাদীব পাযেব সুতা ছিঁড়িয়া যায, আদালতের কর্ম্মচারী ও সাক্ষীগণেব তোষামোদ করিতে কবিতে প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ হয, জলের মত অর্থব্যয হইতে থাকে, এবং দুশ্চিন্তায মনের কিছুমাত্র শান্তি থাকে না। এই বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার বড বড় ঘর কেবল মাম্‌লা মোকদ্দমা ও বাদ বিসম্বাদ কবিযা একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে, ইহা দেশেব লোক প্রত্যহ দেখিতেছেন, তথাচ তাঁহাদের চৈতন্যোদয হইতেছে না।

বিশেষ বিবেচনা করিযা দেখিলে উপলব্ধি হয় যে, মাম্‌লা মোকদ্দমা ও বাদ বিসম্বাদেব প্রধান কারণ স্বেচ্ছাচারিতা, স্বার্থপবতা, অতিলোভ, ক্রোধ ও আত্মাভিমান। কাল-প্রভাবে কেহই পবাধীনে থাকিতে ভালবাসেন না, জ্যেষ্ঠের কর্ত্তৃত্ব কনিষ্ঠেব বিষম ভার বলিযা বোধ হয়; তাহার উপর যদি জ্যেষ্ঠ স্বার্থপব হন, তাহাহইলে কথায়

কথায় বাদ বিসম্বাদ ও অবশেষে মাম্‌লা মোকদ্দমা করিয়া আদালতের সাহায্যে বিষয় বণ্টন করিয়া লয়েন। কাল-বশে প্রায় অধিকাংশ লোকই স্বার্থপর ও অতিলোভের বশবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছেন। কেহই আপনাব ন্যায্য বিষয়-ভোগে সন্তুষ্ট নহেন, বল পূর্ব্বক পরেব বিষয় আপন হস্তগত করিব, এই চিন্তা মনে মনে সর্ব্বদা প্রবল; কিরূপে লোককে ফাঁকি দিব, তাহাবই কল্পনায় কালাতিপাত করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান কালে কাহারও কোন কথা গায়ে সহে না; গুরুজনও যদ্যপি কাহাকে একটি উচ্চ কথা কহেন, তাহাহইলে ঐ ব্যক্তি তাঁহাব মুখের উপর প্রত্যুত্তর করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হযেন না। কেহ কাহাকেও কোন কারণ বশতঃ রুক্ষ কথা বলিলেই, অমনি তাঁহার ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, তাঁহাকে অনর্গল কটু কাটব্য বলিতে থাকেন, তিনি তাহা সহ্য করিতে না পারিলে, কথায় কথায় উভয় পক্ষেরই ক্রোধ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইযা অবশেষে মারামারি কাটাকাটি প্রভৃতি ভয়ানক কাণ্ড ঘটিতে থাকে। কোন কোন লোকের এতাধিক অহঙ্কার ও দম্ভ যে, যদি কোন লোক ভ্রম বশতঃ একটি সামান্য ত্রুটি করেন, তাহাহইলেও তাঁহার প্রতি একেবারে খড়্গহস্ত হইযা উঠেন ও যৎপরোনাস্তি অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিয়া থাকেন।

এক্ষণে প্রথমতঃ দেখা যাউক যে, পুরাকাল অপেক্ষা বর্ত্তমানকালে কথায কথায ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হয় কেন? এই বিষয বিবেচনা করিযা দেখিলে বোধহয় যে, পুরাকালে সকল ভ্রাতাই একান্নবর্ত্তী থাকিযা, জ্যেষ্ঠকে পিতার ন্যায়

পূজা করিতেন ও তাঁহার আজ্ঞানুসারেই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইত, কনিষ্ঠগণের মনে কোন বিরুদ্ধভাব থাকিত না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও কনিষ্ঠগণকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতেন, কিরূপে পিতৃপুরুষের মান মর্য্যাদা রক্ষা হইবে, কিসে দোল দুর্গোৎসব ও নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকাণ্ড সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে, সকলেব সেই দিকেই দৃষ্টি ছিল। কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে সকল ভ্রাতাই একত্রে পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিতেন। সকলের সহধর্ম্মিণীর গাত্রেই আইযত-আভরণ সমান অংশে থাকিত। জ্যেষ্ঠেব সহধর্ম্মিণী কনিষ্ঠা ভাইজগুলিকে আপন ভগ্নীব ন্যায় ভাবিতেন; অগ্রে তাহাদিগকে খাওযাইয়া পরাইয়া সর্ব্বোতোভাবে পরিতুষ্ট করিতেন, তাহার পর আপন অশন বসনের দিকে চাহিতেন। বরঞ্চ স্বয়ং ছিন্নবসন পরিধান করিতেন, কিন্তু ভাইজগুলির বসন ছিন্ন দেখিলে আপন পতিকে অনুযোগ করিতেন; সেই জন্যই কোন কালে তাঁহাদিগের মধ্যে কোন সূত্রে বিরোধ উপস্থিত হইত না। কাল-প্রভাবে এখনকার লোকের মনে আব সে ভাব নাই। বঙ্গরাজ্যের সমস্ত নরনারী স্বাধীনভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছেন; আপন ইচ্ছামত সমস্ত কার্য্য কবিতে পাবিবেন না বলিয়া কেহ কাহারও অধীনে থাকিতে চাহেন না। এখনকার কালে অধিকাংশ লোক স্ত্রীবাধ্য হইযা পড়িয়াছেন; স্ত্রীদত্ত ইষ্টমন্ত্রগুলি গুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্র অপেক্ষাও অধিক ইষ্টকর জ্ঞানে তাঁহার মন্ত্রণানুসারেই কার্য্য করিতে বাধ্য হয়েন। স্ত্রী তাঁহাকে যে দিকে নাচাইতে থাকেন, তিনি সেই দিকেই নাচিয়া বেড়ান।

সুতরাং এক্ষণে লোকের কেবল আপনার ও আপন সহধর্ম্মিণী এবং পুত্র কন্যাগুলির সুখসচ্ছন্দতার দিকে দৃষ্টি হইয়াছে। মাতা, ভ্রাতা, ভ্রাতৃবধূ প্রভৃতির প্রতি তাদৃশ দৃষ্টি বা যত্ন নাই, এই জন্য সামান্য সূত্রে গৃহ-বিচ্ছেদ উপস্থিত হইয়া থাকে। যদি কেহ বিবেচনা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে সেই সকল কারণ এত সামান্য যে, সহজ বুদ্ধিতে অনায়াসেই তাহা সম্যক্‌প্রকারে মীমাংসিত হইতে পারে। কিন্তু সেই সামান্য সূত্রে ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া গৃহ-বিচ্ছেদ ঘটাইলে যে কতদূর সংসারে অসুবিধা ও অনিষ্ট ঘটে, তাহা বিবেচনা করিতে কেহই অবসর পান না। পাঠকগণের জ্ঞাতার্থ তাহার একটি উদাহরণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

বীরনগর গ্রামে ব্রজনাথ দত্ত নামে একজন বর্দ্ধিষ্ণু কায়স্থ বাস করিতেন। তিনি পঁচিশহাজার টাকার কোম্পানির কাগজ ও দশহাজার টাকা আয়ের স্থাবর বিষয় রাখিয়া পরলোক গত হয়েন। বিশ্বনাথ, হরিনাথ, রমানাথ ও কৃষ্ণনাথ নামক তাঁহার চারি পুত্র ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ বিশ্বনাথ কর্ত্তা হইলেন। তিনি পরিমিতরূপে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে বিষয় বৃদ্ধি করিয়া তুলিয়াছিলেন। বিশ্বনাথ যখন বুঝিতে পারিলেন যে, আমাদিগের পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক আয় বৃদ্ধি হইয়াছে, তখন তিনি দোল দুর্গোৎসব ও নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়ায় কিঞ্চিৎ বাহুল্য ব্যয় করিতে আরম্ভ করিলেন। বিশ্বনাথ অত্যন্ত সৌখিন ছিলেন, তিনি পূজার বাটীর দক্ষিণাংশের চকের উপর দুইটি সুন্দর ঘর প্রস্তুত

করাইয়াছিলেন। ঘর দুইটির সম্মুখে প্রশস্ত ছাদ ছিল, সেই ছাদের উপর শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ফুলের টব বসাইয়াছিলেন। বিশ্বনাথ সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, সেই সকল ফুলের গাছে স্বহস্তে জল সিঞ্চন কবিতেন। সময়ে সময়ে সেই সকল ফুলগাছে বিস্তর ফুল ফুটিত। প্রত্যূষে সেই ছাদের মধ্যস্থলে একখানি চৌকি পাতিয়া বিশ্বনাথ বসিযা থাকিতেন। সেই স্থানটি তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। মধ্যম হরিনাথ পাশা খেলিতে বড় ভালবাসিতেন; বৈকালে তাঁহার বৈঠকখানায় দশ বারজন নিষ্কর্ম্মা ভদ্রসন্তান পাশা খেলিতে আসিতেন, রজনী নয় ঘটীকা পর্য্যন্ত আনন্দেব রোলে মেজবাবুর বৈঠকখানা কম্পিত হইত। বমানাথবাবুর গাহনা বাজনায় একটু সখ ছিল। দুই একজন গাহক সমাগত হইলেই তাঁহার বৈঠকখানায় তানপূরা মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাজিত। কনিষ্ঠ কৃষ্ণনাথ অত্যন্ত কৃপণ ছিলেন, গ্রামস্থ লোকে তাঁহাকে 'একাদশীবাবু' বলিযা ডাকিত। প্রাতঃকালে কেহ তাঁহার নামোল্লেখ করিলে লোকে 'শ্রীবিষ্ণু' স্মরণ করিত। যাহা হউক, জ্যেষ্ঠের আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিযা ভ্রাতাগুলি সুশৃঙ্খলে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। অন্ন বস্ত্র ও পুত্র কন্যার বিবাহাদি এক নিযমে যৌথ তহবিল হইতে খরচ হইত। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক সহোদর মাসিক একশত টাকা করিয়া আপনাদিগেব ইচ্ছামত কার্য্যে ব্যয করিতে পাইতেন, অবশিষ্ট টাকা যৌথ তহবিলে জমা থাকিত। দত্তবাবু-দিগের সংসার গ্রামস্থ লোকের পক্ষে একটি আদর্শস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। গ্রামের মধ্যে কোন গৃহস্থের গৃহে

সহোদরে সহোদরে বিবাদ উপস্থিত হইলে, লোকে দত্ত-বাবুদিগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিত, 'দেখ দেখি, দত্তরা চারিটি ভাই কেমন স্থনিয়মে একান্নে থাকিয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন? তাঁহাদের মধ্যে কখনও একটা কথান্তর হয় না।' পাঠকগণ। আমি অনেক স্থলে লিখিয়াছি, যদি স্ত্রীলোকেরা আপনাপন স্বামীকে একেবারে হস্তগত করিয়া না লইতে পারেন, তাহাহইলে বোধহয় কোন কালেই গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হয় না। বধূমাতারাই স্বামীকে লইয়া পৃথক হইবার জন্য বিশেষ যত্নবতী থাকেন; তবে যতদিন ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিলক্ষণ সৌহৃদ্য থাকে, ততদিন কোন প্রকারে দিন কাটিযা যায় এই মাত্র।

দত্তবাবুদিগের মেজগিন্নির পিতা ও ভ্রাতা অত্যন্ত নিঃস্ব ছিলেন, তাহাদিগের দিনপাত হওয়া ভার হইযা উঠিয়াছিল। মেজগিন্নি ভাই ও বাপ্‌কে মাসে মাসে কিছু কিছু সাহায্য করিবার জন্য স্বামীকে সর্ব্বদা উত্তেজনা করিতেন। কিন্তু মেজকর্ত্তা কৌশল করিয়া সহধর্ম্মিণীর সে কথা উড়াইয়া দিতেন, সেই জন্য মেজগিন্নির মনে মনে স্বামীর উপর অত্যন্ত অভিমান ছিল। তিনি সময়ে সময়ে ভাবিতেন, 'যদি ঠাকুর দিন দেন, তাহাহইলে ভাই বাপ্‌কে আনিয়া এই সংসারের কর্ত্তা করিব।' পাঠকগণ! কি সাম্রাজ্যের মধ্যে—কি প্রধান প্রধান গ্রামের মধ্যে, কি একান্নবর্ত্তী প্রকাণ্ড গৃহস্থের মধ্যে, একটা দল বাঁধাবাঁধি প্রথা প্রচলিত আছে। দত্ত পরিবারের মধ্যেও ক্রমে ক্রমে দল বাঁধাবাঁধি চলিতে লাগিল। প্রথমতঃ মেজবধূঠাকরুণ ছোটবধূর সঙ্গে

বিলক্ষণ ভাব করিয়া তুলিলেন। ছোটবধূকে চক্ষে হারাইতে লাগিলেন, ভাল মন্দ সামগ্রী পাইলে ছোটবধূকে না দিয়া খাইতেন না। ছোটবধূর ছেলে পুলেকে আপন সন্তানের ন্যায় কোলে পিটে করিতেন। মেজবধূ ও ছোটবধূর ভাব-ভক্তি দেখিয়া,বাটীর অন্যান্য পরিবারগণ পরস্পর টেপাটিপি ও ঠাট্টা তামাসা আরম্ভ করিলেন। এক দিবস বড়বধূ সেজো-বধূকে বলিলেন, "হেঁগা ভুলুর মা। তোকে আজ তিনদিন ধরে ডাক্‌চি,আমার সঙ্গে তোর একটা কথা কবারও কি অব-কাশ হ'ল না? যেমন মেজবউ-ছোটবউ ভাব করেচে, আয় না—তোতে আমাতে তেম্নি ভাব করি। ওরে বোন! ভাব সাব থাকা ভাল, কাজ কর্ম্মে অনেক আসান পাওয়া যায়।" এই সকল শ্লেষযুক্ত কথা শুনিয়া ছোটবধূ বলিলেন, "মনে মনে না মিল্‌লে ত আর ভাব হয় না,মেজদিদি আমাকে ভাল-বাসেন, আমিও তাই তাঁকে ভালবাসি।" বড়বউ বলিলেন, "না ভাই, আমি তোমাদের ভাব দেখে হিংসা কচ্চিনে, তোমাদের ভাব জন্ম জন্ম থাক।" এই কথা বলিয়া বড়বউ আপন কাজে চলিয়া গেলেন। ছোটবধূ কেউটে সাপের মত গজরাইতে গজরাইতে আপন ঘরে গিয়া স্বামীর আগ-মনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অর্দ্ধঘণ্টা পরে ছোট বাবু আহারান্তে আপনার গৃহে পান খাইতে গেলেন; গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,ছোটবধূ রাগে গম্ভীর ভাবে বসিয়া আছেন। ছোটবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এ আবার কি ভাব?" ছোটবধূ মুখখানি আরও একটু রাঙ্গা করিয়া বলিলেন, "তুমিও বুঝি ভাব দেখ্‌লে? ভাব লইয়া এ বাটীতে

নানা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, এখন সাবধান হয়ে ভাবের কথা বলিও ; তাহা না হইলে বড়দিদির কাছে জুতা খাইতে হইবে। কেবল এক ভাবের জন্যই আমি বড়দিদির কাছে মুখনাড়া খাইয়া আসিলাম, তুমি আবার সেই ভাবের কথা বলিয়া আমার সহিত ঝকড়া কবিতে আসিলে ?” ছোটবাবু বিরসভাবে বলিলেন, “তুমি কি ভাবে কথা বলিতেছ, তাহা আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। ওহো, বুঝিয়াছি, দুপুর বেলা খেতে দেতে হবে না বুঝি,—তাই একশবার ও কথা কহিতেছ ? এখন কি হযেচে,—তাই ভেঙ্গে চূরে বল না ?” ছোটবধূ পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ নরম হইয়া বলিলেন, “ওগো। বল্লে কথা অনেক দূর যায, আর না বল্লে কিছুই নয। আমাদের মেজদিদির পেটে দুটো ছেলেপুলে হয়নি, সেই জন্যে আমার ছেলে মেযেটাকে কোলে পিটে করে এই অপরাধ ; তাই দেখে, বাড়ীশুদ্ধ লোকে আমাব ও মেজদিদির উপর বাত দিন ঠাট্টা বট্‌কেরা চালাচ্চে। সেই জন্যে আমি তোমাকে ব’লে রাখ্‌লেম, আমি দুবার সযেচি—পাঁচবার সযেচি, এর পরে কিন্তু কথা গায়ে রাখ্‌বো না ;—আব ‘কৃপণ—কৃপণ’ ব’লে সবাই তোমার একটা কলঙ্ক তুলেচে। তুমি কৃপণতা ক’রে কি দেউল জাঙ্গাল বেঁধেচ গা ? আমাকে হীবের বালা কি মুক্তার সাতনর কিনে দিয়েচ, না—লুকিয়ে পাঁচখানা কোম্পানির কাগজ কিনে দিযেচ ?” সহধর্ম্মিণীর এই সকল কথা শুনিয়া ছোটবাবু বলিলেন, “ছিছি। সামান্য সূত্র ধরে কারু সঙ্গে ঝকড়া কোরো না, গ্রামের লোক আমাদের বংশের

কত সুখ্যাতি করে, তোমরা ঘরে ঘরে বিবাদ ক'রে কি সেইটি নষ্ট কর্‌বে ? ছোটবধূ বলিলেন, "তোমার বিদ্যে বুদ্ধি আমি বেশ জানি, সেই জন্যেই ত কোন কথা বল্‌তে আসিনে। এত বড় বড়মানুষের ঘরে জন্মে তুমি যেমন ঠক্‌লে, এমন ঠকা আর মানুষে ঠকে না! তোমার সম্বন্ধে মাসে মাসে কি খরচ হয় গা ? এ বছর সেজবউয়ের তিন্‌টে মেয়ের বিয়ে হল; সেজবাবুর পিটের ফোড়ায় হাজার টাকা খরচ হয়ে গেল শুন্‌তে পাই; বড়কর্ত্তা ত দেশ জুড়ে কেবল ফুলের বাগান কচ্চেন, যা ঠক্‌লে তুমি! একি কম দুঃখের কথা—যে, তুমি ভাল ক'রে পেটে খাওনা, ভাল এক-খানা কাপড় পরনা! সেইটে গুণের সঙ্গে না ধ'রে নিয়ে লোকে তোমাকে 'কৃপণ' বলে, 'একাদশী' বাবু বলে ? আবার কেউ কেউ বলে, 'প্রাতঃকালে ছোটবাবুর নাম কল্লে উনানের হাঁড়ি ফেটে যায়।' এ সকল অপমান তুমি যাই—তাই সয়ে থাক, আমার বাপ ভাই হ'লে ভিক্ষে করে খেত তাও স্বীকার,—তবু এমন সংসারে থাক্‌ত না। একি মা! পরে বলে বলুক, ঘরের লোকও বল্‌বে ?"

প্রথমদিনের কাণভাঙ্গানিটা ছোটবাবু বড় গা পেতে নিলেন না। বলিলেন, "ওরে পাগ্‌লি! 'ভাই ভাই—ঠাঁই ঠাই' একদিন হবেই হবে; মাঝে থেকে একটা সামান্য কথার জন্য আমরা কেন নিমিত্তের ভাগী হব ?" ছোটবধূ বলিলেন, "আচ্ছা—তা যেন হবে না, আমার যসম দু'ছড়া আজ তিন-মাস ভেঙ্গে রয়েচে, তা সে দু'ছড়া গড়িয়ে দিলে কি নিমিত্তির ভাগী হতে হবে ?" ছোটবাবু বলিলেন, "বড়বাবুর কাছে

পাঠিয়ে দাওনা কেন?" ছোটবধূ বলিলেন, "আজ দু'মাস দিয়েচি। শুন্‌তে পাই তিনি বলেচেন যে, 'নিত্য নিত্য এমন করিয়া গহনা ভাঙ্গিলে চলিবে না।' গহনা ত ঝুড়ি ঝুড়ি! তাই ভেঙ্গে ভেঙ্গে বড়বাবুর কাছে পাঠিয়ে দিচ্চি। আমার বাপ ভেয়ের যদি পূর্ব্বের মত অবস্থা থাক্‌ত, তা হ'লে ছেলে পুলে নিয়ে সেইখানে গিয়ে দশদিন থাকতুম। চিরকাল এক জায়গায় পড়ে থাক্‌লেই 'নেতো চণ্ডী' হ'তে হয়।" স্ত্রীর পুনঃ পুনঃ উত্তেজনায় ছোটবাবুর মনের ভাব কিয়ৎপরিমাণে বিকৃত হইয়া উঠিল; স্ত্রীর কাছে বাক্‌যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ধীরে ধীরে বাহির্ব্বাটীতে আসিয়া বসিলেন। সেই দিবস বৈকালে সেজবাবু বড়কর্ত্তার কাছে একখানি ফর্দ্দ দিয়া পাঠাইলেন, ফর্দ্দ খানির মর্ম্ম এই;—'দিল্লী হইতে চারিজন গাহক আসিয়াছে, অদ্য রজনীতে তাহাদিগের গাহনা হইবে,—সেই সূত্রে জন ত্রিশ বত্রিশ সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি। দিল্লীর কয়েকজনকে পাঁচিশ টাকা করিয়া মজুরা দিতে হইবে। আমি খতাইয়া দেখিয়াছি, অদ্য রজনীতে প্রায় দুইশত টাকা ব্যয় না করিলে আমার মর্য্যাদা রক্ষা হইবে না, অতএব খরচের ফর্দ্দ পাঠাইলাম, এই ফর্দ্দানুযায়ী টাকা দিতে আজ্ঞা হয়।'

লিপি পাঠ করিয়া ও ফর্দ্দ দেখিয়া মনে মনে বড়বাবু অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "একি সব পাগ্‌লামি আরম্ভ হইল! যে কার্য্যে বাড়াবাড়ি আরম্ভ করা যায়, সেই কার্য্যই দোষাকর হইয়া পড়ে। আমরা পুরুষানুক্রমে ব্যবসা-

দার লোক; কেবল পিতাঠাকুরই মধ্যে দিনকতক চাকুরি করিয়াছিলেন। অপব্যয় আরম্ভ করিলেই লক্ষ্মী ত্যাগ হয়! আমি ভায়াদের কাহাকেও কিছু বলি না, তাহা না হইলে সেজভায়াকে চব্বিশঘণ্টা বাস্তুভিটাতে বসিয়া হাড় চালিতে নিষেধ করিতাম। পাশার ন্যায় লক্ষ্মীছাড়া খেলা আর নাই,—পাশায় বড় বড় ঘর একেবারে ছারখার হইয়া গিয়াছে। গাহনা বাজনার সখ চড়িলে, অনেক অসৎ লোকের সহিত মিশিতে হয়; সেজভ্রাতা যখন গাহনা বাজনা শিক্ষা করিবার জন্য দিল্লী পর্য্যন্ত নাম জাহির করিলেন, তখন আর রক্ষা নাই! যাহাহউক তিনি যখন চাহিয়া পাঠাইয়াছেন, তখন আমিও একশত টাকা পাঠাইয়া দিলাম, ইহার উপরে যেন আর না ব্যয় করেন।” যাহা দ্বারা পত্র পাঠাইযাছিলেন, সেজবাবু সেই পত্রবাহকের নিকট বড়বাবুর সমস্ত কথা বার্ত্তা শুনিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, ‘দাদা যে সকল কথা বলিয়াছেন, এরূপ কথা উপযুক্ত ভ্রাতাকে বলা উচিত হয় নাই, আমরা এখন দশ পনের বছরের বালক নহি। যখন নাবালক ছিলাম, তখন দাদাকে যথেষ্ট ভয়ভক্তি কবিয়া চলিয়াছি; কিন্তু এখন তত-দূর পারিব না। যাহাহউক এবারকার কথাটা আর গায়ে মাখিব না, ভবিষ্যতে এরূপ হইলে কি করিব বলিতে পারি না।’ ছোটবাবুর ন্যায় সেজবাবুরও মনের ভাব কিঞ্চিৎ বিকৃত হইয়া রহিল। এই ভাবে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইলে, একদিবস সন্ধ্যার পর সেজবধূ তাঁহার কিঙ্করীকে বলিয়া রাখিলেন যে, ‘কল্য আমার মন্ত্র লইবার দিন,

প্রত্যূষে উঠিয়া কতকগুলি ফুল তুলিয়া আনিস, আমি মনের সাধে ইষ্টদেবের অর্চ্চনা করিব।" দাসী অগ্র পশ্চাৎ না বুঝিয়া অতি প্রত্যূষে উঠিয়া বড়বাবুর বৈঠকখানার সম্মুখস্থ সমস্ত টবের ফুলগাছ হইতে এক ঝুড়ি ফুল তুলিয়া ফেলিয়াছে; সে আরো তুলিতেছে, এমন সময়ে বড়বাবু আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "কে রে বেটি! এ সকল গাছ থেকে কে তোকে ফুল তুলিতে বলিল? আহা, গাছের ডাল গুলো পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে! বেটি! তুই স্ত্রীলোক না হ'লে, জুতোর চোটে তোর মাথার চাঁদি উড়াইয়া দিতাম। হারামজাদি! আমার বৈঠকখানার সম্মুখের সেই শোভা একেবারে নষ্ট করিযা ফেলিলি? কার হুকুমে তুই ফুল তুল্‌তে এসেছিলি বল্!" চাকরাণী কহিল, "ওগো বাবু! আমাকে কেন গালাগালি কর? সেজগিন্নির আজ গুরুকরণেব দিন, তাই আমারে চার্‌টি ফুল তুল্‌তে বলেচেন।" বড়বাবু ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া বলিলেন,—"কেন! বাগানে কি ফুল ছিল না? এত বড় স্পর্দ্ধা! এত বড় সাহস! যে আমাব সখের ফুলগাছ থেকে ফুল তুল্‌তে লোক পাঠায। জানি আমি সেটা ছোটলোকের মেয়ে! পাইকপাড়ার সরকারদের মেয়ে যে ঘরে ঢুকেচে সে ঘরের আর মঙ্গল নেই!" বড়বাবুর নিকট গাল মন্দ খাইয়া কিঙ্করী কৈকেয়ীর মন্থরাদাসীর ন্যায় দত্তবাবুদিগের সংসারের মূলে কুঠারাঘাত করিতে চলিল। সেজগিন্নি সবে মাত্র প্রাতঃস্নান করিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময কিঙ্করী ফুলের ঝুড়ি কক্ষে করিয়া কাঁদিতে

কাঁদিতে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। সেজবধূ বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, "কিলো আজুলি! আবার রঙ্গ করে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে এলি কেন! ফুলের ঘায় বুঝি মূর্চ্ছা গেছ্‌লি?" এই কথা শুনিয়া কিঙ্করী একেবারে উচ্চ রোলে কাঁদিয়া বলিল,—"আমাদের গরীবের প্রাণে সব সয়! বৈঠকখানার সুমুখ থেকে গুটিচাবেক গোলাপ ফুল তুলেছিলেম ব'লে, কর্ত্তাবাবু আমাকে জুতো নিয়ে মাত্তে এলেন, বল্লেন 'হারামজাদি! তোর আজ নাক চুল কেটে দিব! আর তোমারে বল্লেন বা কি—আর না বল্লেনই বা কি? বল্লেন 'পাইকপাড়ার সরকারদের মেয়ে যে ঘরে ঢুকেচে, সেই ঘরের মাথা খেয়েচে!' এই কথা শ্রুত মাত্রই সেজবধূ চাকরাণীর হস্ত হইতে ফুলের চুব্‌ড়ি কাড়িয়া লইলেন ও নিম্নস্থ অঙ্গনে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া আপন ঘরে প্রবেশ করিলেন ও বাপ ভাইযের নাম স্মবণ করিযা 'ঢপ কীর্ত্তনের' সুরে রোদন আরম্ভ করিলেন।

সেজবধূর সুছাঁদের কান্না শুনিয়া বাড়ী শুদ্ধ লোক চমকাইয়া উঠিল,তৎকালে কেহই কিছু কারণ অবগত হইতে পারিল না; অবশেষে বড়বধূ সেজবধূর মহলে আসিয়া দেখেন যে,খোলা ছাদের উপর ও নিম্নতলের উঠানে পুষ্পবৃষ্টি হইয়া রহিয়াছে। তদ্দৃষ্টে বড়বধূ মনে মনে অনুমান করিলেন যে, 'সেজবধূর চাকরাণী কর্ত্তার সখের গাছ থেকে ফুল তুলে এনেছিল তাই বুঝি চাকরাণীকে বকেচেন? সে বেটী এসে সেজবধূকে দশখানি করিয়া লাগাইয়াছে, তাই বুঝি সেজবউ গলা ছেড়ে কাঁদ্‌তে আরম্ভ করেচে?' বড়বধূ অসীম সাহসের সহিত

গৃহে প্রবেশ করিয়া সেজবধূকে কহিলেন, "হেঁগা! সেজবউ! প্রাতঃকালে তুই এ কি কচ্চিস? এমন সময়ে কি কাঁদ্‌তে আছে? একে ভাসুর,—তায় বাড়ীর কর্ত্তা; তিনি যদি তোর চাকরাণীকে দুটো ধমক দিয়ে থাকেন, তাই ব'লে কি এতদূর কত্তে হয়? তিনি সখের ফুলগাছকটিকে প্রাণ অপেক্ষাও ভালবাসেন, দুর্গোৎসবের সময়েও যার একটি ফুল ছিঁড়্‌তে দেন্ না, তোর চাকরাণী কি না সেই সকল গাছ থেকে মুড়িয়ে ফুল তুলে এনেচে? সেজবউ কহিলেন, "আমি রাগই করি আর ঝালই করি, আপনার ঘরে বসে কচ্চি; তুমি এতে আদালতি কত্তে এলে কেন গা? তুমি বাড়ীর গিন্নি, তাই ব'লে বুঝি কর্ত্তা-গিন্নির কোন কাজেই দোষ হয় না? আমাদের উনি যদি তোমাকে 'ছোটলোকের মেয়ে' 'ঘরভাঙ্গা-ঘরের মেয়ে'—বল্‌তেন, তাহ'লে তুমি কি কত্তে গা? আমি যখন ঘরভাঙ্গা-ঘরের মেয়ে গড়াঘরে এযেচি, তখন এ ঘর ভাঙ্গব—ভাঙ্গব ভাঙ্গব! হয় ঘর ভাঙ্গব, না হয় আপনি মোরব, না হয় দেশত্যাগী হয়ে চলে যাব। আমার আবার কিসের ভাবনা গা? আমি কি বাপের বাড়ী পড়ে থাক্‌লে দুটো ভাত পাব না? ফুলগাছ্ থেকে আমার ঝি ফুল তুলেচে; কেন? ও ফুলের গাছে কি আমাদের বখ্‌রা নেই?" বড়বধূ বলিলেন, "কি গো, তুই কি এরি মধ্যে ভাগ বখ্‌রা করে নিতে চাস্ নাকি?" বড়বউতে ও সেজবউতে এইরূপ বাণ কাটাকাটি হচ্চে, এমন সময়ে মেজ ও ছোটবউ এসে সেইখানে দাঁড়াইলেন। ছোটবউ বলিলেন, "বড়দিদি, সেজ্‌দিদির কি হয়েচে?" বড়দিদি বলিলেন, "না বোন, ও সব কথা আমি আর বল্‌তেও চাইনে;

যা বলেচি, তার উপযুক্ত আক্কেলও পেয়েচি।" এই কথা বলিয়া বড়বধূ সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। ছোটবউ সেজবউকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দিদি, কি হয়েচে গা?" দিদি ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা ঝাড়, লতা, বুটা দিয়া সবিস্তারে বলিলেন। ছোটবউ নাক নেড়ে, মুখ নেড়ে, মান রেখে বলিলেন, "তাইত বাবু, এমন কর্ত্তে গেলে ত এ সংসারে বাস করা ভার হবে। দুটো ফুল তুলেচে ব'লে কি এত ক'রে বল্‌তে হয়? ওগো জানি গো জানি, সব জানি! মেজদিদি আমাকে একটু ভালবাসে ব'লে আমাদের গিন্নিঠাকরুণ কত ফুল ফোটাচ্চেন! উনি জ্যান্ত মাছে পোকা পড়াতে পারেন। দিদি, আমাদের খোঁটার জোর নেই তাই এত সইতে হয়। আজ তুই দাঁতে দড়ি দিয়ে পড়ে থাক্‌না, দেখি কি রঙ্গটা হয়!" এই কথা বলিয়া ছোটবধূ সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

প্রাতঃকালে সংসারের রীতিমত কাজ কর্ম্ম চলিতে লাগিল; ক্রমে আহারের সময় উপস্থিত হইল, বড়কর্ত্তা বাটীর ভিতর আসিলেন, অন্য তিন কর্ত্তার আর দেখা নাই, তাঁহারা তিনজনে মেজকর্ত্তার বৈটকখানায় বসিয়া মন্ত্রণা আরম্ভ করিয়াছেন। বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, তথাচ কাহারও স্নানাহ্নিক হয় নাই। প্রত্যহ চারি সহোদরে একত্রে বসিয়া আহারাদি করেন, সে দিবস বড়কর্ত্তা আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন, অন্য তিনজনের একেবারে দেখা নাই। দুই তিনবার লোক ডাকিতে গেল, বাবুরা তাহাকে 'কার্য্যে ব্যস্ত আছি' বলিয়া তাড়াইয়া দিলেন। তৎশ্রবণে

বড়কর্ত্তা হাতের গণ্ডুষ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলেন। সে সংবাদ অন্য তিনজন ভ্রাতার নিকট যাইয়া পৌঁছিল। মেজবাবু বলিলেন, "চল হে, মাথায় এক এক ঘটী জল ঢালিয়া আহার করিতে যাওয়া যাউক; তৈয়ারি ভাতে ছাই দিলে আর কি হইবে? যাহা করিতে হয় বৈকালে করা যাইবে!" আর তুই ভ্রাতা সেই কথাতেই সম্মত হইয়া শীঘ্র শীঘ্র স্নানাহ্নিক সারিলেন ও অন্দরে প্রবিষ্ট হইয়া আপনাপন আসনে উপবিষ্ট হইলেন। বড়গিন্নীর কিঙ্করী যাইয়া কর্ত্তাবাবুকে সংবাদ দিল; বড়বাবু কাল বিলম্ব না করিয়া আপন আসনে উপবিষ্ট হইলেন। অন্য তিনভ্রাতা শির অবনত করিয়া আহার করিতেছেন, এমত সময়ে কর্ত্তাবাবু বলিলেন,—"তোমাদের আজ বিমর্ষ দেখিতেছি কেন? সংসারের ভিতর কোন বাক্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়াছে? সংসার ভাঙ্গিবার পূর্ব্বে যেমন মেয়েয় মেয়েয় ঝক্‌ড়া উপস্থিত হয়, আমাদের সোণার সংসারে কি তাহাই হইতেছে?" তৎশ্রবণে ছোটবাবু বলিলেন, "আপনিই ত 'সোণার সংসার সোণার সংসার' বলেন, কিন্তু আমি ত ইহার 'কোথায় সোণা' তা কিছুই দেখিতে পাই না! যে সংসারে সামান্য কারণে মুখ বেঁকাবেঁকি আরম্ভ হইল, সামান্য সূত্র ধরিয়া বিবাদ চলিতে লাগিল, সে সংসার আর ক'দিন টিকিবে? আপনি কর্ত্তা, কিন্তু আপনার সংসারের দিকে ত বড়ই দৃষ্টি; কেবল খরচ করিয়া টাকা উড়াইলে কি আর সংসার রক্ষা হয়? এই যে সেজবউ আজ সমস্ত দিন উপবাস ক'রে ঘরে পড়ে রয়েচে, আপনি

কি তাহার কোন সংবাদ রাখেন? বড়বাবু বলিলেন, "কেন কেন—তিনি রাগ করেচেন কেন?" তৎশ্রবণে মেজকর্ত্তা বলিলেন, "তাহার কারণ আপনি; আপনার সখের ফুলগাছ থেকে সেজবউমা দুটো ফুল তুলেছেন ব'লে, কর্ত্তা হয়ে আপনার এত দূর করা উচিত হয় নাই।" বড়বাবু বলিলেন, "আমার দ্বারা যদি কর্ত্তৃত্ব না চলে, তা হ'লে না হয় তোমরা একজন কর, সে বিষয়ে আমার কোন আপত্তি নেই। আমার ইচ্ছা, যে কোনপ্রকারে হউক পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি-কলাপগুলি বজায় থাকে।" ছোটবাবু বলিলেন, "মহাশয়! আমরা কেহ কর্ত্তৃত্ব করিতে চাহি না; আর এমন ক'রে ঘরের মধ্যে সর্ব্বদা খিচিখিচি ঝিকিঝিকি শুনিতেও চাহি না।" বড়কর্ত্তা বলিলেন, "তবে কি সকলের পৃথক্ হবার ইচ্ছে হয়েচে? তা যদি হয়ে থাকে ত ভেঙ্গে চূরে বল! আমার এইমাত্র বক্তব্য শোন;—একটা মিছে বাক্‌বিতণ্ডা কি মামলা মোকদ্দমায় চড়োনা! মৃত্যুকালে কর্ত্তা কি বিষয় রেখে গেছ্‌লেন, তা তোমরা সকলেই অবগত আছ। তাহার পর আমি অনেক কষ্টে সেই বিষয়ের আয় দ্বিগুণ করিয়া তুলিয়াছি, আমার সেই বহু কষ্টেব টাকা নেড়ে পেয়াদায় না খায়। গ্রামের দশজন সম্ভ্রান্ত লোক ডেকে যাহা কিছু সম্পত্তি আছে, সমান অংশে বিভক্ত করিয়া লও।" মেজ-কর্ত্তা বলিলেন, "মহাশয়! এখন ও সব কথা থাক, আহার করুন।" বড়কর্ত্তা বলিলেন,—"সুখে আহার করা বোধ হয় আজ হইতে জন্মের মত ফুরাইল!" এই কথা বলিয়া তিনি আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক বহির্ব্বাটীতে আচমন করিতে গেলেন।

জ্যেষ্ঠ সহোদর উঠিয়া গেলেন দেখিয়া, অন্য তিনজনেও আহার পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া গেলেন। তাঁহার পর চারি সহোদর আপনাপন বৈঠকখানায় যাইয়া অন্যান্য দিবসের মত শয়ন করিলেন, কিন্তু মনের ভাব বিকৃত থাকায় কাহারও চক্ষে নিদ্রা আসিলনা; কেবল তাম্রকূটের ধূম-পান করিয়া মগজ গরম করিতে লাগিলেন। বৈকালে মেজবাবুব বৈঠকখানায় খেলোয়াড়েরা আসিয়া উপস্থিত হইল ও চৌপাট লইয়া খেলিতে বসিল। মেজবাবুকে ডাকায় মেজবাবু বলিলেন, "আমার আজ শরীরটে ভাল নাই, আপনাবা খেলুন, আমি আরও একটু গড়াই।" খেলোযাড়েবা বাবুর কিছুই ভিতরের ভাব বুঝিতে পারিলেন না, তাঁহারা আর একজনকে ডাকিয়া লইয়া মনের আনন্দে খেলিতে লাগিলেন। এদিকে সেজবাবুর বৈঠকখানায়, দুই তিনজন গাহক আসিযা উপস্থিত হইল, তিনিও শরীর অসুখেব ভাণ করিয়া সে দিবস গাহনা বাজনা স্থগিত রাখিলেন। অন্যান্য দিন বৈকালে বড়বাবু দুই তিনজন কিঙ্কর লইযা ফুলের টব নাড়ানাড়ি করিয়া থাকেন, সে দিবস স্থির-গম্ভীর হইয়া সন্ধ্যা অবধি শয্যাশায়ী রহিলেন, মনের মধ্যে নানা প্রকার তোলাপাড়া করিতে লাগিলেন। 'ভবিষ্যতে কি হইবে' বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইযা তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। চারিভ্রাতার এইরূপ অবস্থায রজনী দশঘটীকা অতিবাহিত হইল, তাহার পব একে একে চারিজনে আপনাপন শয়নগৃহাভিমুখে চলিলেন। বজনীতে আপনাপন গৃহেই চারিভ্রাতায আহাব কবিয়া থাকেন। বড় মেজ এবং

ছোটবাবু নির্দ্দিষ্ট সময়ে আহারাদি করিয়া শয়ন করি-লেন; কিন্তু সেজবাবু আপন গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার মানময়ী সহধর্ম্মিণী ধরাশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন! এ পর্য্যন্ত একবিন্দু জলও গলাধঃকরণ করেন নাই! সেজবাবু কিঙ্করীর প্রমুখাৎ শুনিলেন, সেজগিন্নী প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে,—'হয় পৃথক্ হইব,—না হয় প্রাণ পরিত্যাগ করিব।' সেজবাবু আপন সহধর্ম্মিণীকে বলিলেন, "যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহাই হইবে, এক্ষণে উঠিয়া আহারাদি কর।" সেজবধূ পতির মুখে আশ্বাস পাইয়া উঠিয়া বসিলেন ও গদগদস্বরে স্বামিকে কহিলেন, "তোমার ও ঢালা-কথায় আমি বিশ্বাস করিব না; আমার মাথায় হাত দিয়া বল, 'এর একটা কিনারা করিবে?' রোজ রোজ এমন খিচিখিচি বরদাস্ত হয় না।" সেজবাবু প্রণয়িনীর প্রাণ রক্ষার জন্য বলিলেন, "হাঁ তাহাই হইবে।" স্বামীকে হস্তগত করিয়া সেজবধূ সেই অর্দ্ধরজনীতে হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিলেন। যে সময়ে সেজকর্ত্তা ও সেজগিন্নীতে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, সেই সময় কার্য্যানুরোধে বড়গিন্নীর একজন দাসী তাহারই অনতিদূরে দাঁড়াইয়াছিল। সেজবধূর স্বামীর সহিত যে সকল কথা-বার্ত্তা হইল, সে তৎসমুদয় শুনিয়া গিয়া আপনার মনিবকে সংবাদ দিল ও কহিল, "মা! এইবার সোণার সংসার ভাঙ্গিল! যখন সেজমা সেজকর্ত্তাকে এতদূর আয়ত্ত করিয়াছেন, তখন আর রক্ষে নেই।" বড়গিন্নী কহিলেন, "সে যা হয় হোক্‌গে বাছা, এখন তোরা খেগে দেগে যা।"

এই ভাবে রজনী প্রভাত হইল। সেজকর্ত্তা প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে আপনার বৈঠকখানায় বসিয়া জ্যেষ্ঠকে এক লম্বা চৌড়া পত্র লিখিলেন, মুখে কিছু বলিতে পারিলেন না। বড়বাবু সেই পত্রপাঠ করিয়া অন্য দুইসহোদরকে আপনার নিকট ডাকাইলেন ও সেই পত্রখানি তাঁহাদিগকে পড়িতে দিলেন। মেজবাবু ও ছোটবাবু লিপি পাঠান্তে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, কোন কথা কহিলেন না। তাঁহাদিগকে মৌন দেখিয়া বড়বাবু বলিলেন, "কেমন ভাই, এ বিষয়ে তোমাদের মত কি? সেজবাবুর মতন কি তোমরাও পৃথক্ হইবে, না আমার সহিত একত্রে থাকিবে?" পূর্ব্ব হইতেই পরস্পরের মনোভঙ্গ ও স্বাধীন হইবার ইচ্ছা হইয়াছিল। সুতরাং ছোটবাবু মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিলেন, "মহাশয়! সেজদাদা যখন স্বতন্ত্র হইতেছেন, তখন আমাদের একসঙ্গে থাকা-না-থাকা সমান হইবে; একেবারেও আপদ বালাই মিটাইয়া ফেলাই ভাল।" বড়বাবু আর দ্বিরুক্তি না করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

এই ঘটনার দুই দিবস পরে সেজবাবু উকীল মোক্তারের সহিত গোপনে গোপনে পরামর্শ করিতে লাগিলেন; অবশেষে ধার্য্য হইল যে, 'সেজবাবু তিনজন ভ্রাতাকে আসামী করিয়া আদালতে বিষয় বণ্টনের জন্য নালিস রুজু করিবেন ও বড়বাবুর নিজনামে যে একখানি দশহাজার টাকা মূল্যের বাটী আছে তাহাও সরকারী-বিষয় বলিয়া অংশ পাইবার প্রার্থনা করিবেন।' এই পরামর্শ স্থির হইলে, সেজবাবু উকীল কৌন্সেলি দ্বারা আরজি লেখাইয়া আদালতে

মোকদ্দমা রুজু করিলেন। আদালত হইতে প্রথমতঃ তিন-ভ্রাতার নামে নোটীস্ বাহির হইল। নির্দ্দিষ্ট দিবস বড়-বাবু আপন উকীল দ্বারা জবাব দাখিল করিলেন যে, 'সরকারী সমস্ত সম্পত্তির অংশ দিতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই, তবে কেবল মাত্র যে বাটীর কথা সেজবাবু আপন আর্‌জিতে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সরকারী-বিষয় নহে; তাহা আমার নিজ সম্পত্তি, সে সম্পত্তিতে অন্য কাহারও স্বত্ব বা অধিকার নাই।' হাকিম উভয়পক্ষের আর্‌জি ও জবাব শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগের আপনাপন পক্ষের প্রমাণ-প্রয়োগ সংগ্রহ করিবার জন্য একমাস সময় দিলেন। এই হুকুমের পর উভয়পক্ষই আপনাপন পক্ষ-সমর্থনের জন্য নানা প্রকার তদ্বির করিতে আরম্ভ করিলেন। সেজবাবু সরকারী-খাতার উপর সফিনা দিলেন ও সরকার মুহুরী-দিগকে আপন আয়ত্তে আনিবার জন্য বিশিষ্টবিধানে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এদিকে বড়বাবুও আপন পক্ষ-সমর্থনের জন্য সেই সম্পত্তি যে নিজধনে খরিদ করিয়াছিলেন, তাহারই প্রমাণ-সংগ্রহে ব্যতিব্যস্ত হইলেন। যাহা হউক, বিচারের নির্দ্দিষ্ট দিবস উভয়পক্ষের সাক্ষী আদালতে হাজির রহিল, সরকারী-খাতা ও অন্যান্য দলিল পত্রও আদালতে দাখিল হইল। হাকিম এজলাসে বসিয়া বাদীর পক্ষের দুই তিন-জন সাক্ষীর এজাহার শ্রবণ করিয়া সরকারী-খাতাপত্র তদন্ত করিবার জন্য নাজিরের প্রতি ভারার্পণ করিলেন, সুতরাং আর দুই সপ্তাহের জন্য মোকদ্দমা স্থগিত রহিল। এই দুই সপ্তাহকাল বাদী ও প্রতিবাদীর সরকার মুহুরীরা

নাজিরের নিকট সরকারী-খাতাপত্র বুঝাইতে লাগিল। দুই সপ্তাহ গতে নাজীর সরকারী-খাতাপত্র তদন্তের কৈফিয়ৎ দাখিল করিলেন। তাহাতে এমন কোন প্রমাণ ছিল না যে, 'বিবাদীয় বাটীখানি বড়বাবু সরকারী-তহবিলের টাকা হইতে ক্রয় করিয়াছিলেন।' যাহা হউক, সে দিবসও মোকদ্দমা শেষ হইল না; প্রতিবাদীর পক্ষের সাক্ষ্য আদায় ও উভয়পক্ষের কৌন্সেলির বক্তৃতায় আরও একপক্ষ অতিবাহিত হইল। অবশেষে হাকিম হুকুম দিলেন যে, 'বড়বাবুর নিজনামীয় বাটী ভিন্ন, সরকারী সমস্ত বিষয় আদালত হইতে অংশ-নামা করিয়া দেওযা হইবে।'

হুকুমের পর দুই তিন মাস অতীত হইয়া গেল, আদালত হইতে আর কোন কথারই উল্লেখ হয় না, চারিভ্রাতাই থাকিয়া থাকিয়া আপনাপন উকীলকে পত্র লিখিতে লাগিলেন; অনেক পীড়াপীড়িব পর বিষয় তদন্ত করিবার জন্য সরিপের প্রতি ভারার্পণ হইল। সরিপ সাহেব মফঃস্বলের জমিদারী সংক্রান্ত বিষয় তদারকের জন্য একজন এসেসার নিযুক্ত করিলেন ও স্বয়ং বাটীর এল্‌বাস-পোষাক, নগদ টাকা ও কোম্পানির কাগজাদির একমাস ধরিয়া তালিকা প্রস্তুত করিলেন। এসেসারের তদারক ছয়মাসেও সম্পন্ন হইল না। এদিকে আবার দুইজন ইঞ্জীনিয়র বাটী ঘর, দরজা ও বাগান পুষ্করিণী প্রভৃতির লম্বা চৌড়া নক্সা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন; এইরূপ বহ্বারম্ভে ছয়মাস অতীত হইয়া গেল। ক্রমে এসেসার তাঁহার রিপোর্ট দাখিল করিলেন; ইঞ্জীনিযরেরা নক্সাগুলি সরিপ-দপ্তরে পেশ

করিলেন। সরিপ সাহেব সমস্ত আয়োজন করিয়া লইয়া নিজ দপ্তরের সেরেস্তাদারকে এবং গ্রামের অন্য তিনজন ভদ্র-লোককে সালিসি নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে বিষয়াদি বণ্টন করিবার আদেশ দিলেন। সালিসিগণ কখন বা বৈকালে, কখন বা প্রত্যূষে, এক একবার দত্তবাবুদিগের বাটীতে পদার্পণ করেন; কোন দিন বা বাটীর দরজা জানালার গণনা হয়; কোন দিন বা ইঞ্জীনিয়রের দ্বারা পাকা ইমারত সকলের ভিত্তি খুঁড়িয়া দেখা হয়; কোন দিন বা পুষ্করিণীগুলির মৎস্যের পরিমাণ লওয়া হয়; এইরূপে সালিসিগণ ক্রমান্বয়ে তিপ্পান্নটি মিটিং করিলেন। তাহার পর মস্তকের ঘর্ম্ম চরণে নিপাতিত করিয়া সমস্ত বিষয় বৈভবের চারটি লাট প্রস্তুত হইলে, সেই সকল কাগজ পত্র আদালতে দাখিল হইল। হাকিম তাহারই উপর মন্তব্য লিখিয়া সরিপ-দপ্তরে পুনর্ব্বার পাঠাইয়া দিলেন। সরিপ সাহেব স্বয়ং আসিয়া সালিসি কর্ত্তৃক মীমাংসিত চারটি লাট চারি ভাইকে বুঝাইয়া দিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে ভাগ বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে পঁয়ত্রিশহাজার টাকার একখানি বিল পাঠাইলেন। পূর্ব্বে মোকদ্দমায় উকীল কৌন্সেলি দাঁড় করাইতেও প্রায় দশপোনের হাজার টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছিল, এক্ষণে সরিপের বিল দেখিয়া চারি-ভ্রাতা চমকাইয়া উঠিলেন! কিন্তু সে বিষয়ের উপর কোন কথা কহা নিস্প্রয়োজন বোধে, কোম্পানির কাগজ বিক্রয় করিয়া সরিপের বিল পরিশোধ করিয়া ফেলিলেন।

এক্ষণে চারিভ্রাতায় পৃথক্ হইয়া আপনাপন প্রাপ্ত-বিষয়ের উপরে একাধিপত্য করিতে লাগিলেন। যিনি যে

প্রকৃতির লোক, তিনি সেই ভাবে বিষয় ভোগ আরম্ভ করিলেন। বণ্টনানুসারে জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম বসতবাটী প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহারা বহু অর্থব্যয় করিয়া বাটীর মধ্যস্থলে প্রাচীর তুলিয়া আপনাপন অধিকার কায়দা করিয়া লইলেন। সেজবাবু গ্রামস্থ একজন অবসন্ন লোকের বাটী ক্রয় করিয়া, বহু অর্থব্যয় পূর্ব্বক সেই বাটী রীতিমত মেরামত করাইয়া শুভদিনে সহধর্ম্মিণীর সহিত সেই নূতন বাটীতে বাস করিতে গেলেন। ছোটবাবু স্বভাবতঃ কৃপণ, তিনি দেশের পুরাতন ইষ্টক, কাষ্ঠ ও জানালা দরজা ক্রয় করিয়া চার পাঁচটি ঘর প্রস্তুত করাইলেন এবং বাহিরবাটীতে বসিবার জন্য একখানি আটচালা তৈয়ার করাইলেন। এইরূপে চারি সহোদরের পৃথক্ পৃথক্ বাসস্থান তৈয়ার হইল। পূর্ব্বে বড়বাবুই বিষয় কার্য্য দেখিতেন, এক্ষণে চারিজনকেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র লোকজন রাখিয়া বিষয় কর্ম্ম চালাইতে হইল। মধ্যমের শ্যালকবাবু আসিয়া বাটীর কর্ম্ম-কর্ত্তা হইলেন। সেজবাবু স্বয়ং আপন বিষয়-কার্য্য দেখিতে আরম্ভ করিলেন, মধ্যে মধ্যে স্ত্রীর ভগ্নীপুত্রকে আপন বাটীতে আনিয়া রাখিতে হইত। কনিষ্ঠ ঘোর দৃষ্টি-কৃপণ ছিলেন, অধিক ব্যয় হইবে বলিয়া তাদৃশ লোকজনও নিযুক্ত করেন নাই; সুদের লোভে নগদ টাকা যাহা পাইয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই ধারকর্জ্জ দিয়া বসিলেন। পূর্ব্বে দত্তবাবুদিগের বাটীতে যত গুলি কিঙ্কর, কিঙ্করী, দাওয়ান, সরকার, নায়েব, গোমস্তা ও দ্বারবান প্রভৃতি বেতনভোগী লোক ছিল, এক্ষণে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বাটীতে ঠিক্ তাহার চতুর্গুণ লোক হইয়া

দাঁড়াইল। পূর্ব্বে একান্নবর্ত্তী পরিবারের রন্ধনকার্য্যে দুই জন মাত্র পাচক বিপ্র দ্বারা সমাধা হইত, আজকাল চারি ভ্রাতার বাটীতে চারিটি পাচক বিপ্র নিযুক্ত হইল। যখন দত্তপরিবারেরা একান্নবর্ত্তী ছিলেন, তখন সংসারের ব্যয় মাসিক তিন চারিশত টাকার অধিক ছিলনা; আজকাল প্রত্যেক সংসারে দুই তিনশত টাকা করিয়া ব্যয় হইতে লাগিল। এতদ্ভিন্ন ক্রিয়াকাণ্ডেরও ব্যয় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপ হইতে লাগিল। পাঠকগণ! বিবেচনা করিয়া দেখুন, দত্ত-পরিবারেরা মামলা মোকদ্দমায় প্রবৃত্ত হইয়া কি পরিমাণে মূলধন নষ্ট করিযা ফেলিলেন! যখন তাঁহারা একান্নবর্ত্তী ছিলেন, তখন তাঁহারা কত অল্পব্যয়ে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, এক্ষণে সেই পরিবার পৃথক্ পৃথক্ হইয়া পড়ায় কতদূর ব্যয় বাহুল্য হইয়া পড়িল!

পাঠকগণ! কোন কোন ব্যক্তি অতিলোভের বশবর্ত্তী হইয়া ছলে বলে ও কৌশলে 'কিরূপে পরধন আত্মসাৎ করিতে সক্ষম হইব,' এই লালশায় মামলা মোকদ্দমায় প্রবৃত্ত হইয়া,পরকে বিবিধ প্রকারে কষ্ট দিয়া থাকেন এবং আপনিও শারীরিক ও মানসিক কষ্টভোগ করেন। মামলা মোকদ্দমা করিতে গেলে তাহার গতি যে কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা নিশ্চয় বুঝিয়া উঠা অতি সুকঠিন। মনে মনে আমরা যেরূপ কল্পনা করি না কেন, কার্য্যতঃ প্রায় সেরূপ ঘটিয়া উঠে না! বিশেষতঃ একটা মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে হইলে যে কতদূর কষ্ট পাইতে হয়, কত লোকের তোষামোদ করিতে হয়, কত অর্থ জলের ন্যায় ব্যয় করিতে হয়, মনে মনে ধর্ম্মের

নিকট কিরূপ অপরাধী হইয়া থাকিতে হয় ও সর্ব্বদা কিরূপ চিন্তানলে দগ্ধ হইতে হয়,তাহা ভাবুক-ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। এই সমস্ত ক্লেশ সহ্য করিয়াও যদি ধর্ম্মের সূক্ষ্ম-বিচারে ঐ অতিলোভীব মিথ্যা প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহা-হইলে আর তাঁহার দুর্দ্দশার অবধি থাকে না; ধন নাশ,মান নাশ ও মনস্তাপ প্রভৃতি সকল প্রকার দুর্দ্দৈব তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে। কিন্তু লোক যখন অতিলোভেব বশবর্ত্তী হইয়া পড়েন, তখন তাঁহার বুদ্ধির বিপর্য্যয় হয; তিনি মনে করেন, কলে কৌশলে ও টাকার জোরে দিন্‌কে রাত করিয়া ফেলিব। 'এই অমুক লোক একটা ডাহা মিথ্যা মোকদ্দমা সাজাইয়া কেবল কৌশলের জোবে জিতিয়া গিযাছে,—টাকার জোরে কি না হইতে পারে?' এইরূপ আশার আশ্বাসে উত্তেজিত হইয়া মোকদ্দমায় প্রবৃত্ত হযেন; তাহার পর সেই মোকদ্দ-মায এত দূর উন্মত্ত হইযা উঠেন যে, পদে পদে অনিষ্ট ঘটি-তেছে দেখিয়াও মোকদ্দমা চালাইতে ক্ষান্ত হইতে পারেন না। খরচের দায়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন, মূলধনের অধিকাংশ ভাগ মোকদ্দমা চালাইতে ব্যয হইয়া যায়। এইরূপ কতশত ধনীর ঘর মামলা মোকদ্দমায় প্রবৃত্ত হইয়া একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহার ইযত্তা নাই। নিম্নে তাহারই একটি উদাহরণ লিখিত হইল।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত রাইতা গ্রামের কোন প্রসিদ্ধ বংশের মূলধনীর নাম বিজয়কৃষ্ণ পাল,তাঁহার তিন পুত্র ছিল। অবি-নাশ,উমেশ এবং রমেশ। জ্যেষ্ঠ অবিনাশ পিতার মৃত্যুর পর বাটীর কর্ত্তা হইলেন, কিন্তু তিনি বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত

ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। সূর্য্যোদয় হইতে অস্তকাল পর্য্যন্ত একাসনে বসিয়া ইষ্টমন্ত্র যপ করিতেন, তাহার পর সন্ধ্যার সময় 'সায়ং-সন্ধ্যা' সমাপন করিয়া স্বপাক হবিষ্যান্ন ভোজন করিতেন। মধ্যম অতি অল্প বয়সেই ঘোর ব্যসনাসক্ত হইয়া যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হইয়া পড়েন, তাঁহার সহধর্ম্মিণী 'কামিনী' পাঁচবৎসরকাল আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া রুগ্ন স্বামীর সেবা করিয়াছিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিতে পারেন নাই। মৃত্যুর এক দিবস পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠ অবিনাশবাবু ভ্রাতার শয্যার পার্শ্বে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন; জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে উমেশবাবুর গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বাটীর প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ চিকিৎসক ও গুরু, পুরোহিত প্রভৃতি সকলেই রুগ্ন ব্যক্তির শয্যার চতুস্পার্শ্বে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন, কেবল কনিষ্ঠ রমেশ ভ্রাতাকে দেখিবার জন্য সে সময়ে নিকটস্থ হইলেন না। যদিও দশ বারজন পুরুষ একটি ক্ষুদ্র গৃহে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন, তথাপি কামিনী পতিকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহান্তরে গমন করেন নাই; সর্ব্বশরীর বসনে আবৃত করিয়া স্বামীর পদতলে বসিয়ারহিলেন। জ্যেষ্ঠ মধ্যমকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"উমেশ! কেমন আছ ভাই?" উমেশ মৃদুস্বরে কহিলেন, "দাদা, আপনি ত বহুকাল হইতে বিষয় বৈভব পরিত্যাগ করিয়া যপমালা গ্রহণ করিয়াছেন; আমি ইহলোক পরিত্যাগ করিতে বসিয়াছি, কেবল রমেশই সংসার-ধর্ম্ম করিয়া আসিতেছে।" এই কথা বলিবামাত্রই জ্যেষ্ঠ ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "ভাই, তুমি একেবারে হতাশ হইওনা। আমি যথা-

সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া তোমাকে আরোগ্য করিব।" উমেশবাবু কহিলেন, "দাদা, আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন, কিন্তু আমি কিছুতেই আরোগ্য লাভ করিতে পারিব না। আপনার সম্মুখে আমি কখনও উন্নত মস্তকে কথা কহিতে সাহস করিতাম না, কিন্তু অদ্য না বলিলে নয়, এইজন্য আমার শেষ বক্তব্য শ্রবণ করুন ;—আমি এই উৎকট রোগগ্রস্ত হওনাবধি আমার সহধর্ম্মিণী আমার বিস্তর সেবা শুশ্রূষা করিয়াছে। আমার মৃত্যুব পর তাহাকে পর্য্যাযক্রমে তিনটি পোষ্যপুত্র লইবার ক্ষমতা দিতেছি; আমার পোষ্যপুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে আমাদিগের পৈত্রিকধনে আমার সত্বে স্বত্ববান হইবে। আমার শয্যার চতুস্পার্শে আত্মীয় বন্ধুগণ অনেকেই উপবিষ্ট আছেন, তাঁহারা সকলে শুনিয়া রাখুন যে, আমার সহ-ধর্ম্মিণীকে আমি পোষ্যপুত্র গ্রহণের ক্ষমতা দিতেছি। দাদা, আমাব ইচ্ছা ছিল যে, আমি একখানি রীতিমত উইল করিয়া যাইব, কিন্তু আমার লিখিবার শক্তি নাই ; অধিকন্তু আপনি যখন আসিয়া আমার শয্যার উপর উপবিষ্ট হইয়া-ছেন এবং আত্মীয়বন্ধু সকলেই আমার গৃহে উপস্থিত আছেন, তখন সাদার উপর কালি চড়াইয়া স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করা বাহুল্য মাত্র।" এই কথা বলিযা উমেশবাবু নিঃশব্দ হইলেন। মেজবাবুর কথা শুনিয়া পরস্পব পরস্পরের দিকে চাহিতে লাগিলেন, কেহই কোন কথা কহিতে সাহস করিলেন না। সেই সময় ছোটবাবুর একজন প্রিয়পাত্র পাশ কাটাইয়া উঠিয়া গেলেন ও রুগ্ন ব্যক্তির গৃহে যাহা যাহা ঘটিল তৎসমুদায় ছোটবাবুর নিকট বর্ণন করিলেন। তৎ-

শ্রবণে রমেশ হাস্য করিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, তা'কে পায়া যাবে, মরিবার পূর্ব্বে লোকে অমন অনেক প্রলাপবাক্য কহিয়া থাকে। বড়কর্ত্তা ত আর মানুষ নন, ওঁকে একটি গরু বলিলেই হয়। কে ওঁকে এখন মেজবাবুর ঘরে ঢুক্‌তে ব'লে-ছিল? মেজমাগী চব্বিশঘণ্টা আড়ি আগ্‌লে প'ড়ে আছে বলে, আমি ওর ত্রি-সীমানা দিয়ে পথ চলি না। দাদা মালা যপ কত্তে জানেন, কি ক'রে বিষয় রক্ষা কত্তে হয় তার দিক্ দিয়েও চলেন না। এই সমস্ত বিষয়টা আমি একলা রক্ষা করচি;—একলা কি পাত্তেম? কখনই পাত্তেম না,—যাই আমার শ্বশুর আর শ্যালক আছেন, তাই বিষয় রক্ষা হচ্চে। বড়দাদা দিবা রাত্র পূজা নিয়ে আছেন, মেজ আজ দশ বৎসর বিছানায় শুয়ে,—'ছাই ফেল্‌তে ভাঙ্গা কুলো' কেবল এক আমি আছি; এত করেও ত' ভেয়েদের কাছে যশ পেলুম না? দাদা ত মেজবউয়ের বিছানার কাছে বসে কেঁদে এলেন, মেজবউকে অভয় দিয়ে এলেন;—বলে—"সে কাল ভুজঙ্গ হবে, উলটিয়া তোবে খাবে।" এর পরে ওই অবীরাকে নিয়ে আমাদের জ্বালাতন হ'তে হবে। যে ক'দিন মেজবাবু বেঁচে আছেন, সে ক'দিন চুপ করে থাকি, তারপর মেজবউয়ের ভাই ঐ বেষ্টা শালা কেমন ক'রে আমার দেউড়ির ভেতর মাথা গলায়,—একবার দেখ্‌ব!" ছোটবাবু এইরূপ আস্ফালন করিয়া নিস্তব্ধ হইলেন। সে দিবস এইরূপে কাটিয়া গেল।

পর দিবস বেলা দুই প্রহরের সময় উমেশবাবু প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন, বাবুদের বাটীতে ঘোর ক্রন্দনের রোল উঠিল! যাহাদিগের বাটী প্রবেশ করিবার ক্ষমতা আছে

তাহারা একে একে অন্দরমহলে প্রবেশ করিতে লাগিল। ছোটবাবু তাঁহার শ্যালক বৃন্দাবনবাবুকে বলিলেন, "আর দেখ্‌চো কি? শীঘ্র শীঘ্র লাস পাচার কর।" বৃন্দাবনবাবু তাহাই করিলেন। বড়বাবুর হুকুম হইল, বধূমাতা যাইয়া মেজবাবুর প্রেত-কার্য্য করিয়া আসুন; কিন্তু কনিষ্ঠের সে মত হইল না, তিনি স্বয়ং যাইয়া ঘাটের সমস্ত কার্য্য সারিয়া আসিলেন। তজ্জন্য দুষ্টলোকেরা তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

কামিনী দাসী পতির মৃত্যুর পর একপক্ষকাল ধরাশয্যা-শায়িনী ছিলেন। তাহার পর বাটীর অন্যান্য পরিজনেরা বিস্তর বুঝাইয়া কামিনীকে প্রকৃতিস্থ করিল। বাটীর মধ্যে ছোটবাবু হুকুম দিলেন যে, 'মেজবউয়ের কাছে যে পোষ্যপুত্রের কথা উত্থাপন করিবে, তাহাকে বাটী হইতে দূর করিয়া দিব।' এই ভাবে একমাস কাটিয়া গেল, ছোটবাবু বড়বাবুকে একবার মাত্র জানাইয়া সামান্য ব্যয়ে ভ্রাতার শ্রাদ্ধাদি সমাপন করিলেন, মেজবধূকে কোন কার্য্যে হস্তার্পণ করিতে দিলেন না। পতির মৃত্যুর পর, অন্তঃপুর মেজবধূর পক্ষে যমপুর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ছোটবাবুর শাসনে বাটীর কিঙ্কর কিঙ্করীরাও কেহ তাহার নিকট আসিত না; কেবল সরলহৃদয়া বড়বধূঠাকু-রাণী মেজবধূকে কন্যার ন্যায় প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। বড়কর্ত্তা সর্ব্বদাই তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে বলিতেন, "গৃহিণি, তুমি সর্ব্বদা মেজবধূমাতার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে, দেখো, এ অবস্থায় যেন তাঁর কোনরূপ কষ্ট না হয়।"

মেজবাবুর মৃত্যুর দুই এক মাস পরে এক দিবস রজনী-যোগে আপন শ্বশুর ও শ্যালককে লইয়া ছোটবাবু নিভৃত স্থানে

মন্ত্রণা করিতে বসিলেন। ছোটবাবু শ্বশুরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, এক্ষণে আমরা কিরূপে অবীরার হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিব, আপনি তাহার সুমন্ত্রণা বলুন। আমি মেজবধূকে একপ্রকার নজর-বন্দীর মত রাখিয়াছি; তাহার ভ্রাতাকে ত্রি-সীমানায় আসিতে দিই না, কিন্তু বেষ্টা তাহার ভগিনীকে নিজ বাটীতে লইয়া যাইবার জন্য নানা খেলা খেলিতেছে। যদি মেজবধূ আমাদিগের হাত-ছাড়া হইয়া তাহার পিত্রালয়ে গমন করে, তাহাহইলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে। বেষ্টা যদিও ধনে আমাদিগের সমকক্ষ নয়, কিন্তু ভারি মোকদ্দমাবাজ। শালা 'শুধু হাঁড়িতে পাত বেঁধে' ছোটলোকের কাছে "বাঙ্গালা বাহাদুর" ব'লে খ্যাতি লাভ করেচে। আমাদিগের দেশের বড় বড় জমিদারেরা বেষ্টাকে ভয় করিয়া চলে। অতএব কি প্রকারে আমরা এই সমস্ত বিষয় অধিকার করিয়া লইতে পারি, আপনি তাহার উপায় উদ্ভাবন করুন। ছোটবাবুর শ্বশুর নশীরাম দে, হাস্যবদনে জামাতাকে কহিলেন, "বাবা। এই সামান্য বিষয়ের জন্য তুমি এত ভয় পাচ্চ কেন? মনে কব্‌লে দুই ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত আপদ মিটাইয়া ফেলিতে পারা যায়।" ছোটবাবু কহিলেন, "মহাশয়! এমন উপায় কি আছে যে, দুই ঘণ্টার মধ্যে আপনি সমস্ত আপদ মিটাইতে পাবেন?" নশীরাম বলিলেন, "যত আপদ এক মেজবউকে নিয়ে—না? কোন সুযোগে সেই মেজবউকে সংহারমুদ্রা দেখাইলেই ত সমস্ত আপদ মিটিয়া যাইবে।" ছোটবাবু বলিলেন, "মহাশয়! ও কথাটা

আমিও একদিন ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু বড় ভয় করে; যদিও আমার অধীনস্থ সমস্ত কর্ম্মচারীকে সুশাসনে রাখিয়াছি, কিন্তু কর্ত্তাটিকে ত আপন বশে আনিতে পারিবনা? তিনি জমিদার হইয়া ঋষির ন্যায় কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন! তাঁহাকে যদি কোন সূত্রে বেষ্টা বেটা আদালতে হাজির করাইতে পারে, তাহাহইলে তিনি কখনই মিথ্যাসাক্ষ্য দিবেন না। আপনি যে কথার আভাস দিলেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিলে, বড়বাবু হইতে সমস্ত রহস্য প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা।” নশীরাম বলিলেন, “বাবা! তোমার এখনও বুদ্ধি পরিপক্ক হয় নাই, নশীরাম এই হাতে দশটা খুন ক'রে পার পেয়েছেন! মন্ত্রণা গোপনে রাখিতে পারিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। দেখ ধৃতরাষ্ট্র এক কনিকের সহিত মন্ত্রণা করিযা পাণ্ডবগণকে কেমন সুকৌশলে বারণাবতে পাঠাইয়াছিলেন; যদি নিমকহারাম বিদুর সে বিষয় জানিতে না পারিত, তা হলে ত সমস্ত মিটিয়া গিযাছিল। বিদুরের মন্ত্রণাতেই না পাণ্ডবেরা বাঁচিয়া গেল? মন্ত্রণা প্রকাশ হওয়া বড় দোষ। তুমি আগে বাটীর সমস্ত লোক্‌কে ধন দ্বারা আয়ত্ত কর, কাহারও প্রতি ভয প্রদর্শন করিও না, বল প্রয়োগে কোন কার্য্য হয় না; কেবল ধন দ্বারাই ভাল মন্দ সমস্ত লোক্‌কে বশ করিতে পারা যায়।” শ্বশুরের এই মন্ত্রণা শুনিযা ছোটবাবু বলিলেন, “মহাশয! আপনার ন্যায় চতুর ব্যক্তি এতৎ-অঞ্চলে আর নাই। আপনি ইঙ্গিতে আমাকে যে সকল কথা বলিয়া দিলেন, আমি তাহার ভাবার্থ বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি। আপনি একমাসকাল অপেক্ষা করুন; কেবল এক

কর্ত্তা ও কর্ত্রী ছাড়া আমি বাটীর সমস্ত লোককে হস্তগত করিয়া ফেলিতেছি; যাহাকে যাহা বলিব, সে অম্লানবদনে তাহা করিবেই করিবে। দাদা তাঁহার ছেলেটিকে অত্যন্ত ভালবাসেন, সে যাহা বলে, তিনি তাহার কথা অন্যথা করেন না। উপেনের সর্ব্বদাই টাকার দরকার; যেহেতু সে ভয়ানক বাবু হইয়া উঠিয়াছে! আমি টাকা দিযে তাহাকে যদি আত্মবশে আনিতে পারি, তাহাহইলে আব বড়বাবুকে কি বড়বউকে ভয় করিযা চলিতে হইবে না। উপেন যদি বেঁচে থাকে, তা হ'লে সে আমার দরের লোক হবে। যাহা হউক মেজবউযের দৌড়টা না দেখে আর কোন কাজে হাত দিচ্চিনে। যদি আমাদের জব্দ কত্তে যান্, যদি 'ব্যাটার-মা' হবার চেষ্টা করেন, তাহ'লে আমিও কেমন বাপেব ব্যাটা তা দেখাব।" সে দিনকার মন্ত্রণা এই পর্য্যন্ত হইয়া রহিল।

এক দিবস মধ্যমবধূ বড়বধূ ঠাকুরাণীকে কহিলেন, "দিদি, আমি ত জন্মের মত সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়েচি, এক্ষণে আমার একমাত্র ভরসা তুমি আব বড়ঠাকুর। মেজবাবু মৃত্যুকালে আমাকে যে ক্ষমতা দিয়ে গিয়েছেন, আমি সেই ক্ষমতানুসারে কাজ করিতে পারি কি না? দিদি, তুমি আমাকে সঙ্গে করিয়া একবার বড়ঠাকুরের কাছে নিয়ে চল, আমি তোমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া থাকিব, তুমি আমার অভিপ্রায়-মত কথাগুলি কর্ত্তাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবে। তিনি অনুমতি দিলেই আমি এই বৈশাখি-পূর্ণিমার দিবস বিষ্ণুর মেজছেলেটিকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ

করিব। বড়বধূ বলিলেন, "এ ত বেশ কথা! আজ কর্ত্তা যখন আহার করিতে বসিবেন, আমি তোমাকে সেই সময় সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব।" দুই জনের এইরূপ পরামর্শ স্থির হইয়া রহিল। দিবা দুইপ্রহরের সময় বড়বাবু পূজা আহ্নিক শেষ করিয়া আহারে বসিয়াছেন, সেই সময়ে বড়বধূ, মেজবধূকে সঙ্গে লইয়া দ্বারদেশে গিয়া দাঁড়াইলেন। কর্ত্তা বলিলেন, "গৃহিণি! এ অসময়ে কি জন্য আসিয়াছ— তোমার পশ্চাতে উনি কে?" গৃহিণী বলিলেন, "মেজবউ তোমার কাছে একটি নালিস কত্তে এসেচে।" কর্ত্তা বলিলেন, "কি নালিস?" গৃহিণী বলিলেন, "মেজবউ বৈশাখ মাসে পূর্ণিমার দিন পোষ্যপুত্র লইতে চাহে; ছোটবাবুর ত পুত্র-সন্তান হয় নাই, আমাদেরও একটি বই দুটি নয়; কাজেই ওর ভেয়ের ছেলেকে লইতে মনন করিয়াছে।" কর্ত্তা বলিলেন, "এ উত্তম কথা, এতে আমার সম্পূর্ণ অভিমত আছে, তবে একবার ছোটবাবুর কাছে বউকে যাইতে হইবে; কিন্তু সে পোষ্যপুত্র গ্রহণ সম্বন্ধে বোধ হয, সহজে মত দিবে না। সেই হতভাগার মৃত্যুর পূর্ব্ব দিবস আমি এবং গুরু-পুরোহিত প্রভৃতি সমস্ত আত্মীয় বান্ধব তাহার কাছে উপস্থিত ছিলাম; সে সর্ব্বজনসমক্ষে মেজবধূকে পোষ্যপুত্র লইবার ক্ষমতা দিযে গেছে। কিন্তু রমেশ সে কথা কাণেই তোলে না; বোধ হয, সে পোষ্যপুত্র গ্রহণ সম্বন্ধে ঘোর আপত্তি উপস্থিত কবিবে। এই জন্য আমি বলিতেছি, অগ্রে বউমাকে তার কাছে পাঠান যুক্তিযুক্ত নহে; গুরু-পুরোহিত যাইয়া ছোটছোঁড়ার মনোগত ভাব বুঝিয়া

আসুন, তারপর যা কর্ত্তব্য হয়, করা যাইবে।" এই সকল কথা শুনিয়া গৃহিণী—"তবে তাহাই হউক" বলিয়া মেজ-বধূর সহিত প্রস্থান করিলেন।

উপরোক্ত ঘটনার চার পাঁচ দিবস পরে, এক দিন ছোট-বাবু দিবা অষ্ট ঘটীকার সময় আপন বৈঠকখানায় শ্বশুর ও শ্যালককে লইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে গুরুপুরোহিত উভয়ে ছোটকর্ত্তার গৃহে উপস্থিত হইলেন। ছোটবাবু তাঁহাদিগকে সমাগত দেখিয়া মহাসমাদরের সহিত উভয়কে পৃথক্ পৃথক্ আসনে উপবিষ্ট করাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। তাহার পর করযোড়ে বলিলেন, "এ অসময়ে আপনাদিগের আগমন কোন বিশিষ্ট কারণ ব্যতিরেকে হয় নাই। কি জন্য আসা হইযাছে প্রকাশ করিয়া বলুন? যদি সাধ্যায়ত্ত হয়, তবে অবশ্য আপনাদিগের আজ্ঞা প্রতিপালন করিব।" গুরুঠাকুর বলিলেন, "ছোটবাবু। মেজবাবু মৃত্যু-কালে আপন সহধর্ম্মিণীকে পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতি দিয়া গিয়াছেন; সে বিষয় বোধহয় তোমার অবিদিত নাই। এ বৎসর কাল-শুদ্ধ আছে, সেই জন্য তিনি বৈশাখিপূর্ণিমার দিবস সে কার্য্য সমাধা করিতে চাহেন।" এই কথা শুনিবা মাত্র ছোটবাবু একেবারে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন, দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, "আমি কি আপনাদিগের বিদ্রূপের পাত্র? তাই সকলে মিলিয়া আমাকে বিদ্রূপ করিতে আসিয়াছেন? কিসের পোষ্যপুত্র গা? কে পোষ্যপুত্র লইবার অনুমতি দিয়াছে? যা বলিলেন বলিলেন, আর ও সব কথা মুখে আনিবেন না। কিঞ্চিৎ পাইবার

প্রত্যাশায় আপনারা কি একটা অবীরাকে মাতাইয়া দিবার চেষ্টায় আছেন? আমি আপনাদিগকে বিনয় করিয়া বলিতেছি, আপনারা ওসব কথার ভিতর থাকিবেন না,—থাকিলে মারা যাইবেন!" গুরু অপেক্ষা পুরোহিতঠাকুর নিরপেক্ষ লোক, তিনি কিঞ্চিৎ রাগত হইয়া বলিলেন, "ছোটবাবু! তুমি যে কথা বার্ত্তা গুল ভাল কহিতেছ না,—মেজবধুকে কি তুমি পোষ্যপুত্র লইতে দিবে না? তাহাহইলে এই সোণার সংসারে একটা ঘোর কলহ উপস্থিত হইবে, সেটা ভাল নয়! ধর্ম্ম বজায় রাখিযা সমস্ত কাজ করিলে, কোন কালে কাহাকেও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হয় না। যে সময় মেজবাবু নিশ্চয় জানিতে পারিলেন যে, 'আমি আর রক্ষা পাইব না', সেই সময়ে তিনি আমাদের সকলকে ডাকাইয়া, মেজবধূমাতাকে পোষ্যপুত্র লইবার অনুমতি দিয়াছেন, এ কথা কি মিথ্যা? এ কথা যদি মিথ্যা হয়, তাহাহইলে আকাশের চন্দ্র সূর্য্যের উদয়ও মিথ্যা বলিয়া ধরিব। তোমার জ্যেষ্ঠ সাক্ষাৎ ধর্ম্ম; তিনি ত সে সময়ে তোমার মধ্যম সহোদরের নিকট উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা কর যে, পোষ্যপুত্র গ্রহণের কথা অলীক কি সত্য?" ছোটবাবু বলিলেন, "ওগো ঠাকুর। তোমরাই ত পাঁচজনে জুটে পুটে বড়কর্ত্তাটিকে কাজের বাহির করিয়াছ, তোমরা যা বল্‌বে তিনি তাই শুন্‌বেন। কিন্তু আমাকে পার্‌বে না! আমি জমিদারের ছেলে, আমাদিগকে লোকে 'ক্রোড়পতি' বলিয়া থাকে। এই অতুল ঐশ্বর্য্যের এক তৃতীয়াংশ আমি কি জলে ফেলিতে দিব? ধিক্ আমাকে! এই গুরুপুরো-

হিতের মাঝে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, মেজবউ যখন আমাকে শত্রুজ্ঞান করিয়াছে, (তখন দুর্য্যোধন যেমন কৃষ্ণকে বলিয়াছিল) আমিও সেইরূপ তোমাদিগকে বলিতেছি যে, 'সূচ্যগ্রে যতটুকু মাটি উঠে, ততটুকু আমি মেজবউকে বিনা মোকদ্দমায় দিব না।' যখন পোষ্যপুত্র গ্রহণের কথা সবই অলীক, তখন বেষ্টাই বা কি করে, আর তোমরাই বা সাক্ষীস্থলে দাঁড়াইয়া আমার কি করিতে পার,— তা একবার দেখিব! ওগো ঠাকুরমহাশয়রা। 'বল বল টাকার বল' যার আছে, সে কোন ব্যাটাকে ডরায না।"

ছোটবাবু গুরুপুরোহিতকে এইরূপ চড়াচড়া কথা বলিতে আরম্ভ করায়, তাঁহাদিগের রোষানল একেবারে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। দাঁড়াইয়া কম্পিত কলেবরে কহিলেন, "ওরে নবাধম। বড়মানুষ শিষ্য ব'লে কি আমি তোকে ভয় করি? তোর মত আমার ছাপ্পান্নগণ্ডা শিষ্য আছে। তুই এই নির্ম্মলকুলে মূষলের স্বরূপ জন্মগ্রহণ করিয়াছিস্—তো হ'তেই এ কুল নির্ম্মূল হইয়া যাইবে। আমরা তোর অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছি, তুই মেজবউমার বিষয় ফাঁকি দিয়া হস্তগত করিতে চাস্!" ছোটবাবু বলিলেন, 'মহাশয়রা, আর কথা বাড়াবেন না,— অমন বামুনগিবি ফলান আমি অনেক দেখেচি।" পুরোহিত কহিলেন, "কেন মার্‌বে নাকি? কটুকাটব্য যতদূর বলিতে হয় তা ত' বলেচ।" ছোটবাবু বলিলেন, "মহাশয়, আমি এখনও বল্‌চি আপনারা বাড়ী যান, আর আমার রাগ বাড়াবেন না।" গুরুজী, পুরোহিতকে বলিলেন, "তর্কালঙ্কার মহা-

শয়! আর কেন—উঠুন না? এ স্থানে কি আর ভদ্র লোকের বসিতে আছে? চলুন, একবার বড়বাবুকে আশীর্ব্বাদ ক'রে এ বাটী হইতে জন্মের মত বিদায় হই।” ছোটবাবু বলিলেন, “আর বড়বাবুর কাছে যেতে হবে না, মানে মানে বাড়ীর দিকে পথ দেখ, আমি বড়বাবুর কাছে তোমাদের যেতে দেব না।” গুরুজী বলিলেন, “আচ্ছা যাব না—এইখান থেকেই বিদায় হলেম!” এই কথা বলিযা দুই ব্রাহ্মণ চীৎকার করিতে করিতে বাটীর বাহির হইলেন। ছোটবাবুর আদেশ মতে দেউড়ীর বরকন্দাজেরা গুরুপুরোহিতকে বাটীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া গোলযোগ করিতে দিল না।

যদিও রমেশচন্দ্র মেজবধূকে প্রতারিত করিবার নানা আয়োজন কবিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনটাই তাঁর বিপক্ষে দাঁড়াইতে পারিল না। জীবদ্দশায মেজবাবু সকলকার প্রিয় ছিলেন; তাঁহার মৃত্যুব পর গ্রামস্থ ক্ষুদ্র ভদ্র সকলেই তাঁহাব সহধর্ম্মিণীর প্রতি বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে আবম্ভ করিয়াছিলেন, সকলেরই ইচ্ছা তিনি পোষ্য-পুত্র গ্রহণ করেন, কেন না তাহা হইলে মেজবাবুর নাম লোপ হইবে না। যে দিবস ছোটবাবু গুরুপুরোহিতের যথোচিত অপমান করিলেন, সেই দিবস হইতেই বাটীর সমস্ত কর্ম্মচারী মনে মনে তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল; কেবল অন্ন মারা যাইবার ভযে প্রকাশ্যে কেহ কোন কথা কহিতে সাহস করিল না। ‘ছোটবাবু গুরুপুরোহিতের অপমান করিয়াছেন’ এই কথা ক্রমে ক্রমে বড়বাবুর কর্ণ-গোচর হইল, তিনি ভয়ে অভিভূত হইযা সহধর্ম্মিণীকে বলি-

লেন, "চল, আমরা এ পাপসংসার পরিত্যাগ করিয়া যাই; রমেশ যখন গুরুপুরোহিতের অপমান করিয়াছে, তখন এ বংশের পতনকাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, তাহাতে আর সংশয় নাই। আমি রমেশকে ডাকাইয়া এ সম্বন্ধে গোটা-কতক কথা বলিতাম, কিন্তু তাহা বলিব না; যেহেতু সে যে প্রকৃতির লোক, তাহাতে আমাকেও অপমান করিতে পারে। আমি রমেশকে কিছুই বলিব না, কেবল পূজার আসনে বসিয়া স্থিরভাবে ঈশ্বরকে ডাকিব। দেখি, ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের ক্ষয় হয় কি না।" বড়বাবু এই কয়েকটি কথা বলিয়া পূজা আহ্নিকে মনোনিবেশ করিলেন, কর্ত্রী ঠাকুরাণীও সেস্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

এই ঘটনার পর দিবস ছোটবাবুর শ্বশুর এবং শ্যালক নিভৃত স্থানে বসিয়া উভয়ে বলা বলি করিতে লাগি-লেন যে, "রমেশ গুরুপুরোহিতের অপমান করিয়া ভাল কার্য্য করিল না।" নসীরাম বলিলেন, "ঘাটে পথে যেখানে সেখানে সাধারণ লোকে রমেশের কলঙ্ক কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেছে। আমি অদ্য গঙ্গাতীরে স্নান করিতে গিয়া স্বকর্ণে শুনিলাম, কতকগুলা ভট্টাচার্য্য পরস্পর বলা বলি করিতেছে যে, 'কেমন ক'রে রমেশ পোষ্যপুত্র লওয়া রদ করে, তাহা দেখা যাইবে! পঞ্চাশজন লোকের সম্মুখে মেজ-বাবু আপনার পত্নীকে দত্তক গ্রহণের অনুমতি দিয়া গিয়াছেন, রমেশ কি তাহা গায়ের জোরে রদ করিবে?' এই কথা বলিতে বলিতে একটা ভট্টাচার্য্য আমাকে পশ্চাতে দেখিয়া নিঃশব্দ হইল, আর সে এ সম্বন্ধে কোন কথা কহিল না। এই

সকল কারণে আমার নিতান্ত বিশ্বাস হইতেছে যে, মেজবধূ একটা মামলা মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, রমেশ পদে পদে তাহার নিকটে পরাজিত হইবেন।" নসীরামের পুত্র বলিলেন, "আপনার কথা আমি স্বীকার করি—রমেশ অত্যন্ত গোঁয়ার, সে কি প্রকারে কাজ আদায় করিতে হয় তাহা অদ্যাপিও শিক্ষা করে নাই ; আমি তাহাকে আপনার নিকট একবার ডাকিয়া আনি, আপনি তাহাকে সদুপদেশ প্রদান করুন।" এই কথা বলিয়া নসীরামের পুত্র মুহূর্ত্তকাল মধ্যে রমেশকে সেই স্থানে ডাকিয়া আনিল। জামাতাকে সমাগত দেখিয়া নসীরাম বলিলেন, "বাবা রমেশ! রাগ করিও না, সে দিবস গুরুপুরোহিতের অপমান করা ভাল হয় নাই! সেই কার্য্যের জন্য গ্রামস্থ সমস্ত লোক তোমার বিপক্ষ হইয়া উঠিযাছে ; এক্ষণে তুমি কোন ক্রমেই পোষ্যপুত্র গ্রহণ রদ করিতে পারিবে না।" শ্বশুরের কথা শুনিয়া রমেশ কহিলেন, "মহাশয়! আপনারও কি বুদ্ধিভ্রম ঘটিল? আপনি ত হাতে হাতে অনেক মামলা মোকদ্দমা করিয়াছেন। ভাল, বলুন দেখি, যাহার পক্ষে সাক্ষীর ভাগ অধিক ও যাহার হস্তে অপর্য্যাপ্ত টাকা আছে, সে কোন কালে মোকদ্দমায় হারিয়াছে? বিশেষতঃ মেজবউ কি প্রকারে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবে? আমি কি উহাকে বাটীর বাহিরে যাইতে দিব? উহার বাপের বাড়ীর একটা কাক পক্ষীর সহিত কথা কহিতে দিব না। মোকদ্দমা রুজু করিতে না পারিলে ত মোকদ্দমা হাঁটিয়া আমার আছে আসিবে না? যদি মেজবউয়ের ভাই

বেষ্টা ঢেরা-সহির ওকালত-নামা প্রস্তুত করিয়া মোকদ্দমা রুজু করে, তাহাহইলে আমি তাহাকে 'জাহান্নবে' পাঠাইয়া দিব; যেহেতু মেজবউ আপনার নাম সাক্ষর করিতে জানে, ইহা নানা স্থানে সপ্রমাণ হইয়াছে। মহাশয়। এই মোকদ্দমা রুজু করিতে কত টাকার কাগজ লাগিবে বলুন দেখি? মেজবউ এত টাকা কোথা পাইবে? বেষ্টা তাহার পৃষ্ঠপোষক হইতে পারে; কিন্তু বাশি রাশি টাকা দিয়া সাহায্য করিতে পারিবে না! আপনি স্নান-আহ্নিক করুন, আপনার চরণ-প্রসাদাৎ আমি নিশ্চয় জয়লাভ করিতে পারিব।

যখন রমেশচন্দ্র শ্বশুর ও শ্যালকের সহিত দ্বিতীয়বার মন্ত্রণা করিতেছেন, তখন মেজবউয়ের একজন দাসী অন্তরালে দাঁড়াইয়া চুপি চুপি তৎসমুদয় শ্রবণ করিল; কিন্তু সে দিনের বেলা মেজবধূকে কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। রজনীযোগে বাটীর সমস্ত পরিবার আহারাদি করিয়া আপনাপন গৃহে যাইয়া শয়ন করিলে, বাটীর অভ্যন্তর একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া গেলে, সেই সময়ে ঐ দাসী ধীরে ধীরে পদসঞ্চালন করিয়া যে গৃহে মেজবধূ শয়ন করিয়া আছেন, তাহার দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া রহিল!

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, স্বামীর মৃত্যুর দিবস হইতে রজনীতে মেজবধূ বড়বধূর গৃহে শয়ন করিতেন, সে রজনীতেও তিনি সেইরূপ শয়ন করিয়া আছেন। কি প্রকারে গৃহে প্রবেশ করিবে, কিঙ্করী তাহার কিছুই উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিতেছে না, এমন সময় মেজবধূ গৃহের

দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া গৃহের বাহিরে আসিয়া দেখেন যে, শ্যামা চাকরাণী দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে। "শ্যামা, তুই এখানে কেন?" এই কয়েকটি কথা বলিতে না বলিতে শ্যামা তাঁহার দুই হস্ত ধারণ করিয়া বলিল, "মা চুপ করুন, জোরে কথা কহিবেন না। আগে দেখুন, বড় মা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা কি না; তাহার পর আমি আপনাকে গোটা কতক কথা বলিয়া আপন স্থানে চলিয়া যাইব।" মেজবধূ বলিলেন, "তিনি আমার বিপক্ষ নহেন; কিন্তু শ্যামা, আমার একটি কথা শোন্—কিছু মনে করিস্‌নি; তোর সহিত আমার এই গাঢ় রজনীতে সম্মিলন যদি শত্রুপক্ষেরা কেহ জানিতে পারে, তাহাহইলে আমার চরিত্রের প্রতি দোষ আনিবে। এই জন্যই বলিতেছি, তুই ঘরের ভিতর আয়, আমি দরজা বন্ধ করিয়া দি, যাহা বলিতে হয় তুই অকপটে বল্; বড়দিদি শুনিতে পাইলে আমার কোন অনিষ্ট হইবে না।" এই কথা বলিয়া শ্যামার সহিত মেজবধূ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। মেজবধূ বলিলেন, "শ্যামা, কি বলিতে আসিয়াছিস্ বল্।" শ্যামা বলিল, "মা! বলিতে আমার গা কাঁপিয়া উঠে! আজ প্রাতঃকালে ছোট-বাবু শালা এবং শ্বশুরকে লইয়া আপনার বিপক্ষে যে মন্ত্রণা করিতেছিলেন, আমি আড়ালে দাঁড়াইয়া তাহা সমুদয় শুনিয়া আসিয়াছি।" এই কথা বলিয়া শ্যামা যাহা যাহা শুনিয়াছিল, একটি একটি করিয়া মেজবধূকে সমস্তই বলিতে লাগিল। গোটা কতক কথা শুনিয়াই মেজবধূ বলিলেন, "শ্যামি! তুই আর কি বলিবি, আমি যে এই বাটীর ভিতর বন্দিনীর ন্যায়

আছি, তাহা আমি অনেক দিন জানিতে পারিয়াছি। প্রায় এক বৎসর বাবুর মৃত্যু হইয়াছে, এই এতদিনের মধ্যে আমি একবারও দাদার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলাম না। আমার বাপের বাড়ীর কোন লোক আসিলে, ছোট-বাবু তখনই বাহিরবাটী হইতে তাড়াইয়া দেয়। কেবল বড়-ঠাকুর আর দিদি বাঁচিয়া আছেন বলিয়াই, আমি প্রাণে প্রাণে রহিয়াছি, নতুবা ছোটবাবু এতদিন আমাকে কৌশল করিয়া মারিয়া ফেলিত। এখন শ্যামি, তুই আমার একটু উপকার করিতে পারিস্? দাদা আমার কোথায় আছেন, তুই যদি আমাকে একটিবার সংবাদ আনিয়া দিস্; তিনি যদি কুঠিতে আসিয়া থাকেন, তাহাহইলে আমি রাত্রিকালে তাঁহার নিকট পালাইয়া যাইব। কুঠি এখান হইতে দুই ক্রোশ মাত্র; এই দুই ক্রোশ আমি অনায়াসে হাঁটিয়া যাইতে পারিব।" শ্যামা বলিল,"মা, না জানিয়া ও সব কথা বলিতেছেন কেন? আপনি কি রাত্রিকালে দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া চলিতে পারেন? বিশেষতঃ রাত্রিকালে কাহার সহিত কুমুলের কুঠিতে যাইবেন? যদিও এক বৎসর মাটিতে গড়াগড়ি পাড়িতেছেন, তথাচ আপনার ভগবান দত্ত রূপ একটুও মলিন হয় নাই। এই রূপরাশি কি একটা দাসীর সহিত রাত্রিকালে নির্ব্বিঘ্নে কুমুলের কুঠিতে পৌঁছিতে পারে? পথে যে মা অনেক আপদ বিপদ আছে, পথে যদি কোন লম্পটের হস্তে পড়েন, তাহাহইলে যে ইহকাল পরকাল যাইবে। মা, আপনি যে কথা বলিলেন, ও কথা কথাই নয়, আমি যা বলি তাহাই মন দিয়া শুনুন; আমার

ভাইয়ের ব্যারাম হইয়াছে বলিয়া কাল আমি দেশে যাইবার ভাণ করিব। ছোটবাবুর নিকট হইতে দুই দিনের মাত্র ছুটী লইয়া সঙ্গোপনে আপনার ভ্রাতার নিকট যাইব। তিনি একজন সামান্য লোক নন, আপনার উদ্ধার করিবার তিনি কি উপায় উদ্ভাবন করেন, আগে জানিয়া আসি, তাহার পর যাহা কর্ত্তব্য হয় তাহা করিবেন।” শ্যামার কথায় মেজবধূ সম্মত হইয়া আপন শয্যায় শয়ন করিলেন, শ্যামাও সে রজনীতে সেই ঘরে শয়ন করিয়া রহিল।

শ্যামা প্রত্যূষে উঠিয়া নিম্নতলে একটি দাওয়ার উপর বিমর্ষভাবে বসিয়া রহিল। যে জিজ্ঞাসা করে, তাহাকেই বলে, ‘আমাদের দেশ থেকে লোক এসেছিল, তার মুখে শুন্‌লুম, ভাইয়ের বড় ব্যারাম হয়েচে।’ দুই চারিজন কিঙ্করী বলিল, “তা ভাব্‌চিস্ কেন? ছোটবাবুর কাছ থেকে ছুটী নিয়ে ভাইকে কেন দেখে আয় না?” শ্যামা বলিল, “আজ তাহাই করিব।” একটু বেলা হইলে শ্যামা ছোটবাবুর বৈঠকখানায় যাইয়া বলিল, “বাবু, আমাকে দুই দিনের ছুটী দিতে হ’বে।” এই কথা বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। ছোটবাবু বলিলেন, “কেন শ্যামা, তোর কি হয়েচে?—কাঁদিস্ কেন?” শ্যামা বলিল, “আমার ভেযের বড্ড ব্যারাম হয়েচে! বাবু, আমাকে দুটি টাকা দিন, আমি ভাইকে গিয়ে একবার দেখে আসি।” ছোটবাবু তৎক্ষণাৎ তাহাকে দুইটি টাকা দিয়া বিদায় দিলেন; শ্যামা ছুটী পাইয়া বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত কোন নিভৃত স্থানে বসিয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে কুমিল্লার কুঠির দিকে চলিতে লাগিল। অর্দ্ধেক পথ যাইতে

না যাইতে বিষ্ণুবাবুকে দেখিল, তিনি ঘোটকারোহণে একাকী হাপিসপুরের নীলের কুঠির দিকে আসিতেছেন। শ্যামাকে দেখিয়া তিনি চিনিতে পারিলেন এবং বলিলেন, “হেঁ গা, তুই না আমার ভগ্নীর বাটীতে থাকিস্?” শ্যামা বলিল, “হাঁ গো, আমি আপনার কাছেই যাচ্ছিলেম।” বিষ্ণুবাবু কারণ জিজ্ঞাসা করায় শ্যামা কহিল, “আপনি ঘোড়া থেকে নাবুন, চলুন—ঐ গাছতলায় দাঁড়িয়ে সব কথা বলি গে।” বিষ্ণু ঘোড়া হইতে নাবিয়া একটি বৃক্ষতলে দাঁড়াইলেন, শ্যামা ধীরে ধীরে আপন মনিবের বাটীর সমস্ত কথা বিষ্ণুবাবুকে জ্ঞাপন করিল। শুনিয়া বিষ্ণুচন্দ্র কিয়ংক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তাহাব পর বলিলেন, “শ্যামা, তুই ভিন্ন বাটীর ভিতর আমার ভগ্নীর আর কেহ সুহৃৎ আছে?” শ্যামা বলিল, ‘বাবু, বাটী শুদ্ধ সকলেই মেজমার সুহৃৎ, কেবল ছোটকর্ত্তার ভয়ে মেজমার প্রতি কেহই দয়া মমতা প্রকাশ করিতে পারে না। শুধু আমি আর ‘নদা চাকর’ এই দু’জন মেজমার জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইয়াছি; আর মায়ের কষ্ট দেখ্‌তে পারিনে!” বিষ্ণু বলিলেন, “নদা চাকর কি কর্ম্ম করে?” শ্যামা বলিল, “সে রাত্রিবেলায় খিড়কীর দরজায় শুযে থাকে।” বিষ্ণু-বাবু বলিলেন, “উত্তম হইয়াছে, আমি কেবল তোর ও নদার সাহায্য পাইলেই ভগ্নীকে উদ্ধার কবিতে পারিব। দেখ্ শ্যামা, আগত রবিবার রাত্রিকালে নড়াতলায় আমি এক-খানা পাল্কি রাখিয়া দিব, সেই ডুলির সঙ্গে আট্‌টা বেহারা থাকিবে; তাহার পর আমি স্বয়ং তোর মনিবের বাটীর খিড়কীব দরজার কিঞ্চিৎ দূরে থাকিব। তুই নদা চাকরকে

দিয়া খিড়কীর দরজা খুলে দিবি; কিন্তু নদা যেন আমার ভগ্নীর সহিত চলিয়া না আসে। পর দিবস সে যেন বলে যে, 'কে চাবি ভাঙ্গিয়াছে, সে কিছুই জানে না।' তুই বাটীতে ফিরিয়া যা; আজ হইল শুক্রবার, মাঝে শনিবার মাত্র আছে,—এই ক'দিনের মধ্যে আমার ভগ্নীকে বিশিষ্ট-বিধানে প্রস্তুত হইতে বলিস্। যখন বাটীশুদ্ধ লোক নিশুতি হইবে, সেই সময়ে সে যেন বাটীর বাহিরে আইসে; আমি তিনটি তুড়ী দিলেই যেন বুঝিযা লয় যে, আমি দাঁড়াইয়া আছি। শ্যামা, আর বিলম্ব করিস্ নে—চলিয়া যা।"

শ্যামা সন্ধ্যাকালে বাটী ফিরিয়া গেল। ছোটবাবু শ্যামাকে দেখিয়া কহিল, "কিরে শ্যামা, তুই বাড়ী যাস্ নি?" শ্যামা বলিল, "বাবু, আমি হাট্‌তলা পর্য্যন্ত গিয়ে আমাদের দেশের লোকের মুখে শুন্‌লেম, 'ভাই ভাল আছে—সোমবারে সে তোর সঙ্গে দেখা কত্তে আস্‌বে' এই কথা শুনে আমি আর বাড়ী গেলুম না।" রাত্রকালে শ্যামা সুযোগ বুঝিয়া মেজবধূকে সমস্ত কথা জানাইল। মেজবধূ বলিলেন, "শ্যামা, যা বল্লি—তা শুন্‌তে ভাল বটে; কিন্তু কেমন ক'রে যে আমি মানে মানে ও প্রাণে প্রাণে দাদার কুঠি পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছিব, তা ভাব্‌তে আমার হৃৎকম্প হচ্চে!" শ্যামা বলিল, "মা, বুক বাঁধ, সাহস কর,—তা না হ'লে এ কর্ম্ম হবে না।" মেজবধূ বলিলেন, "নদাকে আগে এ সকল কথা জিজ্ঞাসা কর্, সে রাজি হয় কি না দ্যাখ্।" শ্যামা বলিল, মা, তোমার সে ভাবনা নাই, সে মেজকর্ত্তার ঢের টাকা খেয়েচে। মেজকর্ত্তাই তার বিয়ে দিয়েছিলেন, সে

তোমার জন্য মর্‌তেও রাজি আছে।" এই পর্য্যন্ত কথা বার্ত্তার পর মেজবধূ আপন ঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন, শ্যামা ও আপন স্থানে যাইয়া শয়ন করিল।

শনিবার কাটিয়া গেল। রবিবার প্রত্যূষে মেজবধূ শ্যামা এবং নদা চাকরের সহিত 'ঠারে-ঠোরে' কথা কহিতে লাগিলেন, সুযোগ বুঝিয়া নদা চকিতের ন্যায় মেজবধূকে বলিয়া গেল, "আপনি ভয় খাবেন না, আমি আপনাকে দাদাবাবুর কাছে বে-পরওয়া পোঁছে দিব। দাদাবাবুর হাত থেকে আপনাকে ছিনিয়ে নেয়, এমন মরদ আমাদের গাঁয়ে কেউ নেই।" মেজবধূ যদিও নদার সাহস পাইলেন, তথাচ থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার হৃৎকম্প হইতে লাগিল! সময় কাহারও হাত ধরা নহে, দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল। ক্রমে দশটা বাজিয়া গেল, বাটীর চারিদিকে আহারাদির গোল পড়িয়া গেল, ক্রমে এগারটা না বাজিতে বাজিতেই বাড়ী এক প্রকার নিঃশব্দ হইল। মেজবধূমাতা প্রাত্যহিক নিয়মের মত কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া, বড়বধূমাতার গৃহে শয়ন করিলেন, শ্যামা সঙ্গোপনে সিঁড়ীর নীচে যাইয়া বসিয়া রহিল। দুই প্রহর বাজিল, বাটী নিস্তব্ধ, কাহারও সাড়া শব্দ নাই। সেই সময়ে মেজবধূ ঘরের কপাট খুলিয়া আস্তে আস্তে বাহিরে আসিলেন, কপাটনাড়ার ঈষৎ শব্দ পাইয়া শ্যামা আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। শ্যামা তাঁহার হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে নিম্নতলে নামাইয়া আনিল, বলিল, "তুমি এইখানে দাঁড়াও, আমি একবার চকিতের ন্যায় দেখে আসি নদা কি করিতেছে।" শ্যামা

ধীরে ধীরে নদার কাছে গিয়া দেখিল, নদা আপন খাটিয়ার উপর বসিয়া আছে। শ্যামাকে দেখিয়া নদা বলিল, "আর বিলম্ব কেন? আমি দরজা খুলিয়া রাখিয়াছি।" শ্যামা বলিল, "তবে ডেকে আনি।" শ্যামা যখন মেজবধূকে আনিতে গেল, সে সময়ে ভযে তাহারও বুকের ভিতর দুর দুর করিতে লাগিল; কিন্তু কেবল এক সাহসের উপর ভর করিয়া মেজবধূর নিকট পুনরায় উপস্থিত হইল,—বলিল, "মা, বড় অন্ধকার! আমার কাঁধে হাত দিয়া আস্তে আস্তে চলুন, কিছু ভয় নেই; শ্যামা নিজের মাথা দিয়ে আপনার মাথা রাখ্‌বে।" তাহার পর দুইজনে ধীরে ধীরে নদার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, নদা পূর্ব্ব হইতেই দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া রাখিয়াছিল। মেজবধূ সমাগতা হইবা মাত্রই নদা তাঁহার চরণে প্রণাম কবিয়া বলিল, "মা! বিদায় হও! তোমার সঙ্গে আজ পালবংশের লক্ষ্মীও চিরদিনের মত বিদায় হই-লেন।" শ্যামা বলপূর্ব্বক মেজবধূর হস্ত ধরিযা দ্বারের বাহিরে আসিল, তৎক্ষণাৎ তুড়ির শব্দ তাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। শ্যামা বলিল, "মা! ঐ দাদাবাবু আসিযা-ছেন, আর ভয় নাই; এই কযেক পদ অগ্রসর হইয়া তাঁহার নিকটে যাও, তিনি যাহা বলিবেন তাহাই করিও।" এই কথা বলিয়া শ্যামা বিদায হইল।

বিষ্ণুচন্দ্র পূর্ব্ব হইতেই একটা বনাতের আল্‌খাল্লা ও একটা হাতে বাঁধা পাগ্‌ড়ি বগলে করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ভগ্নীকে সমাগতা দেখিবা আল্‌খাল্লাটা তাঁহার পৃষ্ঠের উপর ফেলিয়া দিলেন ও পাগ্‌ড়ী মাথার উপর বসাইয়া দিয়া

বলিলেন, “ভগ্নি, সাহস করিয়া আমার সহিত চলিতে আরম্ভ কর, এক পোয়া রাস্তা অন্তরে ডুলি রহিয়াছে; এই পথ পার হইতে পারিলেই নিরাপদে বাটী পৌঁছিতে পারিবে।” এই কথার পর বিষ্ণুবাবু দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন, কামিনীসুন্দরীও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন; তিনি যদিও প্রাণ উপেক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলেন, তথাচ বিষ্ণুর সমকক্ষ হইতে পারিলেন না। দুই রসী অন্তরে গিয়া বলিলেন, “দাদা, আমি আর চলিতে পারি না, পা ভাবী হইয়া উঠিয়াছে।” এই কথা শ্রুতমাত্র বিষ্ণুবাবু ভগ্নীর দুই হস্ত ধারণ করিয়া আপন পৃষ্ঠে তুলিয়া প্রাণপণে চলিতে লাগিলেন। যাহা হউক, প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে বিষ্ণুবাবু নিরাপদে ভগ্নীকে লইয়া নাড়াতলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভগ্নীকে ডুলিতে উঠাইয়া বেহারাদিগকে বলিলেন, “তোরা যত শীঘ্র পারিস্ কুঠির দিকে চলিতে আরম্ভ কর্, আমিও ঘোড়ার পৃষ্ঠে তোদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছি।” বেহারারা ডুলি উঠাইয়া লইয়া চলিল; বিষ্ণুবাবু ঘোড়ার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, দশ বার মিনিটের মধ্যেই ঘোড়া আসিয়া পৌঁছিল, বিষ্ণুবাবু ঘোড়ার পৃষ্ঠে চড়িয়া ডুলির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। রজনী দুইটার সময় ডুলি যাইয়া কুঠিতে পৌঁছিল, বিষ্ণু ঘোড়া হইতে নাবিয়া ভগ্নীকে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গেলেন, বলিলেন, “তুমি এক ঘণ্টাকাল শয়ন করিয়া থাক, এক ঘণ্টার পর পুনরায় ডুলিতে উঠিতে হইবে। আমি অদ্য রজনীতে আর নিদ্রা যাইব না, যেহেতু এখনও অনেক আপদ বিপদের সম্ভাবনা আছে।” রজনী সাড়েচারিটার সময়

কামিনীসুন্দরী পুনরায় ডুলিতে উঠিলেন, বিষ্ণুবাবুও ঘোড়ায় চড়িয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। বেলা আট্‌টা না বাজিতে বাজিতে কামিনীর ডুলি হরিপুরস্থ পিতৃভবনে যাইয়া উপস্থিত হইল। বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া মাতা, ভগ্নী এবং ভ্রাতষ্পুত্র ও ভাইজকে দেখিয়া কামিনী চীৎকার শব্দে রোদন আরম্ভ করিলেন। বিষ্ণু বাটীর ভিতর আসিয়া মাতাকে বলিলেন, "মা, কামিনীকে চুপ করিতে বল, এ কান্না-কাটির সময় নহে; আমাকে চারিটি ভাতে-ভাত করিযা দাও চারিটি আহার করিযা পুনরায কুঠিতে যাইযা উপস্থিত থাকি; যেহেতু রমেশ কুঠিতে আসিযা দাঙ্গা হাঙ্গামা করিলেও করিতে পাবে।" বিষ্ণুবাবু বেলা দুইটার মধ্যেই কুমিল্লার কুঠিতে আসিয়া পূর্ব্ব হইতেই আত্মরক্ষাব জন্য কতকগুলি লাঠীযাল সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন; কিন্তু কখন রমেশবাবু আসিয়া এক্‌টা গোলযোগ ঘটাইবে, সেই চিন্তাতেই তাঁহার শোণিত শুষ্ক হইতে লাগিল।

এদিকে রমেশবাবুর বাটীতে প্রত্যূষে দাস দাসীরা নিজ নিজ কাজে নিযুক্ত হইল। কর্ত্রী উঠিযা দেখিলেন, তাঁহার শয্যার পার্শ্বে মেজবধূ নাই; তখন ভাবিলেন, 'পাতকূয়া তলায় হয় ত হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিতে গিয়াছে।' দেখিতে দেখিতে সাত্‌টা বাজিযা গেল, তথাচ তাঁহাকে বাটীতে দেখিতে পাওয়া গেল না, কিন্তু তখন কাহারও মনে সন্দেহ হয় নাই। হইবারই বা বিষয় কি, বধূমাতার পলায়ন কেবল এক শ্যামা ও নদা ভিন্ন কেহই জানিতে পারে নাই। দিবা অষ্ট-ঘটীকার সময ছোটবধূ গিন্নীকে কহিলেন, "মেজদিদিকে যে

এখন পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছি না, তিনি কি এখনও নিদ্রা যাইতেছেন?" বড়বধূ বলিলেন, "কই—না!" "তবে কেন তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না? এত ভাল কথা নয়!" বাটীর ভিতর ক্রমশঃ এইরূপ কাণাকাণি বাড়িতে লাগিল। ক্রমে ছোটবাবু পর্য্যন্ত শুনিতে পাইলেন যে, 'মেজবধূকে বাটীর ভিতর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।' রমেশ-বাবু মস্তক চাপড়াইতে চাপড়াইতে কর্ত্রী ঠাকুরাণীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "তুমি না বাড়ীর কর্ত্রী? তুমি না মেজবউকে বুকে করিয়া শুইয়া থাক? আমি যাহা ভাবিয়া-ছিলাম তাহাই হইল? এখন সকলে বল, মেজবউ-সম্বন্ধে পূর্ব্বে কে কি শুনিযাছিলে? তাহার চরিত্র মন্দ হইয়াছে ইহা আমি অনেক দিন বুঝিতে পারিযাছিলাম; কেবল জাত কুলের ভয়ে সে কথাব আন্দোলন করিতাম না—চুপ করিয়া থাকিতাম। আজ আমাদের চিবকালের গর্ব্ব একেবারে খর্ব্ব হইল। সে সাত দেউড়ী খুলে রাত্রিকালে পলাযন করিয়াছে! 'তোমরা ইহার কিছুই টের পাওনি' এ কথা কি আমি বিশ্বাস করিব? বল—এখনও বল! কে দূতীর কার্য্য করিযা তাহাকে বাহির করিল? আমি তাহার নাক চুল কাটিয়া দিয়া গায়ের ঝাল মিটাইব। কাল রাত্র দুই প্রহরের পর দেউড়ীতে কাহার পাহারা ছিল, ডাক—তারে বাড়ীর ভেতর ডেকে আন! বাহিরে যাইয়া এখন গোল করা হইবে না।" একজন চাকর ছুটিয়া গিয়া দেউড়ী থেকে 'বরিয়ান সিং' ও 'রূপ সিং'কে ডাকিয়া আনিল। রূপ সিং ছোটবাবুর সম্মুখে আসিয়া "হুজুর! সেলাম পোঁছে!" বলিয়া দাঁড়াইল। ছোটবাবু রাগে চক্ষু

রক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁরে উল্লুক, কাল তোরা কোথা ছিলি?" রূপ সিং কহিল, "কাহে হুজুর, হাম্‌ত দোসরা পাহারামে খাড়া থা।" ছোটবাবু বলিলেন, "তোমারা মাথা থা,—আজ তোম্ লোক্‌কা দফা রফা করেগা। বেটারা কেবল ছাতু মারে, আর মুখ গুঁজ্‌ড়ে ঘুময়, বাড়ীর ভেতর ডাকাতি হয়ে গেলেও কোন খবর রাখে না। এখন তোদের পাহারার ভেতর দিয়ে মেজবউ কেমন ক'রে পালাল বল্?" রূপ সিং কহিল, "আরে রাম রাম! হুজুর, ক্যা বাৎ বোল্‌তা হায়? হাম যব্ পাহারামে খাড়া রহেতা হায়, তব্ এক্‌ঠো মক্ষি নেক্‌লানে নহি শকে। মেজলা বহু-মা হামারা পাহারাসে ভাগে গা? হাম্‌রা হাত্‌মে হেতিয়ার নেহি থা?" ছোটবাবু বলিলেন, "ও মেড়ুয়া বেটাদের সঙ্গে আর গোল ক'রে কি হবে; এখন একবার দাদাকে গিয়ে বলি, এ সম্বন্ধে তাঁহার মত কি।" এই কথা বলিয়া ছোটবাবু দ্রুতপদে কর্ত্তার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন; সে সময়ে তাঁহার রণমূর্ত্তি হটাৎ দেখিলে ভয় হয়! বড়বাবু ছোটবাবুর ভাব দেখিয়া বলিলেন, "কি হয়েচে ভাই! তুমি এত রাগত হয়ে এলে কেন?" ছোটবাবু বলিলেন, "আর হবে কি মশায়, মেজবউ কাল রাত্রে কার সঙ্গে বেরিয়ে গেছে। আপনারা না তাকে পোষ্যপুত্র লওযাতে চাচ্ছিলেন?" এই কথা শুনিয়া বড়বাবু দুই হস্ত দ্বারা দুই কর্ণ আবরিত করিয়া বলিলেন, "ছি ছি! অমন কথা মুখে আনিও না! মেজবউমার ত প্রকৃতি তেমন নহে? আমার বোধ হইতেছে, তোমাদিগের উৎপীড়নে জ্বালাতন হইয়া কোন সুযোগে পিত্রালয়ে গিয়াছেন।

তুমিও ভাই অত্যন্ত উদ্ধতস্বভাবের লোক, একটা কথা বলিলে তুমি তাহার ভাবার্থ গ্রহণ কর না। পূর্ব্বে আমি বলিয়াছিলাম যে, মেজবধূর সহিত কোন বিরোধের প্রয়োজন নাই, তাঁহার স্বামী যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা করিয়া দাও। ন্যায়, যুক্তি ও ধর্ম্মানুসারে কার্য্য করিলে কোন কালে কাহারও দুরদৃষ্ট ঘটে না। ঈশ্বর আমাদিগকে যথেষ্ট বৃত্তি-বৈভব দিয়াছেন, সমস্ত বিষয় তিন অংশে বিভক্ত হইলেও আমরা সচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারিব। এই জন্য বলিতেছি ভাই, মেজবধূর উপর মিথ্যা কলঙ্কারোপ করিও না; অধিক লোভ ভাল নয়; তাহার পোষ্যপুত্র গ্রহণে প্রতিবন্ধক হইও না!" এই কথা শুনিয়া ছোটবাবু একেবারে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আপনি যাহা ভাল বুঝেন তাহাই করুন,—কিন্তু আমি পৈত্রিক-বিষয়ের এক তৃতীয়াংশ বেষ্টাকে কখন ভোগ করিতে দিব না, ইহাতে যদি মরিতে হয় স্বচ্ছন্দে মরিব।" ছোটবাবুর গতিক দেখিয়া বড়বাবু আর দ্বিরুক্তি করিলেন না, পবিত্র পূজার আসনে বসিয়া পরিণাম চিন্তা করিতে লাগিলেন।

বড়বাবুর একমাত্র পুত্রকে সকলে আদর করিয়া মাণিক-লাল বলিয়া ডাকিত। ছোটবাবু বড়বাবুর গৃহের বাহিরে আসিয়া মাণিককে ডাকিলেন। পিতৃব্য ডাকিতেছেন শুনিয়া মাণিকলাল সম্ভ্রমের সহিত ছোটবাবুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মাণিককে দেখিয়া ছোটবাবু বলিলেন, "বাবা মাণিক, তুমি আমার মতে চলিবে কি না বল। তোমার বাপের সহিত আমার বনিবে না, তিনি পূজা ক'রে ক'রে

ঋষি তপস্বী হইয়া গিযাছেন, আর তাঁহাতে পদার্থ নাই; তাঁহার মতে কাজ করিতে গেলে আমাদিগের এ সম্পদ থাকিবে না।" মাণিক বলিলেন, "সে কি! আমি আপনার কথা শুনিব না—এ কি কথা? বাপ আমার কি উপকারে আছেন? আপনিই ত আমাকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতেছেন, আপনি যাহা বলিবেন তাহাই করিব।" ছোটবাবু বলিলেন, "আমি তোমাকে অন্যায় কায করিতে বলিব না; তোমার মেজখুড়ী কাল রাত্রে পালিয়ে গেছে শুনেচ ত?" মাণিক বলিলেন, "আজ্ঞা হাঁ, আপনি যদি হুকুম করেন, তা হ'লে বেটীর কাঁচা মাথাটা কেটে নিয়ে আসি।" ছোটবাবু বলিলেন, "না বাবা, এখন দাঙ্গা হাঙ্গামার সময় নহে; আগে তাহার কলঙ্ক রটনা করিয়া দি, 'আমাদিগের লাখ্-টাকার জহরত লইয়া পালাইযাছে' সেটা আগে আদালতে সপ্রমাণ করি, তাহাব পরে যাহা করিতে হয়, দুই খুড়ো-ভাইপোয় পরামর্শ করিয়া করিব।" এইরূপ কথা বার্ত্তার পর মাণিকবাবু ও রমেশবাবু স্নানাহার করিতে গেলেন।

এদিকে গ্রামেব মধ্যে কাণাঘুষা চলিতে আরম্ভ হইল, কেহ বলে,'পালেদের মেজবউ চাকরের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে।' কেহ কেহ সে কথায় কর্ণপাত করে না—আবার বলে, 'মেজবাবুর মৃত্যুর পর হইতেই ছোটবাবু মেজবধূর উপরে পীড়ন আরম্ভ করায়, মেজবধূ সুযোগ করিয়া পিত্রালয়ে পলায়ন করিয়াছে। মেজবধূ সাক্ষাৎ সাবিত্রী,সে যে হটাৎ কুপথে দাঁড়াইয়াছে—এ কথা বিশ্বাস হয় না।' পুরুষ-মহলে এইরূপ দুই দল হইল; কিন্তু মেয়ে-মহলে সকলেই হাস্য-

বদনে টেপাটিপি করিয়া বলিতে লাগিল, "দেখ্‌লে, মেজ-বউয়ের সতীপনাটা দেখ্‌লে দিদি?" দিদি বলিলেন, "তা ত জানি গো—তা ত জানি, বলে—"মর্‌বে মেয়ে উড়্‌বে ছাই, তবে মেয়ের কলঙ্ক নাই" কি আর ব'ল্‌ব বোন্‌, আমরাও অল্প বয়সে বিধবা হয়েচি; দুর্গা দুর্গা!—এখন পরকালটা রেখে মত্তে পাল্লে বাঁচি।" মেজবধূ সম্বন্ধে এইরূপ ঘাটে পথে যেখানে সেখানে নানা কথা চলিতে লাগিল। পালেদের বাটীর ভিতর বাহির একেবারে নিস্তব্ধ, সকলেরই মুখ ম্লান, ঘাড় তুলে কেহ কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। এই রকমে দ্বিতীয় দিবস কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিবস প্রত্যূষে ছোটবাবু আপন ভ্রাতস্পুত্র মাণিককে লইয়া মন্ত্রণা করিতে বসিয়াছেন, এমন সময়ে দেউড়ীব দ্বারবান একখানি পত্র আনিয়া উপস্থিত করিল। যদিও পত্রের শিরোনামায় বড়-বাবুর নাম ছিল, তথাচ ছোটবাবু পত্রখানি খুলিয়া ফেলিলেন ও আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আরক্তনয়নে মাণিকলালকে বলিলেন, "দেখেচ বাপু! বেষ্টা বেটার চালাকি দেখ!" মাণিক বলিলেন, "কি লিখেচে মশায়, একেবার অনুগ্রহ ক'রে পড়ুন না শুনি?" ছোটবাবু বলিলেন, "আবার পোড়্‌ব কি? মোট কথা বলি শোন;—আমি মেজবউয়ের উপর দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছিলাম, অন্য কি কথা তাহাকে মারিয়া ফেলি-বার চেষ্টায় ছিলাম; সেইজন্য সে প্রাণ লইয়া পিতৃগৃহে পলায়ন কবিয়াছে, এক্ষণে বিষযের এক তৃতীয়াংশ চাহি-তেছে আর কর্ত্তার নিকট পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছে। যদি সহজে আমরা তাঁহার অভিপ্রায়ানু-

যায়ী কার্য্য না করি, তাহাহইলে সে আদালতে নালিস উপস্থিত করিবে।” এই সমস্ত শুনিয়া মাণিক বলিলেন, “কাকা, এখন এর উপায় কি করা যায়? আপনি পূর্ব্বে গুরুপুরোহিতকে কি বলিয়াছিলেন, সেইজন্য গ্রাম শুদ্ধ লোক আমাদিগের শত্রু হইয়াছে। লোক পরম্পরায় শুনিতে পাইতেছি যে, সকলেই মেজখুড়ীর সাপক্ষে সাক্ষী দিবে।” ছোটবাবু বলিলেন, “আরে বাপু! তার জন্যে তুমি ভয় পাইতেছ কেন? গ্রামের কোন্ বেটাকে আমি ভয় করি? টাকার জোরে সকল বেটাকে বশ করে ফেল্‌ব। গুরু আর পুরোহিত দু’বেটা আমার উপর ভারি লেগেচে; ঐ দু’ বেটাকে গুম্ করে ফেল্‌ব যে কারুর বাবারও সাধ্য হইবে না তাহাদিগের সন্ধান পায়।” এইরূপ কথা বার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে দেউড়ীব দ্বারবান কতকগুলি বিজ্ঞাপন-পত্র আনিয়া উপস্থিত করিল। বিষ্ণুবাবু পূর্ব্ব হইতেই চারি পাঁচ হাজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া থানায় থানায় ও ফাঁড়িতে ফাঁড়িতে এক এক তাড়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। পালবাবুদিগের বাটীর নিকটস্থ ফাঁড়িদার সেই বিজ্ঞাপনের কতকগুলি ছোটবাবুর নিকট পাঠাইযা দিয়াছিল। তাহার স্থূল মর্ম্ম এই;—“আমার ভগ্নী কামিনীসুন্দরী দাসীর মৃত স্বামী ৺ উমেশচন্দ্র পাল, মৃত্যুকালে তাঁহাকে গুরুপুরোহিত ও গ্রামস্থ এবং বাটীর প্রধান প্রধান কয়েকজন লোকের সম্মুখে পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতি দিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রমেশচন্দ্র পাল, কামিনীসুন্দরীকে পোষ্যপুত্র লইতে দিতেছেন না এবং তাঁহাকে

বন্দিনীর ন্যায় নিজ বাটীর মধ্যে পাহারায় রাখিয়াছিলেন। কামিনীসুন্দরী প্রাণভয়ে একবস্ত্রা আমার বাড়ীতে পলাইয়া আসিয়া এই বিজ্ঞাপন দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছেন যে, তিনি কেবল মাত্র প্রাণের দায়ে পলাইয়া আসিয়াছেন। যদি কেহ বিনা কারণে তাঁহার চরিত্রের প্রতি দোষারোপ করেন, তাহাহইলে আদালতে তাহা সপ্রমাণ করিতে হইবে; না পারিলে তিনি ঐ দুর্ব্বৃত্তের উপর মানহানির নালিস উপস্থিত করিবেন। যদ্যপি তাঁহার বিপক্ষে তাঁহার দেবর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র পাল মিথ্যা কলঙ্ক-কীর্ত্তন বা 'অস্থাবর বিষয় লইয়া পলায়ন করিয়াছে' এইরূপ রটনা করেন, তাহাহইলে তাঁহার উপরেও মানহানির নালিস উপস্থিত হইবে।"

খুড়া ভাইপোয এই বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক্ ও নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণের পর ছোটবাবু বলিলেন, "কুচ্ পর্‌ওযা নেই! ও পের্‌মারার তাড়ায় আমি ডরাই না। 'প্রায় লক্ষটাকার মাল লইয়া পলায়ন করিয়াছে' এই তহমতে আমি কল্যই নালিস রুজু করিয়া দিব; দেখি বেস্টা বেটা কত টাকা লইয়া ঘর করে, কতদিন আমার সঙ্গে মোকদ্দমা চালায়।" মাণিক বলিলেন, "কাকাবাবু! আপনি ভাল করিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করুন, দেখিবেন যেন পশ্চাৎ হাস্যাস্পদ হইতে না হয়।" রমেশ বলিলেন, "ওহে বাপু, একটু ঝোঁকে না গেলে কি কায আদায় হয়? লোকে কথায় বলে জান না? "জল জল বৃষ্টির জল—আর বল বল টাকার বল।" বেস্টা বেটা

এই বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া যেন বিদ্যেসুন্দরের সুন্দর হইয়াছে। সুন্দর বলেছিল জান না? "মালা মাঝে পত্র দিব তাহে বুঝা সুঝা, বেড়া নেড়ে যেন গৃহস্থের মন বুঝা।" বেটা কেবল পত্রবাজী ক'রে আট্ঘাট্ বাঁধ্‌তে চাচ্চে। আরে, তা কি কত্তে দেব,—হাজার কাক এক গুলিতে ফর্‌সা ক'র্‌ব।" মাণিক কহিলেন, "কাকাবাবু! বিদ্যেসুন্দরে দেখ্‌চি আপনাব খুব বিদ্যে ছিল, এখনও পর্য্যন্ত আপনার সব গৎ মুখস্থ রয়েচে।" ভ্রাতষ্পুত্রের প্রশংসাবাদে পুলকিত হইয়া ছোটবাবু বলিলেন, "বাবা, লেখাপড়াটা আমি খুব শিখে-ছিলেম, সেই বিদ্যের জোরেই না কুঁদে বেড়াচ্চি? সে যাহা হউক এখন চল, দুইজনে এক মত হ'য়ে নালিস রুজু ক'রে দিই গে।" মাণিক বলিলেন, "যে আজ্ঞে।"

পরদিবস মাণিক ও রমেশচন্দ্র উভয়ে আদালতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সুবিখ্যাত উকীল তিমিরনাশক চট্টো-পাধ্যায দ্বারা আর্‌জি প্রস্তুত কবাইয়া আদালতে দাখিল করিয়া দিলেন। আর্‌জি পাঠান্তে কামিনীসুন্দরীকে ওয়া-রেণ্ট্ দ্বারা গ্রেপ্তার করিবার হুকুম দিলেন; যেহেতু রমেশ-চন্দ্র আর্‌জিতে লিখিয়াছেন যে, 'কামিনীসুন্দরী আমার মধ্যম ভ্রাতাব বিধবা স্ত্রী; তাঁহার সহোদর বিষ্ণুচন্দ্রের সহিত সাজস করিয়া আমাদিগের লক্ষটাকা মূল্যের জহরত অপহরণ করিয়া পলাইয়াছে। সেই মাল ও আসামীদ্বয় এক্ষণে বিষ্ণু-পুরস্থ বিষ্ণুচন্দ্রের বাটীতে আছে, খাড়া ওযারেণ্ট্ দ্বারা তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে পারিলেই চৌর্য্য মাল আদায় হইতে পারে।' বিষ্ণুচন্দ্রের একজন মোক্তার আর্‌জি-পেশের

সময় আদালতে উপস্থিত ছিল, সে মক্কেলের উপস্থিত বিপদ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ একজন দ্রুতগামী পাইক্‌কে বিষ্ণুপুরের বাটীতে পাঠাইয়া দিল। বিষ্ণুচন্দ্র এই সংবাদ শ্রবণমাত্র কামিনীসুন্দরীকে স্থানান্তরে পাঠাইয়া দিয়া স্বয়ং আদালতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এদিকে বিষ্ণুপুরে মাজিষ্ট্রেটের নাজির আসিয়া রজনী শেষাগমে বিষ্ণুচন্দ্রের বাটী ঘেরাও করিয়া রহিল। সূর্য্য প্রকাশ হইলে পর 'খানাতল্লাসি' করিবার জন্য বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিতে চাহায়, বিষ্ণুচন্দ্রের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ বিশ পঁচিশজন লাঠিয়াল সমভিব্যাহারে সদর দরজায় উপস্থিত হইয়া নাজির সাহেবকে কহিল, "আমাদিগের কর্ত্তা বাটীতে নাই, তিনি আদালতে গিয়াছেন; কামিনীসুন্দরী কে তাহা আমরা জানি না। আপনি যদি অকারণ এতদ্দেশীয় প্রসিদ্ধ জমীদারের বাটীর ভিতর প্রবেশ করেন ও চৌর্য্য মাল বাহির করিতে না পারেন, তাহাহইলে আপনার ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হইবে! আমরা হাকিমের অবমাননা করিব না। দ্বার ছাড়িয়া দিতেছি, আপনি বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতে পারেন; কিন্তু সাবধান! চোরাই মাল বাহির করিতে না পারিলে আর বাটীর বাহিরে আসিতে হইবে না।" নাজির সাহেব পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন যে, বিষ্ণুচন্দ্র দুর্দ্ধর্ষ জমীদার এবং ভয়ানক মোকদ্দমাবাজ; এই জন্য সহজে তাঁহার বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন না। আদালতে যাইয়া কৈফিয়ৎ দিলেন যে, "বিষ্ণুচন্দ্র বাটীতে নাই, হুজুরের এই কাছারিতেই উপস্থিত আছেন। কামিনীসুন্দরী কে, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলাম

না। এই সকল কারণে কেবল সাহসের উপর নির্ভর করিয়া আমি বড়লোকের বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতে পারিলাম না, এক্ষণে হুজুরের যেমত হুকুম হইবে সেই মত করিব।” নাজির এইরূপ কৈফিয়ৎ দাখিল করিতেছেন, এমন সময়ে বিষ্ণুচন্দ্রের উকীল এজলাসে খাড়া হইয়া নিম্নলিখিত আরজি দাখিল করিল ঃ—

“ধর্ম্মাবতার! আমার নাম বিষ্ণুচন্দ্র সরকার, নিবাস বিষ্ণুপুর। আমার কনিষ্ঠাভগ্নীর দিক্‌নগরের খ্যাতনামা উমেশচন্দ্র পালের সহিত বিবাহ হয়। তিনি আজ দুই বৎসর পরলোকগত হইয়াছেন; কিন্তু মৃত্যুকালে আমার ভগ্নীকে সর্ব্বজনসমক্ষে পোষ্যপুত্র গ্রহণের আদেশ ও সমুদয় বিষয়ের এক তৃতীয়াংশ বুঝিয়া লইবার অনুমতি দিয়া গিয়াছেন। আমার ভগ্নীপতির মৃত্যু হইতে একাল পর্য্যন্ত তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র পাল, আমার ভগ্নীকে বিষয়-বৈভব বুঝাইয়া দিলেন না এবং পোষ্যপুত্র গ্রহণের কথা উপস্থিত করিলে, আমার ভগ্নীকে রমেশচন্দ্র নানাপ্রকার ভয় দেখাইতেন। মধ্যে মধ্যে বলিতেন, ‘পুনরায় পোষ্যপুত্রের কথা উপস্থিত করিলে, তাহার শিরশ্ছেদন করিবেন।’ আমার ভগ্নী কামিনীসুন্দরী নানারূপ অত্যাচারে প্রপীড়িতা ও প্রাণভয়ে ব্যাকুলা হইয়া আমার বাটীতে একবস্ত্রা পলাইয়া আসিয়াছে। ধর্ম্মাবতার। কামিনীসুন্দরী লক্ষটাকার জহরতও চুরি করিয়া আনেন নাই ও কুপথগামিনীও হন নাই; তথাচ তাঁহার কনিষ্ঠ দেবর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র পাল, কামিনীসুন্দরীকে বিষয়চ্যুতা করিবার জন্য

তাঁহার কলঙ্ক রটনা করিয়া বেড়াইতেছেন ও চুরি তহমত দিয়া অত্র আদালতে এক আরজি দাখিল করিয়াছেন। ধর্ম্মাবতার! আমি কিম্বা আমার ভগ্নী আইনানুসারে কোন অংশে অপরাধী নহি; রমেশচন্দ্র যে মিথ্যা নালিস উপস্থিত করিয়াছেন, সাক্ষ্য দ্বারা তাহাও প্রতিপন্ন করিতে প্রস্তুত আছি,—এক্ষণে ধর্ম্মাবতার বিচারকর্ত্তা।"

বিষ্ণুচন্দ্রের আরজি শুনিয়া হাকিম বলিলেন, "দুই মোকদ্দমার এককালীন বিচার হইবে। প্রথমতঃ রমেশ-চন্দ্রকে সাক্ষ্য দ্বারা সপ্রমাণ করিতে হইবে যে, কামিনীসুন্দরী ও বিষ্ণুচন্দ্র তাহাদিগের লক্ষটাকার জহরত চুরি করিয়াছে কিনা, তাহার পর কামিনীসুন্দরী ও বিষ্ণুচন্দ্র 'মাতব্বর' সাক্ষীর দ্বারা আপনাদিগকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করিবে। যখন বিষ্ণুচন্দ্র স্বয়ং হাজির হইয়াছে ও কামিণীসুন্দরী পর্দা-নসিন, তখন ওয়ারেণ্ট্ বাহির করিবার হুকুম রদ করিলাম। এই মাসের পোনেরই তারিখ বিচারের দিন ধার্য্য রহিল।"

দেখিতে দেখিতে দিন কাটিয়া গেল, নির্দ্দিষ্ট দিবসের তিন চারি দিবস পূর্ব্বে ছোটবাবু বড়বাবুর বৈঠকখানায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন, সে সময়ে বড়বাবুকে কিঙ্করদ্বয় তৈল-মর্দ্দন করিতে ছিল। ছোটবাবুকে হটাৎ সমাগত দেখিয়া বড়-বাবু কহিলেন, "কি ভাই, কি মনে করিয়া আসা হইয়াছে? বোধ হয় সপিনা দিতে আসিয়াছ; কিন্তু ভাই, নিশ্চয় জানিও, আমি আদালতে দাঁড়াইয়া কখনও মিথ্যা সাক্ষ্য দিব না।" ছোটবাবু বলিলেন, "মহাশয়! এ আপনার অত্যন্ত অন্যায় কথা! আমাদিগের পাঁচআনা অংশ একটা দুশ্চ-

রিত্রা স্ত্রীলোক ব্যভিচারে উড়াইয়া দিবে, তথাচ আপনি দুইটা মিথ্যা কথা বলিয়া পৈত্রিক বিষয় রক্ষা করিবেন না? যদি মেজবধূকে বিষয়চ্যুতা করিতে পারি, তাহা-হইলে সে বিষয় কিছু আমি একক পাইব না, আপনিও তাহার অর্দ্ধাংশ পাইবেন; তবে কেন আপনি প্রকৃত কার্য্যের উপর ঔদাস্য প্রকাশ করিতেছেন?" বড়বাবু বলিলেন, "আমি প্রবঞ্চনা করিযা বিষয় লইতে চাহি না, তোমার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই কর গে, আমি আর তোমাকে নিবারণ করিতেও চাহি না; তবে তুমি ইহা নিশ্চয় জানিও যে, উপস্থিত মোকদ্দমায় যাহা ব্যয-ভূষণ হইবে, তৎসমুদয় তোমার অংশে পড়িবে, আমি তাহার এক কপর্দ্দকও দিব না।" ছোটবাবু কিঞ্চিৎ উন্নতস্বরে কহিলেন, "সব বুঝিতে পারিয়াছি, আপনি মেজবধূর পক্ষ-সমর্থন করিবেন বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই আমার সহিত পৃথক্ হইয়া থাকিবেন! ইহা-কেই বলে জ্ঞাতি; আপনি ধর্ম্মাত্মা বিভীষণের ন্যায় কার্য্য করিতে চাহিতেছেন? আচ্ছা করুন, আমি যখন প্রতিজ্ঞা করিয়া একটা কার্য্যে হস্তার্পণ করিযাছি, তখন 'মরি আর বাঁচি' তাহার শেষ পর্য্যন্ত অবশ্যই দেখিব।" এই কথা বলিয়া ছোটবাবু আর্ত্তনাদ কবিতে করিতে চলিয়া গেলেন। নিজ বৈঠকখানায উপবিষ্ট হইয়া শ্বশুর ও শ্যালককে ডাকাইলেন, তৎপরে মাণিককে ডাকিতে কিঙ্কর পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু মাণিক আসিল না। মানিকবাবু কিঙ্কর দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন যে "কাকাবাবুকে আমার আশা পরিত্যাগ করিতে বলিও; কারণ আমি পিতার নিকট অতি-

শয় গালাগালি খাইয়াছি, তাঁহার অমতে কোন কার্য্য করিতে পারিতেছি না।” মাণিকের কথা শুনিয়া ছোটবাবু হতাশ হইলেন, ভাবিলেন, “এক্ষণে করি কি ? গুরুপুরোহিত ও দাদামহাশয় যদি আমার প্রতিকূলে সাক্ষ্য দেন, তাহাহইলে ত উপস্থিত মোকদ্দমায় নিশ্চয় হারিব ; কেবল হারিব এমত নহে, সঙ্গে সঙ্গে বেষ্টা বেটা মানহানির নালিস উপস্থিত করিবে। গ্রামশুদ্ধ লোক আমার প্রতিকূলে দাঁড়াইয়াছে, কেবল এক শ্যালক ও শ্বশুরমহাশয় ব্যতিরেকে আমার পৃষ্ঠ-পোষক কেহই নাই।” ছোটবাবু এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার শ্বশুর ও শ্যালক আসিয়া উপস্থিত হই-লেন। ছোটবাবু শ্বশুরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “মহাশয় ! মোকদ্দমার ত ভারি বেগতিক দেখিতেছি, কিছুই তদ্বির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। দাদা আজ আমাকে স্পষ্ট জবাব দিয়াছেন, মাণিকও বাপের ভয়ে কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছে না ; এক্ষণে আপনারাই কেবল আমার বল, বুদ্ধি ও সহায়।” ছোটবাবুকে নিতান্ত হতাশ দেখিয়া তাঁহার শ্বশুরমহাশয় কহিলেন, “পরশ্ব তারিখে মোকদ্দ-মার দিন ধার্য্য আছে, এখনও একখানা সপিনা বাহির করা হইল না। লোক পরম্পরায় শুনিলাম যে, বিষ্ণুবাবু তোমার গুরুপুরোহিতকে সপিনা দিয়াছে, বড়বাবুর উপরও অদ্য সপিনা জারি হইবেক, এতদ্ভিন্ন গ্রামের কতকগুলি সম্ভ্রান্ত লোককে সফিনা দিতেছে ; আমার মতে এ মোকদ্দমা মিটাইয়া ফেলাই ভাল।” ছোটবাবু বলিলেন, “মহাশয় ! ও কথা মুখেও আনিবেন না, আমি বেষ্টার কাছে ছোট হইতে

পারিব না।” ছোটবাবুর শ্বশুর বলিলেন, “যদি নিতান্তই মোকদ্দমা না মিটাইতে পার, তাহাহইলে আর একমাসের জন্য সময় লইতে হইবে কিন্তু বিষ্ণুর তরফের সমস্ত সাক্ষী আদালতে উপস্থিত হইলে হাকিম তোমার কথায় কর্ণপাত করিবেন কিনা বলিতে পারিনা।” ছোটবাবু কহিলেন, “মহাশয়! বেন্টা কি একটা সাক্ষী আদালতে হাজির করাইতে পারিবে? আমি সে পথে কাঁটা দিয়া রাখিয়াছি; তবে আপনি স্নানাহার করিয়া অদ্যই কাছারিতে চলিয়া যাউন। সেখানে বেন্টা কিরূপ তদ্বির করিতেছে, আপনি ব্যতিরেকে কেহই তাহার প্রকৃত অনুসন্ধান লইতে পারিবে না। আপনি কিছু অধিক টাকা সঙ্গে রাখুন, বিপক্ষ পক্ষের সাক্ষ্য ভাঙ্গাইতে সাধ্য পক্ষে চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না।”

ছোটবাবুর শ্বশুরমহাশয় পাঁচহাজার টাকা লইয়া বিদায় লইলেন। ছোটবাবু নিজে চারিদিকে ছুটাছুটী করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে কিছুই কায করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অবশেষে মনে মনে স্থির করিলেন যে, “বেন্টার প্রধান সাক্ষী আমাদিগের গুরুপুরোহিত যে সময় আদালতে যাইতে প্রস্তুত হইবেন, সেই সময় কোন কৌশলে তাঁহাদিগকে কোন নিভৃত স্থানে লুকাইয়া ফেলিব।” পর দিবস প্রাতে ছোটবাবু কয়েকজন বলবান লাঠিয়ালকে দিক্‌নগরের পথের স্থানে স্থানে মোতায়েন রাখিলেন। প্রকাশ্য রাজপথের কিঞ্চিৎ দূরে একটা হাতী রাখিয়া দিলেন এবং স্থানে স্থানে দুই তিনখানা পাল্কীও রাখিলেন।

এদিকে মোকদ্দমার আগের দিন বৈকালে পালবাবু-দিগের গুরুপুরোহিত ও দুই তিনজন বিষ্ণুবাবুর তরফের সাক্ষী আদালতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। গ্রাম হইতে তিনক্রোশ পথ অন্তরে ছোটবাবুর তরফের লাঠীয়ালেরা তাঁহাদিগকে বল পূর্ব্বক খাল্‌সার নীলের কুঠীতে লইয়া গেল ও বড়ী-গুদামের ভিতর আবদ্ধ করিয়া রাখিল। পর দিবস বেলা দশ ঘটীকার সময় বিষ্ণুচন্দ্র উকীল ও মোক্তার সমভিব্যাহারে আদালতে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু তাঁহার মানত পাঁচজন প্রধান সাক্ষীর মধ্যে একজনকেও উপস্থিত দেখিলেন না। বিষ্ণুর মনে অত্যন্ত ভয় হইল, তিনি একজন ঘোড়সওয়ারকে দিক্‌নগরের পথের দিকে পাঠাইয়া দিলেন; সে অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া বিষ্ণু-চন্দ্রকে সংবাদ দিল যে, "মহাশয়! ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হইয়াছে! বোধ হয় রমেশবাবু আমাদিগের কয়েকজন সাক্ষীকে পথ হইতে বল পূর্ব্বক কোথায় লইয়া গিয়াছেন, তাহার কোন অনুসন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।" বিষ্ণুচন্দ্র এই ভয়ানক কথা শুনিতেছেন, এমন সময়ে মোকদ্দমার ডাক হইল। পেশকার নথি পেশ করিতে না করিতে রমেশবাবুর পক্ষের উকীল আর একমাসের জন্য মোকদ্দমা মুলতবি রাখিবার দরখাস্ত দাখিল করিলেন। বিষ্ণুর পক্ষের উকীল সেই দরখাস্ত না-মঞ্জুর করাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। হাকিম একমাসের জন্য মোকদ্দমা স্থগিতের আদেশ দিলেন।

এদিকে দিক্‌নগরের পথে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। 'পাল-বাবুদিগের গুরু এবং পুরোহিত আদালতে সাক্ষ্য দিতে যাইতেছিলেন, দিক্‌নগরের চটী হইতে তাঁহাদিগকে ডাকাতে ধরিয়াছে।' ক্রমে গুরুপুরোহিতের পুত্রেরা আপ-নাপন পিতার বিপদের কথা শুনিযা বিষ্ণুচন্দ্রের নিকট জানাইলেন, বিষ্ণুচন্দ্র তৎপরদিবসেই আদালতে রমেশবাবুর উপর গুম-খুণীর নালিস রুজু করিয়া দিয়া দুর্ব্বৃত্ত রমেশ ব্রাহ্মণ কয়েকজনকে কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছে, পুলীস ও গোযেন্দা দ্বারা তাহার অনুসন্ধান লইতে লাগিলেন। রমেশচন্দ্র পূর্ব্ব কথিত কয়েকজন ব্রাহ্মণকে নানা স্থানে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতে লাগিলেন; দুই এক রাত্রির অধিক তাঁহাদিগকে একস্থানে রাখিতেন না; সেই জন্য গোয়েন্দা কর্ত্তৃক বিষ্ণুচন্দ্র তাঁহাদিগেব কোন অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না। ছোটবাবু গুরুপুরোহিতকে মারিয়া ফেলি-য়াছেন, বড়বাবু ইহা নিশ্চয় স্থির করিযা রমেশচন্দ্রের সহিত পৃথক্ হইলেন, এবং জমীদারী প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের এক তৃতীয়াংশ পৃথক্ করিয়া লইবার জন্য আদালতে দরখাস্ত করি-লেন। রমেশ যখন দেখিলেন যে, বড়বাবু সত্য সত্যই পৃথক্ হইলেন ও বিষয় বৈভব পর্য্যন্ত চিহ্নিত করিয়া লইতে গেলেন, তখন বড়বাবুর উপরে তাঁহার ক্রোধের আর পরি-সীমা রহিল না। মেজবধূর অপেক্ষাও জ্যেষ্ঠভ্রাতার উপর অধিক অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বড়বাবুকে গ্রামস্থ লোক সাক্ষাৎ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠীরের ন্যায় জ্ঞান করিত; রমেশ তাঁহার

উপরেও দৌরাত্ম্য আরম্ভ করায়, ক্ষুদ্র ভদ্র সমস্ত লোক তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইতে লাগিল। এদিকে বিষ্ণুচন্দ্র গুমীদিগকে বাহির করিতে না পারিয়া, বড়বাবুর সঙ্গে সঙ্গে বৈভব বুঝিয়া লইবার ও পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবার জন্য কামিনীসুন্দরীকে দিয়া দেওয়ানী আদালতে আর্‌জি দাখিল করাইলেন। একেবারে রমেশচন্দ্রের সহিত দুই দাওয়ানী ও এক ফৌজদারী মোকদ্দমা চলিতে লাগিল। কতকগুলি দুষ্ট উকীলের সহিত পরামর্শ করিয়া রমেশ বড়বাবুর আর্‌জির নিম্নলিখিত মতে জবাব দিলেন, জবাবের মর্ম্ম এই ঃ—"পিতার মৃত্যুর পর তারিখ হইতে আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিষয় বৈভবের উপর কর্ত্তৃত্ত করিয়া আসিতেছেন। বিষয় বৈভবের আয় ব্যয় কি—ও কোথায় কি সম্পত্তি আছে, তাহা আমি বিশেষ জ্ঞাত নহি। বিশেষতঃ জ্যেষ্ঠ মহাশয় আমার মৃত মধ্যমভ্রাতার সহধর্ম্মিণীর সহিত সাজস করিয়া আর এক কেতা দরখাস্ত অত্র আদালতে দাখিল করাইয়াছেন; কিন্তু কামিনীসুন্দরী কোন অংশেই তাঁহার স্বামীর ত্যজ্য বিষযের অধিকারিণী হইতে পারেন না; যে হেতু তাঁহার স্বামী চিররোগী ও কুষ্ঠরোগগ্রস্থ ছিলেন; সেই জন্য মনুর ব্যবস্থানুসারে পৈতৃক বিষয়ের অধিকারী নহেন। জ্যেষ্ঠ কতকগুলি আত্মপক্ষ লোক নিয়া আমার মধ্যমভ্রাতার মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে তাঁহার গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন; সে সময়ে আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম না; এই জন্য মুমূর্ষ ব্যক্তির সহিত তাহাদিগের কি কথা বার্ত্তা হইয়াছিল, আমি তাহার বিন্দু

বিসর্গও অবগত নহি। মধ্যমের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠভ্রাতা আমাদিগের গুরুপুরোহিতের সহিত সাজস করিয়া চারিদিকে ঘোষণা করিতে লাগিলেন যে, "উমেশচন্দ্র পাল মৃত্যুকালে আমাদিগের সম্মুখে তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিয়া গিয়াছেন" এবং এক্ষণেও সেই কথা বাহুল্য-বিস্তারে আপন ও মেজবধূর দাখিলা আরজিতে লিখাইয়াছেন। ধর্ম্মাবতার! আমি শপথ পূর্ব্বক বলিতে পারি যে, আমার মধ্যমভ্রাতা মৃত হইবার দশ বার দিবস পূর্ব্ব হইতে তাঁহার বাক্‌শক্তি ছিল না; তবে তিনি কি প্রকারে মরিবার দুই চারি ঘণ্টা পূর্ব্বে বড়বাবুর সহিত বিষয় বৈভব সম্বন্ধে অত কথা কহিয়াছিলেন? আরও এক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমার জেষ্ঠসহোদর মধ্যমভ্রাতার গৃহ নিতান্ত অপবিত্র বোধে দুই পাঁচ দিবস অন্তরে ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া রুগ্ন-ভ্রাতার সংবাদ লইয়া যাইতেন। মৃত্যুর দিবস যে স্বদলে মধ্যমের গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া তথায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিলেন, এতদ্দারাই তাঁহার দুরভিসন্ধি বিশিষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছে। ধর্ম্মাবতার! আমার জ্যেষ্ঠসহোদরের হস্তে ষ্টেটের সমস্ত তহসিল-তাগাদা রহিয়াছে, তিনি জলের ন্যায় অর্থ ব্যয় করিয়া আমাদিগের গুরুপুরোহিত ও গ্রামের প্রধান প্রধান লোক গুলিকে অর্থদ্বারা আত্মপক্ষ করিয়া লইয়াছেন। এরূপ অবস্থায় আমার নিজ পক্ষ সমর্থন করা অত্যন্ত সুকঠিন হইয়া উঠিয়াছে, এক্ষণে ধর্ম্মাবতার বিচারকর্ত্তা।"

মুল আরজি এবং জবাব পড়িয়া হাকিম উভয় পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণের দিন ধার্য্য করিলেন। ধার্য্য দিনে বড়বাবুর

ও মেজবধূর তরফের চার পাঁচজন ভদ্র সাক্ষীর জবানবন্দী হইল ও সাক্ষীগণ যে সমুদয় সত্য কথা বলিয়া গেল, হাকিমের তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইল। তিনি প্রতি পক্ষের উকীলকে কহিলেন," কেমন,—তুমি এ সকল সাক্ষীকে জেরা করিতে চাহ ?" উকীলবাবু বলিলেন, " ধর্ম্মাবতার! এ সকল তৈয়ারী সাক্ষী, ইহাদিগকে জেরা করা বা না করা আমার মক্কেলের পক্ষে দুই সমান হইয়া উঠিবে।" হাকিম বলিলেন, "তবে তোমার মক্কেলের পক্ষের সাক্ষীগণকে পর্য্যায়ক্রমে সাক্ষ্য আদায় দিতে কহ।" উকীল কহিলেন, " ধর্ম্মাবতার! বড়বাবু ও মেজবধূ টাকা দ্বারা আমার মক্কেলের সমস্ত সাক্ষী ভাঙ্গাইয়া লইয়াছেন, অদ্য তারিখে আমি একজনও সাক্ষী উপস্থিত করিতে পারিলাম না; আমার মক্কেলের প্রার্থনা এই যে, মোকদ্দমা একপক্ষেব জন্য মুলতবি থাকে।" হাকিম বলিলেন, " যখন বাদীরা মাতব্বর সাক্ষীর দ্বারা আপনাপন দাবি সর্ব্বোতোভাবে প্রমাণ করিয়াছে, তখন এ মোকদ্দমা আমি আর মুলতবি রাখিতে পারি না; আমি উভয় পক্ষেরই দাবির ডিক্রী দিলাম, আর কামিনীসুন্দরীকে পোষ্যপুত্র গ্রহণের ক্ষমতা দিলাম, এ বিষয়ে যদ্যপি তোমার মক্কেলের কোন আপত্তি থাকে তাহা তিনি আপিল আদালতে প্রকাশ করিতে পারেন।" অত্র আদালতে মোকদ্দমার এই চূড়ান্ত নিস্পত্তি হইয়া গেল।

ছোটবাবু মোকদ্দমায় হারিয়া একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন! সর্ব্ব শরীর দুঃখে, ও ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল, আর সুস্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিলেন না, আদালতের

বাহিরে আসিয়া একটি বটবৃক্ষতলে বসিয়া পড়িলেন! তাঁহার কর্ম্মচারিগণ কেহ বা বীজন করিতে লাগিল, কেহ বা এক ঘটী জল আনিয়া বাবুর মুখে চ'খে সিঞ্চন করিতে লাগিল। ছোটবাবুর দাওয়ানজী কহিলেন, "মহাশয়! এত কাতর হইতেছেন কেন? আমরা আপিলে এ মোকদ্দমা নিশ্চয় পাইব; আপনাকে হারাইয়া দেওয়ায় আদালত শুদ্ধ লোক একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া পড়িয়াছে! প্রধান প্রধান উকীলগণ বলিতেছে এত হারিবার মোকদ্দমা নহে, হাকিম মোকদ্দমার বিশেষ তদন্ত না করিয়া এক প্রকার অন্ধ হইয়া বিচার নিস্পত্তি করিলেন।" ছোটবাবু কাহারও কথায় প্রবোধ পাইলেন না, শত বৃশ্চিক তাঁহাকে দংশন করিতেছিল, সেই বৃক্ষতলায় চাদর পাতিয়া শয়ন করিলেন। সেই সময়ে একটি ব্রাহ্মণ "হা বিধাতঃ—হা বিধাতঃ! ধর্ম্ম কি নাই রে! ধর্ম্ম কি নাই রে!" এইরূপ আক্ষেপোক্তি করিতে করিতে ছোটবাবুর নিকট আসিল। ব্রাহ্মণের নিতান্ত দৈন্যভাব দেখিয়া ছোটবাবু উঠিয়া বসিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর! আপনার কি হইয়াছে?" ব্রাহ্মণ কহিলেন, "মহাশয়, না বুঝিয়া মোকদ্দমায় মাতিয়াছিলাম, অদ্য তাহার বিলক্ষণ ফল প্রাপ্ত হইলাম! দুই কোর্টের খরচা দিতে গেলে, ভিটশ্চ ঘুঘুশ্চ করিতে গেলেও নিস্তার পাইব না। হায় হায় হায়! আপন বুদ্ধিতে সর্ব্বনাশ করিলাম! খুঁটে মুখে দিব এমন বিষয় রহিল না। আমি চীৎকার শব্দে বলিতেছি, 'কেহ যেন আদালতে মোকদ্দমা করিতে না আসে!' মহাশয়! আজ দুই বৎসরকাল লোকের খোসামুদি করিতে করিতে

ও পেয়াদার হুড়া খাইতে খাইতে শরীরের হাড়্ গুলা চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, আদালতে হাঁটিতে হাঁটিতে পায়ের সূতা ছিঁড়িয়াছে, ভাবিয়া ভাবিয়া এক প্রকার পাগল হইয়াছি! তাহার পর কি না পঞ্চাশ টাকার দাবির মোকদ্দমায় হৃত-সর্ব্বস্ব হইয়া গেলাম? মহাশয় গো! দুঃখের কথা কি বলিব, আদালতের কুকুরটা শেয়ালটা অবধি পয়সার জন্য হাঁ করিয়া রহিয়াছে, একটি পয়সা না ফেলিলে একবার তামাক খাইতে পাওয়া যায় না, পিপাসায় কণ্ঠ তালু শুষ্ক হইয়া উঠিলে, একটি পয়সা ভিন্ন এক গেলাস জল পাওয়া যায় না। এই আদালতের বাজে উকীলগুলা না করিতে পারে, এমন কার্য্যই নাই! মোকদ্দমা রুজু করিবার পূর্ব্বে তাহারা আকাশেব চাঁদ হাতে আনিয়া দেয়, তাহার পর প্রতি দিবস টাকার তাগাদা আরম্ভ করে, টাকা লইবার যে কত ফন্দী করিয়া রাখিযাছে তাহার সংখ্যা করা ভার। একখানি সপিনা বাহির করিতে পাঁচটি টাকা খরচ হয়, তাহার পর সেই সপিনা খানি মানিতসাক্ষীর হস্তে দিবার সময় পেয়াদা সাহেব যেরূপ নবাবী মেজাজ ধারণ করেন, সাক্ষাৎ মেজিষ্ট্রেট সাহেব বলিয়া বোধ হয়! যেমন একটা ডাকের কথায় আছে, 'আঁব পাক্‌লে ডোম রাজা' তেম্‌নি সপিনার তাড়া কক্ষে পূরিলেই পেয়াদা সাহেব একেবারে সাহাজাদা হইয়া উঠেন! সাত ডাকে ও উত্তর দেন না, অনেক অনুনয় বিনয়ের পর রীতিমত পূজা পাইয়া তবে গাড়ি চড়িয়া থাকেন। রীতিমত পূজা না পাইলে, 'আমার কাম বহুত, আজ্‌কে ত আমি যেতে নার্‌চি।' যিনি পেয়াদা সাহেবের

ভাব গতিক বুঝিতে পারেন তিনি অমনি "ভগবতে বাসু-দেবায় নমঃ" বলিয়া পুষ্পাঞ্জলি দেন—আর পেয়াদা সাহেব অমনি বলিয়া উঠেন—"বরং বৃণু" বর লও। বাবু! বলিতে বুক ফাটিয়া উঠে, আমি প্রথম আদালতে উনীশ জন সাক্ষী দিয়া ছিলাম সেই উনীশজনকে উনীশখানি সপিনা ধরাইতে, মায় গাড়িভাড়া একশত পঁচিশটাকা খরচ হইয়াছিল। বাবু! বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি, যখন পঞ্চাশ টাকার দাবির মোকদ্দমায় একশত পঁচিশটাকা সপিনা খরচ হইল, তখন তিনি আদালতে গরিব ব্রাহ্মণের কত টাকা খরচ হই-য়াছে? হায় হায় হায়! যখন লোক মোকদ্দমায় মাতিয়া উঠে, তখন তাহাদিগের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, মান অপমান বোধ থাকে না; তাহা না হইলে কোটীপতিরা কি জন্য এজলাসে ঢুকিয়া নেড়ে পেয়াদার হুড়া খাইযা থাকেন—ছোটলোকের তোষামোদ করেন? মহাশয় গো! আমি এই ছয়মাস প্রায় প্রত্যহ আদালতে আসিতেছি, আদালতের হাট হদ্দ সমস্ত বুঝিয়া লইয়াছি, নিতান্ত পাপের ভোগ না থাকিলে মানুষ আদালতে হকিয়ত করিতে আইসে না।

ব্রাহ্মণঠাকুরের কথাগুলি রমেশচন্দ্র মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিলেন। তাঁহার দুই চক্ষে দরদরিত জলধারা বহিতে লাগিল, বলিলেন,"ঠাকুর! আপনাপনি কথা বলিয়া গেলেন, এক্ষণে আমি দুই চারিটি কথা জিজ্ঞাসা করিব বিরক্ত না হইয়া তাহার সদুত্তর প্রদান করুন।" ব্রাহ্মণ-ঠাকুর বলিলেন, "আপনি কি বলিতেছেন? যে ছয়মাস আদালত ঘর করিতেছে, সে কি আবার কোন কাজে

বিরক্ত হইতে পারে? মোকদ্দমা-বাজদিগের দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, মান নাই, মর্য্যাদা নাই, ঘৃণা নাই, কেবল স্বার্থের জন্য শত সহস্র মিথ্যা কথা কহিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না; হলপ করিয়া ধর্ম্মালয়ে অকাতরে মিথ্যা কথা বলিয়া থাকে, তাহাতে কিছুমাত্র ভীত হয় না। মহাশয়! স্বার্থপর ব্যক্তিরা কথায় কথায় মাম্‌লা উপস্থিত করে। তাহাদিগের চরণে নমস্কার করি। যেমন ডাকাইতেরা পুনঃ পুনঃ নরহত্যা, পরদ্রব্য লুণ্ঠন করিয়া হৃদয়কে প্রস্তর অপেক্ষাও কঠিন করিয়া তুলে, সেইরূপ মোকদ্দমা-প্রিয় লোকেরা, কথায় কথায় মিথ্যা কথা কহিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করে না। আপনি দেখিতেছি বড়লোক, কি কথা জিজ্ঞাসা করিবেন করুন, আমি সরল হৃদয়ে তাহার উত্তর দিব।" রমেশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি সূত্রে মোকদ্দমা রুজু করিয়াছিলেন?" ব্রাহ্মণঠাকুর বলিলেন, "সত্য বলিতে গেলে, কর্ম্মসূত্রে টানিয়া আনিয়া উকীলরূপ কামারেরা আমাকে আদালতরূপ হাড়ি-কাষ্ঠে বদ্ধ করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়াছে। স্পষ্ট কথা বলিতে কি, আমার এক প্রতিবাসীর সহিত দুই কাঠা চৌদ্দ ছটাক ভূমি লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। বাস্তু-ভূমি বলিয়া সেই ভূমিটুকুর উচিত মূল্য পঞ্চাশটাকার ন্যূন নহে। আমার প্রতিবাসী ধনীলোক, তাঁহার বিষয়-লালসা দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে; তিনি গ্রামস্থ অনেক লোকের বৃত্তি-বৈভব বলে ছলে ও কৌশলে আত্মসাৎ করিয়াছেন; তাহার পর, আমার বাটীর দিকে তাঁহার নূতন

অন্দরমহলের চার পাঁচটা জানালা বসাইতে আরম্ভ করিলেন; আমি তাহার প্রতিবাদ করিলাম, তিনি সে কথায় প্রথমতঃ কর্ণপাত করিলেন না। তাহার পর, পাঁচজন গ্রামস্থ লোকের কথায় তিনি বলিতে আরম্ভ কবিলেন যে, "আমার ওদিকে জানালা না রাখিলে তাঁহার ঘর কয়েকটি অন্ধকারময় হইবে। আমি মাপ করিয়া দেখিয়াছি যে, ব্রাহ্মণঠাকুর যদ্যপি দুই কাঠা চৌদ্দ ছটাক জায়গা উচিত মূল্যে বিক্রয় করেন, তাহাহইলে, আমার নূতন বাটীর পক্ষে কোন হানি হইবে না। তিনি যদি সহজে না দেন, তাহা হইলে, আমি যে কোন প্রকারে পারি, ঐ দিকে জানালা রাখিবই রাখিব।" এই কথা শুনিযা, আমাব কয়েকজন প্রতিবাসী, আমাকে পুনঃ পুনঃ অনুবোধ কবিলেন যে, "মহাশয়! উচিত মূল্য লইয়া ঐ জায়গাটুকু বিক্রয় করুন, মোকদ্দমা করিয়া ও দুর্ব্বৃত্ত লোককে আঁটিযা উঠিতে পারিবেন না।" সে সময আমার ঘাড়ে ভূত চাপিল, আমি কটু কাটব্য বলিতে আরম্ভ করিলাম। তখন মনে এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, 'আমার হক্ কখন নষ্ট হইবে না, আমার দলিল আছে, দস্তাবেজ আছে, দীর্ঘকাল দখলের প্রমাণ আছে, তবে সে কি প্রকারে আমার হক্ সম্পত্তি বলপূর্ব্বক কাড়িযা লইবে? এ কি মগের মুল্লুক? আমার বাস্তুভূমি আমি কখনও বিক্রয করিব না, ও দুর্ব্বৃত্ত যাহা করিতে পাবে করুক।' এইরূপ মনে ভাবিয়া বসিয়া রহিলাম; আমার প্রতিবাসী জানালা গাঁথিতে লাগিলেন, রাজার দোহাই মানিলেন না। আমি থানায যাইয়া দারগা সাহেবকে জানাইলাম, তিনি সলাহের-বহিতে এক সম্বাদ

লিখিয়া লইয়া আমাকে কহিলেন, "মুন্‌সফিতে হকিয়ত সূত্রে নালিস উপস্থিত কর, এ সম্বন্ধে পুলিসের হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা নাই।" এই কথা বলিয়া বিদায় করিলেন।

এই সকল ঘটনার পর আমি মুন্‌সেফি আদালতে দুই চারিজন উকীলের সহিত পরামর্শ করিয়া নালিস রুজু করিলাম, মোকদ্দমা এক বৎসরকাল চলিল। তাহার পর, আমি আদালতে ডিক্রী পাইলাম এবং বিরোধী-ভূমির উপরস্থ কয়েকটি জানালা বন্ধ করিয়া দিতে আদালতের হুকুম হইল। আমার প্রতিবাদী প্রতিবাসী জয়কৃষ্ণবাবু মুন্‌সেফের বিচার নিষ্পত্তির উপর আদালতে আপিল করিলেন। আপিল আদালতের হাকিম, পুনরায় ছানি বিচারের জন্য মুন্‌সেফ আদালতে পাঠাইয়া দিলেন, সে বারেও নিম্ন-আদালতে আমি জয়ী হইলাম। মোকদ্দমা পুনরায় আপিল-আদালতে আসিল, কিন্তু এবার প্রতিপক্ষেরা জয়ী হইয়াছেন, আমি একেবারে ধনে প্রাণে মারা হইয়াছি! বাবু! দুই বৎসর ছয়মাস কাল মোকদ্দমায় হাঁটাহাঁটি করিয়াছি; যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতে পারিতাম, তাহা আর পারি নাই, মোকদ্দমার খরচ চালাইবার জন্য প্রায় হাজার টাকা ঋণ-গ্রস্ত হইয়াছি; এক্ষণে আর কতদূর খরচার দায়ে পড়িব, সেই চিন্তায় শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। বাবুজী! পূর্ব্বে আমার ভদ্রাসনের উপর চারিটা জানালা বসাইতে যাওয়ায়, আমার ক্রোধের পরিসীমা ছিল না, এখন আমার সমস্ত ভদ্রাসন খরচার দায়ে বিক্রয় হইবে। শুনিতে পাই-তেছি, ঐ ভদ্রাসন প্রতিপক্ষেরা ক্রয় করিয়া তাহাতে পুষ্করিণী

খনন করিবেন। বাবুজী! বলুন দেখি, সেই সমস্ত কাণ্ড আমি কি প্রকারে চক্ষে দেখিব! পরিবার কয়েকটি লইয়া কোথায় যাইয়া বাস করিব! প্রতীবাসিরা বলিতেছেন,'তুমি জয়কৃষ্ণবাবুর পায়ে জড়াইয়া ধর, তাহাহইলে, তিনি খরচাটা মাপ করিলেও করিতে পারেন।' বাবুজী! আমি আত্মঘাতী হইয়া মরিব—তাহাও শ্রেয, তথাপি দুর্ব্বৃত্ত শত্রুর চরণ ধারণ করিতে পারিব না। কুরুকুলচূড়ামণি দুর্য্যোধন বলিয়াছিলেন, "চিত্ররথ হস্তে মৃত্যু শ্রেষ্ঠ শতগুণে, মরণ অধিক লাজ মস্তক মুণ্ডনে।" সেইজন্য বলিতেছি, ববং সপরিবারে গঙ্গাজলে ঝাঁপ দিয়া মরিব, কাশীধামে যাইয়া ভিক্ষা করিযা খাইব, তথাপি শত্রুর শরণাপন্ন হইব না। বাবু! এক্ষণে আমি চলিলাম," এই কথা বলিয়া সহসা ব্রাহ্মণ সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

ব্রাহ্মণের মোকদ্দমা সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা শুনিয়া ছোটবাবু কিযৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিযা রহিলেন, ক্রমে তাঁহার শ্বশুর, শ্যালক ও অন্যান্য আত্মীযগণ একে একে আসিয়া তাঁহার চতুষ্পার্শ বেষ্টন করিয়া বসিলেন। ছোটবাবুব শ্বশুর বলিলেন, "মোকদ্দমার আপিল করিতে হইবে, আপিলের বিলক্ষণ পথ রহিযাছে, হারি আর জিতি, একবার নসীবত দেখা চাই।" ছোটবাবু কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন,"আর মহাশয়! নসীব দেখ্‌তে হবে না, এ মোকদ্দমা ত চুলোয় গেছে, এখনঢাকি সামলাবার কি উপায়, তারি চেষ্টা দেখুন; এখন শেষ বেলা মেয়াদ খাট্‌তে না হয়। আর হাটের মাঝখানে ব'সে কোন কথায় কাজ নেই, চলুন বাড়ী গিয়ে যা বল্‌তে

হয় তা বল্‌বেন।” “সেই কথাই ভাল,” বলিয়া ছোটবাবুর শ্বশুর প্রভৃতি বন্ধু বান্ধবেরা একে একে আপনাপন ভবনাভিমুখে প্রস্থান করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার সময গা ঢাকা হইলে, তিন থানার তিন জন দারোগা ও কতকগুলি ববকন্দাজ ছদ্মবেশে ছোটবাবুর পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছিল; ছোটবাবু গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিবা মাত্রই, তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিল। ছোটবাবু পুলিস কর্ম্মচারিদিগকে, তাঁহার গ্রেফ্‌তার হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা কবায, একজন দারগা কহিল, “রমেশবাবু! এখনও গ্রেফ্‌তাব হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছ? খড়ীবেড়ের নীলের কুঠীর চূণের গুদামে, তোমার গুরুপুরোহিতকে কে ধান জল খাওযাইতেছিল? আর তিনজন ব্রাহ্মণকে কামগাছীর কাছারী বাটীর গোশালার মধ্যে হস্তপদ বন্ধন করিয়া কে ফেলিয়া রাখিয়াছিল? সে কি তুমি? না আর কেউ? অদ্য প্রত্যুষেই তোমার পুণ্য প্রকাশ হইয়াছে। তুইজন পাকা গোযেন্দায় ব্রাহ্মণ কয়েক জনকে বহুদিন ধরিয়া অন্বেযণের পর, অদ্য নরকযন্ত্রণা হইতে নিস্তার করিয়াছে, সেই ব্রাহ্মণ কয়েক জনকে কল্য ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছারিতে দেখিতে পাইবে, কিন্তু তাঁহাদিগের মূর্ত্তি দেখিলে সহসা চিনিতে পারিবে না। তোমার গুরুপুরোহিতের দেড় হস্ত করিয়া দাড়ি ঝুলিতেছে, হস্ত পদের নখ ব্যাঘ্র ভল্লূকেব নখ অপেক্ষাও দীর্ঘ হইয়া পড়িযাছে, তাঁহাদিগেব পরিধেয বস্ত্র দেখিয়া কাছারির দুর্দ্ধর্ষ জমীদারগণও বোদন করিয়াছেন! এক্ষণে

চল, তুমি যে অবস্থায কুলগুরু এবং কুলপুরোহিতকে, চূণের গুদামে ফেলিয়া রাখিয়াছিলে, আমরাও আজ তোমাকে সেইরূপ থানার কোৎঘরে বন্দী করিয়া রাখিব; তাহার পব, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নেক-নজর হইলে, জেলে বড় সুখে অবস্থান করিতে পাইবে।”

নিকটস্থ থানাব দারোগা সাহেব, ছোটবাবুর হস্ত ধারণ করিয়া গারদে প্রবেশ করাইবার উপক্রম কবিল, ছোটবাবুর শ্বশুর ও শ্যালক করযোড়ে দারোগা সাহেবকে কহিলেন, “ধর্ম্মাবতার! অত বড় লোকটাকে একেবারে গারদে পূরিবেন না; আপনি ভদ্রসন্তান, শুনিতে পাই আপনি সর্ব্বদাই ভদ্র-লোকের মান মর্য্যাদা বজায় রাখিয়া, সরকারি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। আপনি বিশিষ্টরূপেই অবগত আছেন যে, পালবংশীয়েরা এতদ্দেশের সর্ব্বপ্রধান জমীদার। বমেশবাবুর ন্যায় জমীদারকে একেবারে থানার কোতে বসান, আপনার ন্যায় লোকের উচিত কার্য্য নহে; আমবা আপনার অবাধ্য হইব না, আপনি যাহা হুকুম করিবেন, সাধ্যানুসাবে তাহাই প্রতিপালন করিব।” দারোগা সাহেব উচ্চ হাস্যের সহিত বলিলেন, “অনেক কালের পর একটি বড় শীকার জুটিয়াছে, এ শীকার পুলিসের মুখ হইতে ছাড়াইযা লওয়া সহজ ব্যাপার নহে; তবে বাণ পৃষ্ঠে তিনটা বন্দুক যোগ করিলে যাহা হয়, যদি দুই এক ঘণ্টার মধ্যে তৎসমুদয় মধুসূদন মিস্ত্রীর দোকানে পঁহুছিযা দিতে পার, তাহাহইলে, ছোটবাবু অদ্যকার রাত্রি আমার নিকট শয়ন করিয়া থাকিতে পাই-বেন। আর কল্য কাছারিতে লইয়া যাইবার সময়ে হাতে

হাতকড়ি দিব না।” ছোটবাবুর শ্বশুর অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া আধা আধিতে রফা করিলেন। সে রজনীতে থানা লোকারণ্য হইয়া পড়িল, পুলিস প্রহরীরা দাণ্ডা পেটা করিয়া সমাগত লোকদিগকে দূর করিতে লাগিল। রাত্রি প্রভাত হইলে,দারোগা সাহেব কাছাবিব সাজে সাজিয়া,দিবা দশ ঘটিকার মধ্যেই আসামীকে নাজিবের হাওয়ালে পঁহুছিয়া দিলেন। ‘পালবাবুদিগের ছোটবাবুকে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারিতে হাজির করাইয়াছে’—এই কথা সর্ব্বত্র প্রচার হওয়ায়, ছোট বড় বহুসংখ্যক লোক কাছারিতে আসিয়া গোলযোগ উপস্থিত করিল; সকলেরই ইচ্ছা ছোটবাবুকে একবার দেখিয়া যাইবে; কিন্তু লোকের গোলযোগে ছোটবাবুর দর্শন সকলের ভাগ্যে ঘটিল না। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এগারটার সময় এজলাসে আসিয়া বসিলেন, আসামি ফরিয়াদিরা হাকিমের দক্ষিণে এবং বামে আপনাপন স্থান অধিকার করিল, ছোটবাবু শির অবনত করিযা কাঠ্‌রার ভিতর দাঁড়াইয়া রহিলেন। ছোটবাবুর প্রধান উকীল রমেশবাবুকে চৌকী দেওয়াইবার জন্য, হাকিমকে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু হাকিম সে কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। হাকিম প্রথমতঃ পালবাবুদের গুরুঠাকুরকে বারে দাঁড়াইবার হুকুম করিযা জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? এবং তোমার পার্শ্ববর্ত্তী লোকটিই বা কোথায় ছিল?” গুরুঠাকুর যোড়করে আপনার বিপদের কথা হাকিমকে একটি একটি করিয়া বলিতে লাগিলেন। গুরুঠাকুরের দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া

হাকিমের দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, বলিলেন, "রমেশ পাল কি জানোয়ার? ভালা লোক্‌কো এত্‌না দুখ দিয়া? আচ্ছা, হাম সব সম্‌জা হ্যায়, আউর তিন আদ্‌মিকো হাজির করো।" অন্য তিনজন ব্রাহ্মণকে নাজির সাহেব এজ্‌লাসে কাঠ্‌রায দাঁড় করাইয়া দিলেন, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাদিগের প্রতি কিছুক্ষণ এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন; তাহার পর, সেরেস্তাদারকে জিজ্ঞাশা করিলেন, "এ তিন আদ্‌মি কোন্ জাত?" সেরেস্তাদার কহিলেন, "ধর্ম্মাবতার! ইহারা পাঁচজনেই ব্রাহ্মণ, সম্ভ্রান্ত লোক, বৃত্তি-বিভব বিলক্ষণ আছে,; কিন্তু এক্ষণে উহাদিগের আওহাল দেখিলে, জঙ্গ্‌লী লোক ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয না। রমেশবাবু এই কয়েক জনের উপর যারপর নাই অত্যাচাব করিয়াছেন, মানুষ হইয়া মানুষের প্রতি এরূপ অত্যাচার অতি নিষ্ঠুরের কার্য্য!" হাকিম কহিলেন, "রমেশ কেন এরূপ দৌরাত্ম্য করিল, ফরিয়াদীব উকীল তাহা আদালতকে বুঝাইয়া বলুন।" উকীলবাবু সাম্‌লা মাথায় দিয়া, বারে দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "ধর্ম্মাবতার! রমেশবাবু প্রথমতঃ তাঁহার মধ্যম ভ্রাতার স্ত্রী কামিনীদাসীর উপর অত্যাচার আরম্ভ কবিয়াছিলেন; অন্য কি কথা, কামিনীদাসীকে হত্যা করিবার পর্য্যন্ত সমস্ত ষড়যন্ত্র কবিয়া বাখিয়াছিলেন। কামিনী এই সংবাদ একজন বিশ্বাসী দাসীব প্রমুখাৎ অবগত হইয়া প্রাণভয়ে পিত্রালয়ে পলাযন করেন। বমেশ তৎপর দিন প্রাতে চারি দিকে ঘোষণা করিয়া দেন যে, "আমাদিগের মেজবৌ প্রায লক্ষ টাকার জহরত লইয়া কোন অপরিচিত

ব্যক্তির সহিত পলায়ন করিয়াছে। কামিনীসুন্দরীর ভ্রাতা বিষ্ণুবাবু, ঐ মিথ্যা তহমতের প্রতিবাদ করিয়া, থানায় থানায় বিজ্ঞাপন পাঠাইয়া দেন। রমেশবাবু সেই বিজ্ঞাপন পাঠান্তে অত্র আদালতে তাহার উপর চুরি তহমত দিয়া নালিস উপস্থিত করেন। অত্র আদালত হইতে কামিনী ও তাহার ভ্রাতা বিষ্ণুকে গ্রেফ্তার করিবার জন্য ওয়ারেণ্ট্‌-জারি হয়। বিষ্ণু ওয়ারেণ্ট্‌ দ্বারা গ্রেফ্তার হইবার পূর্ব্বেই আদালতে হাজির হইয়া, আপন উকীল দ্বারা রমেশবাবুর দাখিলা আর্‌জির এই মর্ম্মে জবাব দেন যে, "আমি কিম্বা আমার ভগিনী পালবাবুদের এক কপর্দ্দকও অপহরণ করি নাই ও আমার ভগিনীও ব্যভিচারিণী হইয়া গৃহত্যাগ করেন নাই। রমেশবাবু যাহা আর্‌জিতে লিখিয়াছেন, তাহা যদি সাক্ষী দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে পারেন, তাহাহইলে, আমরা দণ্ডনীয় হইব; এক্ষণে আমি ও আমার ভগিনী মানহানির নালিস উপস্থিত করিলাম। হুজুর আমাদিগের উপর কৃপা করিয়া, রমেশবাবুর ও আমাদিগের মোকদ্দমা একত্র বিচার করেন,—এই আমাদের প্রার্থনা।', কামিনীদাসীর উকীলের কথা শুনিয়া হাকিম বলিলেন, "তুমি সাক্ষী দ্বারা আপন মোকদ্দমা সপ্রমাণ করিতে চাহ?" রমেশের উকীল খাড়া হইয়া বলিলেন, "ধর্ম্মাবতার! বিষ্ণু আমাদিগের সমস্ত সাক্ষী ভাঙ্গাইয়া লইয়াছে, আমরা আর নূতন সাক্ষী গুজ্‌রাইতে পারিব না। পূর্ব্বে আমাদিগের যাহা সাক্ষী আদায় দেওয়া হইয়াছে, তাহাই চূড়ান্ত বলিয়া লইতে হইবে।" হাকিম কহিলেন, "কেমন বিষ্ণুচন্দ্র। তোমাদিগের সাক্ষী সমুদয় উপস্থিত

আছে?” বিষ্ণু বলিলেন, “হাঁ ধর্ম্মাবতার! আমাদিগের এই দুর্দ্দশাপন্ন পাঁচজন সাক্ষী অদ্য আদালতে উপস্থিত হইয়াছেন; ইহাঁরা ইতিপূর্ব্বে আমাদিগের পক্ষে সাক্ষী দিতে আসিতেছিলেন, রমেশবাবু দিকনগরের দিঘীর পাড় হইতে, তাঁহার পক্ষীয় কতকগুলি দস্যু কর্ত্তৃক ইহাঁদিগকে ধৃত করিয়া লইয়া যান এবং নানা স্থানে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ান। বহু কষ্টে পুলিষের গোয়েন্দা কর্ত্তৃক কল্য ইহাঁদিগকে বাহির করা হইয়াছে।” হাকিম বলিলেন, “রমেশের উপর ইতিপূর্ব্বে যে, এক গুমী-মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল, সে কি এই?” বিষ্ণুর উকীল দাঁড়াইয়া কহিল, “ধর্ম্মাবতার! সে এই মোকদ্দমা।” হাকিম কিঞ্চিৎ কম্পিত হইয়া পেস্কারকে কহিলেন, “তুমি এই দুই মোকদ্দমার সঙ্গে গুমী-মোকদ্দমাও পেশ্ কর নাই কেন? আমি এই তিন মোকদ্দমাই এককালে বিচার করিব; কারণ, এ তিনই এক ভাবের মোকদ্দমা। অদ্য আমি এ মোকদ্দমা মুল্‌তবি রাখিলাম, কল্য তিন মোকদ্দমাই এককালে পেশ্ হইবে।”

সে দিন এজ্‌লাস পরিত্যাগ করিয়া হাকিম উঠিয়া গেলেন। আদালতের বাহিরে নানা রকমের কথা চলিতে লাগিল, কেহ বলিতেছেন, ‘এইবার রমেশ জাহাজে উঠিবেন।’ কেহ বলিতেছেন, ‘হিন্দু হইয়া গুরুপুরোহিতের উপর এরূপ অত্যাচার কেহ কখন করে নাই, এখনও একপোয়া ধর্ম্ম আছে!’ আবার কতকগুলি লোক দল বাঁধিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, ‘কেবল এক অবীরা

হইতেই পালবাবুদের বিষয়টা ছারখার হইল!' চারিটার মধ্যেই আদালতের লোকজন আপনাপন স্থানে চলিয়া গেল। বিষ্ণুবাবু স্বদলে বাসায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। নাজির সাহেব রমেশবাবুর হস্ত ধারণ করিয়া, আপন বাসায় লইয়া চলিলেন। নাজির সাহেব মনে করিলে তাঁহাকে হাজতে পাঠাইয়া দিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা না করিয়া, আপন স্বার্থ-সাধনের জন্য এক রাত্রি আপন বাসাতেই রাখিয়া দিলেন।

পর দিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে হাকিম এজ্‌লাসে বসিলেন। আসামি ফরিয়াদিগণ হুজুরে হাজির হইল। হাকিম প্রথমতঃ বিষ্ণুর উকীলকে বলিলেন, "তোমার সাক্ষিগণের জবানবন্দী লওয়া হউক। ঐ উকীলবাবু প্রথমতঃ গুরুঠাকুরকে সাক্ষী-স্থলে হাজির করিলেন, আদালত হইতে তাঁহার নাম ধাম বয়স ও ব্যবসায়াদি জিজ্ঞাসা করা হইল। তাহার পর, প্রশ্ন হইল, "তুমি উপস্থিত মোকদ্দমার কি জান?" গুরুঠাকুর মেজবাবুর মৃত্যুর তারিখ হইতে আপনার যান খালাস অবধি সমস্ত বিষয় আনুপূর্ব্বিক সত্যরূপে বর্ণন করিয়া গেলেন। রমেশবাবুর উকীল, মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া দুই একটা জেরা করিয়াছিলেন, কিন্তু সত্যের উপরে প্রতি-পক্ষের কোন জেরাতেই কিছু ফলোদয় হইল না। গুরুঠাকুর যেরূপ সাক্ষ্য দিলেন, পর্য্যায়ক্রমে আর চারিজনও অবিকল সেই সকল কথা বলিয়া গেলেন, কোন কথারই খেলাপ হইল না। হাকিম, বিষ্ণুচন্দ্রের পক্ষীয় সাক্ষিগণের জবান-বন্দী শুনিয়া অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইলেন ও রমেশবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, তোমার বিপক্ষগণের সাক্ষীর

উপরে কোন কথা বলিবার আছে, কি না?” রমেশ কহিলেন, “ধর্ম্মাবতার! আমি আর কি বলিব, যাহা বলিতে হয়, আমার উকীলবাবুই বলিবেন।” উকীলবাবু উঠিয়া গোটা কতক ফাল্‌তো কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু সে কথা কথার মধ্যেই গণ্য হইল না।” তাহার পর, হাকিম কহিলেন, “রমেশচন্দ্র! তুমি কামিনীদাসী ও বিষ্ণু-চন্দ্রের উপর মিথ্যা তহমত দিয়া যে নালিস করিয়াছিলে, তাহা বিলক্ষণ প্রমাণ হইয়াছে; সেই জন্য, তোমার নালিস বাতিল হইল। এক্ষণে আদালত তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, গুমী-মোকদ্দমায় তুমি নিজ দোষ স্বীকার করিবে, না মোকদ্দমা চলিবে?” এই কথা বলিয়া হাকিম ‘টিফিন’ করিতে গেলেন। প্রায় এক ঘণ্টার পর, হাকিম পুনর্ব্বার এজ্‌লাসে বসিলে, রমেশবাবুর উকীল দাঁড়াইয়া কহিলেন, ‘ধর্ম্মাবতার! আমার মক্কেল গুমী-মোকদ্দমায় নিজ দোষ স্বীকার করিতেছেন, এক্ষণে ধর্ম্মাবতার মালিক। আমার মক্কেল সম্ভ্রান্ত লোকের পুত্র, কতকগুলি দুষ্ট লোকের পরামর্শে, ঘরে ঘরে মামলা মোকদ্দমায় লিপ্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে যার-পর-নাই অনুতাপ করিতেছেন। হুজুর মালিক, সকলই করিতে পারেন। রমেশবাবুর উপর কিঞ্চিৎ দয়া প্রকাশ করা হয়, আদালতের অনেকেরই এই প্রার্থনা।” উকীলবাবু এই কথা বলিয়া আপন আসন পরি-গ্রহ করিলেন, আদালত শুদ্ধ লোক একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। হাকিম কিয়ৎক্ষণ চিন্তাকরণান্তর বলিলেন, “রমেশ! তুমি যেরূপ অপরাধে অপরাধী হইয়াছ, আমি তদপ-

যুক্ত দণ্ড দিলাম না, তোমাকে কঠিন পরিশ্রমের সহিত তিন বৎসর কারাবাস করিতে হইবেক এবং বিষ্ণুচন্দ্র ও কামিনীদাসীর মানহানি করিয়াছ, এই জন্য, তোমার দশ হাজার টাকা অর্থ দণ্ড করিলাম।”

পাঠকগণ! কেহ কাহারও নিন্দাবাদ করিলে, কেহ কাহাকেও একটি উচ্চ কথা বলিলে, কেহ কোন অপ্রিয় কার্য্য করিলে, কিম্বা আত্মপরিবার ও সহধর্ম্মিণীর মনে কেহ কোনরূপ ব্যথা দিলে, যদি সহধর্ম্মিণী তাঁহার মর্ম্মবেদনা আপন পতির কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট করান, তাহাহইলে, লোকের মনে যে ক্রোধের আবির্ভাব হয়, সেই ক্রোধই কলহের বীজ বলিয়া ধরিতে হইবে। কলহের সময় যদি এক-পক্ষ বাক্যবাণ সহ্য করিয়া যান, তাহাহইলে, কলহ আর ভীষণভাব ধারণ করিতে পায় না; কিন্তু যদি উভয়পক্ষই সপ্তমে চড়িয়া বাগ্বিতণ্ডা করিতে থাকেন, তাহাহইলে, সে কলহের যে চরম ফল কি হইবে, তাহা প্রথমতঃ স্থির করা সুকঠিন। কলহ হইতেই লোকের মনে জাতক্রোধ, আক্রোশ ও প্রতিদ্বন্দ্বীকে কষ্ট দিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া থাকে। কেবল কলহের আক্রোশ বশতঃ প্রতিদ্বন্দ্বীকে কষ্ট দিবার মানসে কতশত লোক সামান্য সূত্র ধরিয়া মামলা মোকদ্দমায় প্রবৃত্ত হইয়া, প্রতিদ্বন্দ্বীর ও আপনাপন কত-দূর অনিষ্ঠ সাধন করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

কোন বিজ্ঞ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—

“ক্রোধ মহাশত্রু হয় অনিষ্ঠকারক,
বিজ্ঞের বিজ্ঞত্ব নাশে পাপের সাধক।

ক্রোধে তপোভ্রষ্ট হয় নষ্ট ইষ্ট ধর্ম্ম,
ক্রোধের অসাধ্য নাই দেখি কোন কর্ম্ম।”

কলহের সময় লোকের দিগ্‌বিদিক্‌ জ্ঞান থাকে না; কথায় কথায় পরস্পরের ক্রোধ এতাধিক বর্দ্ধিত হইয়া উঠে যে, তাঁহাদিগের বিবেচনা শক্তি একেবারে বর্জ্জিত হইয়া যায়; রাগের মাথায় একটা ভয়ানক বিভ্রাট ঘটাইয়া ফেলেন! তাহার একটি উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে;—

রামহরি দত্ত নামক এক ব্যক্তি বহুকালাবধি কোন গবর্ণমেন্ট আপিসে কর্ম্ম করিতেন, তাঁহার এক শত টাকা মাসিক বেতন ছিল। সেই স্বল্প বেতন পাইয়া স্বচ্ছন্দে পরিমিতরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। রামহরির জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম বিজয়। রামহরি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া, জ্যেষ্ঠপুত্রকে বিদ্যা শিক্ষা করাইয়াছিলেন। কালে, সন্তানটি কৃতবিদ্য হইয়া উঠিলে, তাঁহারও একশত টাকা বেতনের একটি কর্ম্ম হয়। রামহরির আর দুইটি পুত্র ছিল; তাহাদিগকেও বহুযত্নে বিদ্যা শিক্ষা করাইয়া ছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহারা কোন চাকৃরি বাকৃরির সুসার করিয়া লইতে পারে নাই; সুতরাং, তাহারা তাস পাশা খেলিয়া বেড়াইত। কালে, রামহরি তিনটি পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। তাঁহার দুর্ভাগ্য বশতঃ জ্যেষ্ঠপুত্রের সহধর্ম্মিণী অত্যন্ত মুখরা ছিলেন; কিন্তু রামহরির জীবদ্দশায় বধূটি শাশুড়ী ও দেবরদ্বয়ের উপর বিশেষ অত্যাচার করিতে পারিতেন না। কালক্রমে রামহরির মৃত্যু হইল। শ্বশুরের মৃত্যুর পর হইতেই বড়বৌ নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

শাশুড়ীকে পাচিকা ব্রাহ্মণী, দেবরদ্বয়কে কিঙ্কর ও জা দুটিকে দাসীর ন্যায় খাটাইয়াও তিনি পরিতুষ্টা হইতেন না। রামহরির জ্যেষ্ঠপুত্র বিজয়ের একটি কন্যা ও একটি পুত্রসন্তান হইয়াছিল; জ্যেষ্ঠাবধূ ঠাকুরাণী ঐ দুইটি শিশু-সন্তানকে দুই দেবরের হস্তে ন্যস্ত করিয়া দিলেন। দেবরেরা তাহাদিগকে সর্ব্বদা কোলে পিঠে করিয়া বেড়াইত, জ্যেষ্ঠাবধূ ঠাকুরাণী কখন যদি তাঁহার শিশুসন্তান দুটির রোদনধ্বনি শুনিতে পাইতেন, তাহাহইলে, দেবরদ্বয়ের আর লাঞ্ছনার পরিসীমা থাকিত না। এক দিন জ্যেষ্ঠা-বধূ, মধ্যম দেবরকে অকারণ তিরস্কার করিতেছেন, তৎশ্রবণে বুড়া গিন্নী ঠাক্রুণ কহিলেন, "হাঁগা বড়বউ! ছেলেরা ত সর্ব্বদাই তোমার ছেলেদুটোকে ঘাড়ে পিঠে করে বেড়াচ্চে, হাটবাজার কচ্চে, চাকরের মত যখন যা বোল্‌চো তাই কচ্চে, তবুও তুমি ওদের সময়ে সময়ে যা মুখে আসে, তাই বল কেন? ওরা কি কর্ত্তার ছেলে নয়,—না বিজয়ের ভাই নয়?" এই কথা শুনিবামাত্র জ্যেষ্ঠাবধূ একেবারে উগ্রচণ্ডামূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন, "আরে মোলো বুড়মাগি! একপাল ছেলে নিয়ে আমার খাবি—আমার পর্‌বি—আবার আমাকেই গালাগালি দিবি! আমি আর চিরকাল এমন করে কলহ কিচ্‌ কিচ্‌ সইতে পারি নে! আচ্ছা কর্ত্তা আসুন, এখন আমি এই ভাঁড়ারের চাবি বন্ধ করে খুড় শ্বশুরঠাকুরের বাড়ী চল্লেম, দেখি, কে তোমাদের আজ রসদ যোগায়?" বড় বধূমাতা কাজে কথায় এক করিয়া, বাটী হইতে চলিয়া গেলেন; ছেলে দুইটিও তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইল। সমস্ত দিন বড়

বধূমাতা জ্ঞাতির গৃহে কি অবস্থায় রহিলেন, তাহা তিনিই জানেন; কিন্তু তাঁহার নিজ গৃহে সে দিন পাকশালার তালা বন্ধ রহিল; ভাণ্ডার গৃহের নিকটে যায়, কাহার সাধ্য! সুতরাং বৃদ্ধা শাশুড়ী, দুই দেবর ও তাঁহাদিগের দুইটি সহধর্ম্মিণী, সমস্ত দিবস উপবাস করিয়া, আপনাপন গৃহদ্বারে বসিয়া রহিলেন।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বড়বাবু কুঠি হইতে বাটী আসিলেন। দেখিলেন,গৃহলক্ষ্মী গৃহে নাই! ছেলে দুটিও অন্যান্য দিবসের মত নিকটে আসিল না। এরূপ কেন হইল—তাহার কারণ অনুসন্ধান করাতে তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা কহিলেন, "আর হবে কি? তুমি ত খেয়ে দেয়ে পেট ঠাণ্ডা করে, আপিস গিয়েছিলে,আমরা এখনও এক ঘটী জল খেতে পাই নে। বুড়ো মা ক্ষিধে তৃষ্ণায় মরে যাবার যো হয়েচে! যে লক্ষ্মী ঘরে এনেচ দাদা! এ সংসার ছারখার হয়ে যাবে!" বড়বাবু ক্রোধে অন্ধ হইয়া বলিলেন, "তোর কাছে আমি রামায়ণ শুন্‌তে আসি নে, সোজা কথা ক,—তারা কোথায় গেল?" কনিষ্ঠ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নত স্বরে কহিল, "আমরা জানি নে, তোমার গৃহলক্ষ্মীকে তুমি নিজে খুঁজে নাও গে।" দুই ভ্রাতায় উন্নত স্বরে এইরূপ বাগ্বিতণ্ডা হইতেছে, এমন সময়ে বড়বধূ নাকী সুরে কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বড়বাবু সহধর্ম্মিণীকে সম্মুখে দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলে দুটোকে নিয়ে কোথা গিয়েছিলে গো?" বড়বধূ বলিলেন, "ঘরে থেকে কি তোমার ভেয়েদের মার খাব না কি?" তৎশ্রবণে বড়বাবু ভ্রূ আকুঞ্চন করিয়া কহি-

লেন, "কি, মার! কার ঘাড়ে দুটো মাথা যে, তোমায় মাত্তে যায়?" কনিষ্ঠ বলিলেন, "আঃ! তুমি কি সাক্ষাৎ কলিরূপে এসে জন্মেচ? তোমার ব্রাহ্মণী জ্ঞেতের বাড়ী গিয়ে কণ্ঠায় কণ্ঠায় ভাত খেয়ে এলেন, তবু তোমার মনের তৃপ্তি হচ্চে না; কিন্তু যাঁর গর্ব্ভে জন্মেছ, তিনি সমস্ত দিন উপবাস ক'রে পড়ে রয়েচেন, তাঁর কথা ত একবারও জিজ্ঞাসা কল্লে না?" এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধা জননী বলিলেন, "ওরে! ও আমার পেটে হয় নি, ও ওর মেগের পেটে হয়েচে।" এই কথা শুনিয়া বড়বাবু ক্রোধে কম্পিত কলেবর হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "কি বল্‌লি বেটি! আজ তোকে আদা থেঁৎলান ক'রে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেব।" ছোটবাবু উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "কার্ সাধ্য যে, আমার মাকে একটা কথা বলে!" বড়বাবু লাফিয়ে উঠে বলিলেন, "আলবৎ হাম্ বোলেগা। তুম্ হাম্‌কো জান্তা নেই?" ছোটবাবু বলিলেন, "তোম্‌কো পাড়াকা সব লোক জান্তা হ্যায়, মাগমুখো!" বড়বাবু বলিলেন, "ফের্! দেখ্‌বি?" ছোটবাবু কহিলেন, "কি দেখাবি দেখা?" বড় বলিলেন, "হাঁ—এত জোর! তবে এই দ্যাখ্!" উঠানের মধ্যস্থলে একটা কাঠকাটা ভোঁতা কুড়ালি পড়িয়াছিল, বড়বাবু সেই কুড়ালি দুই হস্তে উত্তোলন করিয়া কনিষ্ঠের মস্তকে সজোরে এক আঘাত করিলেন। 'গেলাম গো!' এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া, ছোটবাবু ধরাতলশায়ী হইলেন। কনিষ্ঠকে আহত দেখিয়া মধ্যম ভ্রাতা ও বৃদ্ধা জননী 'ওরে খুন কল্লে রে!' বলিয়া প্রাণপণে চীৎকার করিতে আরম্ভ করায় পল্লীস্থ শতাধিক নরনারী মুহূর্ত্তকালের মধ্যে ঘটনা-

স্থলে উপস্থিত হইল। বড়বাবুকে কুঠারধারী দেখিয়া,একজন বাগ্‌দী বলিল,"বড়বাবু! কল্লে কি? যমের বাড়ী গেলে যে!" বড়বাবু বলিলেন, "চুপ রও শালা! তুম্‌কো হাম কাট্‌ ডালে গা!" বিশে বাগ্‌দী বলিল,"বামুণ! মুখ সাম্‌লে কথা ক,তোর মতন আমি অনেক বামুণ দেখেচি! যে মাকে ভাত দেয় না, সে আবার বামুণ?" এই কথা শুনিয়া বড়বাবু বিশে বাগ্‌দীকে কুঠারাঘাত করিবার উপক্রম করায়, বিশ্বনাথ তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়া, হাতের কুড়ালি কাড়িয়া লইল।

এদিকে, দেখিতে দেখিতে বড়বাবুর বাটীর অঙ্গন লোকারণ্য হইয়া উঠিল। দুই চারিজন সাহসী ভদ্রলোক ছোটবাবুকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া মৃত স্থির করিল। 'ছোটবাবু আর নাই!' এই কথা প্রকাশ হইবা মাত্রই বৃদ্ধা জননী "বাবা, কোথা গেলি রে!" বলিযা চীৎকার করিতে করিতে মৃতদেহের নিকট পড়িয়া অজস্রধারে রোদন করিতে লাগিলেন! ছোটবাবুর চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা সহধর্ম্মিণী, স্বামীর পদতলে পড়িয়া ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইতে লাগিলেন। এদিকে, পাড়ার সমাগত লোকেবা মহা কোলাহল করিযা উঠিল। তন্মধ্যে, দুই চারিজন দ্রুতপদে যাইয়া থানায় খবর দিল। সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র দারগা, বক্‌শি, জমাদার প্রভৃতি পুলিসকর্ম্মচারিরা ঘটনা স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথমতঃ, তাঁহারা আসামীকে ধৃত করিয়া, হাতে হাতকড়ি দিয়া থানায় পাঠাইয়া দিলেন; তাহার পব, রীতিমত সুরতহাল করিয়া, লাস ও মৃত ব্যক্তির বাটীর সমস্ত পরিবারদিগকে থানায় লইয়া চলিলেন। গ্রামের ভদ্রলোকেরা অনেক ব্যয়-ভূষণ

করিয়া, বালিকা বধূটিকে পথ হইতেই খোলসা করিয়া আনিলেন ; কিন্তু বৃদ্ধা গিন্নী এবং তাঁহার মধ্যম পুত্র ও বড়-বাবুর সহধর্ম্মিণী কোন মতে সে সময়ে পুলিসের হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারিলেন না, তাঁহাদিগকে পর দিন পর্য্যন্ত হাজতে থাকিতে হইয়াছিল। পর দিবস বিচারের দিন, সকলকেই পুলিস আদালতে উপস্থিত হইতে হইল। বড়বাবুর শ্বশুর আসিয়া জামাতার পক্ষে মোকদ্দমার তদ্বির করিতে লাগিলেন; কিন্তু মোকদ্দমা যার-পর-নাই সহজ, বৃদ্ধা জননী, মেজবাবু ও বিশে বাগ্‌দী চাক্ষুষ সাক্ষী। এক দিনের মধ্যেই বিচার সমাপ্ত হইয়া গেল। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব আসামীকে দায়বার বিচারে চালান করিলেন। অপর অপর সাক্ষিগণ আপনাপন বাটীতে চলিয়া গেল। এক পক্ষের পর, দায়রা বসিল। পুনর্ব্বার বড়বাবুর সহধর্ম্মিণীকে ও অন্যান্য সাক্ষিদিগকে আদালতে হাজির হইতে হইল। দুই দিন বিচারের পর, বড়বাবুর খুন করা অপরাধ সপ্রমাণ হওয়ায়, জজ সাহেব বড়বাবুকে ফাঁসী দিবার হুকুম দিলেন।

আমি, আমার, আমার কথা, আমার বুদ্ধি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট—আমি যাহা বলি, তাহার উপর লোকে কথা কহিবে কেন ? আমি যাহা করি, সে কার্য্যে লোক প্রতিবাদ করিবে কেন ? আমি সকলের অপেক্ষা ভাল খাইব, ভাল পরিব, ইহাতে কেহ কোন কথা কহিতে পারিবে না। আমার ইচ্ছার বিরোধী হইলেই, আমি সাধ্য পক্ষে তাহাদিগের অপকার করিব। পূর্ব্বকালে নরপতিদিগের এইরূপ আত্মাদর, আত্ম-শ্লাঘা ও আত্মাভিমান বশতঃ, সর্ব্বদাই রাজায় রাজায় যুদ্ধ

বিগ্রহ উপস্থিত হইত। একজনের অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য, শত সহস্র লোক সময়শায়ী হইত। এক্ষণে ভারত-বর্ষের আর সে কাল নাই; বহুসংখ্যক রাজা মহারাজা আছেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা কথায় কথায় পরস্পর যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা ধরেন না। একজন রাজা অন্য রাজার অধিকারে সহসা হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না; তবে, ভারতের রাজ-রাজেশ্বরী ইচ্ছা করিলে না পারেন, এমত কার্য্যই নাই। করদ রাজা বা সাধারণ প্রজার যুদ্ধ কবিবার ক্ষমতা নাই; যদি করেন, তাহাহইলে, তৎক্ষণাৎ তাহার উপযুক্ত শাস্তি পাইয়া থাকেন; কিন্তু চতুরঙ্গিণী সেনা লইয়া যুদ্ধ করিবার বিনিময়ে তাঁহারা বাগ্‌যুদ্ধে বিলক্ষণ পটু হইযাছেন। প্রতি-বেশীতে প্রতিবেশীতে, সহোদরে সহোদরে, জ্ঞাতিতে জ্ঞাতিতে, সামান্য সূত্র ধরিয়া, প্রথমতঃ বাগ্‌যুদ্ধ আরম্ভ হয়; দীর্ঘকাল বাগ্‌যুদ্ধ করিয়াও যদি মনের খেদ না মিটে, গাত্রদাহ নিবারণ না হয়, তাহাহইলে দুই পক্ষের এক পক্ষ, আদালত-রূপ সমরক্ষেত্রে যাইয়া ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিয়া থাকেন। এ সংগ্রামের শাণিত অস্ত্র আইনের কূটার্থ, সেনা-নায়ক উকীল কৌন্সেলিগণ। পূর্ব্বকালে যুদ্ধক্ষেত্রে চালিত-সেনা ও সেনাপতিগণকে, আমান্ন ও পক্কান্ন খাওয়াইয়া কার্য্য লইতে হইত। এক্ষণে আর সে দিন নাই, ইহাঁরা সিধা সামগ্রী লইয়া পরিতুষ্ট হয়েন না, তাহার বিনিময়ে তোড়া তোড়া স্বর্ণ মুদ্রা, রৌপ্য মুদ্রা গ্রাস করিয়া থাকেন। পাঠকগণ! এরূপ প্রবাদ আছে যে, পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে, কুরুপাণ্ডবের অষ্টাদশ দিবসমাত্র যুদ্ধের পর যৎকালে রাজা যুধিষ্ঠির

জয়যুক্ত হইয়া, হস্তিনার রাজপুরী অধিকার করিলেন, তখন দেখিলেন যে, রাজকোষে এক কপর্দ্দকও নাই, সামরিক ব্যয়ে সমস্ত ধন নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। অষ্টাদশ দিবসের সামরিক ব্যয়ে যুধিষ্ঠির, একেবারে নির্ধন হইয়া পড়িয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণকার ভারতবর্ষীয় মাম্‌লা মোকদ্দমা-প্রিয়গণ, পর্য্যায়ক্রমে দুই তিন পুরুষ মোকদ্দমার খরচা যোগাইয়া, পরিশেষে নির্ধন হইয়া পড়েন। তবেই, বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, অস্ত্র-যুদ্ধপ্রিয়ব্যক্তিগণ অপেক্ষা মাম্‌লায় প্রবত্ত লোকের ক্ষমতা অধিক। তাঁহারা অর্থ থাকিতে মোকদ্দমা মাম্‌লা মিটাইতে চাহেন না; যত দিন টাকা হাতে থাকে, ততদিন বিপক্ষের সহিত তুমুল সংগ্রাম করেন; যখন কপর্দ্দক শূন্য হন, তখন কাজে কাজেই ক্ষান্ত হইতে বাধ্য হন।

মাম্‌লা মোকদ্দমার কারণ কি, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এখনকার জেদ্‌বাজ লোকেরা মনে করিলে, দশ টাকা দাবির মোকদ্দমায় দশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতে পারেন। কিছুকাল পূর্ব্বে হুগলী জেলার অন্তর্গত কোন গণ্ডগ্রামের একজন জমীদার, তাঁহার প্রতিযোগী জমীদারের সহিত এক কাঠা বাস্তু জমী লইয়া বিবাদ উপস্থিত করেন। বিবাদের মূল কারণ এই যে, জমীদার ফরিয়াদী হইয়া মোকদ্দমা রুজু করেন। তিনি বৎসর বৎসর বিবাদী-ভূমির উপরে রাসযাত্রার সময়ে কতকগুলি ছাপ্পর বাঁধিয়া মহা সমারোহে রাসপর্ব্ব নির্ব্বাহ করিতেন। প্রতি বৎসর ছাপ্পর বাঁধিয়া কার্য্য করিতে গেলে, অকারণ অনেক টাকা নষ্ট হয়; এইজন্য, তিনি

একটি পাকা রাসমঞ্চ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। সেই কার্য্যটির প্রারম্ভেই গ্রামস্থ অনেক ভদ্র লোক বিবাদীয় ভূমির উপর মন্দির প্রস্তুত করিতে তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিল; কিন্তু তিনি সাধারণের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। বলিলেন, "আমি ত আর বসবাস করিবার জন্য পোক্তা ইমারত প্রস্তুত করিতেছি না, বৎসর বৎসর গ্রামের মধ্যে একটা সমারোহের কার্য্য হয়, দশজনে যাত্রা মহোৎসব দেখিতে শুনিতে আসেন, এই জন্যই আমি সেই কীর্ত্তিটি চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টা পাইতেছি। এ বিষয়ে যিনি বিপক্ষতাচরণ করিবেন, তাঁহাকে আর হিন্দু বলিয়া গণনা করিতে পারা যাইবে না।" তাহার পর, দত্তবাবুরা বিবাদীয় ভূমির উপর, বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এক রাসমঞ্চ প্রস্তুত করাইলেন। যে সময় মঞ্চ প্রস্তুত হইতে লাগিল, সে সময়ে বিপক্ষপক্ষেরা একটি কথাও কহিলেন না; সেই জন্যই, অপর পক্ষীয়েরা রাসমঞ্চ প্রস্তুত করিয়া, পুনরায় সেই মঞ্চের অনতিদূরে একটি লৌহ নির্ম্মিত প্রকাণ্ড ফটক বসাইয়া দিলেন এবং মঞ্চের চতুষ্পার্শস্থ ন্যূনাধিক তিন বিঘা ভূমি প্রাচীর দিয়া ঘেরাও করিয়া, রাসমঞ্চের শোভা সম্পাদন করাইলেন। যখন ইমারতি কার্য্য শেষ হইয়া গেল, আর কিছুই বাকি রহিল না, তখন ঘোষবাবুরা এক পত্রের দ্বারা দত্তবাবুদিগকে জানাইলেন যে, 'আমাদিগের লাখ্‌রাজী ভূমির উপরে আপনাদের ফটক তৈয়ার হইয়াছে, ন্যূনাধিক অর্দ্ধকাঠা ভূমি আপনারা ফটক নির্ম্মাণ করাইবার সময় দখল করিয়া লইয়াছেন; আমরা মাপযোগ করিয়া

দেখিয়াছি যে, ফটকটি আমাদিগের জমীর উপর বসিয়াছে; অতএব, 'আপনারা সত্বর ফটকটি ভাঙ্গিয়া ফেলুন, নতুবা, আমরা হকিয়তে নালিস উপস্থিত করিব।' ঘোষবাবুদিগের পত্র পাইয়া, দত্তবাবুরা কোন কথাই কহিলেন না। এক মাসের পর, ঘোষবাবুরা পুনরায় এক উকীলের চিটি দিলেন, দত্তবাবুরা তাহাও অগ্রাহ্য করিযা বসিয়া রহিলেন। যখন ঘোষবাবুরা দেখিলেন যে, দত্তেরা তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ অপমান করিতেছে, তখন তাঁহারা হকিয়ত সূত্রে মুন্‌সেফীতে নালিস উপস্থিত করিলেন। দত্তবাবুরা আদালতের শমন পাইয়া, গা ঝাড়া দিয়া উঠিলেন ও প্রতিপক্ষের আর্‌জির নকল আনাইয়া জবাব দিলেন যে, 'আমরা যে জায়গায় ফটক বসাইয়াছি, স্থানের উপর ঘোষবাবুদিগের সত্ত্ব অধিকার বা সম্বন্ধ নাই, উঁহারা অকারণ আমাদিগের উপর নালিস উপস্থিত করিয়াছেন।' প্রতিপক্ষের জবাব পাইয়া, হাকিম স্বয়ং সারেজামীনে আসিয়া তদারক করিলেন। তদ্দ্বারা তাঁহার স্পষ্ট বিশ্বাস হইল যে, এ স্থানের উপর ঘোষবাবুদিগের কোন অধিকার নাই, তথাপি হাকিম রীতিমত উভয় পক্ষের সাক্ষিগণের জবানবন্দী লইয়া, মোকদ্দমা ডিস্‌মিস করিলেন। দত্তবাবুরা মোকদ্দমায় জয়যুক্ত হইয়া, নূতন রাসমঞ্চের চতুষ্পার্শে হরির লুট ছড়াইতে আরম্ভ করিলেন এবং ঢাক ঢোল ও কাঁসর ঘণ্টা বাজাইয়া প্রতিপক্ষের কর্ণ বধির করিয়া দিলেন।

ঘোষবাবুরা একমাসের মধ্যে, সেই মোকদ্দমা জজ-আদালতে আপিল উপস্থিত করিলেন, আপিলে ঘোষবাবুদিগের জয় হইল। সব্‌জজের বিচার নিস্পত্তির উপর

অসন্তুষ্ট হইয়া, দত্তবাবুরা হাইকোর্টে আপিল করিলেন। হাইকোর্টে সেই মোকদ্দমা বৎসরাবধি পড়িয়া রহিল। তাহার পর, উচ্চ আদালতের বিচারপতিরা, সব্‌জজের রায় বাহাল রাখিয়া, আপিল অগ্রাহ্য করিলেন এবং ফটক ভাঙ্গিয়া, সেই ভূমিখণ্ড ঘোষবাবুদিগকে দখলে দেওয়াইবার জন্য, সব্‌জজের উপর আদেশ পাঠাইলেন। সব্‌জজ-আদালতের নাজির বাবু সারেজামীনে আসিয়া, ফটক ভাঙ্গিবার উদ্যোগ করায় দত্তবাবুরা বল-পূর্ব্বক তাঁহাকে দূর করিয়া দিলেন, সেই সূত্রে পুলিসে মামলা উপস্থিত হইল। আধকাঠা ভূমির জন্য দুই তিন বৎসর তাঁহারা প্রতিযোগী জমীদারের সহিত তুমুল মোকদ্দমা করিলেন; তাহার পর, তিন আদালতে সর্ব্বশুদ্ধ সাত আট হাজার টাকা খরচা দিয়া ফটক ভাঙ্গিয়া ফেলিতে বাধ্য হইলেন।

আপনার যথার্থ সত্বাধিকার ও সম্বন্ধ যদি বল পূর্ব্বক অপরে অধিকার করে, তাহাহইলে, সে বিষয় পুনরুদ্ধার করিবার চেষ্টা পাওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পুরাকালে আপনার সত্ত্ব সাব্যস্ত করিবার জন্য রাজায় রাজায় ঘোরতর যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়া গিয়াছে। আজ কাল আমরা সর্ব্বতোভাবে পরাধীন, রাজাকে না বলিয়া, অন্য কি কথা, পুত্র কন্যার বিবাহ পর্য্যন্ত দিতে পারি না। মাতৃ পিতৃ শ্রাদ্ধ শান্তি পর্য্যন্ত রাজনিয়মের অধীন হইয়া রহিয়াছে। এক ব্যক্তি যদি অপরের বিষয় বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লয়, তাহাহইলে, সে ব্যক্তি নিজে বল প্রয়োগ পূর্ব্বক সে বিষয় পুনরুদ্ধার করিতে পারিবে না, রাজদ্বারে যাইয়া অভিযোগ উপস্থিত করিতে

হইবে।. এখনকার কালে সাক্ষীর মুখেই বিচার। যিনি ভাল করিয়া সাক্ষী গুজ্‌রাইতে পারেন, তিনিই অনায়াসে হাকিমের চক্ষে ধূলা দিয়া, তাঁহার অযথার্থ বিষয় যথার্থ করিয়া তুলেন। প্রমাণের অভাব হইলে, এক ব্যক্তির যথার্থ বিষয় অপরে কাড়িয়া লইতে পারে। দিন দিন মাম্‌লা মোকদ্দমার আধিক্য হইয়া পড়ায়, মোকদ্দমা-বাজ লোকেরা হাকিম ঠকাইবার অনেক কৌশল বাহির করিতেছেন; হাকিম জানিয়া শুনিযাও তাঁহাদিগের কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন না; যে পক্ষে সাক্ষীর জোর, সেই পক্ষেই জয় হইবে। । শুনিতে পাওযা যায, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলার লোক কেবল মোকদ্দমা দ্বারা বিলক্ষণ দশটাকা উপার্জ্জন করিবার পথ প্রস্তুত করিয়াছেন। মাম্‌লা-বাজ ব্যক্তিদিগকে দেখিলে,শান্ত শিষ্ট লোকের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়! দুর্ব্বৃত্ত মোকদ্দমা-বাজ লোক মিথ্যা ধমক দিয়া ভদ্রলোকের নিকট কি প্রকারে টাকা আদায করে এবং কি প্রকারেই বা তাহারা বিশিষ্ট লোকের অর্থ হরণ করে, নিম্নে তাহার একটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইল।

ঢাকা জেলার অন্তর্গত রাযনা চৌকিতে বৃন্দা ও বেষ্টা নামক দুইজন তামলি পুত্র বাস করিত। তাহাদিগের দৌরাত্ম্যে জেলাশুদ্ধ লোক শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। দুইজন ব্রাহ্মণ পরস্পর এই কথা বলাবলি করিতেছিলেন, "এখন ত সুখস্বচ্ছন্দে কাল হরণ করিতেছি, কিন্তু যদি দুর্ভাগ্য বশতঃ বৃন্দাবনী-দায়ে পড়ি, তাহাহইলে দেশ ছাড়িয়া পলাইতে হইবে।" যে দুই জন এই কথা বলাবলি করিতেছিলেন, তাঁহারা দেখিতে

পাইলেন যে, বিষ্ণুচন্দ্র একগাছি যষ্টি হাতে করিয়া তাঁহাদিগের দিকেই আসিতেছে। বিষ্ণুচন্দ্রের মুখ দেখিয়াই তাঁহাদিগের মুখ শুকাইয়া গেল, আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, বিষ্ণুকে যথাবিহিত সম্মানের সহিত গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে দুইজনেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এদিকে বিষ্ণু একেবারে সম্মুখে আসিয়া "প্রণাম—বিপ্রচরণে" বলিয়া উভয়কে প্রণাম করিল। ব্রাহ্মণদ্বয়ের একের নাম রামধন মুখোপাধ্যায়, অপরের নাম শ্রীদামচন্দ্র মৈত্র। উভয়েই সম্পন্ন ব্যক্তি, নিতান্ত নির্ব্বিরোধী ও সদাচার-সম্পন্ন বলিয়া লোকসমাজে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। হটাৎ বিষ্ণুচন্দ্রের আগমন কারণ জানিবার জন্য শ্রীদামচন্দ্র মৈত্র সাহস করিয়া জনান্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মুখোপাধ্যায় মহাশয়! বিষ্ণুবাবু আমাদিগের পরম আত্মীয়, ওঁর ভরসাতেই আমরা এ গ্রামে নির্ব্বিরোধে বাস করিতেছি। ওঁর পিতা একজন প্রাতঃস্মরণীয় লোক ছিলেন, আমার পিতার সহিত তাঁহার বিলক্ষণ প্রীতি প্রণয় ছিল; তবে বিষ্ণুবাবু এ দিকে আর বড় একটা আসেন না, একদিন ব্রাহ্মণের বাড়ী প্রসাদ খেয়েও যান্ না।" মৈত্র মহাশয়ের বিনয় শুনিয়া বিষ্ণু বলিল, "ঠাকুর! বাপ পিতামহ তেমন বিষয় রেখে যান্‌নি যে পায়ের উপর পা দিয়ে বসে খাব; তবে, দাদা যাই ফিকিরে লোক, তাই আমাদিগের বৃহৎ পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন চলিতেছে। আজ দাদাই আমাকে আপনাদের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন; দাদা কাল্‌কে কালেক্টরি তৌজিভুক্ত একখানি জমীদারি কিনিয়াছেন, মূল্য

বিশহাজার টাকা। দশহাজার টাকা নানান্ রকমে সংগ্রহ করিয়াছেন, এক্ষণে আর দশহাজার টাকার অভাব ; তাই তিনি আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। মুখুয্যে মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, মৈত্র মহাশয় ! আপনার বাটীতে যাইতাম, তা সৌভাগ্যক্রমে আপনাদিগের দুইজনকেই এক স্থানে দেখিতে পাইলাম, ইহাতেই বোধ হইতেছে যে, যে আশা করিয়া আসিয়াছি, অবশ্যই তাহার সুসার হইবে। এ গ্রামের মধ্যে এমন কোন সম্পন্ন ব্যক্তি নাই যে, যাহাদিগের নিকট দাদামহাশয় আসিয়া হাত পাতিতে পারেন ; এই জন্যই দাদা আপনাদিগেব নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। আপনাদিগকে এই দশ হাজার টাকা সরবরাহ করিতে হইবেই হইবে ; সহজে না দিলে, আমরা দুই ভ্রাতায় আপনাদিগের চণ্ডীমণ্ডপে পড়িয়া থাকিব।” বিষ্ণুর কথা শুনিয়া, ব্রাহ্মণদ্বয়ের মস্তকে যেন বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল ! হটাৎ বাঙ্নিস্পত্তি করিতে পারিলেন না ; কেবল চিত্রপুত্তলীর ন্যায় বিষ্ণুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর রামধন বাবু কহিলেন, “বাবা বিষ্ণু ! আমরা ভিখারী ব্রাহ্মণ, দশবিঘা ব্রহ্মত্তর জমীর উপস্বত্বে যোগে যাগে দিনপাত করি ; আমরা দু পাঁচ হাজার টাকা একত্রে কখন দেখি নাই। বৃন্দাবন বাবু না জানিযাই আমাদের নিকট টাকা চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। আমরা দশহাজার টাকা কোথায় পাইব বাপু ?” বিষ্ণুচন্দ্র বলিল, “আজ্ঞে হাঁ, সহজে টাকা দেবেন না, তা আমরা বিলক্ষণ জানি ; তথাচ ধর্ম্মের কাছে খালাস হইবার জন্য, একবার জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলাম,

এক্ষণে চলিলাম, আপনারাও গৃহে যাইয়া পূজা আহ্নিক করুন।" এই কথা বলিয়া বিষ্ণুচন্দ্র সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

ব্রাহ্মণেরা যাহা বলিলেন, বাটী আসিয়া বিষ্ণু তৎসমুদয় তাহার ভ্রাতা বৃন্দাবনের নিকট অবিকল বর্ণনা করিল; তচ্ছ্রবণে বৃন্দাবনের আর ক্রোধের পরিসীম রহিল না। আরক্তনয়নে ভ্রাতার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "ব্রাহ্মণ দুটাকে গ্রাম ছাড়া করিতে হইবে; বিট্‌লেরা আমাকে এখনও চিনিতে পারে নাই, তাই টাকা দিতে অস্বীকার করিয়াছে! বেষ্টা, তুই একবার রামা ঢালীকে ডেকে নিয়ে আয় ত, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, সিদ্ধিপুরের ডাকাতের মালগুলো কাহার ঘরে রহিয়াছে।" বিষ্ণু তৎক্ষণাৎ যাইযা রামাকে ডাকিয়া আনিল। রামচন্দ্র বৃন্দাবনকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "বড়কর্ত্তা,ডেকেছেন কেন?" বৃন্দাবন কহিল,"কাজ পড়িলেই ডাকিতে হয়, তুই হচ্চিস আমাদের দলের মোড়ল। তুই আটটা জেলার সমস্ত বদ্‌মাযেসের নাম বল্‌তে পারিস্? ভাল, অনুসন্ধান ক'রে দ্যাখ্ দেখি, সিদ্ধিপুরের ডাকাতের মাল গুলো কার ঘরে কি অবস্থায় আছে?" রামা হাসিতে হাসিতে বলিল, "ও কর্ত্তা! এতকালের পর সে মালের খবর নেচ্চেন্? সে সব মাল ত অনেক দিন শ্রীরামপুরে চালান হয়ে গেছে; তবে আগে শুনেছেলাম যে নিদে বোষ্টমের ঘরে তার দরুণ একটা সোণার গেলাস এবং একটা রূপোর কোষা আছে।" বৃন্দাবন বলিল, "তা হ'লে যে কাজ চল্‌তে পারবে; তুই বোষ্টম্ বেটাকে একবার ডেকে

নিয়ায় ত?” রামা কহিল, “মুই তারে পাটিয়ে দিয়ে যাচ্চি, মুই আর আস্‌ব না।” রামা ঢালী প্রস্থান করিবার এক ঘণ্টা পরে নিদে বোষ্টম আসিয়া উপস্থিত হইল। নিদেকে দেখিয়া বৃন্দাবন কহিল, “হাঁরে নিদে! তোর কাছে নাকি সিদ্ধি-পুরের দরুণ কিছু মাল আছে?” নিদে হাসিতে হাসিতে বলিল, “কেন গা?” বৃন্দাবন বলিল, “ওরে তোর ভয় নাই, তোর কাছে যে মাল আছে, সেই মাল বামুণ পাড়ার রামধন মুখোপাধ্যা-য়ের বাটীতে ফেলে তার সর্ব্বনাশ কর্‌ব। বিট্‌লে বামুণের কাছে গোটাকতক টাকা ধার চাহিযাছিলাম, তা বেটা ‘দূর দূর’ ক’রে আমার ভাইকে তাড়িযে দিযেছে। জলে ঘর ক’রে কুমীরের সঙ্গে বাদ? আচ্ছা, এইবার ভাল ক’রে শিক্ষা দিব।” নিদে কহিল, “বড়কর্ত্তা, কি ঠেউরেচেন—কি করে বিট্‌লেরে জব্দ কর্‌বেন?” বৃন্দাবন কহিল, “তোর ঘরে যে মাল দুখানা আছে, সেই দুখানা তার গোলার ভিতর ধান চাপা দিয়ে রাখ্‌ব। তার পরদিন চোরা মাল কিনে গানাই ক’রে এই তহমত দিযে ধরিযে দিব।” নিদে বলিল, “বেশ ঠেউরেচেন, মাল রেখে আস্‌বে কে?” বৃন্দাবন কহিল, “তোকেই রেখে আস্‌তে হবে। আজ রাত দুপুরের পর এই কর্ম্মটি করে আসিস্ বাবা।” নিদে কহিল, “তোমার হুকুম কে রদ কর্‌বে? মুই আজ রাত্তির বেলায় সেই কর্ম্ম সাবাড় করে আস্‌ব।” এই কথা বলিয়া নিদে চলিযা গেল। অতঃপর বিষ্ণুচন্দ্র আহারাদি করিয়া আদালতে যাইয়া উপস্থিত রহিল।

বিষ্ণুচন্দ্র তীর্থের কাকের মত আদালতের একটি বৃক্ষতলে

বসিয়া এদিক ওদিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছে, এমন সময়ে দেখিতে পাইল যে, পুলিস ইন্‌স্পেক্টার বাবু একটি চুরুট টানিতে টানিতে বিষ্ণুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বিষ্ণু সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া করযোড়ে প্রণিপাত করিয়া বলিল, "হুজুর, ভাল আছেন ত ? ইন্‌স্পেক্টার বাবু কহিলেন, "কি হে বিষ্ণুচন্দ্র ! আর তোমার দ্বারা কোনও খবরাখবর পাই না কেন ?" বিষ্ণু কহিল, "ধর্ম্মাবতার ! আমাদের বামুণ পাড়ার রামধন মুখোপাধ্যায় বড় বদ্‌মায়েসী আরম্ভ করিয়াছে, সে সিদ্ধিপুরের ডাকাতির মাল গুলো সব হজম করিল, আপনারা কিছুই করিতে পারিলেন না ? এখনও তার বাড়ী খানাতল্লাসী করিলে কিছু না কিছু বাহির হইতে পারে।" ইন্‌স্পেক্টার বাবু কহিলেন, "বল কি হে বিষ্ণুচন্দ্র ! সে যে টাকাওয়ালা লোক !" বিষ্ণু কহিল, "আজ্ঞা হাঁ, চোরা মাল কিনেই বড়মানুষ হযে উঠেছে, পুলিসের চোখে ধূলা দিয়া বড়মানুষী করিতেছে।" ইন্‌স্পেক্টার বাবু কহিলেন, "মুখুয্যের বাড়ীতে খানাতল্লাসী করিলে মাল বাহির করিতে পারা যাবে ত ?" বিষ্ণু কহিল, "নিশ্চয়, না বাহির করিতে পারিলে আমি নিজে মেযাদ খাটিব, আপনি আর বিলম্ব করিবেন না।" ইন্‌স্পেক্টার বাবু সেই দণ্ডেই ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের হুকুম লইয়া প্রস্তুত হইযা রহিলেন, তৎপরে রাত্রি চারিটার সময় মুখুয্যে মহাশয়ের বাটীর চতুঃস্পার্শ পুলিস-পদাতিকের দ্বারা ঘেরাও করিয়া রহিলেন। প্রভাতকালে মুখোপাধ্যায়ের বাটীর এক জন কিঙ্কর যেমন দরজা খুলিয়াছে, অমনি কিল্ কিল্ করিয়া পুলিস-পদাতিকগণ বাটীর

ভিতর প্রবেশ করিল। "কি—কি !" করিয়া মুখুয্যে মহাশয় যেমন বাটীর বাহিরে আসিলেন, অমনি পুলিস তাঁহাকে গ্রেফ্‌তার করিল। ইন্‌স্পেক্টার বাবু সুজনতা করিয়া রামধন বাবুকে কহিলেন, "তোমার বাটীর স্ত্রীলোকদিগকে আমার সম্মুখ দিয়া একে একে বাহির হইতে বল। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের হুকুম মতে আমরা তোমার বাটীর মধ্যে খানাতল্লাসী করিব।" রামধন বাবু বলিলেন, "হুজুর, আমি কি অপরাধ করিযাছি যে, আমাকে এরূপ অপমান করিতে আসিযাছেন ?" ইন্‌স্পেক্টার বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আচ্ছা, সে সকল কথা ইহার পরে হইবে, এক্ষণে যাহা বলিলাম শীঘ্র কর।" রামধন বাবু অগত্যা পরিবারগণকে বাহিরে যাইতে বলিলেন, তাঁহারা কাঁদিতে কাঁদিতে বাটীর বাহির হইয়া সম্মুখস্থ সেক্‌রাদিগের বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পরিবারগণ বাহির হইয়া যাওয়ার পর পুলিসের লোক মুখুয্যে মহাশয়ের বাটীর অন্দরমহল একেবারে হেঁট মাটী উপর করিয়া ফেলিল। পুলিসের লোক কেহ বা ঘরের মেজে খুঁড়িতেছে, কেহ বা সিন্দুক বাক্স ভাঙ্গিতেছে এবং কেহ কেহ বা ভাণ্ডার ঘরের চাবি ভাঙ্গিয়া তাহার অভ্যন্তরস্থ চাউল ডাউলের হাঁড়ি ও জালা উঠানে আনিয়া দুর্‌দার্ শব্দে ভাঙ্গিতেছে ! বস্তুতঃ মুহূর্ত্তকাল মধ্যে রামধন বাবুর বাটীর অভ্যন্তরে ভূতো-নন্দী কাণ্ড হইতে লাগিল। পুলিস-কর্ম্মচারিরা তন্ন তন্ন করিয়া বাটীর চতুঃপার্শ্ব অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কোন খানে চৌর্য্যবস্তু প্রাপ্ত হইল না। ইন্‌স্পেক্টার বাবু দেখিলেন যে, সর্ব্বনাশ

উপস্থিত হয়! 'যখন চোরা মাল কিছুই বাহির করিতে পারিলাম না, তখন রিক্তহস্তে বাটী হইতে বাহির হইয়া যাইবার সময গ্রামস্থ লোকেরা আমাদিগকে যে উচিত ফল প্রদান করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।' ইন্‌স্পেক্টার বাবু শুষ্ক মুখে দাঁড়াইয়া এরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় নিদে বোষ্টম ছুটে আসিযা জমাদার সাহেবকে বলিল, "ওগো, তোমরা কচ্চো কি? মাল গোলার ভিতর।" এই কথা শুনিবা মাত্র কয়েকজন পুলিস-পদাতিক অঙ্গনস্থিত ধান্যের গোলার মধ্যে প্রবেশ করিয়া ধান উলট পালট করিতে লাগিল, অল্প সময়ের মধ্যে গোলার অভ্যন্তর হইতে একটা সোণার গ্লাস এবং একখানা প্রকাণ্ড রূপার কোযা বাহির হইল। "গোলার অভ্যন্তর হইতে মাল পাওয়া গিয়াছে" এই শব্দ নির্গত হইবা মাত্র ক্ষদ্র ভদ্র সমস্ত পুলিস-কর্ম্মচারি একেবারে জয়ধ্বনি দিয়া উঠিল! ইন্‌স্পেক্টার বাবু হাসিতে হাসিতে রামধন বাবুকে বলিলেন, "কি গো মুখুয্যে বাবু! তুমি চোরা মাল কিনে কিনে বিষয় করেছিলে? তাহা এতকাল জানিতাম না। এখন চল দুষ্কর্ম্মের ফল ভোগ কর গে"— এই কথা বলিয়া তাঁহাকে হাতে হাতকড়ি দিয়া থানায় লইযা চলিল। মুখোপাধ্যায়ের হটাৎ এই বিপদ দেখিয়া গ্রাম শুদ্ধ লোক অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ইন্‌স্পেক্টার বাবু আনন্দে বিভোর হইয়া থানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার পর আহারাদি করিয়া আসামী এবং চৌর্য্য মাল সমেত ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের কাছারীতে আসিয়া নাজিরের হাওয়ালে দিলেন এবং আপনি ইতস্ততঃ

পদ-সঞ্চালন করিয়া বেড়াইয়া সময় কাটাইতে লাগিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে হাকিম আসিয়া এজলাসে বসিয়া পেস্কারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আদালত্‌মে এত্তা ভিড় হুয়া কাহে?" পেস্কার কহিলেন, "ধর্ম্মাবতার! এক্তা রোজ বাদ সিদ্ধিপুরকা ডাকাইতি মাম্‌লাকো মাল আসামী পাক্‌ড়া গেয়া।" হাকিম বলিলেন, "আচ্ছা, মাল আসামী হামারা সাম্‌নে হাজির কর।" হুজুরের শ্রীমুখ হইতে এই হুকুম বাহির হওয়ায় নাজির তৎক্ষণাৎ হুকুম তামিল করিল,—অর্থাৎ মুখুয্যে মহাশয়কে আসামীর কাঠরার ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিল এবং চোরা মাল হুজুরের সম্মুখস্থ টেবিলের উপর রাখিল। হাকিম সোণার গ্লাসটি হাতে তুলিয়া লইয়া উলটাইয়া পালটাইয়া দেখিতে লাগিলেন, তাহার পর আসামীর দিকে কিয়ৎক্ষণ এক-দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। সময় বুঝিয়া সরকারী উকীল যোড়-হস্তে হাকিমকে কহিলেন, "ধর্ম্মাবতার! এই ব্যক্তি সিদ্ধিপুরের সমস্ত ডাকাইতির মাল গাপ্‌ করিয়াছে। গোয়েন্দা দ্বারা শুনা গেল যে, সকল মাল শ্রীরামপুরে চালান হইয়া গিয়াছে, সম্প্রতি এই দুইখানি মাল ধরা পড়িয়াছে।" হাকিম মুখুয্যে মহাশয়কে কহিলেন, "টুমি এ মাল কোঠায় পাইলে?" মুখুয্যে মহাশয় কহিলেন, "হুজুর, তাহা আমি বলিতে পারি না।" হাকিম কহিলেন, "তোমারা ঘর্‌সে নেক্‌লায়া,—তোম জান্তা নেই কাঁহাসে আয়া? তোম্‌ বড়া বজ্জাৎ। তোমারা মাম্‌লা দায়ের হোগা।" এই বলিয়া মোকদ্দমাটি রীতিমত দায়রা সোপর্দ্দ করিলেন।

দায়রায় মোকদ্দমা উঠিতে প্রায় এক মাস গত হইল; এই

কালের মধ্যে মুখোপাধ্যায় মহাশয় বৃন্দাবন ও বিষ্ণুর তোষামোদ করিতে কসুর করিলেন না; কিন্তু কিছুতেই দুরাত্মারা নিরীহ ভালমানুষ ব্রাহ্মণের উপর দয়া প্রকাশ করিল না। অবশেষে মুখোপাধ্যায় হতাশ হইয়া, কেবল 'এক ঈশ্বর' ধরিয়া বসিয়া রহিলেন। গ্রামস্থ লোকেরা বলিল, "মহাশয়, কেবল ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না; আপনার সাফাইয়ের জন্য দুই তিন জন ভাল ভাল উকিল" নিযুক্ত করুন, আর আমরা গ্রাম শুদ্ধ লোক আপনাকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব।" আত্মীয়গণের কথা শুনিয়া মুখোপাধ্যায় দুই জন উচ্চদরের উকিল নিযুক্ত করিলেন এবং গ্রামস্থ ভাল ভাল লোককে সফিনা দিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে দায়রার বিচারে হাজির হইলেন। জজ সাহেব এজলাসে বসিয়া প্রথমেই মুখোপাধ্যায়ের মোকদ্দমা ধরিলেন। হুজুর মুখোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার প্রতি যে সকল দোষারোপ হইয়াছে, তজ্জন্য তুমি আপন অপরাধ স্বীকার করিবে, না মোকদ্দমা চালাইবে?" মুখোপাধ্যায় মহাশয় গলবস্ত্রে এবং করযোড়ে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ধর্ম্মাবতার! আমি কোন দোষের দোষী নই। বেন্দা ও বেষ্টা আমাকে নষ্ট করিবার জন্য এই মিথ্যা মোকদ্দমা সাজাইয়াছে। আমি কি প্রকৃতির লোক, তাহা গ্রামশুদ্ধ সকলেই জানেন, আমার গ্রামের প্রধান প্রধান ভদ্রলোকেরা আমার সাফাইয়ের জন্য সাক্ষী দিতে আসিযাছেন। হুজুর, তাঁহাদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া আমার প্রতি যাহা করিতে হয়, করুন, আমার আর কিছুই বাক্তব্য নাই—ধর্ম্মাবতার! মালিক।" এই কথা বলিয়া

মুখোপাধ্যায় শির অবনত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। জজ্ সাহেব মুখোপাধ্যায়ের মানিত তিন চারি জন প্রধান সাক্ষীর জবানবন্দী লইয়া আসামীর পক্ষের উকীলকে বলিলেন, "যদিও সাক্ষী দ্বারা তোমার মক্কেলের অপরাধ ক্ষমা হইয়া যাইতেছে; কিন্তু তাহার বাটীর ভিতর কি প্রকারে চোরা মাল আসিল, এ বিষযেব কিছুই সাফাই দিতে পারিতেছে না; এই জন্য আমি অনর্থক আদালতের সময নষ্ট না করিয়া আসামীকে কঠিন পরিশ্রমেব সহিত এক বৎসরের জন্য কারা-বাসেব আদেশ করিলাম।" জজ সাহেবের মুখ হইতে এই কথাটি বাহির হইবা মাত্রই চারিদিকে একটা হাহাকার ধ্বনি উঠিল। আদালত শুদ্ধ লোক এক বাক্যে বলিতে লাগিল, "বেন্দা আর বেষ্টাব দৌরাত্ম্যে এ দেশে আব লোক থাকিতে পারিবে না,—নিরপরাধী ব্রাহ্মণ কি না জেলে গেল? হায! হায়! হায়! ধর্ম্ম কি নাই রে! এই কি বিচার! হাকিম কি বেন্দা আর বেষ্টাকে জানেন না—এরা পর্য্যায়ক্রমে শতাধিক লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে? যখন সাক্ষীব মুখে মোকদ্দমা, তখন নিঃস্ব লোকের বাঁচি-বার উপায কি? যদি একজন দুর্ব্বল লোক সবলের উপর নালিস উপস্থিত করে, তাহাহইলে, সেই দুর্ব্বল ব্যক্তি আপন পক্ষে এক জনও সাক্ষ্য আদায় দিতে পারিবে না। জমীদারেরা মনে করিলেই প্রজার ভিটে মাটী বিক্রয় করিয়া লয়; কারণ জমীদারের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে কেহই অগ্রসর হয় না, তবে যখন সমানে সমানে মাম্‌লা বাঁধে, তখন দুই পক্ষই উচ্ছন্ন যায়।"

পাঠকগণ! আপনারা দেখিতেছেন ও শুনিতেছেন যে, এক একটি জ্ঞাতিবিরোধ জনিত মোকদ্দমা পর্য্যায়ক্রমে দুই তিন পুরুষ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে, সেই সকল মোকদ্দামায় উভয় পক্ষের যে কত অর্থ ব্যয় হইতেছে তাহা সংখ্যা করা দায়। সেই সকল মোকদ্দমায় যে পক্ষ হারিয়া যান, খরচার দায়ে সেই পক্ষেব সর্ব্বস্ব বিক্রয় হইযা যায়; এই প্রকারে কত শত বড়ঘর মোকদ্দমা করিয়া একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছেন। মামলা মোকদ্দমায় প্রবৃত্ত হইলে অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতে হয়, শারীরিক পরিশ্রমেব সীমা থাকে না, মানসিক চিন্তা ও ছোটলোকের তোষামোদের ত কথাই নাই। এই জন্য বলিতেছি বন্ধুগণ! কথায় কথায় মামলা মোকদ্দমায় প্রবৃত্ত হইবেন না। যদি বিষয়-কার্য্য-সূত্রে কখনও বাদ বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হওয়া অনিবার্য্য হইয়া পড়ে, তাহাহইলে দশজন ভদ্রলোককে মধ্যস্থ করিয়া সে সকল বিষয় মিটাইয়া ফেলিবেন; কিঞ্চিৎ ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, তাহাও করিবেন, তথাচ কথায় কথায় আদালতের সাহায্য গ্রহণ করিতে যাইবেন না।

কুসংসর্গ সর্ব্ব অনিষ্টের মূল, কুসংসর্গ পরিবর্জ্জনীয়।

কুলোক কাহাকে বলে? যাহারা ন্যায়, যুক্তি ও ধর্ম্ম-বিরুদ্ধে কার্য্য করে এবং অন্যকেও সেইরূপ করিতে উপদেশ দেয় ও কুকার্য্যে প্রবৃত্তি এবং উৎসাহ দান করে, তাহারাই কুলোক। এরূপ লোকের সংসর্গ কদাচ করিবে না। যিনি ন্যায়, যুক্তি ও ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া কার্য্য করেন ও অপরকে তদনুরূপ উপদেশ দেন, তিনিই সজ্জন ব্যক্তি, তাঁহার সহবাসে লোকেরও মঙ্গল হইয়া থাকে। সৎ ও অসতের কিরূপ লক্ষণ, নিম্নে তাহারই একটি উদারণ দেওয়া যাইতেছেঃ—কোন ধনির নিকট একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও একজন মো-সাহেব বাস করিতেন। ঐ ধনিসন্তান ইতিপূর্ব্বে কোন ডাক্তা-রের মুখে শুনিয়াছিলেন যে, কুক্কুট মাংস ভক্ষণ করিলে মস্তিষ্ক সতেজ রাখে ও শরীরের বিলক্ষণ পুষ্টিসাধন হয়। তিনি পরিহাসচ্ছলেই হউক বা সত্য সত্যই হউক, সেই কথা সমাগত পণ্ডিতমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "কুক্কুট মাংস ভক্ষণ করিতে পারি কি না?" পণ্ডিত কহিলেন, "না, এটি ন্যায়, যুক্তি ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্য।" ধনিসন্তান পুনরায় কহিলেন, "কি জন্য আপনি ন্যায়, যুক্তি ও ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কার্য্য বলিতেছেন? তাহা প্রতিপন্ন করুন।" পণ্ডিত কহি-

লেন, “প্রথমতঃ কুক্কুট মাংস ভোজন শাস্ত্র নিষিদ্ধ; যে দেশের যে খাদ্য, তাহা শাস্ত্রকারেরা চিকিৎসা শাস্ত্রের সহিত ঐক্য করিয়া আহারার্থ ধার্য্য করিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন, ‘এটি অন্যায্য ও অপ্রয়োজন’ এ দেশে এত পুষ্টিকর আহার সামগ্রী আছে যে, তাহাই আমাদিগের শরীর রক্ষা ও পুষ্টির পক্ষে যথেষ্ট। তৎসমুদয় পরিত্যাগ করিয়া, শাস্ত্র নিষিদ্ধ কুক্কুট মাংস ভক্ষণের প্রযোজন কি? যদি ইহা মনুষ্য শরীব রক্ষার পক্ষে নিতান্ত প্রযোজন বোধ হইত, তাহাহইলে শাস্ত্রকারেরা তাহা খাইতে কখনও নিষেধ করিতেন না। তাঁহারা যখন পঞ্চনখী মাংস ভক্ষণের ব্যবস্থা করিযা গিযাছেন, তন্মধ্যে কুক্কুট মাংস যোগ কবিলে, তাঁহাদিগের লেখনী ক্ষয় হইত না। কুক্কুট মাংস ভক্ষণ যুক্তি সঙ্গত নহে কি জন্য, তাহা বলিতেছি;—ডাক্তাব আপনাকে কহিয়াছেন যে,‘ঐ নিষিদ্ধ মাংস খাইলে আপনার শরীর হৃষ্টপুষ্ট হইবে।’ এ কথা যুক্তিতেও কোন প্রকারে আসিতেছে না; যেহেতু, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের খোট্টারা বিনা আমিষ ভক্ষণে বাঙ্গালী অপেক্ষা শতগুণে বলবান হয়। এতদ্দেশীয় বিশিষ্ট বংশোদ্ভব বিধবারা, মৎস্য মাংস না খাইয়াও কেমন সুস্থ শরীরে কালাতিপাত করিতেছেন। যদি বলেন, ‘ঔষধার্থে সকলই খাইতে পারা যায়’, তাহা আমি স্বীকার করি বটে; কিন্তু সে ব্যবস্থা কেবল নিদান সময়ের, সর্ব্বদা নহে। দেখুন, প্রাচীন লোকেরা, কুক্কুটযূষ সেবন ব্যতিরেকেও উৎকট উৎকট রোগ হইতে নিস্তার লাভ করিয়াছেন। পূর্ব্বে যাঁহারা জাতীয় ধর্ম্মানুসারে চলিতেন, তাঁহা-

রাই বা কত দিন জীবিত ছিলেন, আর এক্ষণকার শাস্ত্র-বিরোধী যুবকদলই বা কতদিন জীবন ধারণ করিতেছেন; কেবল ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া এতদ্দেশীয় কত শত যুবক অকালে পরলোকগামী হইতেছেন। যাঁহারা সর্ব্বদা মদ্য মাংস খাইয়া থাকেন, তাঁহাদের শরীরে নানাপ্রকার রোগ আসিয়া আশ্রয় করিয়া থাকে। শাস্ত্র নিষিদ্ধ কার্য্য করিলেই নানা কষ্ট পাইতে হয়, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, অধিক প্রমাণ প্রয়োগ দর্শাইবার প্রযোজন নাই।" এইরূপ নানা কথার পর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত চলিয়া গেলে, বাবু ইয়ারের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, "কেমন হে, শুনিলে ত!" ইযার ক্রোধ সহকারে কহিল, "আপনিও যেমন, বেটাদের কথা শুনিলেন! ও বেটা ত সব জানে—বেটা পাগলের মত বলে কি না, মদ খেলে,মুরগী খেলে,রোগ হয়—কষ্ট পায! বেটাব যেমন কথা শুনেন! কৃষ্ণ বন্দ্যোর কি হযেচে? ডবলিউ, সি, বাঁড়ুয্যের কি হয়েচে? গুডীব চক্রবর্ত্তীর কি হযেছিল? যদি হিন্দুয়ানীর বিপরীতাচরণ করিলে মাবা যেতে হয়, তা হ'লে কৃষ্ণমোহন বাবু আর অত দিন বাঁচিযা থাকিতেন না। পালিত বাবু রোজ একটি কোবে মুরগী খান, শরীর একেবারে ইয়া লাল হয়ে উঠেচে, গায়ে জোর কত! মুবগা খেলে রতি শক্তি বৃদ্ধি হয় কত!—ও বামুন বেটা ত সব জানে! কেবল বুড়োমানুষ ব'লে কিছু বল্লুম না, তা না হলে তিন কথায় থ ক'রে দিতুম।"

পূর্ব্বে ভট্টাচার্য্য মহাশযের যুক্তি-সঙ্গত কথাগুলি শুনিয়া উক্ত ধনী যুবকের মন সৎপথে ধাবিত হইতেছিল; কিন্তু যখন বাবুর পার্শ্বস্থ মো-সাহেব বলিলেন যে, 'অমুক অমুক

বাবু মদ মুরগী খাইয়া দীর্ঘকাল জীবিত রহিয়াছেন, অমুক ব্যক্তির মুরগী খাইয়া শরীরের লাবণ্য বৃদ্ধি হইয়াছে।' তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কথার উপর আস্থা অনেকাংশে হ্রাস হইয়া আসিল। তথাচ বাবু পুনর্ব্বার ইয়ারকে কহিলেন, "সেকেলে লোক যে সকল কথা বলে, সে কিছু মন্দ কথা নহে।" মো-সাহেব দম্ভের সহিত কহিলেন, 'ও সব অসঙ্গত কথা; মান্ধাতার আমলের কথা কি এখনকার লোকের পক্ষে খাটে? পূর্ব্বকালে বৈদ্যরা খই, বাতাসা ও পাচন খাওয়াইয়া চিকিৎসা করিত। এখন কথায় কথায় ডাক্তার ডাক কেন? তোমার বুড়োবাপ্‌কে শেষ দশায় ষ্টিমুলেণ্ট বোলে মদ খাওয়ালে কেন? আমি নিশ্চয়ই বল্‌তে পারি, তারি জোরে চার পাঁচ দিন বেঁচেছিলেন। খাবার বিষযে আবার নিয়ম? কোন্ বেল্লিকের কথায় ভুলেচ? সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর, একটু ষ্টিমুলেণ্টের দরকার, তবে কল্‌সী কল্‌সী খেলে কি আব অপকার হবে না?"

পূর্ব্বে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কথায় যাহা একটু দ্বিধা জন্মিয়াছিল, মো-সাহেবের কথা শুনিয়া তাহা একেবারে দূর হইয়া গেল। এইজন্য এই সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন. যে, 'সৎসংসর্গে দীর্ঘকালে যে ফলোৎপত্তি হয়, অসৎসংসর্গে তাহা মুহূর্ত্তকালের মধ্যে বিলুপ্ত হইতে পারে। অসতের স্পর্শ মাত্রে সতের সততা নষ্ঠ হয; যেমন অমৃত তুল্য দশমণ দুগ্ধে এক ফোঁটা মাত্র গো-চোণা পড়িলে দুগ্ধ নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ সৎ ও অসতের মিলন দোষাকব় জানিয়াও যাঁহারা অসৎকে আশ্রয় দেন, তাঁহাদিগের স্বভাবপ্রদত্ত

সমস্ত সদ্‌গুণ অতি অল্পকালের মধ্যেই বর্জ্জিত হইয়া, অসতের অসৎ প্রবৃত্তিই শিক্ষা করেন ও অসৎ-পথের পথিক হইয়া সংসারে নানাপ্রকার কষ্ট ভোগ করিতে থাকেন।

ইহসংসারে কুলোক নানাপ্রকার আছে, তাহার সবিশেষ বর্ণনা করিতে গেলে, একটি প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া পড়ে। সেইজন্য প্রথমতঃ যাহারা সজ্জনের আশ্রয় পাইয়া আপনাপন স্বার্থ সাধনের জন্য আশ্রয়দাতার সর্ব্বনাশ করিতেও কুণ্ঠিত নহে ও আশ্রয়দাতাকে অসৎ উপদেশ দিয়া নষ্ট করিবার চেষ্টা পায় ও আশ্রয়দাতার অসৎকার্য্যের সহায়তা করে, তাহাদিগের বিষযই উল্লেখ করিতেছি। যাহারা আপনাদিগের ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যগ্র, ঐ প্রকার লোকের অবস্থা মন্দ হইলে, কোন ধনিসন্তানেব সহিত পরিচিত হইয়া নানা কৌশলে ঘনিষ্ঠতা করে ও সেই ধনিসন্তানের অসৎ প্রবৃত্তির উত্তেজক হইয়া তাহাকে অসৎ-পথের পথিক করিয়া তুলে ও আপন মনের অভিলাষ চরিতার্থ কবিতে থাকে। পাঠকগণ! বোধ করুন, কোন এক সৎস্বভাবাপন্ন ধনিসন্তানের নিকট এক দিবস একটি তাঁহার সমবয়স্ক যুবক আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার আকার প্রকার ও পরিচ্ছদ দেখিলে তাঁহাকে সম্পন্নব্যক্তির সন্তান বলিযা বোধ হয। আমাদিগের ধনিযুবক আপনি যেমন সৎ, জগৎ শুদ্ধ লোককে সেইরূপ বোধ করিতেন, তিনি ঐ নবাগত যুবককে আদর পূর্ব্বক বসাইলেন। সেই ধনিযুবক তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া ও নম্র প্রকৃতি দেখিয়া তাঁহার উপর অত্যন্ত পরিতুষ্ট

হইলেন। সে দিবস দুই এক ঘণ্টা বসিয়া নবাগত যুবক বাটী প্রস্থান করিলেন। ঐ যুবকটি মধ্যে মধ্যে এইরূপ আসিয়া থাকেন ও ক্রমে ক্রমে ঐ ধনাঢ্য যুবককে মুরুব্বির ন্যায় করিয়া তুলিলেন।

কোন দিন কথায় কথায় বাবুকে বলিলেন, "মহাশয়, আপনি অতি সৎলোক, আপনার সহিত আলাপ হয়ে পর্য্যন্ত আপনার গুণে আমি মুগ্ধ হয়েচি। আমরা গৃহস্থলোক, আপনাদের আশা ভরসা অনেকটা রাখি, আমি আপনার আশ্রয় কখনও ছাড়্‌ব না, আমাকে একজন পরিবারের মধ্যে ভাবিতে হইবে। আপনার মত লোকের অনুগ্রহ থাক্‌লে, আমার ভাবনা কি? আপনি যদি আমাকে কেবল সৎ উপদেশ দেন, তা হ'লেই আমার যথেষ্ট। আপনার ন্যায় জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, পরোপকারী যুবক এখন ধনিসন্তানের মধ্যে আর কেহই নাই।" যুবক আগন্তুকের মুখে এইরূপ আপন প্রশংসাবাদ শুনিয়া মনে মনে অবশ্যই সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন; কারণ, পরের মুখে আপনার প্রশংসাবাদ শুনিতে প্রায় সকলেই ভালবাসেন। তিনি কহিলেন, "আমার সাধ্যমত যাহা কিছু উপকার হইতে পারে, তাহা আমি অবশ্যই করিব।" এইরূপ কথা বার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় বাবুর বৈঠকখানায় একজন আতা-বিক্রেতা আসিল। বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আতা কত ক'রে হে?" আতা-বিক্রেতা কহিল, "আজ্ঞে, মিথ্যে কথা বল্‌ব কেন, টাকায় আট্‌টা করিয়া বিক্রয় করিতেছি।" এই কথা শুনিবা মাত্রই, নবাগত যুবক আপনাকে কাজী কামীলোক প্রতিপন্ন করিবার জন্য, হাত

পা নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, "কেন রে! বড়বাড়ী দেখে বুঝি বড় দর বল্‌চিস ? ওঁরাই যেন হাটে বাজারে যান্‌ না, আমরা ত সব জানি। কাল্‌কে আমি ওর কত্তে ভাল আতা দু' পয়সা ক'রে কিনে এনেচি।" এইরূপ বাগাড়ম্বের চূড়ান্ত করিয়া নবাগত যুবক আতার দর চার পয়সা করিয়া চুক্তি করিলেন। সেই সময়ে বাবুর একটি পঞ্চম বর্ষীয়া কন্যা বাবুর কাছে আসিল, আগন্তুক তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া একটি আতা হস্তে দিলেন ও নানা রকম কথা কহিয়া মূহূর্ত্তকালের মধ্যে তাহাকে আয়ত্ত করিয়া লইলেন।

এইরূপে কিছু দিবস যাতায়াত করিতে করিতে বাবুর পুত্র কন্যারা আগন্তুক মতিবাবুর নামে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। হাট বাজার ও অন্যান্য কার্য্য মতিবাবুর দ্বারাই চলিতে লাগিল। মতি সকল কার্য্যেই তৎপর। যাহা হউক, এক মাস—দুই মাসের মধ্যেই বাবুর সহিত মতির বিলক্ষণ বন্ধুতা জন্মিল। এক দিবস দুই বন্ধুতে গঙ্গাতীরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, ইতস্ততঃ পদসঞ্চালন করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, দুইটি অল্পবয়স্কা বেশ্যা গঙ্গাস্নানের উপযুক্ত বেশে তাঁহাদিগের সম্মুখ দিয়া জলে নাবিতেছে। তাহাদিগের মধ্যে একজনের প্রতি বাবু অনেকক্ষণ সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিয়া রহিলেন, তাহারাও আপনাপন হাব ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। এমন সময়ে একখানি তরণী দ্রুতবেগে তটাভিমুখে আসিতেছিল দেখিয়া, বাবু মতিকে কহিলেন, "দেখ দেখ, একখানি তরণী দ্রুতবেগে এইদিকে আসিতেছে! বোধ হয় ঐ স্ত্রীলোক দুটির ঘাড়ে আসিয়া

পড়িতে অধিক বিলম্ব নাই।" এই কথা শুনিবামাত্রই মতি গঙ্গার তটে দ্রুতপদে নাবিলেন ও ডাক হাঁক করিয়া নাবিককে কহিলেন, "স্নানের ঘাটে নৌকা লাগাইবার হুকুম নাই, এখানে নৌকা লাগাইলেই বিলক্ষণ প্রহার সহ্য করিতে হইবে!" মতির হাঁক ডাকে তরণীর কাণ্ডারী ভীত হইয়া সে ঘাটে নৌকা লাগাইতে সাহস করিল না। কিছুক্ষণ পরে আমাদিগের যুবক মতিকে সঙ্গে লইয়া ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে চলিলেন। যুবতীদ্বয়ও স্নানান্তে হাব ভাবের সহিত দ্রুতপদে বাবুদিগের অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিল ও মধ্যে মধ্যে পশ্চাদ্দৃষ্টি করিতে লাগিল। তাহাদিগের সেই কটাক্ষ-শর আমাদিগের যুবকের বক্ষে বিদ্ধ হইতে লাগিল, তিনি ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন এবং লজ্জার মাথা খাইয়া মতিকে কহিলেন, "ইহারা কোথায় থাকে, জান কি?" মতি কহিলেন, "হাঁ, একবার যেন ইহাদিগকে আমার মেসোমহাশয়ের ভাড়াটে বাড়ীতে দেখিয়াছিলাম। যদি প্রয়োজন হয়, তাহাহইলে অনুসন্ধান করিতে পারি।" আমাদিগের যুবক সহাস্য আস্যে কহিলেন, "তোমার মেসোমহাশয়ের ভাড়াটে বাড়ীতে থাকে? তবে ত ওরা তোমার কুটুম্ব হে!" মতিবাবু কিঞ্চিৎ লজ্জায় জড়সড় হইয়া মনে মনে ভাবিলেন, "আর কোথা যাও বাছা? যে অভিপ্রায়ে মতিলাল তোমার বাটীতে প্রবেশ করিয়াছে, এক মাস তোমার গোলামী করিয়া অদ্য সেই অভিপ্রায়-সাধনের সূত্র ধরিয়াছে। সেই ছোট ছুঁড়ী গামছা কাঁধে করিয়া তোমার হৃদয়ে নৃত্য করিতেছে, তাহা আমি বিলক্ষণ বুঝিয়াছি!—এইবারে চল, হাড়কাষ্ঠে যোজনা করিয়া

তোমার মুণ্ডপাত করি!" মতি মনে মনে এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময়ে যুবক পুনর্ব্বার বলিলেন, "ভাই মতি! বেশ্যাগুলো অত বেহায়া কেন?" মতি হাস্য করিয়া কহিলেন, "আমরাই বা কম বেহায়া কি? এক ঘাট লোকের মাঝখানে স্ত্রীলোক দুটোকে রক্ষা কর্‌বার জন্য ছুটে গিয়ে পড়েছিলুম!" যুবক কহিলেন, "তুমি না থাকিলে অদ্য সেই স্ত্রীলোক দুটো নৌকা চাপা পড়িয়া মারা যাইত, তুমি যে তাদের রক্ষা করেচ, তাকি তারা বুঝ্‌তে পেরেচে?" মতি কহিলেন, "তা কি আর পারেনি মশায়? যাবার সময় কি রকম কোবে যেতে লাগ্‌ল, তাকি আপনি দেখ্‌তে পান্‌নি? আবার ছোটটা আপনাকে দুবার সেলাম কোল্লে।" যুবক কহিলেন, "ঠিক্‌ ঠাউরেচ ভাই, আমি তখন সেটা বুঝ্‌তে পারিনি!"

এইরূপ কথা বার্ত্তা কহিতে কহিতে দুইজনে বাটী আসিয়া পঁহুছিলেন। স্নানাহারের সময় উপস্থিত হওয়ায় মতি দরজা হইতেই যুবকের অনুমতি লইয়া বাটী প্রস্থান করিতে করিতে মনে মনে ভাবিলেন, "এই বেলাই ত দুটোর অনুসন্ধান নিয়ে শিক্ষা পড়া দিয়ে রাখা চাই, সন্ধ্যার পরই বোধ হয় বাবু দড়ি ছিঁড়্‌বেন।" এইরূপ ভাবিয়া যে পথে গণিকারা গমন করিয়াছিল, সেই পথ অবলম্বন করিয়া যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলেন যে, একটি বারাণ্ডায় তাহাদিগের মধ্যে বয়সাধিক্য বেশ্যাটি চুল শুকাইতেছে। মতিবাবু একেবারে সেই বাটীর উপর উঠিলেন এবং বড়বিবিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "কি গো! চিন্তে পেরেচো?" বড়বিবি ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, "কেবল কি আমি চিনেচি, ঘাট

শুদ্ধ লোক আপনাকে চিনেচে!—কুসুম, ওলো দেখ্‌সে লো!” কুসুম ঘরের ভিতর আসিয়া ব্যগ্রতা পূর্ব্বক কহিল, “বড়দিদি! আজ এই বাবু না থাক্‌লে আমাদের দফা রফা হয়েছিল আর কি!” কুসুম মতির প্রতি কহিল, “আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন না।” মতিবাবু কহিলেন, “বস্‌বার সময় নয়, এখন একটি কথা বল্‌তে এসেচি। আমার সঙ্গে আর একজন বাবু ছিলেন দেখেচ ত? তিনি তোমার কটাক্ষ-শরে, বন-পোড়া হরিণীর ন্যায় বিদ্ধ হয়ে ছট্‌ফট্‌ কচ্চেন। যদি বৈকালে আস্‌তে চান, ত আন্‌বার পক্ষে কোন বাধা নেই?” বেশ্যারা মতিবাবুর বন-পোড়া হরিণীর উপমা শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না, সহাস্য আস্যে কহিল, “কোন বাধা নেই—স্বচ্ছন্দে আন্‌বেন।” মতি কহিলেন, “তিনি কুণো-বেরাল।” ছোটবিবি হাসিয়া কহিল, “তার জন্যে ভয় কি? মেঝের মাটী আর মাছপোড়া খাইয়ে ঢিট ক’রে নেব।” মতি কহিলেন, “তা হ’লেই হ’ল; কিন্তু বাবা, এই যোগাড়েটার প্রতি একটু ভক্তি রেখ।” এইরূপ বলিয়া কহিয়া মতিবাবু বাটী প্রস্থান করিলেন।

এদিকে যুবক ভোজনে শয়নে সেই যুবতী বারবিলাসিনীর মূর্ত্তি হৃদয়ে ধ্যান করিতেছেন ও ‘কতক্ষণে মতি আসিবে’ এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া আছেন। এরূপ অবস্থা হইয়া উঠিল যে, আর যুবতীর অদর্শন সহ্য করিতে পারেন না। মতিবাবু পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের সময় অপেক্ষা এক ঘণ্টা পূর্ব্বে যুবকের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মতিকে আশার অতীত সময়ে আসিতে দেখিয়া যুবক মনে মনে

বিলক্ষণ তুষ্ট হইলেন। নানা কথার পর যুবক মতিকে কহিলেন, "মতিবাবু! ঘরে বোসে বোসে পায়ে বাত ধ'রে গেল! চল, আজ একটু আমোদ আহ্লাদ করিয়া বেড়ান যাক্। সেই প্রাতঃকালের নৌকা চাপা মাগী ছুটোর বাড়ী যাবে হে?" মতি কহিলেন, "তার আর ভাব্না কি? গেলেই হ'ল।" বাবু কহিলেন, "গেলে বাড়ীতে বোস্তে দেবে ত?" মতি হাস্য করিয়া কহিলেন, "বলেন কি? আপ্নার মত বাবু পেলে ত সে বর্ত্তে যাবে? আর যদি কেউ রেখে থাকে, তা হ'লেও তাকে তাড়িয়ে দিয়ে আপনাকে বসাবে। সে আপনাকে দেখে অবধি নিশ্চয় বল্ছি মরে আছে। দেখ্লেন ত, যাবার সময় কতবার আপনার দিকে ফিরে ফিরে চাইলে!" এইরূপে মতি, বাবুর প্রজ্জ্বলিত মন-হুতাশনে প্রবৃত্তিরূপ ঘৃতাহুতি প্রদান করিতে লাগিল। এই সময়টা যুবকের পক্ষে বড় ভয়ঙ্কর সময়! চাই কি, এই সামান্য সূত্র হইতে ক্রমে তিনি গণিকার প্রেমে আবদ্ধ হইয়া ধন, প্রাণ, মান, বিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত হইবেন না। মতিরও ইচ্ছা যে, বাবু গণিকার প্রেমে আসক্ত হইয়া তাঁহাকে লইয়া আমোদ প্রমোদে কাল হরণ করেন। কিন্তু যদি এই সন্ধিস্থলে মতিবাবু না থাকিয়া অন্য একজন সৎ, বিচক্ষণ ও সদাশয় ব্যক্তি থাকিতেন ও বাবু তাঁহার নিকট আপনার মনোবিকার প্রকাশ করিয়া বলিতেন, তাহাহইলে সেই সজ্জন ব্যক্তি বাবুর চিত্তের বিকার নিবারণ জন্য নিবৃত্তিমার্গ উপদেশ দিতে ত্রুটী করিতেন না ও অসৎকার্য্যের সহায়তাও করিতেন না। তিনি অবশ্যই বলিতেন যে,

"মহাশয়, আপনি যাহাকে দেখিয়া মন্মথ-শরে আহত হইয়া-ছেন, শাস্ত্রকারেরা তাহাকে অবিদ্যা কহিয়া থাকেন; কারণ, তাহাদিগের কটাক্ষ-শর আহত পুরুষ মাত্রকেই একেবারে অজ্ঞান করে। উহাদিগের আর একটি নাম মায়াবিনী। উহারা পুরুষকে এরূপ কপট মায়ায় মুগ্ধ করে যে, সেই মায়াবিনী পুরুষের একমাত্র ধ্যান ও জ্ঞান হইয়া উঠে। তাহার তুষ্টি বর্দ্ধনার্থ লজ্জা ভয় কিছুই থাকে না, ধন মান, প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও প্রস্তুত হয়! গণিকার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া লম্পট ব্যক্তিরা স্ত্রী পুত্রের মায়া মমতা পরিত্যাগ করে, পিতা মাতা ও গুরুজনের প্রতি আন্তরিক ভক্তি রাখে না। মস্তিষ্কের তেজ কমিয়া যাওয়ায় বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা থাকে না, সৎপ্রকৃতিও বিকৃতি প্রাপ্ত হয। কেবল দিন যামিনী সেই গণিকার সহবাস বাসনা প্রবল হইয়া উঠে। বাবু! আপনি শান্ত ও সুবোধ হইয়া একবার মাত্র সেই বারবিলাসিনীর কটাক্ষপাতে যখন এতদূর অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়াছেন, তখন সেই মায়াবিনীর সহিত সপ্তাহকাল সহবাস ও ঘনিষ্ঠতা করিলে আপনার এই প্রবৃত্তি কতদূর উত্তেজিত হইয়া উঠিতে পারে, বিবেচনা করিযা দেখুন। এক্ষণে আপনার মনে কুপ্রবৃত্তির সঞ্চার হইয়াছে মাত্র; এক্ষণে নিবৃত্তিমূলক সৎকথা শ্রবণ করুন, সজ্জনের সহিত সৎ-আমোদে লিপ্ত হউন, সজ্জনের সহবাসে কালযাপন করুন, রজনীতে পতিপ্রাণা স্ত্রীর সহিত ক্রীড়া কৌতুক করুন, তাহাহইলে কুপ্রবৃত্তি নিবৃত্তি পাইতে পারে। মহাশয়! আপনার চিত্ত চাঞ্চল্য জন্মাইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই; কিন্তু

এই চিত্ত চাঞ্চল্য সহজে নিবারিত হইতে পারে; কেবল কিয়ৎক্ষণ মনোকষ্ট ব্যতিরেকে আর কোন অংশেই ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইবে না। কিন্তু সেই বারবিলাসিনীর সহিত এক রাত্রির সহবাসে যে চিত্তবিকার উপস্থিত হইবে, তাহা এক পক্ষে নিরারণ করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। যদি তাহার সহিত এক বৎসর আমোদ প্রমোদে কাল হরণ করেন, তাহা-হইলে আপনার হস্তে যত দিবস এক কপর্দ্দকও থাকিবে, ততদিন তাহা'র হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারিবেন না। মহাশয়! আপনি কি পাঠ করেন নাই যে, শাস্ত্র-কারেরা বেশ্যাদিগকে 'নিশাচরী' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন? পরধন হরণ করাই তাহাদের ব্যবসা ও মূল অভিপ্রায়। যত দিন ধন দ্বারা তাহাদিগের তুষ্টিসাধন করিতে পারিবেন, তত দিন তাহারা আপনাকে আনন্দসাগরে ভাসাইযা দিবে ও সেবা ভক্তি করিবে, অর্থের অনাটন ঘটিলে আর সেখানে সুখ, যত্ন, খাতির কিছুই করিবে না। মহাশয়! অগ্নির দাহিকাশক্তি না বুঝিতে পারিযাই পতঙ্গ সেই জ্যোতির্ম্ময় অনল-শিখায় প্রবেশ করিয়া বিনষ্ট হয়। আপনি নিশ্চয় জানিবেন যে, ধন হইতে যে সকল কুপ্রবৃত্তি উদ্ভব হয়, ধনক্ষয় ব্যতিরেকে সে প্রবৃত্তির নিবৃত্তি আর কিছুতেই হয় না। আমার স্থির বিশ্বাস যে, আপনার কামিনী দর্শনে যে বিকার উপস্থিত হইয়াছে, সহবাসে তাহা শতগুণে বৃদ্ধি পাইবে! সেই জন্য বলিতেছি, কুপ্রবৃত্তির উপক্রমেই ক্ষান্ত হউন।" এইরূপ নানা কথা বলিযা তাঁহাকে কুপথে যাইতে দিতেন না। যদি একান্ত পক্ষে নিবারণ করিতে না পারিতেন, তাহা-

হইলেও কহিতেন, "মহাশয়,যদি নিতান্তই নিষেধ না শুনেন, তাহাহইলে দেখিবেন, যেন নষ্ট হইবেন না,—পুনর্ব্বার যেন তাহার সহবাস করিতে ইচ্ছা না জন্মে!" কিন্তু দুরদৃষ্ট- বশতঃ এই সন্ধিস্থানে আমাদের যুবকের নিকট কুস্বভাবাপন্ন মতি ভিন্ন সৎলোক কেহই ছিলেন না।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই যুবক, মতিবাবুকে সঙ্গে লইয়া বাটী হইতে বহির্গত হইয়া ধীরে ধীরে পদব্রজে পূর্ব্ব কথিত গণিকালয়ে প্রবেশ করিলেন। মতিবাবু ছোটবিবির ঘরের নিকট যাইয়া ছোটবিবিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "কি গো ছোটবিবি? এ বাবুটিকে কি চিন্তে পার?" ছোট- বিবির 'হাস্যই' তাহার উত্তর। যুবক ও মতি ছোটবিবির ঘরে বসিলে পর, পান, তামাক ও ব্যজন প্রভৃতি নানাবিধ সেবা শুশ্রূষা চলিতে লাগিল, বড়বিবিও আসিয়া সেই ঘরে বসিলেন। মতিবাবু কিছুক্ষণ বসিয়া কহিলেন, "ভাই, তোমরা কথা বার্ত্তা কও,আমি একবার বাড়ী থেকে আস্‌চি।" এই কথা বলিয়া তিনি প্রস্থান কবিলেন। তাহার কিছুক্ষণ পরেই বড়বিবি গাত্র ধৌত করিবার ছল কবিয়া, ছোটবিবিকে বাবুর রক্ষক রাখিযা বাহিরে গমন কবিলেন। বাবু সাধনের ধন নির্জ্জনে পাইয়া রজনী দ্বাদশ ঘটীকা পর্য্যন্ত আমোদ প্রমোদে কাল হরণ কবিতেছিলেন; এদিকে কিছুক্ষণ পরে মতি কখন আসিয়া বড়বিবির ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন, বাবু তাহা কিছুই জানিতে পাবেন নাই। 'মতির দ্বারাই তাহা- দিগের অভিষ্ট সিদ্ধ হইবে' চতুরা বড়বিবি তাহা বুঝিতে পারিযা মতির হস্তেই দেহ সমর্পণ করিল। এ দিকে রাত্রি

দুই প্রহরের পর মতি আসিয়া যুবককে কহিলেন, "রাত ঢের হয়ে গেছে, এখন কি বাড়ী যাবেন—না আজ এইখানেই থাক্‌বেন? আমার বিবেচনায় এইখানেই আজ থাকা যাক্। এখন রাস্তায় লোকজনের সাড়া শব্দও নেই। বলেন ত আপনার বাড়ীতে ব'লে আসি যে, 'আজ একজন বড় লোকের বাড়ীতে নাচ তামাসার নিমন্ত্রণ আছে, আজ বাবু বাড়ীতে আস্‌তে পার্‌বেন না।" যুবকের মন এক্ষণে আমোদে মত্ত, বাড়ীতে যাইতে ইচ্ছা নাই;—বিশেষতঃ মতির যুক্তি শুনিযা তিনি কহিলেন, "ভাই মতি! সেই কথাই ভাল, তুমি একবার বাড়ীতে গিয়ে ব'লে এস যে, 'বাবু তেজচন্দ্র বাহাদুরের বাটীতে আছেন, নাচ শেষ হ'লে তবে আস্‌বেন।" মতি তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল।

এইরূপে দিন দিন আমোদ প্রমোদ চলিতে লাগিল। মতি সেই প্রজ্বলিত হুতাশনে ঘৃতাহুতি দিতেছেন! ক্রমে ক্রমে বাবুর আর কোন কার্য্যই ভাল লাগে না, কেবল মাত্র ছোটবিবিকে লইয়াই আমোদ প্রমোদে কাল হরণ করেন। ছোটবিবির অনুরোধে ও মতির উৎসাহে যুবক সুরা সেবন করিতেও শিক্ষা করিলেন। এইরূপ ক্রমান্বয়ে বৎসরাবধি মতি বিনা ব্যয়ে বড়বিবিতে ও বাবু ছোটবিবিতে জলের ন্যায় অর্থ ব্যয় করিয়া কাল হরণ করিলেন। গণিকালয়ের ব্যয় সম্বন্ধে মতিবাবুই সর্ব্বময় কর্ত্তা। বেশ্যাদিগের যখন যাহা প্রয়োজন হইতেছে, মতিবাবু যুবকের নিকট তাহা নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়াই বুঝাইতেছেন ও অবিলম্বে তাহা সম্পন্ন হইতেছে। এইরূপে মতির শিক্ষায় ও সাহায্যে দুই

বিবিতে বাবুর বিলক্ষণ অর্থশোষণ করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে মতিরও শাল, রুমাল, ঘড়ী প্রভৃতি নানারূপ বেশ-ভূষা হইল। ক্রমে বাবুর অর্থের অপ্রতুল ঘটিল; মতি আত্মবিস্মৃত নহেন,তিনি যে অভিপ্রায়ে বাবুর বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা সম্পন্ন করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন। বাবু কুসংসর্গে বাস করার ফলভোগ করিতে লাগিলেন।

পাঠকগণ! বোধ করুন, কোন ঘোর অন্ধকার রজনীতে মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছে,কাহার সাধ্য বাটীর বহির্ভাগে যায়! এমন সময়ে যদি কোন বাবু বলেন যে, "এই সময়ে এক বোতল মদ্য হইলে, সকলে গরম হইতে পারিতাম, এমন বাদ্‌লার দিন্‌টে বৃথা গেল।" তাঁহাদের মধ্যে একজন কহিলেন, "অদ্য রজনীতে সে আশা পরিত্যাগ কর, কাহার সাধ্য এই ভয়ঙ্কর রাত্রে দোকান হইতে মদ আনয়ন করে!" এই কথা শুনিয়া সকলেরই সেই দুষ্প্রবৃত্তি নিবৃত্তি পাইবার উপক্রম হইতেছিল, এমন সময়ে ব্রজ নামক একজন কহিল, "কেন, আমি আনিব। আমাকে টাকা দেন দেখি, কেমন পারি কি না দেখুন।" এই কথা বলিয়া ব্রজ মাথায় কম্বল জড়াইয়া বাটীর বাহির হইল ও মূহূর্ত্তকালের মধ্যে সুরা আনিয়া সকলের মনোরঞ্জন করিল। এইরূপ অসৎলোকে কোন কুপ্রবৃত্তি সাধনের বাধা পড়িলেও, তাহার উদ্যোগী হইয়া অসৎপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করাইয়া থাকে। ব্রজের ন্যায় অসৎলোক না থাকিলে,সে রজনীতে বাবুদিগের সুরা সেবন ঘটিত না। কুলোকেরা পরের মাথায় কাঁঠাল

ভাঙ্গিয়া অসৎপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া থাকে। যদি কোন ধনি-বন্ধু কোন সময়ে একখানা সৎপুস্তক পাঠ--কি বিষয় কার্য্যের কাগজ পত্র লইয়া দেখিতে বসেন বা কোন সৎকার্য্যের আলোচনায় রত হন, তাহাহইলে কুবন্ধুরা কেবল ঠাট্টা বিদ্রুপের দ্বারা তাহার সমস্ত উদ্যম ভগ্ন করিয়া দেয়, অর্থাৎ বলিতে আরম্ভ করে যে,"কি হে! আবার শিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে মিশেচ কেন? আবার বুড়ো বযেসে বই হাতে কেন? কালির আঁচড় পাল্লে ধার হয় ব'লে' আমরা দোয়াত কলম ছুঁইনে। এখন চল বাবা! আর জ্বালিও না—কুসুম আমাদের জন্যে অপেক্ষা ক'রে রযেচে। সমযে না গেলে সে আমাদের প্যাঁচা বল্‌বে।" এইরূপ নানা কথা ক'যে, যেমন কাঁচপোকায় আরসুলা ধরে, সেইরূপ তাহাকে বাটীর বাহির করিয়া লইয়া যায়। তাহাদিগের ইচ্ছা যে, তাহার বন্ধুরা কখন সৎপথের পথিক না হয; সর্ব্বদা ইয়ারের দল লইয়া বাগান, বেশ্যালয, কালিঘাট, জলবিহার প্রভৃতি নানা আমোদ আহ্লাদে দিন-যামিনী অতিবাহিত করে,—জলের ন্যায় অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত না হয—সতের সংস্রব দেখিলে তাহারা জ্বলিয়া পুড়িয়া খুন হয! অবশ্যই এ কথা সকলেই জানেন যে, ধনিসন্তানেরা একেবারে কুপথগামী হয় না, কুসংসর্গে পড়িয়া তাহারা নষ্ট হইযা থাকে। যদিও অসৎপ্রবৃত্তি স্বভাবতঃই মনুষ্যের মনে উদয হয়; কিন্তু লজ্জাভয় ও উদর সাধকের অভাবে, কুপ্রবৃত্তি মনোমধ্যে উদিত হইলেও আপনাপনি নিবৃত্তি পাইয়া থাকে। এইরূপে ঘোর যৌবন অতীত হইলে এবং সদসৎ জ্ঞান জন্মিলে, হটাৎ সে নষ্ট হয়

না। কিন্তু যদি যৌবন কালে কোন সুযোগে কুলোকের সংস্রব ঘটে, তাহাহইলে আর রক্ষা নাই! একজন কুলোক যুটীলে তাহার সঙ্গে আরও পাঁচটা কুলোক আসিয়া থাকে। কেহ নানারূপ প্রলোভন-বাক্য কহিয়া, কামরসে রসজ্ঞ ও বিলাসী করিয়া তুলে; কেহ বা লজ্জাভয় ভাঙ্গাইয়া দেয়। অর্থাৎ যে লোক বাটীর বাহিরে যাইতে সাহস করে না, তাহাকে সর্ব্বদা বলে, "তুমি ত ভারি ভয় তরাসে দেখ্‌চি হে! শনিবারে একটাব সময় ছুটী হ'লে, এম্নি আস্তে আস্তে এক জায়গায় ঢুক্‌বে যে, শিবের বাবাও টের পাবে না—যদি কেউ টের পায়, তার দায়ী আমি।" তাহাতেও যদি তাহার ভয় দূর না হয়, তাহাহইলে তাহাকে দুই চারি জনে ধ'রে বেঁধে কোন কৌশলে কুস্থানে লইয়া গিয়া একেবারে লজ্জা ও ভয় ভাঙ্গিয়া দেয়। ক্রমে হৃদয়ে প্রেমের অঙ্কুর অঙ্কুরিত হইল, আর কুপথে ভ্রমণ করিবার সাহায্য অপেক্ষা করিল না,—বিষবৃক্ষ বিনা প্রযাসে ও দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যদিও অঙ্কুর অর্থাভাবে শুকাইয়া যাইবার উপক্রম হয়, কিন্তু সে সময়েও কুলোকে ঋণ করিবার সুগম পথ দেখাইয়া দিলে আর তাহাকে কে পায়, ধনিসন্তান একেবারে নৃত্য করিয়া উঠেন। অসংসংসর্গে ধনিসন্তানেরা এইরূপে অসৎপথের পথিক হইয়া পরিশেষে দুরপণেয় দুর্দ্দশা ভোগ করেন।

যাহারা সংস্বভাবাপন্ন যুবকগণকে সুরাপায়ী ও বেশ্যাসক্ত করিয়া থাকে, কেবল তাহারাই যে অসৎ এরূপ নহে; এই সংসারে কতলোক যে আপন স্বার্থ-সাধনের জন্য কত

প্রকার মতলবে ফিরিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সৎলোক পাওয়া দুর্ল্লভ বলিলেও বোধ হয অত্যুক্তি হয় না। যাহারা অত্যন্ত লোভী ও আপন স্বার্থ-সাধনের জন্য আশ্রয়-দাতাকে সুপরামর্শ দেয় না, যে কার্য্যে আশ্রয-দাতার ক্ষতি হইবে, তাহা জানিযাও সাবধান করে না, তাহারাও অতিশয় কুলোক। কতকগুলি কুলোক আছেন, তাঁহারা সজ্জনের ন্যায আসিয়া অনভিজ্ঞ ধনিসন্তানগণের সহিত আলাপ পরিচয় করেন, তাহার পর নানা কথার প্রসঙ্গে ব্যবসা কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিয়া ধনিসন্তানের সর্ব্বনাশ ও আপন স্বার্থ-সাধন করিয়া থাকে। যে সকল লোক মোকদ্দমা, মামলা বা কলহাদি, সামান্য যত্নে মিটিতে পারে, তাহাতে নিবৃত্তি হইবার উপদেশ না দিয়া সামান্য সূত্র ধরিয়া মহা কাণ্ড করিয়া তুলে ও কলহাদিতে উৎসাহ দিয়া থাকে, তাহারাও ভয়ানক অসৎ লোক। যাহারা অকারণ পরনিন্দা করিয়া ধনীর তুষ্টিবর্দ্ধন করিতে যায়, পূর্ব্বদিন যাহার নিন্দা করিয়া আসিযাছে, পরদিন তাহারই নিকটে স্তুতিবাদ আরম্ভ করে, তাহারাও অসৎ লোক। যাহারা স্বার্থসাধনাভি-প্রায়ে আসিয়া ঘোরতর চাটুবাক্য স্তব স্তুতি করিয়া লোককে মাতাইয়া থাকে ও বাবু কোন গর্হিতাচরণ করিলেও তাহার প্রতিকূলে কথা কহিতে সাহস করে না, বরং তাঁহার তুষ্টিবর্দ্ধনের জন্য অনুকূল কথা বার্ত্তা কহিয়া থাকে, তাহাদিগকেও কুলোক বলিতে হইবে। যাহারা অকারণ হিংসা করে ও পরের উন্নতি দেখিয়া তাহার অনিষ্ট কামনা করে, তাহারাও অসৎ লোক।

শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন যে, যে স্থানে অসৎ লোকেরা বাস করে, সজ্জনের পক্ষে সে স্থান আশু পরিত্যাগ করা বিধেয়। কারণ, দুর্জ্জনের কার্য্য কলাপ দেখিতে দেখিতে সজ্জনেরাও তাহার কিছু না কিছু শিক্ষা করিবে। সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় যে, যদি কোন মহৎ বংশে দুই চারিজন যুবক, শুদ্ধ শাসন ও ধর্ম্মের শাসন অতিক্রম করিয়া অসৎ হইয়া উঠে, তাহাহইলে সেই বংশের অন্যান্য বালকেরাও তাহাদিগের ব্যবহার দেখিয়া ক্রমে ক্রমে অসৎ হইয়া পড়ে। যদিও কেহ কাহাকে রীতিপূর্ব্বক কুশিক্ষা দেয় না, তথাচ নিজ বংশীযগণের কুচরিত্র সর্ব্বদা দর্শন করিয়া অপর বালকেরাও সেই পথে ধাবিত হয। স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে পল্লীতে কতকগুলি সুরাপায়ী বাস করে, সে পল্লীতে যদি একজন সজ্জন ব্যক্তি আসিয়া অবস্থিতি করেন, তাহাহইলে সেই প্রথম পুরুষ না হউন, তাঁহার পুত্র পৌত্রগণ সর্ব্বদা দেখিয়া দেখিয়া সেই অসৎ আচরণ শিক্ষা করিবেই করিবে।

সিজেডুমুবদহে কতকগুলি দস্যু ছিল; তাহাদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিযা উক্ত গ্রামের অনেকগুলি ভদ্রলোক জলপথে ও স্থলপথে দস্যুবৃত্তি করিত। কালে সুবিখ্যাত পুলিসকর্ম্মচারি ব্লাক্‌ইয়োর সাহেব গবর্ণমেণ্ট হইতে বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া ডুমুরদহ শাসিত করিতে যান; তখন উক্ত গ্রামের তিন চারি জন টোলধারী ভট্টাচার্য্য দস্যু বলিয়া ধৃত ও দণ্ডনীয় হইযাছিলেন। যদি কেহ মনে করেন যে, 'দুর্জ্জনের সহবাসে স্বয়ং সাবধান থাকিলে কি অনিষ্ট ঘটিতে পারে?'

কিন্তু এরূপ মনে করা বিভ্রম মাত্র। দুর্জ্জনের সহবাসে অবশ্যই একদিন না একদিন নষ্ট হইতে হইবেই হইবে, তাহারা সর্ব্বদা কুকার্য্যে প্রবৃত্তি দান করিতে থাকে। মনুষ্যের মন চঞ্চল, সর্ব্বদা তাহাদিগের প্রবর্ত্তনায় ঘটনা ক্রমে মনের প্রবাহ পরিবর্ত্তন হইয়া অসৎপথে ধাবিত হয়; যদিও কিছু না হয, তথাচ দুর্জ্জন-সঙ্গ বিপত্তি-কারী। দুর্জ্জনগণ কর্ম্ম দোষে বিপদগ্রস্ত হইলে, আত্মবন্ধুগণকেও তাহাদিগের সমভিব্যাহারী করিবার চেষ্টা পায়। লোকে মোটা কথায় বলে, "চোর নিজে মজে সাত ঘর মজিয়ে।"

কুলোকের অপরাধে তাহার আত্মীয়বন্ধুগণকেও কষ্ট-ভোগ করিতে হয। কুলোকেরা না করিতে পারে, এমন কার্য্যই নাই। প্রমাণ স্থলে লিখিত হইয়াছে, যে দ্বাদশ-জন দস্যুবৃত্তি করিযা বেড়াইত, তাহাদিগের দৌরাত্ম্যে রাজ্যস্থ প্রজাপুঞ্জ জর্জ্জরীভূত হইয়াছিল। এক দিবস ঐ সকল দুরাত্মাগণের অনুসন্ধান পাইয়া রাজানুচরগণ তাহা-দিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইলে, তাহারা আত্মরক্ষার কোন উপায় না দেখিয়া, অরণ্যবাসী মাণ্ডব্যঋষির আশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গে কর্দ্দম মাখিয়া ধ্যানমগ্ন ঋষির চতুঃপার্শ্বে শিষ্যগণের ন্যায় উপবিষ্ট হয। রাজঅনুচরেরা সেই আশ্রমে আসিয়া ঐ দস্যুগণকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোরা কে?" প্রত্যু-ত্তরে তাহারা কহিল, "আমরা এই মহামুনির শিষ্য।" রাজঅনুচরেরা ক্রোধে অন্ধ হইয়া কহিল, "হাঁ, বুঝিয়াছি, এই ব্যক্তিই তোদের সর্দ্দার।" এই কথা বলিয়া ঋষির সহিত তাহাদিগকে বন্ধন করিয়া লইয়া গেল। রাজা সকলকেই

শূলে দিতে আদেশ করিলেন। দস্যুগণ শূলে আরোহণ করিয়া মৃত হইল; কিন্তু মহামুনি মাণ্ডব্য শূলে আরোহণ করিয়া মৃত হইলেন না। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার কি অপরাধে এরূপ রাজদণ্ড হইতেছে?" রাজ-অনুচরেরা কহিল, "দস্যুগণ তোমাকে গুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করায়, রাজাজ্ঞায় তোমার এই দণ্ড হইতেছে।" তাহার পর মাণ্ডব্যঋষি সবিশেষ করিয়া আপন পরিচয় দেওয়ায়, রাজানুচরেরা তাঁহাকে মুক্তি দিল। সেই জন্য মাণ্ডব্যঋষি খেদ করিযা বলিযাছিলেন, "অসতেরা কি ভয়ানক! তাহারা কেবল মাত্র আত্মদোষ স্খলনের জন্য আমার আশ্রমে প্রবেশ করিযাছিল ও আমার শিষ্য বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে আমি নিবপরাধী হইযাও দণ্ড প্রাপ্ত হইতেছিলাম। অসতের সংস্পর্শে যখন এতদূর অনিষ্ট ঘটে, তখন যাহারা সর্ব্বদা অসৎসংসর্গে বিচরণ করে এবং অসৎকে আত্মীয় বোধে আশ্রয় দেয়,তাহাদিগের কি না ঘটিতে পারে!"

নীতিজ্ঞেরা কহিয়াছেন, যে কোন রূপ হউক না কেন, 'কু'শব্দই অনিষ্টকারী। যদি কেহ নির্জ্জনে বসিয়া দুই এক খানি কদর্য্য ও কুকথা পূর্ণ গ্রন্থ পাঠ করেন, তাহাহইলেও তাঁহার নিস্তার নাই। সেই গ্রন্থে যে সকল কুকার্য্যের অভিনয় লিখিত হইয়াছে, তাহাই করিতে অভিলাষ জন্মে। মনুষ্যের মন যখন স্বভাবতঃই কুপথাবলম্বী হইতে চাহে, বিনা শিক্ষায় বিনা অসৎসংসর্গেও যখন কুপথে ধাবিত হয়, তখন তাহাব উপর আবার সঙ্গদোষ ঘটিলে ও কুকার্য্যের অভিনয় দর্শন করিলে না হইতে পারে কি? লোকে কথায়

বলে, "সৎসঙ্গে কাশীবাস ও অসৎসংসর্গে সর্ব্বনাশ!" কোন এক ব্যক্তি গল্প করিয়াছিলেন যে, "এক দিবস মাত্র কুসংসর্গে পড়িয়া আমার সর্ব্বনাশ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। আমি এক দিবস আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাগারে বসিয়া আদ্যোপান্ত উপাসনা শুনিতেছিলাম। আচার্য্যের মুখে দীর্ঘকাল সৎকথা শুনিয়া ভক্তিরসে আমার মন পরিপ্লুত হইতেছিল। তখন ঈশ্বরে ভক্তি, দরিদ্রে দয়া ও শান্তিরসে মন আর্দ্র হইতেছিল। মনে মনে ভাবিলাম যে, প্রত্যহ এইখানে আসিয়া ঈশ্বর-উপসনায় শান্তিভোগ করিব। কিছুকাল পরে তথা হইতে বাটী আসিবার জন্য যেমন রাজপথে বহির্গত হইয়াছি, দুর্ভাগ্য বশতঃ দুইজন অসৎবন্ধুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা আমাকে দেখিয়া পরিহাসচ্ছলে কহিলেন, "কি হে! আজ কাল বেহ্মসভার মেম্বর হযেচ নাকি?—বেশ, বেশ, আমরাও দিনকতক যাওয়া আসা করেছিলাম, তার পর দেখ্‌লেম যে,এ বেহ্ম হ'তেও বড় বেহ্ম আছেন। এখন চল দেখি, আমাদের সঙ্গে এক নূতন বেহ্মসমাজ দেখিয়ে আনি!" এই কথা বলিয়া আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া এক বেশ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইলে, দেখিলাম, দুইজন সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা সুরূপা যুবতী, আড়াখেম্‌টার তালে নৃত্য শিক্ষা করিতেছে। আমরা তিনজনে উপবিষ্ট হইলে, দাসী গোলাব জল, সিঞ্চিত তাম্বুল ও সদ্‌গন্ধযুক্ত তাম্রকূট দিয়া চলিয়া গেল।

আমি ব্রহ্মসভার বেদীর উপর দুইজন বৃদ্ধ দেখিয়াছিলাম, তাঁহারা দুইখানি পুস্তক লইয়া ঈশ্বরের গুণানু-

বাদ করিতেছিলেন, সম্মুখস্থ বেদীর উপর একজন বৃদ্ধ গায়ক রামমোহন রায়ের প্রণীত সঙ্গীত গাইতে ছিলেন। তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে, "মৃত্যুকাল অতি ভয়ঙ্কর! তাহা স্মরণ রাখিয়া সর্ব্বদা সৎপথে বিচরণ কর।" সে সকল কথা শুনিলে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির উদ্রেক হয়, তখন আমারও তাহাই হইতেছিল। বোধ হয়, যদি সেইরূপ মন লইয়া কোন সজ্জনের সহিত সেই সকল সৎকথার আলোচনা করিতে করিতে বাটী পর্য্যন্ত আসিতে পারিতাম, তাহাহইলে আহারাদির পর শয্যায় শয়ন করিয়া সৎপ্রবৃত্তি মন মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া ব্রহ্মানন্দ লাভ করতঃ কিছু-ক্ষণও শান্তিসুখ উপভোগ করিতে পারিতাম। কিন্তু যে সময়ে আমার মনে সৎপ্রবৃত্তি কেবল ছায়ার ন্যায় দেখা দিয়াছে, এমন সময়ে অসৎসংসর্গে পড়িয়া প্রলোভন পূর্ণ অসৎ-আশ্রমে আনীত হইলাম! যে যুবতীকে দেখিলে সহ-জেই যুবার মন চঞ্চল হয়, সেই যুবতীদ্বয় সুসজ্জিতা হইয়া হাব ভাবের সহিত নৃত্য ও ঘন ঘন কটাক্ষপাত করি-তেছে। ব্রহ্মসভায় সঙ্গীত হইতেছিল, "মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর,—ইত্যাদি।" সেই সঙ্গীত একজন বৃদ্ধের কণ্ঠ হইতে সুমধুর সুরে নির্গত হইতেছিল। এখানে পীনোন্নত-পয়োধরা দুইজন যুবতী হাব ভাবের সহিত বামাস্বরে "পীরিতি যে জানে, সে কেন করে না,—ইত্যাদি" আদিরসাত্মক সুললিত সঙ্গীত কিরূপ মনোহারিণী হইতেছিল, পাঠকগণ! একবার সেই গৃহের অবস্থা মনমধ্যে চিত্র করিয়া লউন। যাহা হউক, আমি তাহাদিগের কটাক্ষপাতে একেবারে ব্রহ্মমন্দির

ভুলিয়া গিয়া একদৃষ্টে যুবতীদ্বয়ের দিকে চাহিয়া রহিলাম, স্বাত্বিক ভাবে হৃদয় কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। আমার মনোগত ভাব অপর বাবু দুইটি বুঝিতে পারিয়া উচ্চহাস্যের সহিত কহিলেন, "কেমন বাবা! তোমার সে ব্রহ্মসমাজ কত্তে এ ব্রহ্মসমাজ ভাল কি না? যদি বল ইহার আচার্য্য কই! (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) ঐ দেখ আইবুড়ী বারাণ্ডায় চটের উপর বসিয়া হরিনাম করিতেছে। তিনি যদি পুরাণ-পাঁজি পড়িতে আরম্ভ করেন, তাহাহইলে এইক্ষণেই তোমার মুণ্ডু ঘুরিয়া যাইবে। সেখানকার সঙ্গীত ও গায়কের সহিত এখানকার সঙ্গীত ও গায়কের তুলনা কর। সেখানে যেন একটা এঁড়ে বাচুর ডাকিতেছিল, এখানে যেন নারদের বীণা বাজিতেছে; সেখানে তোব্‌ড়া-গাল কোঠরে চ'খো পাকা দাড়ি গোঁপ আর দাঁত খিঁচুনি, এখানে প্রস্ফুটিত শতদলের ন্যায় মুখ, মৃগনয়নের বক্র চাহনি, বিম্ব-ওষ্ঠাধরের মধ্য হইতে ঈষৎ হাসি,—সেই সঙ্গে মুক্তাপাঁতির ন্যায় দন্তগুলি দেখ্‌তে কি সুন্দর! ওরে একবার নয়নভোরে দ্যাখ্! সেখানে গিয়ে কি ফল হবে, এখানে হাতে হাতে মোক্ষ ফল!" আমি মোহিত হইয়া সেইখানে বসিয়া রহিলাম, মনে আমোদের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল, বাটী আসিবার ইচ্ছা কিছু মাত্র রহিল না। আমি মনে ভাবিতে লাগিলাম যে, এরূপ সংসর্গে বাস করা অপেক্ষা যুবজনের আর অধিক সুখ কি হইতে পারে? আমার এখনও ব্রহ্মসভায় গিয়ে বুড়োমি কর্‌বার সময় হয়নি, এ মজা ফেলে ব্রহ্মসভায় গিয়ে চোক বুজে বসে থাকা আমার কর্ম্ম নয়, সে কেবল কষ্ট ভোগ মাত্র। আজ ভাল কোরে সব দেখা

হোল না, কাল এসে একবার ভাল কোরে দেখ্‌তে হবে। আমি ব্রহ্মসভার দানাধারে একটি মাত্র দোয়ানি দিয়াছিলাম, কিন্তু বেশ্যাদ্বয়কে দুইটী টাকা দিয়াও যেন মনে মনে সাপরাধী হইতে হইল। যাহা হউক, আমি অর্দ্ধ রজনীতে বাটী আসিলাম। গৃহিণী কতকগুলি মিষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন, আমার মনে তাহার উপর অত্যন্ত বিরক্তি জন্মিল। শুষ্কব্যঞ্জন আহারান্তে শয্যায় শয়ন করিয়া আছি, নিদ্রা আসিতেছে না, মনমধ্যে সেই বারাঙ্গণাদ্বয় হাব ভাবের সহিত নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। মনে মনে সঙ্কল্প আছে, যাই আর না যাই সে পরের কথা, কিন্তু কল্য একবার যাইতেই হইবে। এইরূপে সে রজনী অতিবাহিত করিযা পরদিবস প্রাতে আপন বৈঠকখানায় উপবিষ্ট আছি, কোন কাজ কর্ম্ম ভাল লাগিতেছে না, এমন সময়ে একজন সজ্জন আসিযা কথা প্রসঙ্গে অসৎসংসর্গ ও অসৎপথে ভবিষ্যতে দুর্দ্দশার কথা উত্থাপন করিলেন; তাঁহার সহিত ঐ প্রস্তাবের উপর দুই ঘণ্টাকাল তর্ক বিতর্ক করিযা মনে মনে অনুতাপ উপস্থিত হইল। ভাবিলাম, "সৎ আর অসৎসংসর্গের কি প্রভেদ, অদ্য তাহা ভাল করিযা বুঝিলাম। এক দিবস মাত্র অনুরোধে পড়িযা কুস্থানে প্রবেশ করিযাছিলাম, তাহাতেই আমার এতদূর মনোবিকার উপস্থিত হইয়াছে; হয় ত চৈতন্যোদয় না হইলে তাহাদিগের প্রেমপাশে বদ্ধ হইয়া অর্থের জন্য কত শত গর্হিত কার্য্য করিতে হইত, চিরকাল তাহাদিগের গোলামী করিতে হইত, হয় ত গাত্রদাহে কোন জঘন্য কার্য্য করিয়া রাজদণ্ডে আপন প্রাণ

পর্য্যন্ত হারাইতে হইত। সেই বেশ্যাদ্বয়ের হাব ভাব রূপ-লাবণ্য দর্শনে ও সঙ্গীত শ্রবণে এতদূর বিমোহিত হইয়াছিলাম যে, বিবেচনা বিহীন হইয়া সেইখানেই অর্দ্ধরাত্রি যাপন করিলাম! দুইটি টাকা মাত্র সম্বল ছিল, তাহাও সাপরাধী হইয়া তাহাদিগের হস্তে দিলাম। যদি অধিক টাকা সঙ্গে থাকিত, তাহাহইলে তাহাও দিয়া আসিতাম, তাহাতে আর সংশয় নাই। বাটীতে আহারাদি পড়িয়া শুষ্ক হইতেছে, সহধর্ম্মিণী উদ্বিগ্ন চিত্তে বসিয়া আছেন, তাহা একবারও মনে উদয় হইল না। বাটী আসিলে পতিপ্রাণা স্ত্রীর মিষ্ট ভর্ৎসনা শুনিয়া মনে মনে এতদূর রাগ হইয়াছিল যে, এই রাত্রেই ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া সেই বারাঙ্গণা-গৃহে পুনর্গমন করি; কিন্তু নিতান্ত গর্হিত কার্য্য বলিয়াই তাহা করিতে পারিলাম না। আহারাদি করিয়া শয়ন করিলাম, স্বপনে তাহাদিগের মূর্ত্তি হৃদয়ে আবির্ভূত হইতে লাগিল। প্রাতে নিদ্রা ভঙ্গে অন্যান্য দিন বিষয় কার্য্যের কথা স্মরণ হয়, কিন্তু সে দিবস তাহা না হইয়া বারাঙ্গণাদ্বয়কে কতক্ষণে দেখিব, এই চিন্তাই বলবতী হইয়া উঠিল। বিষয় কার্য্যও অনেক ছিল, কিন্তু কিছুতেই হস্তার্পণ করিতে মন লাগিল না। এইজন্যই সৎ-বন্ধু বলিলেন যে, এই প্রকারেই লোকে নষ্ট হইয়া থাকে, এই প্রকার সহবাসেই দশ বৎসরের সৎসঙ্গের ফল এক দিনের অসৎ-সংসর্গে লোপ পাইয়া যাইতে পারে। যখন আমি ব্রহ্ম-মন্দিরে উপাসনা শুনিতেছিলাম, তখন আমার মনে কিরূপ শান্তি ছিল, আর যখন গণিকালয়ে প্রবেশ করিলাম, তখন হইতে

আমার মনে অনুতাপ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মনের চাঞ্চল্য কিরূপ ঘটিয়াছিল! আমি গণিকাগৃহে প্রবেশ করিয়াই অন্য প্রকার মনুষ্য হইয়াছিলাম, আমার পশ্চাদ্দৃষ্টি একেবারে লোপ হইয়া গিয়াছিল, তাহাদিগের সহবাস সুখের ইচ্ছা জন্মিয়াছিল। যদি সৎ-বন্ধু আসিয়া আমার সহিত কথোপকথনে চিত্তের বিকার দমন না করিতেন, তাহা-হইলে ভবিষ্যতে আমার অদৃষ্টে না ঘটিত কি? কুপথের পথিক হইয়া হয় ত যাবজ্জীবন নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত;—এমন সময়ে সৎ-বন্ধু আসিযা আমাকে সেই ভাবি-যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিলেন। ধন্য সৎসঙ্গ!"

যাহা হউক, এক্ষণে 'কু' কাহাকে বলে সংক্ষেপে তাহার হেতুবাদ কবা যাউক। পণ্ডিতেরা এ প্রশ্নের এক কথায় মীমাংসা করিয়াছেন যে, "যে পথে মহাজনেরা বিচরণ করেন, সেই সুপথ।" তাহার বিপরীত হইলেই কুপথের পথিক বলিয়া ধরিতে হইবে। যদি শিশু সন্তানেরা কতকগুলি চিনের বাদাম ক্রয় করিয়া আহার করিতে আরম্ভ করে, তাহা দেখিলে একজন সজ্জন ব্যক্তি অবশ্যই বলি-বেন, "হে অবোধ শিশুগণ! চিনেব বাদাম খাইও না, ও টা কু সামগ্রী, উহাতে উদরাময রোগ আসিতে পারে।" বালক তৎকালে তাহা শুনিল না, এক দিবস খাইয়া দেখিল উহা অত্যন্ত মুখরোচক; সুতরাং প্রত্যহই চিনের বাদাম খাইতে খাইতে শেষে যথার্থই উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইল, তখন সে বুঝিল যে, চিনের বাদাম অত্যন্ত কু সামগ্রী। এই-রূপে বহুকালে কতকগুলি বিষয় 'কু' বলিয়া অবধারিত

হইয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি বৃন্দাবন হইতে কড়ুগীতে যাইবার মানস করিয়া তাঁহার পাঁচজন পরিচিত ভদ্রলোকের নিকট তৎসম্বন্ধে যুক্তি গ্রহণ করিতে যান, তাহাহইলে যিনি সে পথের অবস্থা অবগত আছেন, তিনি অবশ্যই বলিবেন যে, "ভাই! সে পথ অত্যন্ত কুপথ, অর্থাৎ দস্যু ও হিংস্রক জন্তুর ভয় আছে, সে পথে না যাওয়াই যুক্তিযুক্ত।" সেইরূপ অনেকে দেখিয়া শুনিয়া বেশ্যাসংসর্গকে একটি কুপথ বলিয়া ধার্য্য করিয়াছেন। যদি কোন ব্যক্তি কুসংসর্গে পড়িয়া বেশ্যালয়ে গতিবিধি করেন, তাহাহইলে তাঁহার অদৃষ্টে কুপথ পরিভ্রমণের কুফল ফলিবেই ফলিবে। কারণ, বেশ্যালয় হইতেই ধন, মান ও প্রাণহানি-কর অনর্থ-ঘটনা সকল ঘটিয়া থাকে; অধিকন্তু বেশ্যাসংসর্গ সমাজ নিষিদ্ধ বলিয়া লম্পট পুরুষকে ভদ্রলোকেরা অত্যন্ত ঘৃণা করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ বেশ্যালয়ে গতিবিধি করিতে করিতে যদি কোন সজ্জন ব্যক্তি কোন গণিকার প্রণয়-পাশে আবদ্ধ হন, তাহাহইলে তাঁহার আর দুর্দ্দশার অবধি থাকে না। কারণ, বেশ্যারা সাধারণতঃ অত্যন্ত মায়াবিনী। কাল্পনিক প্রণয় দেখাইয়া আপন স্বার্থ-সাধনই তাহাদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য। আপন স্বার্থ-সাধনের জন্য, পুরুষের লজ্জা, ভয়, ধন ও মানের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে দেয় না। যদিও লোকে বলিয়া থাকেন, "প্রণয় অমূল্য নিধি।" কিন্তু সে নিধি সহজে প্রাপ্ত হওয়া অতি দুষ্কর। ধন দিয়া প্রণয় ক্রয় করিতে পাওয়া যায় না, এইজন্য রামনিধি গুপ্ত লিখিয়াছেন,—"ধন দিয়া মন যদি সদত তুষিতে হ'ল,

তবে আর তার সনে কিসেরি পিরীতি বল ?" যথার্থ প্রণয়ে কেবল শরীর ভেদ থাকে, আত্মার গতি প্রায় এক প্রকার হইয়া পড়ে ও উভয়ে সুখ দুঃখের সমান অংশী হইয়া থাকে। সে প্রণয় অতি বিরল, এমন কি নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। ভ্রমে পড়িয়া অনেকে সেই নিধিজ্ঞানে মায়াবিনী বারবিলাসিনীর প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়া বর্ণনাতীত কষ্ট পাইয়া থাকেন ও ক্রমে ক্রমে ধন ও মান হারাইয়া অত্যন্ত দুর্দ্দশা ভোগ করিয়া থাকেন। নিম্নে তাহারই একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল।

যে সঙ্গীত-শাস্ত্রের আলোচনায় পূর্ব্বকালের অনেক লোক বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন, যে সঙ্গীত ও বাদ্যের দ্বারা বনের পশুরাও মুগ্ধ হইত, বর্ত্তমান সময়ে সেই সঙ্গীত-বিদ্যার অধিকাংশ আচার্য্য কুলোক। ঐ সকল লোকের নিকট গীত বাদ্য শিক্ষা করিতে গিয়া, তাহাদিগেব সঙ্গদোষে ও উত্তেজনায় অনেক ভদ্র যুবক কুপথাবলম্বী হইয়া পড়েন। সেই জন্যই যদি কেহ অল্প বয়সে সঙ্গীতাদি শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহাহইলে লোকে তাঁহাকে কুপথাবলম্বী হইয়াছেন বলিয়া থাকেন। কুলোক সঙ্গীত-গুরুগণ তাঁহাদিগের স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটিবে বলিয়া, শিক্ষার্থী ছাত্রবৃন্দকে মনের সহিত শিক্ষা দান করেন না। যাহা দশ দিনে শিক্ষা করিতে পারা যায়, তাহারই আলোচনায় এক মাস অতিবাহিত করাইয়া থাকেন। ঐ সকল আচার্য্য মহাশয়েরা ছাত্রদিগকে সঙ্গীত বা বাদ্যের বিশেষ তত্ত্ব সকল শিক্ষা না দিয়া, প্রথমেই কতক-

গুলি রঙ্‌দার শিক্ষা দান করিয়া থাকেন, শিষ্যও তাহাই শিক্ষা করিয়া একেবারে মাতিয়া উঠে। বর্ত্তমান দীক্ষা-গুরুরা যেমন শিষ্যের কর্ণে দুই একটি অর্থশূন্য বাক্য বলিয়া দেন, শিষ্য মোক্ষধামে গমন করিবার জন্য, সেই মন্ত্র কায়-মনোবাক্যে যপ করিতে থাকে, সেইরূপ সেতারের উপা-চার্য্যেরা শুভক্ষণে ছাত্রের হস্তে নাড়া বাঁধিয়া 'ডারা—ডারা' বাজাইতে উপদেশ দেন। ছাত্র নূতন আমোদে পড়িয়া সেই 'ডারা—ডারা' ইষ্টমন্ত্র অপেক্ষাও ইষ্টকর বিবেচনা করিয়া সাধন করিতে থাকেন। শয়নে, স্বপনে, উপবেশনে, যেখানে সেখানে 'ডারা' ভিন্ন আর কিছুই মনে পড়ে না। কখন বা আপকার নাসিকা টানিয়া তাহাতেই'ডারা—ডারা' বাজাইতে-ছেন, কখন বা ভোজন-পাত্রে কখন বা শযন খট্টায় 'ডারা' মন্ত্র সাধন হইতেছে। ছাত্র এইরূপ 'ডাবা' মন্ত্রে মোহিত হইয়াছেন দেখিয়া, গুরুর আর আহ্লাদের সীমা থাকে না। মনে মনে ভাবেন যে, "আর কি! আমার উপার্জ্জনের পথ বিশেষ পরিষ্কৃত হইতেছে।" হয় ত, ছাত্রকে উৎসাহিত করিবার জন্য উপাচার্য্য মহাশয় কহিলেন, "বাবুজীর যেরূপ মেধা দেখিতেছি, এরূপ মেধা কিছুকাল থাকিলে, আপনি একজন প্রধান সেতারি হইযা উঠিবেন। 'ডারা—ডারা' বোল যাহা লোকে এক মাসে পারে না, তাহা আপনি দশ দিনে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছেন। এইরূপ প্রশংসায় উৎসাহিত হইযা ছাত্র নূতন পাঠ গ্রহণ করেন, সেই পাঠ আলোচনা করিবার সময় নব্যযুবকেরা কি সাংসারিক, কি নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া পর্য্যন্ত একেবারে বিস্মৃত হইয়া যান। এই-

জন্যই নীতিজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন যে, "সর্ব্ব বিষয়ে পরিপক্ক না হইয়া, কেহ কখন সঙ্গীতাদির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইও না। কারণ, অপরিপক্ক বুদ্ধিতে যদি সঙ্গীতাদির খেয়াল লাগে, তাহাহইলে, সে ব্যক্তি আর সাংসারিক কার্য্যে বিশেষ মনোনিবেশ করিতে পারে না। সঙ্গীত-গুরুরাই "গাঁজা খাইলে গলার স্বর পরিষ্কার হইবে।" এইরূপ বলিয়া ছাত্রকে গাঁজা খাইতে প্রবৃত্তি দিয়া থাকেন, ছাত্রও সেই আশায় গাঁজা খাইতে আরম্ভ করিয়া অবশেষে প্রকৃত প্রস্তাবে একজন গাঁজাখোর হইয়া উঠে। এইরূপ অসৎ লোকেরাই নব্য-যুবকদিগকে অসৎপথে যাইতে শিক্ষা দিয়া থাকে। ক্রমে অসৎসংসর্গে, কুপথে, পরিভ্রমণ করিতে করিতে নব্য-যুবক ধন, মান হারাইয়া অশেষ দুর্দ্দশা ভোগ করিয়া থাকেন, নিম্নে তাহারই একটি দৃষ্টান্ত লিখিত হইল।

একজন অসৎপ্রকৃতির লোক, একজন নব্যযুবককে সেতার-বাদন শিক্ষা দিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ওস্তাদজী প্রত্যহ আসিয়া অতি অল্প সময় মাত্র বাবুকে সেতার বাদন শিক্ষা দিতেন, অধিকাংশ সময় আপন স্বার্থ সাধনাভিপ্রায়ে, অমুক শিষ্যের অসাধারণ গুরুভক্তি, অমুক শিষ্যের নিকট তিনি বিস্তর সাহায্য পাইয়া থাকেন, অমুক শিষ্য খুসী হইয়া তাঁহাকে হাজার টাকার অঙ্গুরি প্রদান করিয়াছে, এইরূপ নানাবিধ গল্পে অতিবাহিত করিতেন। ক্রমে দুই তিন মাস গত হইল, বাবুও সেতার ধরিয়া দুই চারিটা গত বাজাইতে শিক্ষা করিলেন। এক দিবস কথার প্রসঙ্গে ওস্তাদজী নব্যবাবুকে বলিলেন, "বাবুজী!

অমুক রাজার পুত্র আমার ছাত্র, তাঁহার নিকট আপনার অসাধারণ মেধার কথা বলিয়াছিলাম; শুনিয়া তিনি আপনার সহিত আলাপ পরিচয় করিতে বিশেষ ইচ্ছুক হইয়াছেন। তবে আপনার সহিত তাঁহার বিশেষ চাক্ষুস আলাপ পরিচয় নাই, সেইজন্য তিনি বলেন, 'প্রথম পরিচয়টা মণিয়া বিবির বাটীতে হইলেই ভাল হয়।' তাহার পর পরস্পরের বাটীতে যাতায়াত সম্বন্ধে কোন প্রতিবন্ধক থাকিবে না। এক্ষণে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, এ বিষয়ে আপনার কিরূপ মত হয়? মণিয়া সাধারণ বেশ্যা নহে, আমার ছাত্র ছাত্রীগণের মধ্যে সে সেতারে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিযাছে, তাহার বাটীতে হটাৎ অন্য লোক প্রবেশ করিতে পায না।" এই কথা শ্রবণ করিয়া আমাদের নব্যবাবুর মনে এক বিচিত্র ভাবের উদয় হইল। তিনি পূর্ব্বে কখনও গণিকালয়ে প্রবেশ করেন নাই, কারণ প্রথমতঃ সে বিষযে উৎসাহ দিবার লোক ছিল না। দ্বিতীযতঃ অসমযে বাটীর বাহিরে যাইবার সুবিধা ছিল না। তৃতীয়তঃ বেশ্যালয়ের রীতি পদ্ধতি অবগত না হইয়া হটাৎ তাহাদিগের বাটীতে উপস্থিত হইলে, পাছে কোন বিপদে পতিত বা উপহাসাস্পদ হইতে হয, এই আশঙ্কা মনে প্রবল ছিল। এক্ষণে মনে মনে ভাবিলেন যে, "যখন গুরুজী লইয়া যাইতেছেন, তখন বিপদের কোন আশঙ্কাই নাই। সেখানে যাইলে একজন ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হইবে, অধিকন্তু মণিয়াবিবি কিরূপ সেতার শিক্ষা করিয়াছে, তাহাও শুনিতে পাইব।" আমাদিগের নব্যবাবু এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিতে-

ছেন, এমন সময়ে ওস্তাদজী বাবুকে নীরব ও চিন্তাযুক্ত দেখিয়া কহিলেন, "বাবুজী! আমি যখন লইয়া যাইতেছি, তখন তাহাতে আপনার কিছুমাত্র মর্য্যাদার হানি হইবে না। যাহার বাটীতে যাইবেন, সে আমার ছাত্রী, আপনিও আমার ছাত্র। আর যাহারা আপনার সহিত আলাপ করিতে আসিবেন, তাহারাও আমার ছাত্র, ইহার মধ্যে অপর লোক কেহই নাই।" নব্যবাবু বলিলেন, "আমি সেজন্য ভাবিতেছি না, কিন্তু রজনীতে বাটী হইতে বহির্গত হওয়া আমার পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠিবে।" গুরুজী কহিলেন, "রজনীর প্রয়োজন? সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তথা হইতে বাটী চলিয়া আসিব।" নব্যবাবু কহিলেন, "তবে সেই কথাই ভাল, কল্য বেলা দুইটার সময় তথায় গমন করা যাইবেক।"

পর দিবস প্রত্যুষে গুরুজী, তাহার ছাত্রী মণিয়াবিবির নিকটে যাইয়া কহিলেন, "অদ্য একজন ধনাঢ্য যুবক তোমার সেতার শুনিতে বেলা দুইটার সময় আসিবেন, সেই সময় অবিনাশ বাবুরও আসিবার কথা আছে, তুমি পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদের খাতির যত্নের জন্য যাহা যাহা আয়োজন করিতে হইবে, তাহা করিয়া রাখিও; আর দুই একজন চালাক ও খাপসুরৎ স্ত্রীলোককে আনাইয়া রাখিও যাহাতে আমার নূতন ছাত্র খোস হইয়া যাইতে পারে;—তোমাকে অধিক বলাই বাহুল্য।" এদিকে আমাদিগের নব্য যুবক বেলা দুই প্রহর হইতে আপন পোষাক পরিচ্ছদের তদ্বির করিতে লাগিলেন। একটার পর আর একটা পরিচ্ছদ পরিধান করিতেছেন, আবার খুলিয়া ফেলিতেছেন, কোনটাই মনো-

মত হইতেছে না। যাহাহউক, অনেকক্ষণের পর একস্যুট পরিচ্ছদ পরিধান করিবার জন্য, স্থির করিয়া রাখিলেন ও আপন খুড়ামহাশয়ের নিকট শত সহস্র মিথ্যা কথা কহিয়া, ঘড়ী, চেন ও অঙ্গুরী সংগ্রহ করিলেন। সেই দিবসই মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে, উত্তম পরিচ্ছদ ও চেন ঘড়ী প্রভৃতি প্রস্তুত কারণ যেরূপে হউক, অর্থ সংগ্রহ করিতেই হইবে। এ সকল আপনার ইচ্ছামত ব্যবহারেব জন্য একটা স্যুট করা অত্যন্ত আবশ্যক বোধ হইতেছে।" যাহাহউক, নির্দ্দিষ্ট সময়ে ওস্তাদজী আসিযা উপস্থিত হইলেন। আমাদিগের নব্য-বাবু পরিচ্ছদাদি পরিধান করিয়া মনে মনে ভাবিলেন যে, "কি জানি, যদি আবশ্যক হয় গোটা কতক টাকা সঙ্গে রাখা চাই। কথায় বলে "দেব, দ্বিজ, গুরুস্থানে রিক্ত হস্তে যাইতে নাই।" এইরূপ ভাবিয়া পাঁচিশ টাকা আপন পকেটে লইলেন এবং গুরুর সহিত একটি ভাড়াটে গাড়িতে করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া পৌঁছিলেন।

বাবুকে সমাগত দেখিয়া মণিযাবিবি যথেষ্ট সমা-দরের সহিত শয্যার উপর উপবেশন করাইল, পশ্চাদ্ভাগ হইতে একজন দাসী ব্যজন করিতে লাগিল, অপর একজন দাসী তাম্বুল-পাত্র ও শট্কা সম্মুখে আনিয়া ধরিয়া দিল। আমাদিগের বাবু "আমি ত তামাক খাইনে" বলিয়া লজ্জায নম্র-বদনে শয্যায উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে সিঁড়িতে পাদুকাধ্বনি হইতে লাগিল। মণিয়াবিবি তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া অবিনাশ বাবুকে আনিয়া, আমা-দিগের বাবুর নিকট উপবেশন করাইল। অবিনাশ বাবু

শয্যায় উপবিষ্ট হইয়া আর লজ্জিত হইলেন না, কারণ পূর্ব্ব হইতেই তিনি লজ্জার মস্তক চর্ব্বণ করিয়াছিলেন। শয্যায় উপবিষ্ট হইয়াই অবিনাশবাবু শট্‌কার নল ধরিলেন ও ওস্তাদজীকে কহিলেন, "ওস্তাদজী! আপনি বুঝি এই বাবুরই কথা আমাকে কহিয়াছিলেন?" ওস্তাদজী পরিচয় প্রদান করিলে, অবিনাশবাবু নব্যবাবুকে কহিলেন, "মহাশয়! আপনার সহিত বিশেষ আলাপ ছিল না, তবে নাম শ্রুত ছিলাম, আজ আলাপ হ'য়ে বড় আহ্লাদিত হলেম।" এইরূপ কথার পর মণিয়াবিবিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আর শুভ কর্ম্মে বিলম্ব কেন? একবার মিষ্টি হাতে মিষ্টি সেতারটি ধর, শুনে আমাদের কাণ জুড়ুক।" নব্যবাবুর প্রতি কহিলেন, "কি বলেন মশায়?" আমাদিগের নব্যবাবু চালাক চতুর হন নাই, সুতরাং কেবল ঈষৎ হাস্য করিয়া অবিনাশবাবুর কথাতেই 'ডিটো' দিয়া গেলেন। ওস্তাদজী সেই সুযোগে বলিলেন, "বাবু, অধিকক্ষণ থাকিতে পারিবেন না, কারণ বাড়ীতে তাড়া আছে।" তৎশ্রবণে অবিনাশ বাবু বলিয়া উঠিলেন, "সে কি? তাড়ার ধার ধারিতে গেলে কি সঙ্গীত-বিদ্যা শিক্ষা করা হয়? যদি সুর একবার লেগে যায়, তা হ'লে রাত্রি প্রভাত হয়ে গেলেও উঠতে পারা যায় না। আমাদেরও আগে আগে বাড়ীর তাড়া থাক্‌তো, এখন বাড়ীর লোক্‌কে গিয়ে উল্‌টে তাড়া দিয়ে থাকি। ভয় কল্লেই ভয়। কবিতায় আছে শুন্‌চেন তো, "লোভেতে আইসে লোভ,—ভয়ে ভাঙ্গে ভয়; মহাকবি কাশীদাস কয়।" কবিতা শুনিয়া আমাদিগের নব্যবাবু ঈষৎ হাস্য করিলেন

কারণ, ভারতচন্দ্র রায়েরও দুই পংক্তি কবিতা তাহার জানা ছিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, অবিনাশবাবুর পেটে কালীর অক্ষর নাই; সুতরাং তাঁহার সহিত কথা বার্ত্তা কহিতে আমাদিগের নব্যবাবুর পূর্ব্বাপেক্ষা একটু সাহস বৃদ্ধি হইল। এদিকে ওস্তাদজী মণিয়াকে সঙ্কেত করিয়া আপন তবলায় সুর বাঁধিতে আরম্ভ করিলেন। মণিয়া যে দুইটি স্ত্রীলোককে আপন বাটীতে আনাইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে একটি পরমাসুন্দরীর প্রতি আমাদিগের নব্যবাবু আড়চক্ষে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। যেমন ইন্দ্রালয়ে নৃত্য-সভায় অর্জ্জুন উর্ব্বশীর প্রতি দৃষ্টিপাত করায়, ইন্দ্র তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সেইরূপ ওস্তাদজী নব্যবাবুর আন্তরিক ভাব বুঝিতে পারিয়া মনে মনে আহ্লাদিত হইলেন। সেতার ও তবলার সুর বাঁধা হইলে, অবিনাশবাবু আমাদিগের নব্যবাবুকে সেতার ধরিতে অনুরোধ করায় নব্যবাবু বলিলেন, "আমি এই নূতন শিক্ষা করিতেছি, আপনাদের সম্মুখে সেতার ধরিবার যোগ্য পাত্র নহি, আমাকে কেন আর অপ্রতিভ করেন?" অবিনাশবাবু কহিলেন, "এতে আর লজ্জা কি মশায়?" নব্যবাবু কহিলেন, "মহাশয়! আপনি আগে একটি বাজান্, তারপর আমি যা জানি, আপনাদিগকে শুনাইব।" এই কথা শুনিবা মাত্র অবিনাশবাবু সেতার ধরিলেন ও আপনার মনমত সুর বাঁধিতে গিয়া সেতারের দুইটি তার ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। তাহাতে কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া, আপনিই হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এই দেখ, চাষার হাতে শাল্‌গ্রামের

মৃত্যু হইল।" সেতারের তার ছিঁড়িয়া যাওয়ায় পুনরায় তার সংলগ্ন করিতে পাছে কাল বিলম্ব হয়, এ জন্য মণিয়াবিবি আর একটি সেতার গৃহ হইতে বহির্গত করিয়া পর্য্যায়ক্রমে দুইটি গত অতি সুন্দর রূপে বাজাইল। মণিয়াবিবির সেতার বাদন শুনিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। অবিনাশবাবু আগন্তুক দুইজন স্ত্রীলোক কতদূর সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী, তাহা ওস্তাজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ওস্তাদজী বলিলেন, "বড়টি বেশ গজল গাইতে পারে, ছোটটি উহার সঙ্গে আসিয়াছে।" অবিনাশবাবু তৎশ্রবণে, গজল-গায়িকাকে সঙ্গীত করিতে অনুরোধ করিলেন। সেই সময়ে ওস্তাদজী, নব্যবাবু ও অবিনাশবাবুকে আধা ইংরাজী ও আধা হিন্দিতে বলিলেন যে, "ইহারা পেশাদার, কিছু প্রার্থনা করে।"

এদিকে গজলওয়ালী হাব ভাবের সহিত গজল গাহিতে আরম্ভ করিল। আমাদিগের নব্যবাবু এরূপ আমোদ প্রমোদ কখনও দেখেন নাই; তিনি রমণার সুলভ-কণ্ঠস্বর ও অপাঙ্গ-ভঙ্গীতে মোহিত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "আহা, এই সকল চিত্তবিনোদক কার্য্যকাণ্ড পূর্ব্বে কখন দেখি নাই ও শুনি নাই—আমি কি অবস্থাতেই অবস্থিত ছিলাম! আর অন্ধকূপের ভেকের ন্যায় গৃহে বসিয়া থাকিব না, মধ্যে মধ্যে ইহাদিগকে লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে হইবে।" গজল-গায়িকা সে সময়ে আমাদিগের নব্যবাবুর দিকেই লক্ষ্য করিয়া গাহিতেছিল। নব্যবাবু কতক মানের অনুরোধে, কতকটা মনের টানে, সঙ্গীত কারি-

ণীর হস্তে পঞ্চ মুদ্রা প্রদান করিলেন। তদৃষ্টে অবিনাশ-বাবুকেও আপন মানরক্ষার অনুরোধে দ্বিতীয়বার 'সোমের' ঘরে পাঁচ টাকা সঙ্গীতকারিণীর হস্তে দিতে হইল। পাঠকগণ! কুস্থানেই কুলোকের সমাগম হইয়া থাকে, বোধ হয় ইহা আপনাদিগের অবিদিত নাই। মণিয়াবিবির ঘরে আর দুইটি বাঙ্গালিবাবু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদিগের দুইজনকে শ্রীগুরু, গোপেশ্বর বলিলেও বলিতে পারা যায়। তাঁহারা প্রধান প্রধান গণিকাগণের গৃহে সর্ব্বদা গতায়াত করিয়া থাকেন। একদিনের কথা বার্ত্তা দ্বারাই অনভিজ্ঞ বাবুদিগের পরিচিত হইতে পারেন। দুইজনে গৃহে প্রবেশ করিয়াই একজন অপরিচিত নব্যবাবুকে দেখিয়া, ঠারে ঠোরে পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, "এ পাটভাঙ্গা বাবু কোথা থেকে এলো? একে একবার নাড়া চাড়া করিয়া দেখিতে হইবে যে, হালে পানি পাইবে কি না।" এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহারা দুইজন আমাদিগের নব্যবাবুর কিঞ্চিৎ অন্তরে উপবেশন করিলেন, কিন্তু তৎকালে গজলওয়ালীর সঙ্গীতের তরঙ্গে কোন কথা কহিতে পারিলেন না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পারিতোষিক সম্বন্ধে আমাদিগের নব্যবাবুই প্রথমতঃ হস্ত মুক্ত করিয়াছিলেন, অবিনাশবাবুও সে বার কায়ক্লেশে আপনার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে বাধ্য হন; কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন নব্যবাবু আর পাঁচ টাকা সঙ্গীতকারিণীর হস্তে অর্পণ করিলেন, তখন অবিনাশবাবু নব্যবাবুর প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া একেবারে বিষাদ-সাগরে

নিমগ্ন হইলেন। কিছুক্ষণ পরে গজল-গায়িকা শ্রম শান্তির জন্য তাম্বুরা রাখিলে, সেই সময়ে অবিনাশবাবু বিদ্রূপচ্ছলে বলিলেন, "অদ্য এইখানেই বেদব্যাসের বিশ্রাম হ'ক্, আমাদিগের নূতন বন্ধুটি এসেচেন, তাঁহার সঙ্গে একটু আলাপ পরিচয় করা যাক্।" সকলেই সেই প্রস্তাবে সম্মত হইতে না হইতে, শেষাগত দুইজন বাঙ্গালিবাবু আমাদিগের নব্যবাবুর সহিত আলাপ পরিচয় করিতে অগ্রসর হইলেন। অবিনাশবাবু তাহাতে বাধা দিয়া আমাদিগের নব্যবাবুর হস্ত ধারণ করতঃ বাহিরের বারাণ্ডায় লইয়া গেলেন ও সঙ্গোপনে কহিলেন,—"মহাশয়ের কি কোন প্রেজুডিস আছে?" নব্যবাবু কহিলেন, "না, প্রেজুডিস এমন কিছুই নাই, তবে ও সকল হ্যাঙ্গামের প্রয়োজনও নাই।" অবিনাশবাবু হাস্য করিয়া কহিলেন, "মহাশয়, এমন নির্জ্জন স্থানে খোলা ইয়ার্কি করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন কেন? মহাশয় যেমন বড় লোকের ঘরওয়ানা, মান মর্য্যাদার ভয় রাখেন, আমাকেও সেইরূপ জানিবেন; তাহা না হইলে আপনার সহিত যাচিয়া আলাপ করিতাম না। এই স্ত্রীলোকটি অত্যন্ত ভদ্র, তার জন্যই এর বাড়ীতে আমরা Refreshment room করিয়াছি। আপনার আসিবার পূর্ব্বেই আমরা যৎকিঞ্চিৎ Supper আয়োজন রাখিয়াছি। আপনি যদি Accept না করেন, তাহ'লে আমাদের Feeling wound হবে।" আমাদিগের নব্যবাবু গজলওয়ালীর হাব ভাবে ও কটাক্ষে বিমোহিত হইয়াছিলেন। তাহাকে লইয়া রজনীতে আমোদ আহ্লাদ করিবার বিলক্ষণ ইচ্ছা জন্মিয়াছিল, তাহাতে অবিনাশবাবুর পুনঃ পুনঃ

অনুরোধে মন ক্রমে নরম হইয়া উঠিল। তিনি অবিনাশবাবুকে প্রকাশ্যে কহিলেন, "আপনি যখন পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছেন, তখন আপনার অনুরোধ এড়াতে পারি নে; কিন্তু অধিক রাত্রে আমি থাক্‌তে পার্‌ব না।" অবিনাশবাবু বলিলেন, "আমাদের সমস্তই Ready আছে, আপনি gun fire এর পূর্ব্বেই বাটী যাইতে পারিবেন।" এইরূপ কথা বার্ত্তার পর পুনর্ব্বায় উভয়ে গৃহাভ্যন্তরে আসিয়া উপবেশন করিলেন। আমাদিগের নব্যবাবু দুইজন আগন্তুককে দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়াছেন, মণিয়া তাহা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিল। সে সঙ্কেতে সেই কথা অবিনাশবাবুকে বলায়, অবিনাশবাবু কলে কৌশলে তাহাদিগকে দূরীভূত করিবার আলাপচারী করিতেছিলেন; কিন্তু আগন্তুকদুটিকে এক প্রকার মক্ষিকা বলিলেও বলিতে পারা যায়। পাইয়াছেন মধুগন্ধ, সুতরাং তাঁহাদিগকে দূরীভূত করা অতি সুকঠিন। একবার প্রবেশ করিতে পারিলেই, তাঁহারা আপন কায গুছাইয়া লইতে পাবেন। ধনিসন্তানদিগের কি প্রকার তোয়াজ করিয়া মন হবণ করিতে হয, কিরূপে আমোদে মাতাইতে হয়, তাহা তাঁহাবা বিশিষ্ট বিধানে শিক্ষা করিয়াছেন। ঐ আগন্তুক দুইজন 'রাঁড়ীপুত' অর্থাৎ অল্প বয়সেই পিতৃহীন হইযাছেন। তাঁহাদিগের জননী তাঁহাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিবার জন্য অঙ্গের আভরণ পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া বিদ্যাশিক্ষার ব্যয়-ভূষণ দিতেন; কিন্তু কালে যখন দেখিলেন যে, পুত্রেরা বিদ্যালয় হইতে পলায়ন করিতে শিখিল, ইয়ারকি ভিন্ন থাকিতে পারে না, পরিচ্ছদাদির পারিপাট্য ও বাঁকা

টেঁরা সিঁতে আরম্ভ হইল; রজনীতে কোন কোন দিবস গৃহে প্রত্যাগমনও পরিত্যাগ করিল, তখন তাঁহাদিগের জননীরাও ভবিষ্যত ভাবিয়া আত্ম-সাবধান হইলেন। এক্ষণে ঐ আগন্তুকদ্বয় একেবারে 'ঝুণ্ডু-ইয়ার' হইয়া উঠিয়াছেন। হাতে এক পয়সাও নাই, অথচ আমোদ প্রমোদ ব্যতিত থাকিতে পারেন না, সুতরাং নব্যবাবুদিগের বৈঠকখানা ও বেশ্যালয়ই তাঁহাদিগের আশ্রয় স্থল। তাঁহারা নব্যবাবুদিগের নিকট পরিচিত হইবার মত কতকগুলি বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছেন; অর্থাৎ তবলা, তাম্বুরা ও ঢোলক বাঁধিতে ও কতক মতক বাজাইতে পারেন, জুড়ী দিতে পারেন, সেতার ধরিয়া দুই একটা গত বাজাইতে পারেন ও প্রায় পঞ্চাশ ষাইট্‌টা নিধুবাবুর টপ্পা ও থিয়েটারের গীত তাঁহাদিগের কণ্ঠস্থ আছে। নব্যবাবুরা সুরা পানে বিহ্বল হইয়া বমন করিলে, তাঁহাদিগের বমন পরিষ্কার ও সেবা শুশ্রূষা দ্বারা চৈতন্য সম্পাদন করাইতে তাঁহাদিগের তুল্য লোক অতি বিরল। এই সকল নরসুন্দরেরাই, যে নব্যবাবুরা পিতৃ আজ্ঞা ব্যতিরেকে বাটীর বাহির হইতে পারেন না, অথচ নিজ বৈঠকখানায় বসিয়া অধঃপতনের সূত্রপাত করেন, সেই সকল বাবুর সহিত কৌশল করিয়া আলাপ পরিচয় করেন ও তাঁহাদিগের কুবৃত্তি সাধনের উত্তরসাধক হন। এই সকল গুণপুরুষেরাই প্রাতে উঠিয়া কেবল একখানি তারকেশ্বরের গামছা স্কন্ধে লইয়া ও পাঁচুধুতি পরিধান পূর্ব্বক বাম হস্তে বৃদ্ধাঙ্গুলি-চাপা গুড়ুক মিশ্রিত এক ছিলাম চরস লইয়া ঐ সকল নব্যবাবুদিগের বৈঠকখানায় প্রবেশ করেন ও তাঁহাকে সেই

চরস ছিলিমটা খাওয়াইয়া কিছুক্ষণ ইয়ারকি ধরণের কথার সংগ্রাম করেন ও দুই একটা নিধুর টপ্পা শেখান। তাহার পর বাবুকে ফুলেল তৈল মাখাইয়া ও আপনারা মাখিয়া গঙ্গাস্নানে গমন করেন। সুরধুনীতীরে যেদিকে গণিকাগণ স্নান করে, সেইদিকে সকলে গমন করেন ও সলিলে অর্দ্ধ মগ্ন হইয়া গাত্র মার্জ্জন করিতে করিতে গণিকাদিগের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, 'এ অমুক—ও অমুক' এই প্রকারে নব্য-বাবুর কাছে বেশ্যাদিগের কুলচী গাহিয়া থাকেন। গণিকারাও মো-সাহেব পরিবেষ্ঠিত একটি ধনাঢ্য যুবককে দেখিয়া হাবভাব প্রকাশ করিতে ক্রুটী করে না। আমাদিগের অবিনাশবাবুও কিছুকাল পূর্ব্বে আপন বাটীর বৈঠকখানা রূপ কারাগারে আবদ্ধ থাকিতেন। এই দুইটি অপদেবতা এই অবিনাশকে কারামুক্ত করিয়া স্বর্গের পথ দেখাইয়াছিলেন; সেই জন্যই তাঁহারা অবিনাশের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার ন্যায় থাকিতে ইচ্ছা করেন।

এদিকে গীত বাদ্য বন্ধ হইবামাত্র ওস্তাদজী নমাজ পড়িবার ভাণ করিয়া, মণিয়া দ্বারা অবিনাশবাবুকে সঙ্কেত করিয়া পার্শ্বস্থ গৃহে প্রবেশ করিলেন। আগন্তুকদ্বয় সুসময় পাইয়া নব্যবাবুর নিকট গিয়া বসিলেন। তাঁহাদিগের একের নাম রাম, অপরের নাম নিলু। রামবাবু, নিলুবাবুকে অগ্রেই সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহাশয়ের সহিত আজ আলাপ হওয়াতে, আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। আপনার যেরূপ প্রকৃতি দেখ্‌চি, তাতে বোধ হয় আপনি অত্যন্ত অমায়িক লোক; কিন্তু আপনার

পরিচয় জিজ্ঞাসা কত্তে সঙ্কুচিত হচ্চি। অবিনাশবাবুর সহিত আমাদিগের বহুকালের আলাপ পরিচয়। আপনি যখন অবিনাশবাবুর বন্ধু, তখন আমাদেরও বন্ধু। আপনার বাটীতে আমরা একদিন গিয়ে আপনার সঙ্গে বিশেষ আলাপ পরিচয় করে আস্‌বো।" এইরূপ কথা বার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে অবিনাশবাবু আসিয়া কহিলেন, "কি জ্যাঠামি কচ্চিস ?" রাম কহিলেন, "জ্যাঠা কেউ একদিনে হয় না হে! তুমিও একদিন পাতকোয়ার ব্যাং ছিলে, সে সব দিন আর মনে পড়ে না, এখন গুরু মারা বিদ্যে হয়েচে। (নব্যবাবুকে সম্বোধন করতঃ) জানেন মশায, অবিনাশবাবুকে যে দিন প্রথমে এখানে নিয়ে আসি, সে দিন আদ্দেক সিঁড়ি পর্য্যন্ত উঠে ছুটে বাড়ী পালিয়ে গিয়েছিলেন; এখন বাবু ডুবে জল খেতে শিখেচেন, যেখানে যান আর আমাকে ডেকে আসেন না।" আমাদিগের নব্যবাবু দুই একটি কথা কহিতেছেন ও মনে মনে কেবল বড়বিবির রূপ ধ্যান করিতেছেন। পূর্ব্ব হইতেই পিপাসায় কণ্ঠ তালু শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু লজ্জায় জল চাহিতে পারেন নাই। ক্রমে পিপাসা অসহ্য হইয়া উঠায, তিনি অবিনাশবাবুকে কহিলেন, "মশায়! অনুগ্রহ করে এক গেলাস জল আনিয়ে দিতে পারেন ?" এই কথা শুনিবামাত্র বড়বিবি অন্য গৃহাভ্যন্তরে যাইয়া একটি রজতময় গ্লাসে করিয়া জল ও এক খিলি পান আনিয়া নব্যবাবুর হস্তে দিলেন। বড়বিবির হস্ত হইতে জলাধার গ্রহণের সময় নব্যবাবুর হস্ত কম্পিত হইতেছিল ও 'কোথায় আছেন,—কি করিতেছেন,' ক্ষণ-

কালের জন্য তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। যাহা হউক, মণিয়া-বিবি পার্শ্বস্থ গৃহে জলযোগের সমস্ত আয়োজন করিয়া অবিনাশবাবুকে কহিল, "আপনারা একবার গা তুলুন, আর ঐ দুটো ছুঁড়ীকে ধরে নিয়ে আস্‌বেন, যেন ওরা পালায় না।" অবিনাশবাবু কহিলেন, "বড়বিবির পালাবার যো নেই, ওর মুখে বঁড়্‌শি গাঁথা আছে।" এই কথা বলিয়া সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। রামবাবু, বড়বিবিকে নব্যবাবুর গায়ে ঠেলিয়া দিলেন। তদ্দৃষ্টে নব্যবাবু একটু অপ্রতিভের হাসি হাসিলেন। রামবাবু কহিলেন, "মহাশয়! কাকে লজ্জা কচ্চেন? বড়বিবি! বাবুকে কোলে ক'রে নিয়ে চল ত! যদি না যাও ত আমার মাথা খাও।" এই কথা শুনিয়া বড়বিবি রামবাবুকে কহিল, "মর্ ড্যাক্‌রা! দিব্বি দিলি কেন? তোর ত খেয়ে দেয়ে আর কায নেই।" এই কথা বলিয়া নব্যবাবুকে ক্রোড়ে করিবার উপক্রম করায়, নব্যবাবু শশব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "না না বিবিসাহেব! কোলে কোত্তে হবে না, আমি আপ্‌নিই যাচ্চি।" বড়বিবি লজ্জায় জড়সড় হইয়া অপাঙ্গ-ভঙ্গীতে কহিল, "রামবাবু দিব্বি দিয়েচেন যে। আচ্ছা রামবাবু! এই দেখ, বাবুর হাত ধ'রে নিয়ে যাচ্চি।" বলিয়া নব্যবাবুর হস্ত ধারণ করতঃ ভোজন গৃহে প্রবেশ করিল। আহার করিতে করিতে অবিনাশবাবু বড়বিবিকে কহিলেন, "বড়বিবি! একটা গান ধর, এমন সুখের সময় মিছে যায় কেন?" অনুরোধ করিবা মাত্রই বড়বিবি গীত ধরিলেন, "যে যাহারে ভাল বাসে, ব্যাভারে তা জানা যায়।"

গানটি সমাপ্ত হতে না হতেই অবিনাশবাবু হাস্য করিয়া

কহিলেন, "ঠিক কথা! যে যাহাকে ভালবাসে, সেই গিয়ে তার কাছে বসে।" তৎশ্রবণে আমাদিগের নব্যবাবু ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "অবিনাশবাবু! আমার উপর ভারী লেগেচেন যে!" মণিয়াবিবি কহিল, "বাবু, আপনি যে কিছুই খাচ্চেন না। বড়বিবি! দে—বাবুকে খাইয়ে দে, আর লজ্জা কল্লে চল্‌বে না। কথায় বলে, "পেটে খিদে মুখে লাজ।" এইরূপ নানা আমোদ প্রমোদ আহারাদি চলিতে লাগিল। রাম ও তাহার সহযোগী নিলু উদর পূরিয়া সুরা ও মাংস খাইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। বড়বিবিকে লইয়া সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করেন, নব্যবাবুর এইরূপ ইচ্ছা; কিন্তু রাত্রি অধিক হওয়ায়, বাটীর ভয়ে আর কিছুক্ষণ সেইখানে বিশ্রাম করিয়া রাত্র দ্বিতীয় প্রহরের সময় বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। রাত্রিতে সুখে নিদ্রা যাইতে পারিলেন না, মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "এতকাল আমি কি অবস্থায় ছিলাম, জন্মেও এমন আমোদ কখন হয় নাই। আবার কবে এমন আমোদের সুযোগ পাইব? কাল কি পরশু একবার বড়বিবিকে দেখিতে যাইব। বড়বিবির সহিত তুলনা করিতে গেলে, আমি যেটাকে বিবাহ করিয়াছি, সেটাকে পশু বলিলেও হয়।"

পরদিন প্রাতেঃ হস্ত মুখ প্রক্ষালনান্তে বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন, কিছুই ভাল লাগিতেছে না, এমন সময়ে ওস্তাদজী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ওস্তাদজী উপবেশন করিয়াই বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল বাটীতে আসিতে কত রাত্রি হইল? কেমন গাওনা বাজনা শুনিলেন?" বাবু

সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন, এমন সময়ে রামবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নব্যবাবুর সে সময়ে বড়বিবির রূপ হৃদয়ে চিত্রিত হইয়াছিল, তাহার কথা ও তাহার ধ্যান ব্যতীত আর কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। তিনি রামবাবুকে দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। ভাবিলেন, "অদ্য ইহার সহিত আহারান্তে বড়বিবির বাটীতে যাইয়া আহ্লাদ আমোদ করিতে হইবে, অতএব অদ্য কোন সুযোগে ওস্তাদজাকে বিদায় দিয়া রামবাবুর সহিত বড়বিবি সম্বন্ধের কথা বার্ত্তা কহি।" এইরূপ ভাবিয়া ওস্তাদজীকে তোষাখানার ভিতর ডাকিয়া লইয়া গেলেন এবং মাহিনার টাকা দিয়া কহিলেন, "আজ আর বাজান হইবে না, কাল রাত জেগে শরীরটে কিছু অসুস্থ আছে।" ওস্তাদজী "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিলেন। নব্যবাবু রামকে নির্জ্জনে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কাল বাটী যাইতে অনেক রাত্র হইয়াছিল। আপনি কখন গেলেন, কিছুই জানিতে পারি নাই, কোন কষ্ট হযনি ত?" রামবাবু কহিলেন, "রাত ত কিছু অধিক হয় নাই, আর আপনার কাছে থেকে কষ্ট কি? আপনি অত্যন্ত অমায়িক লোক, আপনার সহিত আলাপ হওয়ায় আমি যে কিরূপ আপ্যায়িত হইয়াছি, তা বল্‌তে পারিনে। দেখ্‌লেম, ভাল লোক হ'লে Friendship টা একদিনে বেড়ে যায।" এইরূপ গুটিকতক শিষ্টাচারের পর রামবাবু নব্যবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের ত কোন কষ্ট হয় নাই—আর কেনই বা হবে? মণিয়াবিবি বড় ভাল লোক! বড়লোকের খাতির যত্ন কিরূপ করিতে হয়, তা বিলক্ষণ

জানে। ওর বরাবর বড়লোক নিয়েই সহবাস।” নব্যবাবু বলিলেন, “আর যে দুইটি মেয়েমানুষ আসিয়াছিল, তাহারাও বেশ লোক।” রামবাবু কহিলেন, “হাঁ, বড়বিবি-বেচারা বড় ভাল মেয়েমানুষ; পূর্ব্বে ও বঁইচির রামহরিবাবুর কাছে ছিল; কিন্তু সে বড় Harsh man! স্ত্রীলোককে কি করে তোয়াজ কত্তে হয়, তা জান্‌তো না। My dear friend! she is very much enamoured by you, I dare say.” আমাদিগের নব্যবাবু কহিলেন, “এখন রেখেচে কে? দিনের বেলা কি ওর বাড়ীতে কোন গোলযোগ থাকে?” রামবাবু কহিলেন, “By jove! she is not a lady of that kind.” নব্যবাবু বলিলেন, “কল্য তার হাতের একখানি গৎ বড় মিষ্টি লেগেচে, সেই জন্যে আজকে যাবার ইচ্ছে আছে; আজ একবার গিয়ে গৎ খানি ভাল ক’রে শুন্‌তে হবে।” রামচন্দ্র কহিলেন, O yes, যাবেন না কেন? অবশ্য যাবেন, যা ইচ্ছে যায় তাই কর্‌বেন। আজ যদি যাওয়া হয়, তা হলে না হয় আমিই যাবার সময় বলে যাচ্চি। কথায় বলে, “একা রামে রক্ষে নেই, সুগ্রীব তার মিতে।” রামবাবুর কথা বার্ত্তা শুনিয়া নব্যবাবু মনে মনে ভাবিলেন, “এদের মত একটা লোকের সহিত আলাপ পরিচয় থাকা ভাল; এ সব লোকের দ্বারা অনেক কায পাওয়া যায়।” প্রকাশ্যে কহিলেন, “তবে আহারের পর এইদিকে আস্‌বেন, দু’জনে এক সঙ্গে যাওয়া যাবে।” রামবাবু এক রকম কায কিনিয়া গৃহে প্রস্থান করিলেন। অগ্রে বড়বিবির বাটীতে আসিয়া তাহাকে বন্ধুর ন্যায় অনেক কথা শিখাইয়া দিলেন, তাহার পর বলিলেন

যে, "দেখো, আমিই বাবুটির মরণ জীবনের কাটী; যদি সুবিধা ক্রমে বাবুটির ঘাড় ভাঙ্গিতে পার, তা হ'লে আমাকে যেন ভুলো না।" এইরূপ নানাপ্রকার কথোপকথনের পর বাটী আসিয়া সত্বর এক রকম সিদ্ধপক্ক আহার করিলেন ও গণিকালয় গমনের সুট পরিধান করিয়া, দুই প্রহর বাজিতে না বাজিতেই নব্যবাবুর বৈঠকখানায় আসিয়া দেখা দিলেন। রামবাবুকে সমাগত দেখিয়া, নব্যবাবু হাস্যমুখে কহিলেন, "আপনি ত বড় Punctual!" রামবাবু কহিলেন, "O! what I say, I must do. এরূপ না কল্লে কি কখন বন্ধুতা থাকে?"

এইরূপ কথা বার্ত্তার পর দুইজনে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। পথে একখানি ছক্কড় ভাড়া করিয়া উভয়ে মণিয়াবিবির বাটীতে উপস্থিত হইলেন। মণিয়াবিবি নব্যবাবুকে সমাগত দেখিয়া হস্ত ধারণ করতঃ গৃহমধ্যে লইয়া গেল। রামবাবু কহিলেন, "বড়বিবি! এই নাও ভাই তোমার পড়া শুক; শিক্‌লি কেটে পালিয়েছিল, আমি ধরে এনে দিলুম, আবার যেন পালায় না।" বড়বিবি হাস্য করিয়া কহিল, "নে, আর ন্যাকামি কত্তে হবে না।" এইরূপ মঙ্গলাচরণের পর নব্যবাবু ও রামবাবুতে বড়বিবির ঘরে বসিয়া তাম্রকূটের ধূমপান করিতে লাগিলেন। মণিয়াবিবি রজতময় তাম্বুলাধারে তাম্বুল আনিয়া নব্যবাবুর হস্তে দিল। রামবাবু কহিলেন, "ও কি রকম! আমি বেটা বুঝি কেউ নই।" তৎশ্রবণে নব্যবাবু কহিলেন, "কেন, তুমিই ত বাড়ীর কর্ত্তা! এই নাও।" বলিয়া রামবাবুর হস্তে দুইটি পান দিলেন। পান তামাক খাইয়া রামবাবু মনে মনে বিবেচনা করিলেন, "আমি আর

কেন যমজেঠের মত এখানে বসিয়া থাকি? হলে পড়িয়া একটু ঘুম দিইগে, যথা সময়ে উঠে আহারের চেষ্টা দেখ্‌ব। এখন বড়বিবি ছোঁড়াটাকে বাঁদর নাচিয়ে আপনার কায আদায় করুক্।" এইরূপ মনে করিয়া রামচন্দ্র কহিলেন, "বড়বিবি! গা টা বড় মাটী মাটী কচ্চে, একটু ঘুমুইগে।" এই কথা বলিয়া হলে যাইয়া শয়ন করিলেন। চতুরা বড়বিবি নব্যবাবুকে নির্জ্জনে পাইয়া অটুট চাতুরীজাল বিস্তার করিতে ক্রুটী করিল না। বেলা তিনটার সময় রামবাবু উঠিয়া চোখ রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে বড়বিবির ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও বড়বিবিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তোর ঘরে বেলা দুই প্রহর থেকে হত্যে দিয়ে পড়ে আছি, কিছুই খাওয়ালি নে?" তৎশ্রবণে বড়বিবি কহিলেন, "ঘুম মেরে বুঝি খিদে পাকিয়ে এলি? এখন একটু খাবি খা।"

এদিকে বড়বিবি বেহারাকে দিয়া বাজার হইতে গরম লুচি ও মাংসের ঝোল প্রভৃতি আনাইয়া দুইখানি রেকাব প্রস্তুত করাইলেন ও নব্যবাবুর হস্ত ধারণ করতঃ জলযোগ করিবার বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। নব্যবাবু অগত্যা অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া রামবাবুর সহিত জলযোগ করিলেন ও বিবির বেহারাকে দিয়া একখানি ঠিকাগাড়ি আনাইলেন। আসিবার কালীন নব্যবাবু বড়বিবিকে পঞ্চ মুদ্রার ন্যূন দিতে পারিলেন না। বড়বিবি করুণস্বরে নব্যবাবুকে কহিল, "আবার কবে আস্‌বেন? দেখ্‌বেন, যেন ভুল্‌বেন না।" নব্যবাবু বলিলেন, "আবার পরশু কি তরশু আস্‌চি। তুমি মনে কিছু কোর না।" বড়বিবির বাটী হইতে বিদায়

হইয়া নব্যবাবু নিজ বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। রামচন্দ্র রাস্তা হইতেই বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। নব্যবাবু বৈঠকখানায় বসিয়া পূর্ব্বে লেখা পড়া করিতেন, কিন্তু সে রাত্রি আর কোন কার্য্যে হস্ত দিতে ইচ্ছা হইল না; কেবল মাত্র বড়বিবির চিন্তা হৃদয় অধিকার করিয়া রহিল।

এই ঘটনার পর হইতেই নব্যবাবুর বাটীতে রামবাবুর আসা যাওয়া চলিতে লাগিল। রামবাবু প্রায় প্রত্যহই আসিয়া থাকেন ও নানা প্রকার গাল গল্প করেন। কোন কোন দিবস বেলা দ্বি-প্রহরের সময় বা সন্ধ্যার পর রামবাবুর সহিত বড়বিবির বাটীতে আসিয়া থাকেন। মধ্যে মধ্যে রামবাবুও আপন পরিচিত দুই একজন বন্ধুবান্ধকে সঙ্গে আনিয়া নব্যবাবুর সহিত আলাপ করিয়া দিতে লাগিল। পূর্ব্বে নব্যবাবুর ইয়ার কেহই ছিল না, সাংসারিক কার্য্য, পুস্তক অধ্যয়ন ও সেতারের আলোচনায় কালযাপন করিতেন। এক্ষণে আর লেখাপড়ার চর্চ্চা নাই, পাঁচজন ইয়ার বন্ধুকে লইয়া পরচর্চ্চা, পরকুচ্ছা, কে কিরূপ বেশ্যা, কোন্ বেশ্যা নূতন আসিয়াছে, খোস গল্প ও আমোদ প্রমোদেই কাল হরণ করিয়া থাকেন। যদি কোন বেশ্যার রূপ গুণের কথা শুনিয়া তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা হয়, তাহাহইলে কোন একজন ইয়ার বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া তাহার বাটীতে গমন করেন। এইরূপে আজ এ বেশ্যার বাটী, কাল ও বেশ্যার বাটী যাওয়া আসা করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে লজ্জা অন্তর্হিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে কোন বেশ্যালয়ে প্রবেশ করিবার সময় মস্তকে ও মুখে চাদর ঢাকা দিয়া অতি সাবধানে গণিকালয়ে প্রবেশ করি-

তেন; এক্ষণে সে লজ্জা আর নাই, একবার মাত্র এদিক্ ওদিক্ দেখিয়া অবাধে বারাঙ্গনা-গৃহে প্রবেশ করেন। এখন এরূপ সাহস হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, কাহাকেও সঙ্গে না লইয়া, যে কোন বেশ্যালয়ে একক প্রবেশ করিতে আর কিছু মাত্র লজ্জা বা ভয় হয় না।

পাঠকগণের বোধ হয় অবিদিত নাই যে, কুস্থানেই যত কুলোকের সমাগম হইয়া থাকে। নেশাখোর, মাতাল, বদ্‌মাইস ও গুণ্ডাদিগের বেশ্যালয় প্রবেশের কোন বিশেষ নিষেধ নাই। ঐ সকল কুলোককে দর্শন করিলে ভদ্রলোকের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়!

আমাদিগের নব্যবাবু দামিনী নাম্নী একজন বেশ্যার সহিত বিশেষ পরিচিত হইয়াছেন, প্রায়ই তাহার বাটীতে যাতায়াত করেন। এক দিবস দামিনীর গৃহে বসিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেছেন, এমন সময়ে তিনজন ষণ্ডা মাতাল আসিয়া দামিনীর গৃহদ্বারে দাঁড়াইল, ও জড়িত কণ্ঠে কহিল, "কি বাবা! পুষ্যিপুত্তুর নিয়ে বসে আছ?" বাবুর প্রতি কহিল, "ওঠ্ রে! ওঠ্, বেটা যেন ছিনে জোঁক্ রে!" নব্যবাবুর শান্ত প্রকৃতি; তিনি তাঁহাদিগের মূর্ত্তি দেখিয়া ও কথা শুনিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিলেন। দামিনীবিবি কৃত্রিম ভয়ে, "ওমা মাতাল যে গো!" বলিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিবার উপক্রম করায়, একজন মাতাল দামিনীর হস্ত ধারণ করতঃ টানিয়া লুফিয়া লইল। দামিনী ক্রোধ কষায়িত লোচনে, "আ মর তিনে! মাত্‌লামির জায়গা পেলিনে? দূর হ—চলে যা!" বলিয়া ভৎর্সনা ও কটুকাটব্য বলিতে

লাগিল। এদিকে রাম ও নিলুবাবু সেই বাটীর অন্য এক জন বেশ্যার ঘরে ইযারকি দিতেছিলেন; তাঁহারা গোলযোগ শুনিয়া, "কি হয়েচে!" বলিয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মাতালদিগকে, "হারামজাদ্! নিকালো, জুতাসে মাথাকা চাঁদী উড়ায় দেগা!" এইরূপ কটু-কাটব্য বলাতে, মাতালেরাও যৎকুৎসিত গালাগালি দিতে লাগিল। উভয় পক্ষেই মারামারি, লাথালাথী, কিল, চড়, চাপড় চলিতে লাগিল। নিলুবাবু মার খাইয়া পড়িয়া গেলেন। বেজায় বেগতিক দেখিয়া, সেই বাটীর বৃদ্ধা-বাড়ীওয়ালী বারাণ্ডা হইতে "পাহারাওয়ালা, পাহারাওয়ালা!" বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। আমাদিগের নব্যবাবু পাছে পুলিসে যাইতে হয় ও মারামারির ভয়ে দামিনী-সুন্দরীর বারাণ্ডা হইতে অপর বাটীর ছাদে পড়িয়া পলায়ন-পর হইলেন। বারাণ্ডা হইতে ছাদে পড়িয়া পায়ের গোড়ালি মচ্‌কাইয়া গিয়াছিল; সুতরাং খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে একখানি গাড়ি ভাড়া করিলেন ও গাড়িতে চড়িয়া প্রাণে প্রাণে বাটী আসিয়া পৌঁছিছিলেন। এদিকে দামিনীসুন্দরীর বাটীতে পাহারাওয়ালা আসিয়া মাতালগণকে, নিলু ও রামবাবুকে এবং দামিনী প্রভৃতি দুই চারিজন স্ত্রীলোককে থানায় লইয়া গেল। সেখানে সকলের নাম, ধাম ও এজেহার লিখিয়া লইয়া মাতাল কয়জনকে থানায় রাখিল। রাম, নিলু ও স্ত্রীলোকদিগকে পর দিবস আদালতে হাজির হইতে অনুমতি দিয়া ছাড়িয়া দিল। রামবাবু সেই রাত্রে হাঁপাইতে হাঁপাইতে নব্যবাবুর নিকট উপস্থিত

হইয়া থানার সমস্ত সমাচার নব্যবাবুকে জ্ঞাত করিলেন। নব্যবাবু আদালতে সাক্ষী দিবার ভয়ে,রামবাবুর হস্তে দুইশত টাকা দিয়া কহিলেন, "ভাই! যাও, যে রকমে হোক, মোকদ্দমা মিটিযে ফেলগে, যেন আমাকে কোন মতে আদালতে হাজির হতে না হয, আমার নাম গন্ধও যেন না থাকে।" রামবাবু দুইশত টাকা লইয়া সেই রাত্রেই থানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও কৌশলে মোকদ্দমা তুলিয়া লইবার জন্য একশত টাকা প্রদান করিলেন। বক্রী টাকা আত্মস্যাৎ করিয়া রজনী তিনটার সময় বাটীতে আসিলেন। পাঠকগণ! দেখুন, কুস্থান পরিভ্রমণের ফল কিরূপ ও কুস্থানে কুলোকের সহবাসে মানী লোকের কিরূপে মানভঙ্গ, শান্তিভঙ্গ ও অর্থ নষ্ট হইয়া থাকে।

পর দিবস প্রাতেঃ নব্যবাবু আপনার বৈঠকখানায় বসিয়া গত রাত্রের বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে রামবাবু মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে নব্যবাবুর নিকটে বসিলেন ও গত রজনীর গোলযোগ যে কেবল আপন বুদ্ধি কৌশলে মিটাইয়াছেন, এইরূপ পরিচয় প্রদান করিয়া নব্যবাবুর অস্থির চিত্তকে সুস্থ করিলেন। এই ঘটনার পর দশ বার দিবস নব্যবাবু বাটীর বাহির হয়েন নাই; ঘরে বসিয়া দুই চারিজন বন্ধুবান্ধব লইয়া পুস্তক আলোচনা ও নানাবিধ গল্পে কালাতিপাত করিতেন। যদিও রামবাবুর উপর নব্যবাবু কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গ আর ভাল লাগিত না; কিন্তু চক্ষু লজ্জাবশতঃ তাঁহাকে আসিতে নিষেধ করিতেও পারেন নাই। যদিও নব্যবাবু রামবাবুর সহিত পূর্ব্বের ন্যায়

মন খুলিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেন না, তথাচ রামবাবু প্রত্যহই আসিতেন ও 'এ কথা—সে কথা' কহিয়া চলিয়া যাইতেন।

এক দিবস কথায় কথায় রামবাবু নব্যবাবুকে কহিলেন, "ভাই! একজন মেয়েমানুষের অনুসন্ধান পেলুম। বল্‌বো কি ভাই, যেমন রূপ—তেমি গুণ—আবার তেম্‌নি আমুদে। একদিন যাবে?" এই কথা শুনিয়া আমাদিগের নব্যবাবুর মন আবার বিচলিত হইল। পাঠকগণ! যে একবার কুপথে পদার্পণ করিয়াছে, যে এ পথের আমোদ প্রমোদ একবার উপভোগ করিয়াছে, সে কখনই একেবারে এ পথ পরিত্যাগ করিতে পারে না। সময়ে সময়ে এই পথের আমোদ প্রমোদ উপভোগ করিবার ইচ্ছা মনে মনে প্রবল হইয়া দাঁড়ায়। আমাদিগের নব্যবাবু মনে মনে ভাবিলেন, "গেলেই বা, হান্ কি? একবার গোলযোগ ঘটেছিল বলে কি সকল স্থানেই গোলযোগ ঘটিবে?" তথাচ একবার রামবাবুকে বলিলেন, "ও সব হাঙ্গামে আর দরকার নাই। জান ত, সেদিন কি ভয়ানক ব্যাপার ঘটে উঠেছিল!" রামবাবু ভ্রুকুটি করিয়া কহিলেন, "আরে ভাই, পুরুষ হয়ে অত ভয় কত্তে গেলে কি চলে? কবে একটা কি ঘটনা হয়েচে বলে চিরকালই কি বাড়ীতে খিল দিয়ে থাক্‌তে হবে? গোলযোগ রাস্তায় পড়ে আছে নাকি? ঘরে চুপ করে বসে থাক্‌লে মন যে একেবারে খারাপ হয়ে যাবে। পাঁচ জায়গায় না বেড়ালে কি মনের স্ফূর্ত্তি থাকে,—না শরীর ভাল থাকে? চল, কাল্‌কে সেখানে যাওয়া যাক্। সেদিন দামিনী বল্‌ছিল যে, 'আমি কি অপরাধ করেচি যে, বাবু আমার বাড়ীতে আসা

যাওয়া একেবারে পরিত্যাগ কল্লেন ? ও বাড়ীর গোলাপের ঘরে তারা মাতাল হয়ে আস্ত, ভুলে এ বাড়ীতে ঢুকে পড়েছিল। বাবু ত আমাকে একটা নিরিবিলি বাড়ীতে নিয়ে রাখ্তে পারেন ?' সে কথা যাক্, এখন কাল্‌কে সেই নূতন মেয়েমানুষের বাড়ীতে চল, কি বল ?'' পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমাদিগের নব্যবাবুব মন চঞ্চল হইযাছিল, ক্রমে মনে সাহস আসিয়া উদয় হইল। রামবাবুকে বলিলেন, "আচ্ছা ভাই, কাল্‌কে সন্ধ্যা বেলা এস, যাওযা যাবে।"

পরদিবস সন্ধ্যার পর আমাদিগের নব্যবাবু রামবাবুকে সঙ্গে লইযা নূতন বেশ্যালয়ে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে বিশেষ আমোদ বোধ হইল না। দামিনীর যে কয়েকটি কথা রামবাবু পূর্ব্ব রজনীতে নব্যবাবুকে শুনাইয়াছিলেন, তাহাই নব্যবাবু মনমধ্যে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, "যথার্থই ত, দামিনীর অপরাধ কি ? দামিনী বলিয়াছে, 'আমি কি অপরাধ করিযাছি যে, বাবু আমাকে পরিত্যাগ করিলেন ?" বোধ হয দামিনী আমাকে ভালবাসে; তাহা না হইলে সকল ছেড়ে দিয়ে আমার সঙ্গে আলাদা বাড়ীতে যেতে চায় কেন ? যাহা হউক এখান থেকে শীঘ্র শীঘ্র প্রস্থান করিযা আমি একক একবার দামিনীর বাটীতে যাইব।" এইরূপ ভাবিয়া রামবাবুকে কহিলেন, "রামবাবু! আজ্‌কে এক্‌টা নেমন্তন্ন আছে, চল, এই বেলা বাড়ী যাওযা যাক্।" রামবাবু বলিলেন, "আহা, একটু বস্থন না!" নব্যবাবু বলিলেন, "না ভাই, বিলম্ব হয়ে যাবে, এখন যাওয়া যাক্ চল।" এই কথা বলিয়া নব্যবাবু সেই

বাটীর বেশ্যার হস্তে দুইটি রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। আসিবার সময় বিবি, বাবুকে বলিল, "আবার আস্‌বেন ত? কবে আস্‌বেন বলুন, যেন ভুল্‌বেন না।" নব্যবাবু "আবার আস্‌ব বই কি?" বলিয়া তাড়াতাড়ি সে বাটী হইতে প্রস্থান করিলেন।

নব্যবাবু পথিমধ্যেই রামচন্দ্রকে বিদায় দিয়া দামিনী-বিবির বাটীতে উপস্থিত হইলেন। দামিনীবিবির সৌভাগ্য বশতঃই সে রজনীতে তাহার ঘরে অন্য কোন পুরুষের সমাগম হয় নাই। দামিনীবিবি নব্যবাবুকে সমাগত দেখিয়া ছল ছল নেত্রে উঠিয়া দাঁড়াইল ও দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া গদগদকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, ভাল আছেন ত?" নব্যবাবু কহিলেন, "হাঁ, এক রকম আছি; তুমি কেমন আছ?" দামিনী মুখখানি আরক্তিম করিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে কহিল, "যেমন রেখেছেন, তেম্‌নি আছি! তবু ভাল, মনে যে পড়েচে।" ওদিকে দামিনীসুন্দরীর মাতা কপাটের অন্তরাল হইতে আগ্রহ সহকারে কহিল, "দামিনি! বাবা এসেচেন?" দামিনী কহিল, "হাঁ মা।" এই কথা শুনিয়া দামিনীর মাতা কহিল, "বাবা! ভাল আছেন ত? এতদিন আসেন নি কেন? আমি কত ভাব্‌ছিলুম!" এই বলিয়া অন্তর্হিতা হইল। দামিনী হেঁট মস্তকে পায়ের অঙ্গুলি খুঁটিতে খুঁটিতে করুণস্বরে কহিল, "বাবু, এম্‌নি ক'রে কি কষ্ট দিতে হয়? আমি কি অপরাধ করেছিনু যে, তুমি আসা যাওয়া বন্ধ কর্‌লে? সেদিন ক বেটা মাতাল এসে মাত্‌লামি যুড়েছিল, তাতে আমার অপরাধ কি? আমি ত তাদের তাড়িয়ে দিচ্ছিলেম. রামবাবুই

না এসে যত গোল বাধালে।” দামিনীর করুণস্বরে আমাদিগের নব্যবাবুর মন আর্দ্র হইল। কহিলেন, “দামিনি! ও সব কথা রেখে দাও।” তাহার পর নব্যবাবু দামিনীবিবির সহিত প্রায় একঘণ্টা কাল নানা আমোদ প্রমোদ ও কথা বার্ত্তায় অতিবাহিত করিলেন। বাটী আসিবার সময় দামিনী নব্যবাবুকে কহিলেন, “কাল্‌কে আবার এস ভাই, দেখো আর যেন কষ্ট দিও না।” নব্যবাবু কহিলেন, “খুব চেষ্টা করব, পারি ত নিশ্চয় আস্‌ব।” এই কথা বলিয়া নব্যবাবু বিদায় হইলেন।

এদিকে দামিনীসুন্দরীর মাতা ও ঠাক্‌রুণদিদি আসিয়া দামিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, “বাবু কি বল্লেন?” দামিনী কহিল, “বল্‌বেন আবার কি? কাল্‌কেই আস্‌বেন।” ঠাক্‌রুণদিদি কহিল, “দামিনি! ছোঁড়াটাকে ভাল ক’রে খাতির যত্ন করিস্, ভালবাসা জানাস, দেখিস্ যেন হাতছাড়া হয় না। আজ না হয়, দশদিন পরে ভালবাসা জন্মাবে; তখন মাথা দিতে পথ পাবে না।”

নব্যবাবু বাটীতে আসিয়া আপন শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। খট্টায় শয়ন করিয়া, দামিনী যে তাঁহাকে ভাল-বাসিয়াছে, সেই বিষয়ই আন্দোলন করিতে লাগিলেন। মনে মনে স্থির করিলেন যে, “যথার্থই দামিনী আমাকে ভালবাসে।”

পাঠকগণ! বলিতে পারেন যে, হটাৎ লোকের মনে এরূপ বুদ্ধির উদয় হয় কেন? তদুত্তরে আমি এই মাত্র বলিতে পারি যে, “যখন কুগ্রহ আসি হয় উপনীত, পাপ রূপ বুদ্ধিতে

আচ্ছন্ন করে নীত।” বিশেষতঃ যখন কোন কুলটা আপন স্বার্থ-সাধনাভিপ্রায়ে কোন অনভিজ্ঞ যুবককে আয়ত্তে আনিবার চেষ্টা করে, তখন তাহারা যে বিরূপ মোহজাল বিস্তার করে, তাহা বর্ণনাতীত। তাহারা প্রত্যেক কথায় প্রত্যেক অঙ্গ-ভঙ্গীতে প্রেম প্রকাশ করে। সে প্রেম. কৃত্রিম কি সত্য, তাহা মোহান্ধ পুরুষ সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। • যদ্যপি ঐ মায়াবিনী বারবিলাসিনীরা অনবধান বশতঃ কোন ত্রুটি করিয়া ফেলে, তাহাহইলে উহারা সে ত্রুটি আশ্চর্য্য কৌশল ও বাক্‌চাতুরীতে একেবারে উড়াইয়া দিয়া থাকে, নির্ব্বোধ পুরুষের হৃদয়ে তাহা স্থান পাইতে দেয় না।

যাহা হউক,‘দামিনী ভালবাসিয়াছে,’এইরূপ মনে ভাবিয়া আমাদিগের নব্যবাবুর দামিনীর প্রতি অনুরাগের সঞ্চার হইতে লাগিল। পর দিবস সহস্র বাধা অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার পরই দামিনীবিবির বাটীতে উপস্থিত হইলেন। দামিনীবিবি নব্যবাবুকে সমাগত দেখিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল,“আমি তাই ভাব্‌ছিলুম,তুমি আস্‌বে কি না?”নব্যবাবু বলিলেন,“কাল্‌কে Promise করে গেছি যে। কেন, তোমার ঘরে আর কারও আস্‌বার কথা আছে নাকি?” দামিনী ঈষৎ হাস্যের সহিত নয়ন ভঙ্গী করিয়া কহিল, “হুঁ, আর ন্যেকামি কত্তে হবে না। ‘তুমি কতক্ষণে আস্‌বে’ আমি তাই ভাব্‌ছিলুম, আর উনি এলেন ন্যেকামি কত্তে। আমার কি কাউকে বস্‌তে দিতে ইচ্ছে করে? তবে কি কোর্‌বো ভাই, পেটের জ্বালায় সবই কত্তে হয়।” এই বলিয়া দামিনীবিবি একটি

দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল। আমাদিগের নব্যবাবু মনে মনে ভাবিলেন, "দামিনী সত্য কথাই বল্‌চে, দামিনী আমাকে ভালবাসে। তবে কি কোর্‌বে, পেটের দায়ে অনিচ্ছা পূর্ব্বক অপর পুরুষকে আসিতে দেয়, এই মাত্র।" এইরূপ ভাবিয়া দামিনীর প্রতি অনুরাগ পূর্ব্বাপেক্ষা দশগুণ বৰ্দ্ধিত হইল।

নব্যবাবুর এখন দামিনীর প্রতি অনুরাগ, বিলক্ষণ জন্মাইয়াছে। সপ্তাহে দুই তিন দিবস দামিনীর বাটীতে আসিয়া থাকেন। দামিনীর গৃহে অপর কোন পুরুষ থাকিলে, নব্যবাবু আসিবামাত্র দামিনী তাহাকে উঠাইয়া দেয়, কিম্বা কোন কারণে বিদায় করিবার সুযোগ না হইলে, 'আমার বন্ধু মানুষ আসিয়াছে,' অথবা ঐরূপ অন্য একটা ভাণ করিয়া, নব্যবাবুর হস্ত ধারণ করতঃ ঘরে আনিয়া তাহা-দিগেরই নিকট বসাইয়া খাতির যত্ন করে।

এইরূপে দুই তিন মাস গত হইল। এক্ষণে দামিনী-বিবির ঘরে অন্য কোন পুরুষ দেখিলে, আমাদিগের নব্যবাবুর গাত্রদাহ ও মনকষ্ট উপস্থিত হয়। নব্যবাবুর গতিক দেখিয়া ও কথার ভাবে, দামিনীবিবি স্পষ্টই বুঝিতে পারিল যে, "নব্যবাবুকে ঔষধ ধরিয়াছে, আর ভাবনা কি?" এতক্ষণে ভাল করিয়া মুণ্ডপাত করিবার সুযোগ হইল। এক দিবস দামিনীবিবি প্রকাশ্যে নব্য বাবুকে কহিল, "ভাই! আমার আর কাউকে আস্‌তে দিতে ইচ্ছে করেনা। তুমি আমাদের মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের খরচ দিও; তাও কি পার্‌বে না ভাই?" নব্যবাবু মনে মনে ভাবিলেন, "আর ত এ রকম প্রাণের যাতনা বরদাস্ত হয় না।

মানুষের মনের সুখের জন্যেই ত টাকা।” প্রকাশ্যে দামিনীকে কহিলেন, “ভাই! তোমাদের সংসারে কত খরচ পড়ে?” দামিনী কহিল, “কত আর? আমি সে সব জানিনে, মা জানেন। আমরা পাঁচ জন; বোধ হয় চল্লিশ টাকা হলেই হবে। তুমি যা হয় তাই দিও, আমি মাকে ডাকি।” এই কথা বলিয়া মাতাকে আহ্বান করিল। মাতা আসিয়া কহিল, “দামিনি! ডাক্‌চিস্ গা?” দামিনী কহিল, “হাঁ মা! দ্যাখ্ মা, এই বাবুকে আমার ভার নিতে বল্‌চি, তা আমাদের মাসে চল্লিশ টাকা হলে হবে না মা?” দামিনীর মাতা হাসিতে হাসিতে কহিল, “না মা, চল্লিশ টাকায় আজ কাল্‌কের বাজারে কি চলে?” দামিনী আব্‌দার করিয়া কহিল, “না মা, বাবু চল্লিশ টাকা করে দেবেন, তাতেই তোকে চালাতে হবে; আমি কিন্তু আর কাউকে আস্‌তে দেব না।” দামিনীর মাতা কহিল, “তাত জানি, তুই আজ ক মাস ধরে ঐ রকম কচ্চিস্। ওঁর কাছে থাক্‌তে আমি তোকে ত বারণ করিনে; বাবা ত সব জানেন, যা উনি হাতে তুলে দেবেন, তাতেই আমরা সন্তুষ্ট।”

এইরূপে দামিনীবিবি নব্যবাবুর নিকট রক্ষিতা হইয়া দিন দিন নব্যবাবুকে সোহাগ ও ভালবাসা জানাইতে লাগিল। নব্যবাবুও নূতন প্রেমে পড়িয়া দামিনীবিবির তুষ্টি-বর্দ্ধনার্থ দুই একখানা গহনা ও জিনিস পত্র দিতে লাগিলেন। পাঠকগণ! এখানে বুঝিয়া দেখিবেন যে, যাহার প্রতি অনুরাগের সঞ্চার হয়, যে যাহাকে ভালবাসে, সে প্রার্থনা না করিলেও, তাহার আহ্লাদ দেখিবার অভি-

প্রায়ে সে যাহা ভালবাসে, সেই সকল দ্রব্য সামগ্রী দিতে স্বভাবতঃই ইচ্ছা হইয়া থাকে। নব্যবাবু, দামিনীকে কোন দ্রব্য দিলে দামিনী আহ্লাদ প্রকাশ করিতে ত্রুটি করে না। নব্যবাবু দামিনীর সেইরূপ আহ্লাদ দেখিয়া মনে মনে সাতিশয় প্রীতি লাভ করেন। যাহা হউক, দামিনীর প্রতি নব্যবাবুর ভালবাসা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। দামিনীবিবিও সুযোগ পাইলে নব্যবাবুকে অনুরাগ জানাইতে ত্রুটি করে না। কার্য্যগতিকে নব্যবাবু দুই এক দিবস আসিতে না পারিলে, দামিনীবিবির মানের পরিসীমা থাকে না। মুখ ভারী করিয়া নব্যবাবুকে বলে, "হুঁ, বুঝেচি! কাল্‌কে বুঝি অন্য কোথাও যাওয়া হয়েছিল, তাই আস্‌তে পারনি?" নব্যবাবু এই কথা শুনিয়া মনে মনে সন্তোষ লাভ করেন ও ভাবেন, "কাল্‌কে আসিনি ব'লে, এ মনে বড় কষ্ট পেয়েচে।" সুতরাং দামিনীবিবির বিরস বদন দেখিতে না পারিয়া, শত শত দিব্য করিয়া বহু কষ্টে তাহার মান ভঙ্গ করিয়া থাকেন। পাছে দামিনীবিবি মান করে, অসন্তুষ্ট হয়, মুখ ভারী করিয়া থাকে, এই ভয়ে শত সহস্র কর্ম্ম থাকিলেও নব্যবাবুকে প্রত্যহই একবার করিয়া দামিনীবিবির বাটীতে হাজিরি দিতে হয়। দামিনীবিবি কিন্তু তাহাতেও সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট নহে। অনুরাগ জানাইবার জন্য মধ্যে মধ্যে বলিত, "না ভাই, ও রকম আসা যাওয়ায় আশ মেটে না; তোমাকে একটু রাত পর্য্যন্ত থাক্‌তে হবে। একদিন আধ্‌দিন কি রাত থাক্‌তে পার্‌বে না?" নব্যবাবু বলেন, "না ভাই, রাত থাক্‌তে গেলে বাড়ীতে টের পাবে, পাঁচজনে জান্‌তে পার্‌বে।"

পাঠকগণ! এই সকল বারবণিতারা পুরুষকে সম্পূর্ণ-রূপে আয়ত্ত করিবার জন্য যাহাতে তাহাদের লজ্জা, ভয়, সম্পূর্ণরূপে দূরীকৃত হয়, তাহারই চেষ্টা করে। দামিনীবিবি এক দিবস নব্যবাবুকে কহিলেন, "ভাই, দুপুর বেলা আস্‌তে হবে।" নব্যবাবু কহিলেন, "দুপুর বেলা কি করে আস্‌বো ভাই? কে দেখ্‌বে—কে শুন্‌বে।" দামিনী কহিল, "না ভাই, তা হবে না। আমার মাথা খাও—মরামুখ দেখ, কালকে তোমাকে আস্‌তেই হবে। রাস্তায় ত লোকে তোমাকে দেখ্‌বে বলে বসে রয়েচে।" নব্যবাবু দামিনীবিবির নির্ঘাত দিব্য শ্রবণ করিয়া পর দিবস দিবা-ভাগে আসিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

দামিনীর অনুরোধে পড়িয়া সে রজনীতে নব্যবাবু প্রায় রাত্রি দ্বাদশ ঘটিকা পর্য্যন্ত বাটীতে প্রত্যাগমন করিতে পারেন নাই। অধিক রাত্র হওযায় নব্যবাবুর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিল, "এত রাত্রি পর্য্যন্ত কোথায ছিলে?" নব্যবাবু বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "কোথায আবার ছিলুম? ওই ওদের বাড়ী লেক্‌চার হচ্চিল, তাই শুন্‌ছিলুম।" নব্যবাবুর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিল, "খাওয়া দাওয়া হয়েচে কি? তোমার খাবার রহি-য়াছে, উঠে খাও, রাত-উপসী কি থাক্‌তে আছে?" স্ত্রীর প্রিয়-সম্ভাষণ নব্যবাবুর ভাল লাগিল না। বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "আমি এখন খেতে পারিনে" বলিয়া পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন করিলেন। তাঁহার স্ত্রী ভাবিল যে, "অধিক রাত্র হইয়াছে, বোধ হয় নিদ্রা আকর্ষণ হইয়া থাকিবে।" সুতরাং আর কিছুই বলিল না।

পর দিবস প্রাতে হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া নব্য-বাবু বেলা নয়টা হইতেই রান্না ঘরে ধন্না দিয়া বসিলেন। তদ্দর্শনে নব্যবাবুর মাতা কহিলেন, "কেন রে! আজ তোর ভাত খাবার এত তাড়াতাড়ি কেন?" নব্যবাবু বিকৃতস্বরে কহিলেন, "হুঁ, ভাতের তাড়া কেন? সমাজে যাব, দেরী হয়ে যাচ্চে।" নব্যবাবুর মাতা পাচক-বিপ্রকে কহিলেন, "ও গো বামুণ ঠাকুর! যা হয়েচে তাই দিয়ে দাও।" পাচক ব্রাহ্মণ কহিল, "এই যে, মাছের ঝোল্‌টা হ'ল বলে, নইলে কি দিয়ে খাবেন?" নব্যবাবু অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া আরক্তনয়নে কহি-লেন, "তোমার মাথা দিয়ে খাব! ড্যাম্ ফুল্!" ব্রাহ্মণঠাকুর বাবুর ক্রোধ দেখিয়া, যাহা কিছু ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাই দিয়া তাড়াতাড়ি ভাত বাড়িয়া দিল। নব্যবাবু তাহাই নাকে মুখে কাণে গুঁজিযা দ্রুতপদে বহির্ব্বাটীতে আসিলেন ও বেশবিন্যাস করিয়া একখানি ছক্কড় আরোহণে দামিনীবিবির বাটীতে আসিযা সুস্থির হইলেন। দামিনী-সুন্দরী, বাবুকে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদ প্রকাশ করিল। দামিনী কহিল, "ভাই! বিধুদিদি তোমাকে দেখ্‌তে চেয়েছিল, তাকে ডাক্‌ব কি?" নব্যবাবু বলিলেন, "ডাক না, তাতে ক্ষতি কি?" দামিনীবিবি পার্শ্বস্থ ঘরের বিধু নাম্নী বেশ্যাকে মৃদু মধুরস্বরে ডাকিল, "বিধু দিদি! আয়না ভাই, বাবু এসেছেন।" বিধু তৎক্ষণাৎ আসিয়া দামিনীর ঘরে উপ-বিষ্টা হইল। নব্যবাবু, দামিনী ও বিধুকে লইয়া নানা কথায় বেলা চারিটা পর্য্যন্ত আমোদ আহ্লাদে মত্ত ছিলেন, বেলা চারিটার পর অনিচ্ছা পূর্ব্বক বাটী প্রত্যাগমন করিলেন।

ক্রমশঃই নব্যবাবুর দামিনীর নিকট যাতায়াত ও আদান প্রদান বাড়িতে লাগিল। "দামিনী সুযোগ পাইলেই অন্য পুরুষকে আসিতে দেয়," এইরূপ মনে ভাবিয়া নব্যবাবুর দারুণ গাত্রদাহ উপস্থিত হইল। মধ্যে মধ্যে অসময়ে আসিয়া, 'দামিনী কি করিতেছে' দেখিয়া যাইতেন। দামিনী, নব্যবাবুর ভাব গতিক দেখিযা সাবধান হইয়া চলিতে লাগিল; তাহার একটি পূর্ব্ব পরিচিত শ্যামবাবুকে কহিল, "ভাই, এখন যখন তখন আসিস্‌নে; একটা অলবড়ে ছোঁড়াকে পেয়েচি, যা কিছু পারি আদায করে নি; আমি সুযোগ বুঝে তোকে ডাকাব।" মোহাচ্ছন্ন নব্যবাবু দামিনীর কোন দোষ দেখিতে পাইতেন না, ক্রমশঃই দামিনীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন।

পাঠকগণ! যাহার সহিত যত অধিক সংস্রব করা যায়, তাহার সহিত ঘনিষ্টতা ও প্রণয তত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দামিনীবিবিও নব্যবাবুর প্রণয বৃদ্ধি করাইবার জন্য, করুণ-কণ্ঠে নব্যবাবুর নিকট বলিত, "আজ্‌কে ভাই, আমাকে থিয়েটার দেখ্‌তে নিয়ে যেতে হবে, আমার থিয়েটার দেখ্‌বার বড় সাধ হয়েচে।" "এবারে তোমার সহিত নৌকা করিয়া মাহেশের স্নানযাত্রা দেখ্‌তে যাব।" "চল, একদিন ভাই সকলে কালীঘাটে যাই।" এইরূপ নূতন নূতন বিহারের প্রস্তাব করিত। নব্যবাবু অনুরোধে ও আমোদে পড়িয়া মধ্যে মধ্যে দামিনীকে লইয়া মনের আনন্দে নূতন নূতন বিহার করিয়া বেড়াইতেন। কোন কোন দিন একবার মাত্রও বাটী আসিবার অবসর ঘটিত না। ক্রমেই পরি-

জন ও আত্মীয় স্বজনেরা নব্যবাবুর বিদ্যাবুদ্ধি জানিতে পারিলেন; গুরুজনেরা তিরস্কার করিতে লাগিলেন, আত্মীয় স্বজনেরা মনে মনে ঘৃণা করিতে লাগিলেন। নব্যবাবুর স্ত্রীর মনকষ্টের আর অবধি রহিল না। নিজ পতিকে কুপথ পরিত্যাগ করিবার জন্য অনুনয়, বিনয় ও গঞ্জনা দিত; কিন্তু নির্ব্বোধ নব্যবাবু জঘন্য বেশ্যার প্রতি আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, কাহারও কোন কথা তাঁহার মনে স্থান পাইত না। কেহ ও সম্বন্ধে কোন কথা কহিলে,মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ভাবিতেন, "দামিনীবিবিকে পরিত্যাগ করিতে হইলে আমার হৃদয় খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে।"

এক্ষণে নব্যবাবুর মানের ভয়, লোক-লজ্জা, পরিবারের প্রতি স্নেহ-মমতা, আত্মীয় স্বজনের সহিত সৌজন্যতা এক প্রকার নাই বলিলেও বলা যাইতে পারে। বিষয় কার্য্য স্থির চিত্তে দেখিতে পারেন না, নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মেও অবহেলা করিয়া থাকেন; কেবল মাত্র দামিনীর সহবাস, অন্য কি কথা—তাহার পদসেবা করিলেও আনন্দ বোধ হয়। দামিনীবিবি সুসময় পাইয়া আপন স্বার্থ-সাধনের ত্রুটি করিতেছে না। কথায় কথায় প্রণয় জানাইতেছে, সোহাগ ও আব্‌দার করিয়া, 'আজ এ জিনিস্‌টে' 'কাল ও জিনিস্‌টে' বাবুর নিকট হইতে লইতেছে। "মা একবার বৃন্দাবন যাইতে চাহিতেছেন, এর পরে দুর্ব্বল হয়ে পড়্‌লে, আর ত যাওয়া ঘট্‌বে না; তাঁর রাহা খরচ দুই শত টাকা দিতে হবে।" "আমার দাদাকে তত্ত্ব করা হয় নি,তাঁকে তত্ত্ব পাঠাতে হবে।" এইরূপ এক একটা ভাণ করিয়া বাবুর অর্থ ব্যয় করাইতেছে।

পাঠকগণ! প্রণয়ের কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! যদি কেহ কাহারও প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাহাহইলে তাহার প্রণয়-পাত্রী যাহা কিছু যাচিঞা করে, তাহা সঙ্গত ও তাহার পূর্ণ প্রয়োজনই বলিয়া বোধ হয়। দামিনী যাহা কিছু চাহিতেছে, নব্যবাবু তৎক্ষণাৎ তাহাই দামিনীবিবিকে আনিয়া দিতেছেন। নব্যবাবু এক দিবস দামিনী ও বিধুদিদিকে লইয়া নানা কথাবার্ত্তা ও আমোদ প্রমোদ করিতেছেন; কথার প্রসঙ্গে বিধুদিদি কহিল, "বাবু, তুমি ওর উপরে গায়ের ঝাল ঝাড়; কিন্তু ওর কোন দোষ নেই, ও তোমাকে বড় ভালবাসে। আমাকে একদিন পাগলের মত কত কথাই বল্লে। আমি বল্লুম, 'তা, তুই তোর মনের কথা বাবুকে বলিস্‌নে কেন?' ও বল্লে, 'না ভাই, তা আমি পার্ব্বো না,—সাদা চোকে কেমন বাধ বাধ ঠেকে।" নব্যবাবু হাস্য করিয়া দামিনীবিবিকে কহিলেন, "তা, বলই না কেন, এতে আব লজ্জা কি?" দামিনী ঈষৎ হাস্য বদনে অপাঙ্গ-ভঙ্গীতে কহিল, "কি বোল্‌ব? কিছু না। (বিধুদিদির প্রতি) বিধুদিদি! তোমার কি পেট ফুলে উঠেছিল নাকি? যাও ভাই, তোমার সঙ্গে আড়ি,—আর কখন কিছু বোল্‌বো না।" নব্যবাবু মনে মনে ভাবিলেন, "মদ না খাওয়ালে এর মনের কথা বেরুবে না; চাই কি, অন্য কেউ দামিনীর কাছে আসে কি না, তাও নেশার ঝোঁকে বোলে ফেল্‌তে পারে।" মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া, বিধুদিদিকে কহিলেন, "বিধুদিদি! "তোমার মদ টদ খাওযা অভ্যাস আছে?" বিধু কহিল, "কই ভাই, একদিন ত খাইয়ে দেখ্‌লে না।" নব্যবাবু বলিলেন, "গরিবের ঘরে খাবে কিনা, তা ত জানিনে! দয়া কোরে খাও ত

আনাই।” বিধুদিদি হাস্য করিয়া দামিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, “শুন্‌চিস্ দামিনি! বাবু আমাদের গরিব! কত ন্যাকরাই জানেন।” নব্যবাবু দামিনীর হস্তে পাঁচটী টাকা দিল, দামিনী ঘর হইতে উঠিয়া গিয়া আপন বেহারা দ্বারা তিন টাকা মূল্যের এক বোতল ব্রাণ্ডি আনাইল। নব্যবাবু মদের বোতল খুলিলেন ও গ্লাসে মদ ঢালিয়া বিধুকে দিতে গেলেন। বিধু কহিল, “ওকি! আগে তুমি খাও, তার পর আমরা প্রসাদ পাব।” নব্যবাবু কহিলেন, “আমি ত ভাই খাইনে, তোমরা খাও, আমি দেখি।” বিধুদিদি কহিল, “তা হবে না, এক গ্লাস খেলে কি জাত যাবে? (দামিনীর প্রতি) দে, দামিনি, বাবুকে খাইয়ে দে।” দামিনী মদের গ্লাসটি লইয়া বাবুর মুখের নিকট ধরিল, বাবু কোনক্রমে অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া আমোদে পড়িয়া মদ্যপান করিলেন। মদ্যপান করিয়া নব্যবাবুর মনের স্ফূর্ত্তি জন্মিল, ইচ্ছা পূর্ব্বক আরও দুই তিন গ্লাস পান করিলেন। মদ্যপান করিয়া দামিনী-বিবি নব্যবাবুকে প্রণয় জানাইতে ক্রুটী করিল না। নব্যবাবু মনের আনন্দে সে রজনী দামিনীর বাটীতে যাপন করিয়া পর দিবস প্রাতে বাটী প্রত্যাগমন করিলেন।

নব্যবাবু দিন দিন এইরূপ আমোদ প্রমোদে কালহরণ করিতেছেন। দামিনিবিবি বিধুদিদির সহায়তায় নব্যবাবুকে মাতাইয়া আপন স্বার্থ-সাধন করিতেছে। এক দিবস নব্যবাবু দামিনীর সহিত প্রেমালাপ করিতেছেন, কথায় কথায় দামিনীবিবির পূর্ব্ববাবুর কথা উপস্থিত হওয়ায়, নব্যবাবুর গাত্র-দাহ উপস্থিত হইল। নব্যবাবু দামিনীকে

কহিলেন,"ওই আরসীখানা আর ওই ছবিখানা তোর বাঙ্গাল বাবু দিয়েছিল,—না ?" দামিনী কহিল, "হাঁ দিয়েছিল, তা কি হবে ?" নব্যবাবুর আরও গাত্র-দাহ বৃদ্ধি হইল। কহিলেন, "কি হবে ? দেখ্‌বি তোর বাঙ্গালের মাথা খাব ?" এই কথা বলিয়া, এক লম্ফে ছবিখানি খুলিয়া দুই পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ঝন্ ঝন্ শব্দ শুনিয়া বিধুদিদি আস্তে ব্যস্তে দামিনীর গৃহদ্বারে আসিয়া কহিল, "কি গো! তোরা কি কচ্চিস্ ? ওমা একি ! ভাঙ্গাভাঙ্গি হচ্চে কেন ?" দামিনীবিবি ঈষৎ হাস্যের সহিত মুখ ঘুরাইয়া কহিল, "এই দ্যাখ্‌না ভাই, বাবু পাগ্‌লামি আরম্ভ করেচে ? ছবিটে সেই বাঙ্গাল দিয়েছিলো বলে, ও ভাঙ্গ্‌লে।" বিধু-দিদি কহিল, "ভাঙ্গ্‌বেই ত,—খুব করেচে।" নব্যবাবু মাতিয়া উঠিয়া বিধুদিদিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "কি বল ভাই বিধুদিদি ! এ আরসীখানা ভাঙ্গ্‌বো কি না !" বিধুদিদি বলিল, "ভাই, দর্পণ ভাঙ্গ্‌তে নেই ; যা হোক্, দ্যাখ ভাই, দামিনীর যে পণ, তাহাতে সে যাহোক্ করে তার ক্ষমতা মত ঘরটি গুছিয়েছিল ; তা সে এক বাবু,—আর তুমি এক বাবু ! তাতে আর তোমাতে আসমান জমীন্ ফারাক্। আয়নাখানি ভাঙ্গ্‌লে ঘরের শোভাটি একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে, তুমি কেন একখানা গোরার দোকান থেকে তোমার পছন্দ মত বড় আয়না এনে দাওনা ? ওখানা ও বেচে ফেল্লুক। আর দেখ বাবু, তুমি দামিনীকে একটা রূপার ডাইমন্‌কাটা শট্‌কা এনে দিও। ফুলকুমারীর বাবু ফুলকুমারীকে একটি বেশ রূপার শট্‌কা এনে দিয়েচে।

অনেক দিন অবধি দামিনীর শট্‌কায় তামাক খেতে বড় সাধ ভাই! (দামিনীর প্রতি) এইবার হবে লো হবে। আর দামিনি, এক কর্ম্ম কর; এই চাদরখানা আস্তে আস্তে তুলে নিয়ে কাঁচগুলা বারাণ্ডায় ঢেলে এসো। আবার কার হাত পা কেটে যাবে!" এই কথা বলিয়া বিধুদিদি প্রস্থান করিল,—বাবু কিছুক্ষণ দামিনীর গৃহে অবস্থান করিয়া যথা সময়ে বাটী প্রস্থান করিলেন।

পর দিবস নব্যবাবু চারিটি অন্ন মুখে দিয়াই বাটী হইতে বহির্গত হইলেন ও দামিনীর সন্তোষ সম্পাদনার্থ নানা স্থান অন্বেষণ করিয়া আড়াইশ' ভরি রূপার একটি শট্‌কা ও দুইশত টাকা মূল্যের একখানি আরসী ক্রয় করিয়া দামিনীর বাটীতে উপস্থিত হইলেন ও কোমরে কাপড় বাঁধিয়া সমূহ পরিশ্রম সহকারে আয়নাখানি যথা স্থানে বসাইয়া দিলেন। আরসী ও শট্‌কা দেখিয়া সেই বাটীর অন্যান্য গণিকারা উভয় দ্রব্যেরই যথেষ্ট প্রশংসাবাদ করিল। দামিনীবিবি আহ্লাদ প্রকাশ করায়, নব্যবাবু কৃতকৃতার্থ হইয়া মনে মনে সাতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন। বিধুদিদি আসিয়া কহিল, "বেশ হয়েচে! ওঁকে কি কিছু বল্‌তে হয় গো? ওঁদের নজর কেমন! এ সব পুঁটে তেলীর কাজ, না বাঙ্গাল-মেড়াদের কাজ? (নব্যবাবুর প্রতি) কিন্তু ভাই, এমন সব জিনিস একটি নিজের বাড়ি না হলে, মানায় না। এ সব জিনিস কি এ বাড়ী ও বাড়ী নাড়ানাড়ি করা চলে?" দামিনী কহিল, "তাও ভাই, কদ্দিন ধরে বাবুকে বল্‌চি যে, আমাদের একটু থাক্‌বের সংস্থান করে দাও; এখন কি আর আমাদের পাঁচজনের

বাড়ীতে থাকা পোষায়? সে দিন দেখ্‌লে ত ভাই, হরি-মণির বাবু কি কাণ্ডটাই কল্লে! আমাকে পুলিসে হাজির পর্য্যন্ত করাতে চেয়েছিলো; তা উনি, এ কাণ দিয়ে শোনেন, আর ও কাণ দিয়ে বেরিয়ে যায়। ওঁদের কি বল, কেবল 'ভাবেন, আমরা পর বইত না!' আমাদের দিলে যে জলে পড়্‌বে!" বিধুদিদি কহিল, "না লো না, এই যে তোর শট্‌কায় তামাক খাবার ইচ্ছে হয়েছিলো বলে, বাবু কি শট্‌কা এনে দিলেন না? তেম্‌নি মনে হলেই একদিন বাড়ী কিনে দেবেন; তখন দেখবি, ওঁদের হাত ঝাড়্‌লে পর্ব্বত। ওঁদের মত্‌লব বোঝে কে?" এইরূপে মধ্যে মধ্যে নব্যবাবুকে মাতাইয়া কিছুদিনের মধ্যেই দামিনীবিবি নব্যবাবুর নিকট হইতে সাত হাজার টাকা আদায় করিয়া একখানি বাটী ক্রয় করিয়া ফেলিল ও শুভ-দিনে বাটী প্রবেশ করিযা মহাসমারোহেব সহিত ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইল।

দামিনীবিবি নূতন বাটীতে প্রবেশ করিযা নব্যবাবুর নিকট হইতে বাটী সাজাইবার জন্য যে যে দ্রব্যের প্রযোজন, তাহা ক্রমে ক্রমে আদায় করিয়া লইল ও দুই চারিমাসের মধ্যেই দশহাজার টাকার কোম্পানিব কাগজও ক্রয় করিল। তাহার পর, 'আজ মা ভিক্ষা-পুত্র লইবেন।' 'কাল মা রামাযণ দিবেন।' 'পরশু মাকে তীর্থ পর্য্যটনে প্রেরণ করিতে হইবে।' 'একটি পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিবার আমার অনেক দিন অবধি সাধ আছে।' 'এবারে বাটীতে দুর্গা পূজা আনিব।' এইরূপ দামিনীবিবিব যখন যে কিছু

অভিলাষ হইত,তাহা নব্যবাবুর নিকট আব্‌দার করিত ও নানা কৌশলে তাঁহাকে মাতাইয়া ক্রমে ক্রমে আপন স্বার্থ-সাধন করিতে লাগিল।

এদিকে বাবুটির বিষয় কর্ম্মের প্রতি আর তাদৃশ দৃষ্টি নাই, সুযোগ বুঝিয়া দুষ্ট-জ্ঞাতিগণ বিষয়াদি আত্মসাৎ করিবার জন্য মিথ্যা মামলা মোকদ্দমা উপস্থিত করিল। ওদিকে নব্যবাবু পশ্চাৎ দৃষ্টিহীন হইয়া দামিনীর সন্তোষ-সাধনার্থ ও নানা কারণে আয়ের অধিক ব্যয় করিয়া ক্রমে ক্রমে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। ঋণের দায়ে বিষয়া-দিও বিক্রয় হইতে আরম্ভ হইল। এক্ষণে নব্যবাবু পূর্ব্বের ন্যায় দামিনী যখন যাহা চাহিত, তাহা দিতে পারিতেন না। মাসে মাসে সংসার খরচ জন্য যাহা দামিনীকে দিতেন, তাহাও সময় মত দিতে পারেন না। দামিনী ভাব-গতিক দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিল যে, "নব্যবাবুর মধু ফুরাইয়াছে।"

এদিকে দামিনীর মাসী পিসি আসিয়া দামিনীকে বলে, "হাঁ দামিনি! শুনলুম তোর বাবুর নাকি অনেক টাকা দেনা হয়ে দাঁড়িয়েচে? দেখিস্ বাছা,এ সময়ে সাবধান! আমাদের হতে অনেক কষ্টে, কিন্তু যেতে বেস্তর ক্ষণ নয়; যেন ওয়ারেণ টোয়ারেণ হলে খালাস কত্তে যাস্‌নে! এ সময়ে আড়া-আড়ি ছাড়া-ছাড়িই ভাল।" দামিনীবিবি প্রায় প্রত্যহই নব্যবাবুকে টাকার জন্য লাঞ্ছনা করিতে লাগিল। সে লাঞ্ছনা নব্যবাবুর অসহ্য হওয়ায়, একদিন নব্যবাবু আপনার প্রকৃত অবস্থা বিস্তারে দামিনীকে বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

দামিনীবিবি মুখখানি ম্লান করিয়া, নব্যবাবুকে কহিল, "তুমি ভাই, এখন দিন কতক বাড়ি থেকে বেরিওনা, আমি তোমার ভালর জন্যেই বল্‌চি। দিন কতক মায়ের মন যুগিয়ে চল্লে, অবশ্যই তোমার উপর তাঁর দয়া হবে। তিনি তোমার দেনা শুধে দিতে আর তোমার খরচ পত্রেরও একটা বন্দোবস্ত করে দিতে পারেন, তুমি তাই কর।" নব্যবাবু কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাই স্বীকার করিলেন।

দামিনীর প্রতি নব্যবাবুর ঘোর মোহ জন্মিয়াছে, দামিনীর বাটীতে নিত্য আসা এক প্রকার অভ্যাস হইয়া পড়িয়াছে। যদিও মুখে দামিনীর উপদেশ প্রতিপালন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, কিন্তু কাজে তাহা পারিলেন না। পরদিবস সন্ধাকালে দামিনীকে দেখিবার জন্য মন অতিশয় ব্যগ্র হইযা উঠিল, একটা মিছে ভাণ করিয়া দামিনীর বাটীতে আসিযা উপস্থিত হইলেন। দামিনী কহিল, "সাতটা বাজে এখন তুমি ভাই বাড়ী যাও, তোমার ভালর জন্যেই বলি।" নব্যবাবু অগত্যা দামিনীর বাটী পরিত্যাগ করিলেন এবং পথে যাইতে যাইতে নানা ভাবনা ভাবিতে লাগিলেন। একবার ভাবিলেন, "দামিনী কি অন্য পুরুষকে গৃহে স্থান দিবার অভিপ্রায়ে আমাকে বিদায় দিল?" আবার ভাবিলেন, "না, যাহাকে প্রাণ অপেক্ষাও ভালবাসি, যাহার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছি, যাহার তুষ্টিবর্দ্ধনের জন্য নীচ কার্য্য করিতেও কুণ্ঠিত হই নাই, যাহার জন্য ধন ও মান বিসর্জ্জন দিয়াছি, সে কি আমার প্রতি একেবারে দয়া মায়া হীন হইয়া এমন অধর্ম্ম করিতে পারে?"

এইরূপ নানা ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আহার করিতে পারিলেন না, বেদনায় মনপ্রাণ অস্থির হইতে লাগিল, দুর্ভাবনায় রজনী যাপন করিলেন।

এদিকে দামিনীবিবি নব্যবাবুকে বিদায় দিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল যে, "আর আপন স্বার্থের ব্যাঘাত করি কেন? কিন্তু এখন প্রকাশ্যভাবে অপব পুরুষকে আনা হইবে না; কারণ, এখন নব্যবাবুব ভযানক গায়ের জ্বালা আছে। চাই কি, খুন-খাবাপি হইবার অধিক সম্ভাবনা। বিশেষতঃ নব্যবাবুব মাতাব নিকট অনেক টাকা আছে, ও বেটা চুরি করিয়াও অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে। যাহা হউক, কি হয় দেখি, তাহাব পব বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করা যাইবে।" এইরূপ মনে মনে স্থির করিযা, দামিনীবিবি সুযোগ বুঝিয়া মধ্যে মধ্যে অন্য পুরুষকে ঘবে স্থান দিত; মধ্যে মধ্যে অপর পুরুষের সহিত বাগানে যাইত। নব্যবাবু জিজ্ঞাসা করিলে, "মাসী পিসীর বাটীতে গিয়াছিলাম" বলিয়া আপন দোষ উড়াইযা দিত; কিন্তু নব্যবাবুব মনের সন্দেহ ঘুচিত না বলিয়া, দিবাবাত্র মর্ম্মদাহে জ্বলিতে থাকিতেন। নব্যবাবু ভযানক মোহাচ্ছন্ন! দামিনীর ঘরে প্রায় প্রত্যহই আসিতেন, কিন্তু মনে কিছুমাত্র সুখ পাইতেন না। যে দামিনী পূর্ব্বে নব্যবাবুকে সন্তোষসাগরে ভাসাইয়া লইয়া বেড়াইত, একটু মাথা ধরিলে কাঁদিয়া মাটী ভিজাইত, কোন সূত্রে কলহ উপস্থিত হইলে, 'পাছে বাবু চটিয়া যান' এই ভযে শশব্যস্ত হইয়া মিষ্ট কথায়

তুষ্টি সাধন করিত ; সেই দামিনী এক্ষণে নব্যবাবুকে অবজ্ঞা করে, মিছে কথায় কলহ করিয়া থাকে, ভাল মুখে কোন কথা কহে না ; তথাচ নব্যবাবু দামিনীর মায়া পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না, মনে মনে সাপরাধী হইয়া দামিনীর অনুগ্রহ প্রত্যাশায় তাহার তুষ্টিবর্দ্ধনার্থ দাসের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন।

যাহা হউক, এইরূপে দুই তিন মাস অতীত হইল। দামিনী দেখিল যে, "নব্যবাবুর নিকট আর কোন স্বার্থের আশা নাই।" সুতরাং দামিনীবিবি নব্যবাবুকে একেবারে বিদায় দিতে মনস্থ করিল।

অতঃপর গোবিন্দ বাবু নামক একজন ধনাঢ্য যুবক দামিনীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি লোক দ্বারা দামিনীর সহিত সাক্ষাৎ কামনা করিয়া পাঠাইলেন। দামিনীবিবি তদুত্তরে বলিলেন যে, "আমার পূর্ব্ব বাবু অদ্যাপিও আমার বাটীতে গতায়াত করিয়া থাকেন। তবে আমি আপনাকে দর্শন করিবার জন্য, আগামী কল্য মাসীর বাটীতে যাইতে পারি। মহাশয়, মধ্যাহ্নকালে সেখানে আসিলে, আমার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে।"

পরদিবস গোবিন্দবাবু মধ্যাহ্ন সময়ে দামিনীর মাসীর বাটীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, তথায় দামিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। নানাপ্রকার কথা বার্ত্তায় ও দামিনীর ব্যবহারে গোবিন্দবাবু অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহার সন্দর্শন প্রার্থনা করিলেন এবং তিনি যে দামিনীর ভরণ পোষণের ভার লইতে পারিবেন, এমন আশা

দিলেন। দামিনী তাহার যথা বিহিত উত্তর প্রদান করিয়া বেলা পাঁচটার সময় বাটী প্রত্যাগমন করিল। দামিনী গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, নব্যবাবু ঘরে বসিয়া আছেন, চক্ষের জলে বুক ভাসিতেছে। দামিনী নব্যবাবুর ভাব দেখিয়া ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিল, "ভাই, তোমাকে নিয়ে আমার আর পোষাবে না! তুমি কাল হ'তে আর এস না, তোমাকে স্পষ্ট কথা বল্‌চি। মাসীর বাড়ী খেতে গিয়েছিলুম বলে, কান্নাকাটি হ'চ্চে? এ কি রকম গায়ের জ্বালা হে! আর এখন ও সব দিক দেখ্‌তে গেলে চল্‌বে কেন? আমার এই হাতীর মত সংসারের পেট চলা ত চাই, আমাদের মহলে মান সম্ভ্রম ত রাখা চাই? আর কিছু করি আর না করি, মজুরা ত কর্‌তে হবে; নইলে এ সব চলে কি ক'রে বল দেখি? যদি বল,"আমার দু'দশখানা গহনা আছে, বাড়ী ঘর আছে।" তা দ্যাখ ভাই, এখন কতদিন বাঁচ্‌তে হবে তার ঠিকানা কি, আর কলসীর জল গড়াতে গড়াতে কতদিন থাকে? এর পরে কি আব রোজ্‌গার হবে?" দামিনীবিবির কথা শুনিয়া নব্যবাবুর মস্তক ঘূরিয়া গেল, কি উত্তর করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, ছল ছল নেত্রে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,"দামিনি! কি আর বোল্‌বো, এখন আমার মরণই ভাল।" দামিনী কহিল, "ও সব কথা যাক্; তুমি আর অমন হটর হটর করে এস না।" নব্যবাবু কি করেন, অগত্যা মনে মনে কাঁদিতে কাঁদিতে বাটী চলিয়া আসিলেন, বাটীতে আসিলে নানা চিন্তায় তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল।

নব্যবাবু ধন হারাইয়াছেন, মান হারাইয়াছেন, এখন কেবল প্রাণ মাত্র অবশিষ্ট আছে। যদিও নব্যবাবু জীবিত আছেন; কিন্তু দামিনীর ব্যবহারে মন সাতিশয় খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। এখন বুঝিতে পারিতেছেন যে, "যে প্রেমকে অমূল্য নিধি জ্ঞান করিয়াছিলেন, সে প্রেম নিধি নহে; অর্থ-শোষণের একটি অপূর্ব্ব কৌশল মাত্র।" দামিনীবিবি নব্য-বাবুর প্রতি যে প্রেম প্রকাশ করিত, তাহা কেবল অর্থ-শোষণ করিবার জন্য, মনের সহিত নহে।" এই সকল ভাবিতে ভাবিতে নব্যবাবুর মন অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিল, মনের কিছু মাত্র স্থিরতা নাই, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। সদা সর্ব্বদা কি মাথা মুণ্ডু ভাবেন, তাহা নিজেই স্থির করিয়া উঠিতে পারেন না।

এইরূপ অবস্থায় এক দিবস হটাৎ নব্যবাবু দামিনার ঘরে আসিয়া দেখিলেন যে, একজন অপরিচিত যুবক দামিনীর সহিত হাস্য পরিহাস ও কথা বার্ত্তা কহিতেছে। দেখিবা মাত্র, নব্যবাবুর হৃদয় একেবারে জ্বলিয়া উঠিল, ক্ষণকালের জন্য জ্ঞান হারাইলেন। দামিনীবিবি নব্য-বাবুকে সমাগত দেখিয়া, তাড়াতাড়ি ঘরের বাহিরে আসিল ও কহিল, "ভাই! ওঁরা নাচের বায়না দিতে এসেচেন, এখন তুমি বাড়ী যাও;—একবার তামাক খাবে কি?" নব্যবাবুর তখন মনের ভাব কি হইয়াছে, তাহা তিনিই বলিতে পারেন। নব্যবাবু, "হুঁ এই খাচ্চি!" বলিয়া সজোরে দামিনীর গলা টিপিয়া ধরিলেন এবং নিকটে একখানা ভোতা দা ছিল, তাহা দ্বারা উপর্য্যুপরি দামিনীকে

আঘাত করায়, দামিনী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। বাটীর সকলে 'হাঁ—হাঁ' শব্দে আসিয়া দেখিল যে, নব্যবাবু দামিনীকে খুন করিয়াছেন। থানায় সংবাদ প্রেরণ করিবা মাত্র, দলে দলে পাহারাওয়ালা আসিয়া নব্যবাবুকে গ্রেপ্তার করিল। নব্যবাবু পর দিবস পুলিসের বিচারে দোষী প্রমাণ হওয়ায়, দায়রা সোপর্দ্দ হইলেন। তথায় দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ফাঁসী কাষ্ঠে প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

পাঠকগণ! কোন একজন পণ্ডিত লিখিয়াছেন যে, "They who place their affection on trifles at first for amusement, will find at last become their serious concern."

ধনাঢ্য যুবকেরা কুসঙ্গে পড়িয়া আমোদ আহ্লাদের অনুরোধে প্রথমতঃ কুপথে পদার্পণ করিয়া থাকেন। কিন্তু কুপথে পরিভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহাদিগের যে কিরূপ অবস্থান্তর ঘটিতে পারে, তাহা তাহারা একবারও মনে করেন না। কুহকিনীরা ধনাঢ্য যুবকগণকে আয়ত্ত করিবার জন্য আশ্চর্য্য মায়া-জাল বিস্তার করে ও নানা কৌশলে তাঁহাদিগের নিকট আপনাদিগের স্বার্থ সাধন করিতে থাকে এবং তাঁহারা বেশ্যার কাল্পনিক প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া যে কিরূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন, তাহা সবিস্তারে লিখিতে গেলে, একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া পড়ে। এই জন্য কুপথে, কিরূপে ধন, মান ও প্রাণ যাইতে পারে, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। অতএব পাঠকগণ! সাবধান, কদাচ কুপথে পদার্পণ করিবেন না। যাহারা কুপথে পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্তি ও উৎসাহ দিয়া থাকে, তাহাদিগের সঙ্গ একেবারে পরিত্যাগ করুন।

পাঠকগণ! কুলোকেরাই সর্ব্ব অনিষ্ঠের মূল। কুলোকের সঙ্গ ঘটিলে, কুলোকের পরামর্শে কার্য্য করিলে, অবশ্যই পদে পদে অনিষ্ট ঘটিবে, তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। যে সকল কার্য্যে অর্থ নষ্ট হইবে, মানের খর্ব্বতা হইবে, এইরূপ কার্য্য করিতে পরামর্শ দিয়া থাকে।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত শ্রীনগর গ্রামে একজন তামলী ব্যবসা কার্য্য দ্বারা বিপুল ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র ছিল, এবং তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম সজ্জন ও বিদ্যানুরাগী হইয়া উঠিয়াছিলেন; কিন্তু কনিষ্ঠ সম্পূর্ণ বিপরীত-ভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁহার পিতা বর্ত্তমানেই, তিনি লেখা পড়া বিশেষ শিক্ষা করিতে পারেন নাই, অসৎ ও নীচ সংসর্গে পড়িয়া আদৌ সভ্যতা শিক্ষা হয় নাই; কেবল পশুর ন্যায় বিচরণ করিয়া বেড়াইতেন। কালে গৃহস্বামীর মৃত্যু হইল। জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম ভ্রাতা কনিষ্ঠকে অপদার্থ জ্ঞান করিয়া আপনাদিগের বিবেচনা মতে পিতৃ-শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিলেন। কনিষ্ঠের বোধাবোধ কিছুই জন্মে নাই, তিনি অসতের পরামর্শে উন্মত্ত প্রায় হইয়া উঠিলেন, তাঁহারই ন্যায় কতকগুলি দুর্ব্বৃত্ত যুবক তাঁহাব সহচর হইয়া উঠিল। ঐ সকল দুর্ব্বৃত্ত যুবকেরা কনিষ্ঠকে নানা প্রকার কুমন্ত্রণা দিত। যে কয়েকজন যুবক তাঁহার নিকট সর্ব্বদা গতায়াত করিত, তাহার মধ্যে বিষ্ণুচন্দ্র পালের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহৃদ্য জন্মিল। বিষ্ণুচন্দ্র ছোটবাবুকে যাহা বলিতেন, তিনি কখন তাহার অন্যথা করিতেন না। দুর্গোৎসবের তিন মাস পূর্ব্বে বিষ্ণুচন্দ্র ছোটবাবু বলিলেন, "এস

ভাই! একটা সখের যাত্রার দল করা যাউক। সকল পাড়াতেই যাত্রার দল হইযাছে, কেবল আমাদের পাড়ায় নাই, এটা অত্যন্ত লজ্জার কথা!” ছোটবাবু বলিলেন, “একি কথা! তুমি যখন বলিতেছ, তখন আমি অবশ্যই একটি যাত্রার দল করিব! তাতে যত কেন ব্যয হউক না, তাতে আমি কিছু মাত্র কৃপণতা করিব না।” বিষ্ণু বলিলেন, “অগ্রে যন্ত্রগুলি ক্রয় করা যাউক, তাহার পর দোয়ার টোয়ার যুটাইতে হইবে।” ছোটবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “যন্ত্র কিনিতে কত টাকা প্রযোজন?” বিষ্ণু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “দু হাজারও নয়—পাঁচ হাজারও নয, দুইশত টাকা হইলেই যথেষ্ট হইবে।” ছোটবাবু তৎক্ষণাৎ একটু লিখিয়া দপ্তরখানায় দেওয়ানজীব নিকট পাঠাইয়া দিলেন। দেওযানজী দুই শত টাকার চিটী দেখিযা ছোটবাবুকে লিখিয়া পাঠাইলেন, “ধর্ম্মাবতার! এত টাকা দিবাব আমি ক্ষমতা রাখি না। আপনি বড়বাবুর নিকটে এই চিরকুট্ পাঠাইয়া দিন, তিনি মঞ্জুর করিলেই আমি এ টাকা আপনার নিকট পাঠাইব। অতএব আমার প্রতি ক্রোধ করিবেন না, আমি আপনাদের সকলেরই কিঙ্কব।”

দেওয়ানজীর পত্র পাইযা, ছোটবাবু একেবারে ক্রোধে অন্ধ হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, “কি, আমি কি বাপের বেটা নই? আমি বড়বাবুব কাছে টাকা ভিক্ষা কত্তে যাব? দুই ভেয়ে বাবার শ্রাদ্ধে কত টাকা খবচ কল্লেন, তা কি আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন? আমি তাতে দুঃখিত নহি, যাঁহার টাকা তাঁহাবই কার্য্যে ব্যয় হইয়াছে, তাহাতে

আমি কোন কথাই কহিব না; কিন্তু আজ দেওয়ানজী যখন আমাকে টাকা দেয় নাই, আর এই বন্ধুগণের মাঝখানে অপমান করিল, এ রাগ আমার অঙ্গে পড়িবে না। আচ্ছা, দাদার কাছে একবার লিখে পাঠাই, দেখি, তিনিই বা ইহার কি উত্তর দেন!” এই কথা বলিয়া ছোটবাবু জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে লিখিয়া পাঠাইলেন, “দাদা, আমি যাত্রাব দল করিতেছি, ইহাতে আমার হাজার টাকা ব্যয় হইবে। আপনি দেওয়ানজীকে বলিয়া দিবেন, সে যেন সত্বর আমার বৈঠকখানায় টাকা পাঠাইয়া দেয়।” বড়বাবু পত্র পাইযা মধ্যমভ্রাতাকে ডাকিয়া দেখাইলেন। মধ্যমভ্রাতা কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পব জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে বলিলেন, “মহাশয়! এ টাকা দেওযাও দোষ—না দেওযাও দোষ। ছোঁড়াটার সঙ্গে কতকগুলা বদমায়েস আসিয়া যোগ দিয়াছে, তাহাদের পরামর্শেই এই সকল অনিষ্টকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার চেষ্টা দেখিতেছে। আমরা মিষ্ট কথায় বারণ করিতে গেলে, সে কখনই শুনিবে না। যদি টাকা দেওয়া যায়, তাহাহইলে পুনঃ পুনঃ এইরূপ বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিবে। এক্ষণে ইহার সদ্‌যুক্তি যাহা হয়, আপনি করুন।” বড়বাবু বলিলেন, “এ কথা মাতাঠাকুরাণীকে একবার জিজ্ঞাসা করি। তিনি টাকা দিতে বলেন কি না, তাহা আমাদিগকে অবশ্য জানিতে হইবে। আচ্ছা, ভোজনের সময় এ সকল কথা উত্থাপন করা যাইবে। এক্ষণে ‘সাপ ও না মরে—লাঠিও না ভাঙ্গে’ ছোট ছোঁড়াকে এইরূপ লেখা যাউক।” এই মনে করিয়া বড়বাবু পত্র লিখিলেন “প্রিয়তম! তুমি যাত্রার দল

করিবে শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম। কল্য এ বিষয়ের কি করা কর্ত্তব্য, তাহা স্থির করা যাইবে। একটি যাত্রার দল গুছাইয়া তোলা সহজ ব্যাপার নহে। অগ্রে নিমাই অধিকারীকে ডাকাইয়া আনি, তিনি আসিয়া কিরূপ দল করার প্রযোজন, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। তুমি একেবারে উতলা হইয়া উঠিও না; যাহা কর্ত্তব্য হয়,তাহা করা যাইবে। যাহাতে দলটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, এমত চেষ্টা করিতে হইবে। তুমি বৈকালে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।"

জ্যেষ্ঠের পত্র পাইয়া ছোটবাবু কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন, "দাদা আমাব মন্দ লোক নহেন, দেওয়ানজী বেটা তাঁহাকে কুপরামর্শ দিয়া খারাপ করে। যে কোন রকমে হউক, ঐ বুড় বেটাকে বাড়ী থেকে দূর কোত্তে হবে।" ভাবিতে ভাবিতে আহারের সময় আসিযা উপস্থিত হইল, তিন ভাই একত্রে ভোজনে বসিলেন। প্রত্যহ সেই সময় কর্ত্রী ঠাকুরাণী আসিয়া ভোজন-গৃহে উপবেশন করেন, সে দিবসও সেইরূপ আসিয়া বসিযাছেন। আহার করিতে করিতে বড়বাবু ভাবিলেন, "বৈকালে আর ছোটবাবুর সঙ্গে কি কথা কহিব, যাহা কিছু বলিতে হয়, মাতাঠাকুরাণীর সম্মুখেই উপস্থিত করা যুক্তি।" মুহূর্ত্তকাল এইরূপ চিন্তার পর বড়বাবু মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মা, ছোটবাবু যাত্রার দল করিতে চাহিতেছে, আপনার কি তাতে মত আছে?" গৃহিণী কহিলেন, "ছি, ছি, ও কথা মুখেও এন না! কর্ত্তার মৃত্যু হইযাছে,এখনও বছর পার হয়নি, এরি মধ্যে সংসার ভাঙ্গ্‌বার উপক্রম হচ্চে? বড়বাড়ীর জয়চাঁদ

এক যাত্রার দল ক'রে সর্ব্বনাশের সূত্রপাত করেছিল; সেই যাত্রা লইয়া কি কাণ্ড না হইয়া গেল! আমার বাড়ীতে আবার তারই উদ্যোগ? ছি, বাবা তিনাই! তুমি ত আমার বশ; তবে যা আমি বল্‌বো, তা তুমি শুন্‌বে না কেন? কর্ত্তা তোমাদের জন্যে অনেক বিষয় বৃত্তি রেখে গেছেন, এখন তোমরা তিন ভাই মিলে মিশে বিষয় বিভব কর, পূজা কর, অর্চ্চনা কর, দান কর, আশ্রিতগণকে প্রতিপালন কর, তাহা হইলেই পরম সুখে কালযাপন করিতে পাইবে। যাত্রার দল করিতে গেলে, ছোট লোকের সঙ্গে সহবাস করিতে হইবে। তাহার ভেতর মাতাল আছে, গেঁজেল আছে, দেন-দার আছে, এই সকল লোক নিয়ে কিছুকাল থাকিলেই, তুমি একেবারে নষ্ট হইযা যাইবে। জয়চাঁদ যাত্রার দল করিলে, লোকে তাহাকে 'অধিকারী—মশায়' বলিয়া খ্যাপাইত; সেই সূত্রে জয়চাঁদ মুখুয্যের ছেলেকে প্রায় খুন করিয়া ফেলিয়াছিল! তুমি ত সব শুনেচ? জয়চাঁদ দু বছর ফরেস-ডাঙ্গায় গিযে পালিযে থাকে, তাহার অনুপস্থিতিতে পাঁচজন কর্ম্মচারীতে বড় ঠাকুরের বিষয়টা লুট করিয়া লইল। তুমিও কি সেই রকম কত্তে চাও? বাবা! কখন অভদ্র লোক্‌কে কাছে আসিতে দিও না। দশ জন ভদ্রলোক লইয়া আমোদ আহ্লাদ কর। কর্ত্তা বিস্তর দুঃখে টাকা করিয়া গিযাছেন, সে টাকা যেন নেড়ে পেয়াদায় না খায়।"

কর্ত্রী ঠাকুরাণী এত কথা কহিলেন; ছোটবাবু কিন্তু তাহার একটি কথারও উত্তর দিলেন না, আপন মনে গো-গ্রাসে আহার করিয়া উঠিয়া বাহিরে গমন করিলেন। আঁচাইতে

আঁচাইতে ছোটবাবু ভাবিলেন, "বৈকালে আর দাদার কাছে গিয়া কি করিব? দাদার যা মতলব, তা ত বুঝিতে পারিলাম! শুনিয়াছি, বাবার উইলের মতে বিষয় বখ্রা করিয়া লইতে আর দুই বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে; এদিকে যদি যাত্রার দল না করি, তাহাহইলে, বন্ধু বান্ধবেরা আমাকে নিতান্ত অক্ষম বলিবে। যাহাতে উভয় দিক্ রক্ষা হয়, বিষ্ণুর সহিত তাহারই একটা পরামর্শ করি।" এইরূপ ভাবিয়া ছোটবাবু আপন বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন, অর্দ্ধঘণ্টা পরে বিষ্ণু আসিয়া ছোটবাবুকে কিঞ্চিৎ বিমর্ষ দেখিয়া কহিলেন, "আজি কেন সদানন্দ—নিরানন্দ পারা?" ছোটবাবু দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "ভাই বিষ্ণু! দাদা টাকা দেবে না।" বিষ্ণু বলিলেন, "না দিলে কাজ কি আট্‌কাবে নাকি? তোমার বাপের এই অস্তমর বিষয়ের তুমি ত পাঁচ আনা পৌনে সাত গণ্ডার অধিকারী; তুমি যদি হাজার বারশ টাকা ধার কোরে যাত্রার দল কর, তাহলে তোমার কি ক্ষতি হবে?" ছোটবাবু বলিলেন, "আমাকে টাকা দেবে কে?" বিষ্ণু বলিলেন, "আমি দেবে! টাকা দেবে কে? কত মহাজন তোমাকে সেধে টাকা দিয়ে যাবে।" ছোটবাবু কহিলেন, "তবে আর বিলম্ব কচ্চ কেন?" বিষ্ণু বলিলেন, "না, আমি এই চলিলাম, টাকার যোগাড় করিগে।" এই কথা বলিয়া বিষ্ণু দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

সন্ধ্যার সময় বিষ্ণু আসিয়া ছোটবাবুকে সংবাদ দিলেন যে, "টাকার যোগাড় হইয়াছে, কিন্তু অনেক সুদ চায়, তার উপর কমিশন ও দালালি আছে। দু হাজার টাকার নোট

কাট্‌লে, তবে হাজার টাকা ঘরে আস্‌বে; এতে তুমি কি রাজি আছ?" ছোটবাবু বলিলেন, "রাজি আর অরাজি কি ভাই? আমি যখন মুখের কথা বাহির করিয়াছি, তখন যাত্রার দল আমাকে করিতেই হইবে।" বিষ্ণু বলিলেন, "তবে কাল বৈকালে আমার সঙ্গে চল, টাকা লইয়া বাটী চলিয়া আসিব।" এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়া বিষ্ণু পুনর্ব্বার মহাজনের বাটীতে চলিয়া গেল।

পরদিবস বৈকালে ছোটবাবু বিষ্ণুর সহিত একজন খোট্টা মহাজনের বাটীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং দুই হাজার টাকার নোট লিখিয়া দিয়া, হাজার বার শ' টাকা লইয়া পরম উল্লাসে বাটী আসিলেন। ছোটবাবু যদিও ধনাঢ্য লোকের সন্তান, কিন্তু পিতা বর্ত্তমানে এককালে কখন টাকা হাতে পান নাই; আজ সহস্র মুদ্রার অধিক বাক্সর ভিতর রাখিয়া আহ্লাদে ফুলিয়া উঠিলেন। ক্রমে যন্ত্র তন্ত্র ক্রয় হইতে লাগিল, বেতন দিয়া কয়েকজন পেশাদারকে নিযুক্ত করিলেন; নিজের বৈঠকখানাতেই যাত্রার আখ্‌ড়া চলিতে লাগিল। প্রতি রজনীতে দোয়ারগণের পান, তামাক ও অন্যান্য আবগারী ব্যাপারে পাঁচ সাত দশ টাকা করিযা ব্যয় হইতে লাগিল। বিনা পয়সায় আমোদের প্রত্যাশায় অনেকগুলি বওয়াটে ছেলে ছোটবাবুর বৈঠকখানায় আসিযা হাজির হইতে লাগিল। রাত্রিকালে ঢোলের শব্দে কাহার সাধ্য যে বাটীতে স্থির থাকিতে পারে!

জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম বুঝিলেন, "হতভাগা ছোঁড়া কোথায়

নোট কাটিয়া টাকা ধার করিয়াছে, নতুবা এত টাকা কোথায় পাইল ?”

আট দশদিন মাত্র আখ্ড়া বসিযাছে, এমন সময়ে একটি ভয়ানক ঘটনা উপস্থিত হইল। কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত নামে একজন যুবক পূর্ব্ব হইতেই ছোটবাবুর বৈঠকখানায় যাওয়া আসা করিত। সে ঋণের দায়ে অস্থির হইয়া বেড়াইতেছিল। উত্তমর্ণগণের তাড়নায়, দিবসে বাটীর বাহির হইত না।

কৃষ্ণবিহারী একদিবস সন্ধ্যাকালে ছোটবাবুর বৈঠকখানায় বসিয়া আছে, এমন সময়ে ছোটবাবু বলিলেন, “কৃষ্ণবাবু! তুমি বস। I am going to do a thing, which my father can not do for me” কৃষ্ণবিহারী কহিলেন, “ছোটবাবুকে এলে, এমে, কেউ পারবে না।” ছোটবাবু “এখনি আস্‌চি” বলিয়া চলিয়া গেলেন।

বৈঠকখানায় জন মানব নাই ; সেই সময়ে কৃষ্ণবিহারীর শয়তানী বুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হইল ! মনে মনে ভাবিল, “এই সময়ে ছোটবাবুর বাক্সর চাবি ভাঙ্গিয়া কিছু টাকা চুরি করিলে হয় না ?” বাক্স নাড়িতে চাড়িতে দেখিল, “চাবি খোলা আছে।” তাহার মনে আনন্দের পরিসীমা রহিল না। বাক্সর ভিতর হইতে সমস্ত নোট লইয়া বাহিরের ছাদে ইট চাপা দিয়া রাখিয়া আসিল। তাহার পর আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় বৈঠকখানায় উপবিষ্ট হইলে, ছোটবাবুর আরও দুই চারি জন মো-সাহেব আসিয়া যুটীল। নানা রকমের কথা চলিতে লাগিল, ক্রমে ছোটবাবুও আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

সেই সময় একজন কাঁসারি চারি জোড়া উৎকৃষ্ট মন্দিরা আনিয়া বাবুর সম্মুখে ধরিয়া দিল। বাবু মন্দিরার গঠন দেখিয়া ও বাদ্য শুনিয়া অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইলেন। সমাগত মো-সাহেবরাও মন্দিরা কয়েক জোড়ার যথেষ্ট প্রশংসা করিল। বাবু কাঁসারিকে কিঞ্চিৎ পারিতোষিক দিবার জন্য বাক্স খুলিতে গিয়া দেখেন, বাক্স খোলা রহিয়াছে! ডালা উল্টাইয়া দেখিলেন, বাক্সের মধ্যে একখানিও নোট নাই! ছোটবাবু কহিলেন, "একি সর্ব্বনাশ! আমার আট শ' টাকার নোট কে চুরি করিল? আমি বাটীর ভিতর যাইবার সময় কৃষ্ণবাবুকে এখানে বসাইয়া গিয়াছিলাম, তাহার পূর্ব্বে ত বৈঠক-খানায় কেহই আসে নাই?" কৃষ্ণ কৃত্রিম কোপে কাঁপিতে কাঁপিতে চীৎকার করিয়া বলিল, "ছোটবাবু! তুমি বড়মানুষ বলে আমি ডরাব না। তোমার বাড়ীতে আসি বলে, তুমি আমাকে অনায়াসে চোর বলিলে? আচ্ছা, আর আমি কখন তোমার বাড়ীতে মাথা ঢোকাব না।" এই কথা বলিযা কৃষ্ণ দ্রুতপদে বৈঠকখানার পার্শ্বস্থ খোলা ছাদে ইট চাপা কয়েকখানি নোট অলক্ষিতে জামার পকেটে রাখিযা, "আমি ইন্‌ডাইট্ করিব,—আমি ইন্‌ডাইট্ করিব" বলিতে বলিতে প্রস্থান করিল।

তৎপরে একজন কিঙ্কর আসিযা ছোটবাবুকে বলিল, "ধর্ম্মাবতার! খোলা ছাদের কোণে কৃষ্ণবাবু কি ইট চাপা দিয়া রাখিয়াছিল, যাইবার সময পকেটে পূরিযা লইয়া যাইতেছে। এই কথা শুনিয়া, ছোটবাবু ক্রোধে অন্ধ

হইয়া কৃষ্ণকে ধরিবার জন্য মো-সাহেবগণকে আজ্ঞা দিলেন। তাহারা 'একে পায় ত—আরে চায়।' বাবুর মুখের কথা বাহির হইতে না হইতেই কৃষ্ণের ঘাড় ধরিয়া বাবুর সম্মুখে আনিয়া হাজির করিল। কৃষ্ণকে দেখিয়া ছোটবাবু কহিলেন, "তুমি খোলা ছাদে কি করিতে গিয়াছিলে?" কৃষ্ণ কহিল, "হাতের বোতামটা পড়িয়া গিয়াছিল, তাই কুড়াইতে গিয়াছিলাম।" ছোটবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছাদের কোণে ইট চাপা কি ছিল?" ইট চাপার কথা শুনিয়া কৃষ্ণের মুখ শুকাইয়া গেল, কি বলিবে ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না। ছোটবাবু পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইট চাপা কি ছিল—বল?" কৃষ্ণ কহিল, "তা ইট চাপাতে আমি কিছু জানি না।" ছোটবাবু কহিলেন, "তোমার পকেট দেখি" বলিয়া স্বয়ং পকেটে হস্ত দিয়া সমস্ত নোট প্রাপ্ত হইলেন। "ওরে বেটা! তুমি আমার সর্ব্বনাশ করে পালাচ্ছিলে?" বলিয়া ছোটবাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন। মো-সাহেবেরা বলিল, "মহাশয়! এ বেটাকে অল্পে ছাড়া হবে না; আগে মেরে আদা থেঁতলান করা যাক, তার পর পুলিসের হাতে দেওয়া যাইবে।" ছোটবাবু বলিলেন, "বেশ বলেছ, বেটাকে চাদর দিয়ে পিটমোড়া করে বাঁধ।" বাবুর কথা মুখ থেকে বেরুতে না বেরুতেই, কৃষ্ণের উপর ভূতো-নন্দী ব্যবহার আরম্ভ হইল। কিছুক্ষণ সেই ভয়ানক প্রহার সহ্য করিয়া কৃষ্ণ চীৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল,—আর বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না! কৃষ্ণকে মৃত জ্ঞান করিয়া,

বাবু ও মো-সাহেবগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠিল, দুই চারিজন মো সাহেব পাছ কাটাইয়া প্রস্থান করিল, অবশিষ্ট-গুলি কেবল মদ আর গাঁজার লোভে হটাৎ বাবুকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিল না। বাবু স্বদলে কৃষ্ণের সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃষ্ণের চৈতন্য হইল না। তদ্দৃষ্টে বাবু ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিলেন।

এ দিকে যে কয়েকজন মো-সাহেব পাছ কাটাইয়া প্রস্থান করিয়াছিল, তাহারা কৃষ্ণের পিতাকে যাইযা সংবাদ দিল। কৃষ্ণের পিতা এই সংবাদ শ্রবণ করিযা তৎক্ষণাৎ পুলিসে সংবাদ দিল। 'ধনীলোকের ছেলে খুন কবিয়াছে' শুনিয়া থানা শুদ্ধলোকের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। ইন্স্পে-ক্টরবাবু কৃষ্ণের পিতার এজেহার লিখিয়া লইয়া, স্বদলে থানা হইতে মূহুর্ত্তকালেব মধ্যে ছোটবাবুর বৈঠকখানায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কৃষ্ণ অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া আছে, কেবল নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে। এই জন্যই জীবিত বলিয়া, ইন্স্পেক্টর বাবু কৃষ্ণকে 'ডেড-হাউসে' পাঠাইতে পারিলেন না, তিনি তৎক্ষণাৎ কমিশনর সাহেবকে সংবাদ পাঠাইবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। কমিশনব সাহেব অশ্বপৃষ্ঠে মুহূর্ত্তকালের মধ্যে ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণের ভাব গতিক দেখিয়া কমিশনর সাহেব ইন্স্পেক্টরকে ধমকাইয়া কহিলেন, "তুমি ইস্‌কো হাস্‌পাতাল মে কাহে নেহি ভেজা?" ইন্স্পেক্টর কহিলেন, "হুজুর! আমি এখানে আসিয়া কৃষ্ণকে মৃত জ্ঞান করিয়াছিলাম; তাহার পর অনেক সেবা শুশ্রূষা করিতে করিতে এখন

নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে; এক্ষণে যেরূপ আদেশ করিবেন, তাহাই করিব।" কমিশনর সাহেব আরক্তনয়নে কহিলেন, "জল্‌দি ইস্‌কো হাসপাতাল মে ভেজো। আউর আসামীকো জেল-থানামে লে যাও। এই কয়ঠো লেড়্‌কাকো দোসরা যাযগামে রাখো।" কমিশনর সাহেব আঙ্গুল কামড়াইতে কামড়াইতে পুনর্ব্বার কহিলেন, "এই কয়ঠো লেড়কাকো থানামে লে যাও। জল্‌দি জল্‌দি এ লোক্‌কো জবানবন্দী লিখ্‌ লও, হুসিয়ার সে কাম করো।" এইরূপ হুকুম দিয়া কমিশনর সাহেব স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ইন্‌স্পেক্টর বাবু সাহেবের আদেশানুসারে আসামীকে ও চাক্ষুস সাক্ষীগণকে ও অর্দ্ধমৃত কৃষ্ণকে যথা স্থানে পাঠাইয়া দিলেন। তাহার পর স্বয়ং থানায় গিয়া ছোটবাবুর মো-সাহেবগণের নিকট জবানবন্দী লইতে লাগিলেন।

এ দিকে ছোটবাবুর মাতা, মণিহারা—ফণিনীর ন্যায় জ্যেষ্ঠ ও মধ্যমের নিকট যাইয়া পড়িলেন। জ্যেষ্ঠ কহিলেন, "মা! যে কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে, ইহা সহজে মিটিবার নহে। আপনি অত উতলা হইবেন না। আমরা ছোটবাবুকে বাঁচাইবাব জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টার ক্রুটি করিব না। তবে যদি কৃষ্ণবাবু হটাৎ মরিয়া যায়, তাহাহইলে মোকদ্দমা আরও সঙ্গীন হইয়া উঠিবে; তখন আর বিনা সাজায় ছোটবাবুর অব্যাহতি হইবে না। এখন আপনি বাটীর ভিতর যাউন, আমি একবার থানায় গিয়া দেখি, কি কাণ্ড হইতেছে।" এই কথা বলিয়া বড়বাবু ছদ্মবেশে থানার

সম্মুখস্থ পথে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। থানার সম্মুখস্থ রাজপথ লোকারণ্য হইয়া উঠিয়াছে। ইন্স্পেক্টর বাবু এক একজনের জবানবন্দী লইতে থানার মাটী কাঁপাইয়া দিতেছেন, ছেলেগুলাকে যাহা বলিতে বলিতেছেন, তাহারা তাহাই বলিতেছে। বড়বাবু গোলের মধ্যে দাঁড়াইয়া এই সব কাণ্ড দেখিতেছেন, এমন সময়ে একজন উকীল বেড়াইতে বেড়াইতে থানার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন;—দেখিলেন বড়বাবু ছদ্মবেশে দাঁড়াইয়া আছেন। উকীলবাবু ভাবিলেন, "এই সময়ে কাজ গুছাইয়া লইতে হইবে, এ মোকদ্দমাতে অনেক লাভের সম্ভাবনা, এ মোকদ্দমা যাহাতে আমার হাতছাড়া না হয়, সাধ্যানুসারে তাহার চেষ্টা দেখি।"

যেখানে বড়বাবু দাঁড়াইয়া আছেন, উকীলবাবু তাঁহার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন ও বড়বাবুকে যেন হটাৎ দেখিলেন, এইরূপ ভাণ করিয়া কহিলেন, "এ কি মহাশয়! এখানে কেন? ব্যাপারটা কি হযেচে?" বড়বাবু মুক্তকণ্ঠে সমস্ত বিষয় উকীল বাবুর নিকট কহিলেন। উকীলবাবু শুনিতে শুনিতে নানাপ্রকার মুখ ভঙ্গিমা করিলেন ও কহিলেন, "কেস্‌টা ভারি সঙ্গীন হইয়া উঠিযাছে, আপনি আর এখানে এক মূহূর্ত্তকাল দাঁড়াইবেন না। ইন্স্পেক্টর বেটা বড় বদ-লোক, আপনাকে দেখিতে পাইলে নানান্ গোলযোগ উপস্থিত করিবে,—হয়ত আপনাকেও থানায় আটকাইয়া রাখিতে পারে। আপনি চলিয়া যাউন, আমি এখানকার সমস্ত বিষয় অবগত হয়ে শীঘ্র আপনার নিকট যাইতেছি।

"থানায় আটকাইয়া রাখিতে পারে" উকীলের মুখে এই কথা শুনিয়া বড়বাবু সভয়ে গৃহে প্রস্থান করিলেন। উকীলবাবু কিয়ৎক্ষণ এদিক ওদিক বেড়াইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বড়বাবুর নিকট উপস্থিত হইলেন। বড়বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, কি জানিয়া আসিলেন?" উকীলবাবু বিরক্তভাবে কহিলেন, "জান্‌বো আর কি, আমার মাথা মুণ্ডু, আমাদের জান্তে আর কি বাকি আছে? এই কাজ কত্তে কত্তে মাথার চুল পেকে গেল। মোকদ্দমাটি যাহা দাঁড়াইয়াছে, ইহাতে দ্বীপান্তর পর্য্যন্ত হইতে পারে।" বড়-বাবু সভয়ে কহিলেন, "এক্ষণে উপায়?" উকীলবাবু হাত মুখ নাড়িয়া কহিলেন, "উপায় আর কি? টাকা! "টাকা ফট্‌কা লুচি চিনি, টাকায় হাতীর মাথা কিনি, সবে ভোলে টাকা হাতে দিলে।" আমি ইন্‌স্পেক্টরের অভিপ্রায় জেনে এসেচি, সে এখন ঝোপ বুঝে কোপ মাত্তে চাচ্চে। দশ হাজার টাকা চায়।" উকীল বাবুর সহিত বড়বাবুর এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এদিকে অন্দর মহলে গিন্নীঠাকুরাণী আপনার সহোদর ভ্রাতাকে ডাকাইয়া আনিয়াছেন। বাবু-দিগের মামাবাবু অন্দরের ভিতর আসিয়া আসন পরিগ্রহ করিলে পর, গিন্নীঠাকুরাণী ভ্রাতার চরণ ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'ছেলেটাকে রক্ষা কর!"

পাঠকগণ! বোধ হয় জগতে কেহই প্রকৃত প্রস্তাবে ধনী লোকের বন্ধু নাই। মাতুলের কথা দূরে থাকুক, সহোদর ভ্রাতাও কনিষ্ঠকে বাগে পাইলে অর্থ শোষণ করিতে ছাড়েন না। গুরু পুরোহিতেরাও এই সময়ে নানা

কৌশলে অর্থ শোষণ করিবার চেষ্টা দেখে। মামাবাবু আপন ভগ্নীকে কহিলেন, "তুমি অত উতলা হইও না, এ উতলার কার্য্য নহে, এ টাকার কার্য্য। আমার বোধ হয়, এ মোকদ্দমাটিতে পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় হইবে, তবে যদি তোমার ছেলে নিস্তার পায়।"

মামাবাবু আপন ভগ্নীকে নানাপ্রকার ভয়-মৈত্রতা দেখাইয়া যথেষ্ট টাকা বাহির করিতে লাগিলেন, গুরুদেব শিব-স্বস্তয়নে বসিলেন, পুরোহিত ঠাকুর নারায়ণকে তুলসী দিতে লাগিলেন, সমারোহের পরিসীমা নাই! যে ব্যক্তি ছোটবাবুর হস্তে জখম হইয়াছিল, সে চার পাঁচ দিবসের মধ্যেই আরোগ্য হইল।

আদালতে মোকদ্দমার দিন ধার্য্য হইল, নির্দ্দিষ্ট দিনে মোকদ্দমা উঠিল। হাকিম, বাদী-প্রতিবাদীর এজেহার ও উভয় পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া ছোটবাবুর এক শত টাকা জরিমানা করিলেন। ছোটবাবু আদালত হইতে অব্যাহতি পাইয়া, বন্ধু-বান্ধবের সহিত কালীঘাটে দৌড় দিলেন। সেখানে সমারোহের সহিত পূজা দিয়া সন্ধ্যাকালে বাটী আসিলেন; সে রজনীতে ছোটবাবুর বৈঠকখানায় আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। বড়বাবু ও মেজবাবু নিজ নিজ বৈঠকখানায় বসিয়া অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয় ভ্রাতাই এক রকম চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। বড়-বাবু ভাবিলেন, "একি হইল! যে মোকদ্দমায় আসামীর এক-শত টাকা অর্থদণ্ড, সে মোকদ্দমায় বিশহাজার টাকা ব্যয় কি করিয়া খাতায় লিখিব? বাবা বাল্যকাল হইতে আমা-

দিগকে আদরের গোপাল করিয়া রাখিয়াছিলেন, বিষয়কার্য্য কিছুই শেখান নাই; সেই জন্যই কতকগুলি ধূর্ত্ত লোকের হস্তে পড়িয়া, এই মোকদ্দমায় মারা গেলেম। এখন দেখিতে পাইতেছি যে, ধনাঢ্য লোকের সন্তানগণের সংসার-প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, সর্ব্বাগ্রে লোক চিনার প্রয়োজন। ধনবান লোকের নিকট কত ভাবে কত রকমের লোক আসে, সেই সকল লোককে পরীক্ষা করা চাই; দুষ্ট লোক সকলকে অন্তরে রাখিয়া নির্ব্বিঘ্নে বিষয় ভোগ করা সামান্য ব্যাপার নহে!"

বড়বাবু এইরূপ চিন্তা করিয়া, মধ্যম সহোদরকে আপনার নিকট ডাকাইলেন ও গদগদ বচনে বলিলেন, "ভাই! পূর্ব্ব হইতেই জানিতাম যে, ছোট ছোঁড়াকে লইয়া পিতৃ-বিয়োগের পর জ্বালাতন হইতে হইবে। পিতার পরলোক-গমনের পর, সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে। ছোটবাবুর এক যাত্রার দলের স্বস্তি-বাচনেই প্রায় বিশ পঁচিশ হাজার টাকা গর্ত্ত-শ্রাদ্ধে গেল! আমরা মামলা মোকদ্দমা সম্বন্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞ বলিয়া, কতকগুলি অধার্ম্মিক অর্থলোলুপ লোকে পিতার বহুকষ্টের উপার্জ্জিত অর্থ কেবল আমাদিগকে ভয় দেখাইয়া আত্মসাৎ করিল। যে যাহা বলিল, আমরা বিপদের সময় তাহাই করিলাম; কিন্তু বিচারের দিবস দেখিলাম যে, পর্ব্বতের মূষিক প্রসব হওয়ার ন্যায়, 'বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া' হইয়া গেল!" মধ্যম সহোদর কহিলেন, "দাদা মহাশয়! আপনি আমাদিগের জ্যেষ্ঠ, আপনাকে আমি পিতার তুল্য মান্য করিয়া থাকি, আপনি আমাকে যাহা

আজ্ঞা করিবেন তাহাই করিব, কখনই আপনার অবাধ্য হইয়া কার্য্য করিব না। ছোট ছোঁড়া পাছে বিষয় বখ্‌রা করিয়া লইয়া কিছু দিনের মধ্যে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া ফেলে, এই জন্য তাহার অনেক দৌরাত্ম্য সহ্য করা গেল; কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে, কোন কালেই সে সাম্য ভাব ধারণ করিবে না, তখন আর তাহাকে ভয় করিয়া চলিবার প্রয়োজন কি? সে বদ্‌খেয়ালীর জন্য টাকা চাহিলে, আর এক কপর্দ্দকও দেওয়া হইবে না, ইহাতে তাহার যাহা মনে আসে, সে তাহাই করুক।" জ্যেষ্ঠ বলিলেন, "ভাই! আমি তোমার কথাই অনুমোদন করিলাম; কিন্তু আমার বোধ হইতেছে যে, এই উপস্থিত মোকদ্দমায় অসৎসঙ্গে বেড়াইতে তাহার মনে অনেক পরিমাণে ভয় হইয়া থাকিবে। যাহাই হউক, আমি তোমার প্রস্তাব মতেই কার্য্য করিব।" দুই সহোদরে এইরূপ পরামর্শ করিয়া রহিলেন, এদিকে কিন্তু কনিষ্ঠের অর্থের অনাটন উপস্থিত হইল। তিনি এক দিবস দেওয়ানজীব নিকট পঞ্চাশটি টাকা চাহিয়া পাঠাইলেন। দেওযানজী কহিল, "বড়বাবুর সম্মতি ব্যতীত আমার একক দিবার ক্ষমতা নাই।"

যে সময়ে ছোটবাবুব প্রেরিত লোক দেওযানজীর কথা শুনিয়া বাবুকে আসিয়া সমস্ত কথা নিবেদন করিতেছে, সে সময়ে বিষ্ণুবাবু তথায় উপস্থিত ছিল। সমস্ত কথা শুনিয়া, উচ্চহাস্যে বলিয়া উঠিল, "ছোটবাবু! ইহাকেই বলে, "যার ধন তার ধন নয—নেপো মারে দই!" দাওয়ানজী বেটার ত কম স্পর্দ্ধার কথা নয'। তুমি নিতান্ত

ভালমানুষ আর কি বল্‌বো। আমি হ'লে জুতায়. চোটে সোজা করিতাম।" ছোটবাবু বলিলেন, "বিষ্ণুবাবু। তুমি না বুঝিয়া দাওয়ানজীর প্রতি দোষারোপ করিতেছ, সে বেচারা কি করিবে? বড় দাদা তাহাকে মানা করিয়া না দিলে, তাহার সাধ্য কি যে এমন কর্ম্ম করে?" বিষ্ণু বলিল, "আচ্ছা, তাহাই যেন হইল; তবে তুমি বাপের বেটা নও, তুমি কি পাঁচ আনা পৌণে সাত গণ্ডার অংশীদার নও? তুমি যেন পঞ্চাশটি টাকা ভিক্ষে চাহিয়া পাঠাইয়াছিলে, বড়বাবু এই সামান্য ভিক্ষে দিতেও কৃপণতা করিলেন;—কিন্তু সে দিন তাঁর শালা কাচা পরে এসে মায়ের শ্রাদ্ধে দুই শত টাকা লয়ে গেল; এ টাকা কি বড়বাবু নিজের অংশ হতে দিয়েছেন? ছোটবাবু! বলিতে গেলে অনেক কথাই বলিতে হয়। পাছে তুমি বল, 'আমার দাদার নিন্দে করিতেছে,' তাতেই আমি চুপ করিয়া থাকি। একটা মোটা কথায় তোমাকে সতর্ক করিয়া রাখি, তোমার বড় ভাইটি সহজ লোক নন, এই কাঙ্গালের কথা বাসী হলে মিষ্টি লাগ্‌বে।"

বিষ্ণুর এই সকল কথা শুনিয়া, ছোটবাবু কিয়ৎক্ষণ স্থির ভাবে বসিয়া রহিলেন, দেওয়ানজীর কথায় অপমান বোধ করিয়া ক্রোধে অন্তর্দাহ হইতে লাগিল। একবার কুলোকের পরামর্শে মার পিট করিয়া বিলক্ষণ শিক্ষা পাইয়াছেন বলিয়া, দেওয়ানজীকে প্রহার করিতে সাহস হইল না, রাগে এবং দুঃখে চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে বিষ্ণু বিনীত ভাবে কহিল, "ছোটবাবু! তুমি কাঁদিতেছ কেন?

ভাই, আমি যখন তোমার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া রাখিয়াছি, তখন তোমার এই সামান্য অভাবটা দূর করিতে পারিব না? বল, আমার স্ত্রীর গায়ের গহনা বাঁধা দিয়া এই দণ্ডেই তোমাকে পঞ্চাশ টাকা আনিয়া দি। Dam'n shame! যে বিষয়ের তিনভাগের একভাগ আজ লইলেও পাইব, কাল লইলেও পাইব, তাহার পঞ্চাশ টাকার অভাব মোচন হইবে না? তুমি হাত পাত্‌লে কে না তোমাকে টাকা দেবে? ওহে! আমরা সব বুঝ্‌তে পারি। বড়বাবু চারিদিকে কড়াকড় করিয়াছেন কেন, তা তুমি কি বুঝিতে পারিয়াছ? তোমার এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে গোটাকতক টাকা খরচ হইয়াছে বলিয়া, তিনি একেবারে তোমাকে চিরকেলে দায়ীক করিয়া রাখিতে চান। আরে! আর কি চেটার পো চেটায় থাকে বাবা? 'ভাই ভাই—ঠাঁই ঠাঁই' একটা কথা ত পড়েই রয়েচে!"

বিষ্ণুর কথাবার্ত্তা শুনিয়া, ছোঠবাবু ঈষৎ বিমর্ষভাবে বলিলেন, "আমার ভিন্ন-ভাগ কবে নেবার ইচ্ছে ছিল না; কিন্তু যে রকম গতিক দাঁড়াচ্চে, এতে ত পৃথক্ হওয়া ভিন্ন আর উপায় দেখ্‌চি না! দপ্তরখানায় আমি পাঁচটা টাকা চাইতে লোক পাঠালে, দাওয়ানজী কুকুর শেয়ালের মত দূর দুর করে তাড়িয়ে দেয়। তবে কি আমি বড়দাদার অন্নদাস—যে এক এক মুঠা ভাত খাব,—আর এই ঘরে পড়ে থাক্‌ব?—" বিষ্ণু বলিল, "তুমি ত আর কচি ছেলে নও, সকল বিষয়ই ত বুঝ্‌তে পার। একটা প্রকাণ্ড সংসারের উপর কর্তৃত্ব করা সহজ ব্যাপার নয়! বড়বাবুর সে ক্ষমতা একেবারেই

নাই। আমি ভাই, এ বিষযে কোন কথা বলিতে চাহি না। লোকে বল্‌বে,‘বিষ্ণু ঘর ভাঙ্গাতে আসে।’ আমরা হলুম গরিবের ছেলে, আমাদের এগুলেও বাপ-আঁটকুড়ো আর পেছুলেও বাপ-আঁটকুড়ো।” ছোটবাবু বলিলেন, “বিষ্ণুবাবু! এখন কি করি বল দেখি? এমন করে রোজ রোজ্ অপমান হতে পার্‌বো না।”

এইরূপ নানা কথার পর, স্নানাহারের সময় উপস্থিত হইল, বিষ্ণু আহারাদি করিতে বাটী চলিয়া গেল, ছোটবাবু অন্দর-মহলে প্রবেশ করিলেন। স্নান আহ্নিক না করিয়া বরাবর জননীর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, “মা! বড়দাদার দৌরাত্ম্য আর আমি সহ্য করিতে পারি না। আজ প্রাতে দপ্তরখানায় পঞ্চাশটি টাকা চাহিয়া পাঠাইযাছিলাম, দাওয়ানজী আমার লোক্‌কে দূর দূর করে তাড়িযে দিযেচে। আমি স্বহস্তে তার আজ হাড় ভাঙ্‌তুম, কেবল সে দিন একটা মিছে কাণ্ড হযে গিয়েচে বলে, গায়েব রাগ গায়ে মেরে রয়েচি।” গৃহিণী সকরুণ স্বরে কহিলেন, “বাপু, তোমাদের আর ভদ্রস্থ নেই। তুমি ভূমিষ্ট হইলে দৈবজ্ঞেরা গুণে বলেছিল যে, ‘এই ছেলে হতেই গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হইবে।’ কর্ত্তা সেই কথাই সর্ব্বদা বলিতেন যে, “আমার মৃত্যুর পর ছোট ছোঁড়াই এই সোণার সংসারে আগুন লাগাইয়া দিবে।” ছোটবাবু ক্রোধে অন্ধ হইয়া বলিলেন,“তোমাদের সকলেরই এক পরামর্শ, তা কি আমি জানিনে? আমার মোকদ্দমায় গোটাকতক টাকা খরচ হয়েচে বলে, সকলেই আমাকে

পেয়ে বসেচেন। আচ্ছা, সে টাকা আমি আপনার অংশ থেকে দেব। আমি তোমার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করলুম যে, পৃথক্ না হয়ে আর এ বাটীতে জল গ্রহণ করিব না।" এই কথা বলিয়া ছোটবাবু দ্রুতপদে পুনরায় বৈঠকখানায় আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

এদিকে জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম স্নানাহ্নিকের পর অন্দর-মহলে আহার করিতে আসিলেন। দেখিলেন,জননী যাপ্যমালা হস্তে বিমর্ষভাবে বসিয়া আছেন। জ্যেষ্ঠপুত্র কহিলেন, "মা! আজ আপনাকে বিমর্ষ ভাবাপন্ন দেখিতেছি কেন? আমি কি আপনার নিকটে কোন রূপ অপরাধী হইয়াছি?" গৃহিণী বলিলেন, "না বাবা, এখন তোমার ছোটভাইকে কি করে থামাব বল দেখি? সে ত তার বৈঠকখানায় উপোস করে পড়ে রয়েচে, সে না খেলে আমিই বা কেমন করে খাব?" এই কথা শুনিয়া বড়বাবু আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র বিপিনকে কহিলেন, "বাবা! তোমার ছোটকাকাকে ডেকে নিয়ে এস ত?" বিপিন বৈঠকখানায় যাইয়া কহিল, "কাকাবাবু! বাবা আপনাকে ডাক্‌চেন।" ছোটবাবু উত্তর করিলেন, "আমি তোর বাপের ফুল-বাগানের মালি নই! যা লক্ষীছাড়া-ছোঁড়া! আবার চালাকি করে ছেলে পাঠান হয়েচে!" পিতৃব্যের নিকট ধমক্ খাইয়া বিমর্ষভাবে আসিয়া পিতার নিকটে সমস্তই নিবেদন করিল। বড়বাবু বলিলেন, "মা! দেখ্‌লেন ত, ছোটটা কতদূর ভয়-ভাঙ্গা হয়েচে? পূর্ব্বে আমাকে দেখে মাথা তুলিত না, এখন আনায়াসে কটু কাটব্য বলিতে আরম্ভ করিয়াছে।"

অন্দর মহলে জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম জননীকে লইয়া সংসার সম্বন্ধীয় নানা কথার আলোচনা করিতেছেন, দেখিতে দেখিতে দিবা দুইপ্রহর অতীত হইল। সেই সময় একজন কিঙ্কর আসিয়া কহিল, "ছোটবাবু! বিষ্ণুবাবুর বাটীতে আহার করিতে গিয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া গৃহিণী কহিলেন, "ওই বিষ্ণুই ওর মাথাটা খাবে—খাবে কি, খেয়েচে! বড়মানুষের ছেলেরও এত শত্রু রে! যদি বড়লোকের ছেলে গোড়ায় ভাল করে তরিবৎ না পায়, তা হলে গ্রামের কু-লোকগুলো সেই সকল ছেলেকে চোঙ্গার বাঁদর নাচিয়ে নিয়ে বেড়ায়। বাবা, কর্ত্তা তোমাদের মানুষ করে গেছেন, তোমাদের' কাছে কি আর অসৎ লোক ঘেঁস্তে পারে? এখন যত অসৎ লোকের আড্ডা হয়েচে ছোটটার ঘরে। বাবা, আমি আট বছরের বেলা তোমাদের সংসারে ঢুকেচি, এ পর্য্যন্ত আমাদের ঘরে কোন মামলা হয় নাই। আমার শ্বশুর বল্‌তেন, 'যে দিন আমার ভিটায় উকীল মোক্তার এসে বস্‌বে, সেই দিন জান্‌বে যে, আমাদিগেব অধঃপতনের সময় উপস্থিত হয়েচে।' বাবা! গ্রামের লোক চিরকাল তোমাদের ছিদ্র অনুসন্ধান করে বেড়াত, কখন কোন বিষয়ের কোন অপবাধ পেত না বলে, সকলে চুপ চাপ করে থাক্‌তো। ছোট ছোঁড়ার মারপিটের মোকদ্দমায় লোকে কি কাণ্ড করে বেড়ালে দেখ্‌লে ত? ও ছোঁড়া যা নিয়ে সন্তুষ্ট হয়, তাই তোমরা কর। ভিন্ন ভাগ করে নিলে ভবিষ্যতে ওই কষ্ট পাবে, তোমাদের কি বাবা? ওর শালা, শ্বশুর, শালাপো সব মুখিয়ে রয়েচে। ভিন্নভাগ হয়ে গেলে, কেউ দাওয়ান হবে,

কেউ মুচ্ছুদ্দি হবে, আর তিন দিনে বাঁদর বনিয়ে দিয়ে যাবে।" এইরূপ নানা কথার পর বড়বাবু ও মেজবাবু জননীর সম্মুখে বসিয়া আহারাদি করিলেন এবং জননীকেও আহারাদি করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া বাহির বাটীতে চলিয়া গেলেন।

এ দিকে ছোটবাবু বিষ্ণুর বাটীতে আহারাদি করিয়া, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেইখানে বসিযাই আমোদ আহ্লাদ করিলেন। সন্ধ্যার পর বিষ্ণুকে সমভিব্যাহারে লইয়া আপন বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। রজনী অষ্ট ঘটিকার সময় কর্ত্রী ঠাকুরাণী ছোটবাবুকে ডাকিতে আপন কিঙ্করীকে পাঠাইয়া দিলেন। ডাকিতে আসিয়া দুই প্রহরের সময় বিপিন যেরূপ সম্মান পাইযা গিয়াছিল, কিঙ্করীও তাহার অধিক পাইযা, কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহিণীর নিকট উপস্থিত হইল। কর্ত্রী ঠাকুরাণী কহিলেন, "আর ভদ্রস্থ নাই, ইহার পর বাড়ী শুদ্ধ লোক্‌কে মেরে বেড়াবে; এ সব কর্ম্ম কেবল কুলোকের পরামর্শে করে বেড়াচ্চে। এখন অবধি ওকে আব কেউ কোন কথা বলিতে যাইও না।"

ছোটবাবুকে লইয়া পরিবারের মধ্যে ঘোর বিশৃঙ্খল ঘটিয়া উঠিল। তিনি পূর্ব্বেই স্ত্রী পুত্রকে আপন শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া দিযাছিলেন; এক্ষণে বিষ্ণুর বাটীতে মধ্যাহ্নভোজন কবিয়া আসিতেন, রজনীতে নিজ বাটীতে প্রত্যহ দশজন বন্ধুবান্ধব লইয়া আহার করিতেন।

এক দিবস রজনীতে পাঁটার মাংসের কাবাব, কোপ্তা, কালিয়া প্রভৃতি নানা প্রকার উপাদেয় ভোগ প্রস্তুত হইল।

ছোটবাবু ইয়ার বান্ধবগণের সহিত উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিলেন। এরূপ মাংস খাওয়া ছোটবাবুর উদরে সহ্য হইল না। রজনীতে সকলের প্রস্থানের পর, তিনি পুনঃ পুনঃ ভেদ বমন করিয়া শয্যাশায়ী হইয়া রহিলেন। এই ঘটনা বিন্দু বিসর্গও তাঁহার জননী, কি ভ্রাতৃদ্বয়, জানিতে কেহই পারেন নাই। প্রত্যূষে বিষ্ণু আসিয়া দেখিলেন, ছোটকর্ত্তা ভেদ বমির উপবেই অচৈতন্য হইয়া নিদ্রা যাই-তেছেন। বিষ্ণু কিঙ্করগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবুর কি হইয়াছে?" কিঙ্করেরা কহিল, "অধিক আর কি বলিব, দেখিতেই পাইতেছেন! আপনারা বাটী গমন করিলে পর, বাবুর ভেদ বমন সুরু হইল। আমরা বাটীর ভিতর সংবাদ দিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুমতি চাহিলাম; বলিলেন, "গুরুতর আহার করিয়াই এরূপ হইয়াছে, ইহার নিমিত্ত কোন ভাব-নার প্রয়োজন নাই!" বিষ্ণুবাবু বলিলেন, "এমন কর্ম্মও করে! আমাকে কেন সংবাদ দিলে না, তৎক্ষণাৎ আমি আসিতাম?" বিষ্ণুবাবুব কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া, ছোটবাবু আস্তে আস্তে নয়নোন্মীলন করিলেন ও দেখিলেন, তাঁহার প্রিয়সখা বিষ্ণুচন্দ্র শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কিঙ্করের সহিত কথা বার্ত্তা কহিতেছেন। ছোটবাবু বলিলেন, "ভাই বিষ্ণু! কাল রাত্রে বড় কষ্ট পাইয়াছি। দুই তিনবার ভাবিলাম, তোমাকে ডাকিতে লোক পাঠাইয়া দি; কিন্তু তিন চারিবার বমি করায় শরীর সুস্থ হইল দেখিয়া, আর তোমাকে বিরক্ত করিতে লোক পাঠাইলাম না।" বিষ্ণু কহিলেন, "এক্ষণে উঠুন, বাহিরের বারাণ্ডায় যাইয়া বসি। চাকরেরা ঘর, দ্বার ও

বিছানা পরিষ্কার করিয়া ফেলুক। হটাৎ কোন লোক আসিয়া দেখিলে অনায়াসে বলিবে যে, আমরা রজনীতে মদ খাইয়া মাতামাতি করিয়াছিলাম।” বিষ্ণুর কথা ছোটবাবুর পক্ষে বেদবাক্য, তিনি ধীরে ধীরে শয্যা ত্যাগ করিয়া বারাণ্ডার কাষ্ঠাসনে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। চাকরেরা মুহূর্ত্তকালের মধ্যে ঘর দ্বার ও শয্যাদি পরিষ্কার করিয়া ফেলিল।

ছোটবাবু বিষ্ণুবাবুকে কহিলেন, “অদ্য কি স্নান করিব?” বিষ্ণু কহিলেন, “স্নান করিবে না কেন? স্নান কর ও মিছরির সরবৎ খাও। আহার করিবার জন্য আমাদিগের বাটী যাইবার আর প্রয়োজন নাই! দিবা দশ ঘটিকার মধ্যেই আমি মাগুর মৎসের যুষ, ভাল দাদখানি তণ্ডুলের অন্ন, উত্তম লেবু ও দধি প্রভৃতি এইখানে আনাইয়া দিতেছি, আহারান্তে কিয়ৎক্ষণ নিদ্রা গেলেই শরীর সুস্থ হইবে।” বিষ্ণুবাবু যাহা বলিলেন, ছোটবাবু সেই পরামর্শই শিরোধার্য্য করিয়া বারাণ্ডায় বসিয়া স্নান করিলেন ও সরবৎ খাইয়া কিয়ৎ পরিমাণে সুস্থ হইলেন। এদিকে বিষ্ণুবাবু দ্রুতপদে বাটী যাইয়া দশ ঘটিকার মধ্যেই পূর্ব্ব কথিত অন্ন ব্যঞ্জন আনিয়া উপস্থিত করিলেন। ছোটবাবুর অন্যান্য দিবসের ন্যায় ক্ষুধার উদ্রেক হয় নাই, যাহা পারিলেন তাহাই আহার করিয়া বিষ্ণুবাবুকে অগণ্য ধন্যবাদ দিলেন। বিষ্ণুবাবু ছোটবাবুকে শয়ন করিতে অনুরোধ করিয়া আপনি স্নানাহার করিতে গেলেন। অন্য কোন ইয়াব বন্ধু না আসিতে আসিতে, বিষ্ণু ছোটবাবুর নিকটে আসিয়া হাজির হইলেন। দেখিলেন, বাবু গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত আছেন। পাছে বাবুর নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে, এই

জন্য বিষ্ণু বাহির বারাণ্ডায় বসিয়া তাম্রকূটের ধূম পান করিতে লাগিলেন। যদিও বিষ্ণুবাবু সাবধান হইয়া বসিয়াছিলেন, তথাচ কিয়ৎক্ষণ পরেই ছোটবাবুর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। বাবু বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এত শীঘ্র কি প্রকারে আহার করিয়া আসিলে?" বিষ্ণু কহিলেন, "মহাশয়! আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকা, আমার পক্ষে সহজ ব্যাপার নহে; কিন্তু এ প্রণয় বহুকাল স্থায়ী হইবে না! আপনার বড়দাদা মহাশয় আমাকে দেখিতে পাইলে, আরক্ত-নয়নে কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিয়া দেখেন, তদ্দৃষ্টে আমার গায়ের রক্ত শুকাইয়া যায়।" ছোটবাবু বলিলেন, "কেন কেন, কি জন্য তুমি তাহাকে ভয় কর? তুমি তাহার কিসে আছ? তিনি আরক্ত-নয়নে চাহিয়া দেখুন, আর সাদা চোকে চাহিয়াই দেখুন, তোমাকে তিনি যদি একটি রোকা কথা বলেন, তাহাহইলে সংসারে আগুন লাগাইয়া দিব। আমি নিমকহারাম নই, তোমার গুণ আমি কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না। আজ পোনের দিন আমি কি খাইয়া শরীর ধারণ করিতেছি, বাটীর লোক কি তাহার সংবাদ লইয়াছে? তুমি না থাকিলে আমার দুর্দ্দশার একশেষ হইয়া যাইত।" বিষ্ণু আহ্লাদে আটখানা হইয়া গদগদ স্বরে কহিলেন, "আমি আপনার কি করিয়াছি? আমার সাধ্য কি যে আপনার কোন উপকার করি? তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, ততদিন আপনার গায়ে ছিট্‌কির ঘা লাগিতে দিব না। আপনার শত্রুকে শত্রু ও আপনার বন্ধুকে বন্ধু জ্ঞান করিয়া থাকি। মহাশয়, আজ বৈঠকখানায় গোলযোগ

নাই। এই নির্জ্জন সময়ে আমি আপনাকে গোটাকতক কথা বলিতে ইচ্ছা করি ; যদি অনুগ্রহ করিয়া শুনেন, তাহাহইলে আমাদের উভয় পক্ষেরই মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে।" ছোট-বাবু বলিলেন, "বল, তোমার কথা শুনিব না ত আর কাহার কথা শুনিব ? বলে 'কড়ি ফট্‌কা চিড়ে দই, বন্ধু নেই কড়ি বই।' তুমি আমার সেই বন্ধু ; লোকে টাকা দিয়ে বন্ধু পায় না, আমি তোমাকে বিনা মূল্যে কিনিয়া রাখিয়াছি।

বিষ্ণু কহিলেন, "মহাশয় ! তবে শুনুন ;—আপনি আজ এক পক্ষ কাল বড়বাবুর সহিত সমস্ত সংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছেন, এতদ্বারা বড়বাবুর ইষ্ট ও আপনার অনিষ্ট হইতেছে কি না ?" ছোটবাবু কহিলেন, "আমার অনিষ্ট হবে কেন ?" বিষ্ণু কহিল, "আহা, আপনার উদার প্রকৃতি !—ভিত-রের ভাব কিছুই বুঝিতে পারেন না, এই জন্যই এ কথা বলিতেছেন। আপনি রাগ করিয়া আছেন, এদিকে বড়বাবু সময় পাইয়া নগদ টাকা কড়ি প্রায় সমুদই আত্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন। ভাল, আপনি বলিতে পারেন যে, কর্ত্তা কত টাকা রাখিয়া পরলোক-গত হইয়াছেন ? সর্ব্বশুদ্ধ আপনা-দিগের কত টাকার বিষয়, তাহা আপনি কিছুই অবগত নহেন ; তবে ইহার পর কি করিয়া বিষয় বুঝিয়া লইবেন ? বড়বাবু যাহা বলিবেন, তাহাই হেঁট করিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।"

বিষ্ণুর কথা শুনিয়া ছোটবাবু কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তাহার পর কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিলেন, "ভাই বিষ্ণু ! তুমি আজ আমার চক্ষু ফুটাইয়া দিলে, এক্ষণে

উপায় কি করি বল দেখি ?" বিষ্ণু বলিলেন, "উপায় ইহার সকলই আছে। কাল প্রত্যূষে একজন উকীলের কাছে গিয়া পরামর্শ লই, তিনি যাহা বলিবেন, তাহাই করা যাইবে।" ছোটবাবু সেই পরামর্শই স্থির করিয়া সে দিবস কোনরূপে অতিবাহিত করিলেন।

পরদিন প্রাতে ছোটবাবু বিষ্ণুবাবুর সহিত সুবিখ্যাত উকীল বৃন্দাবন দত্তের বাটী যাইয়া উপস্থিত হইলেন। দূর হইতেই ছোটবাবুকে দেখিয়া বৃন্দাবনবাবু চিনিতে পারিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, "এই একজন লালযাত্রী আসিয়া উপস্থিত হইল।" মুহূর্ত্তকাল এইরূপ চিন্তা করিতেই ছোটবাবু আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। তদ্দৃষ্টে বৃন্দাবনবাবু সমূহ সম্মানের সহিত ছোটবাবুর দুই হস্ত ধারণ করিয়া আপনার নিকটে বসাইলেন। কহিলেন, "এস বাবা, এস এস, তোমার পিতা আমার একজন পরম বন্ধু ছিলেন, আমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি কোন কার্য্য করিতেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর আর তোমাদিগের কোন সংবাদই প্রাপ্ত হই নাই। কেমন, তোমরা ভ্রাতৃত্রয় সর্ব্বতোভাবে সুখে আছ ত ? বড়বাবু ত তোমাদের প্রতি সর্ব্বতোভাবে স্নেহ মমতা করিয়া থাকেন ? গৃহবিচ্ছেদের ত কোন সূত্রপাত হয় নাই ?" এই কথা শুনিয়া ছোটবাবু উন্নত স্বরে কহিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, হয়েচে ! এই বিষ্ণুবাবুর মুখে সবিশেষ শ্রবণ করুন, আমি আর নিজ মুখে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিন্দা করিতে চাহি না।"

ছোটবাবু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, বিষ্ণুবাবু কর্ত্তার মৃত্যু অবধি সে তারিখ পর্য্যন্ত যাহা যাহা ঘটিয়া ছিল, তৎসমুদয়

সবিস্তারে বর্ণন করিলেন। বৃন্দাবন বাবু তৎসমুদয় শ্রবণ করিয়া ছোটবাবুকে কহিলেন, "তবে কি তোমার 'পার্টিসন-স্যুট্' করাই অবধারিত হইয়াছে?" ছোটবাবু বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, সে বিষযে আর কাল বিলম্ব করিবেন না; বিলম্ব করিলে আমি আমার পিতার ন্যস্ত ধনে বঞ্চিত হইব।" বৃন্দাবনবাবু ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "সে বিষয়ে আর ভয় করিবার প্রয়োজন নাই; যখন আমার হাতে মোকদ্দমা দিলে, তখন তুমি কখনই পৈতৃক ধনে বঞ্চিত হইবে না। তবে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ রক্ষা করিবার জন্য আমি কল্য বড়বাবুকে একখানি পত্র লিখিব, তিনি যদি সহমানে তোমার প্রাপ্য বিষয় বুঝাইয়া দেন, তা হলে আর মোকদ্দমায় প্রয়োজন কি?"

বৃন্দাবন বাবু যাহা বলিলেন, ছোটবাবু সেই পরামর্শই অবধারিত করিয়া সে দিবস বাটী চলিযা গেলেন। পরদিবস আদালতে যাইয়া বৃন্দাবন বাবু বড়বাবুকে ওকালতি ধরণে এক পত্র লিখিযা পাঠাইলেন। উকীলবাবুর বাঁধা বুলির পত্র খানি তাঁহার নিজের আরদালি, কোমরে চাপরাস বাঁধিয়া বড়বাবুর নিকট পঁহুছাইয়া দিল।

পত্রখানি পাঠ করিযা বড়বাবু সেই দিবস সন্ধ্যার সময় বৃন্দাবনবাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। উকীলের দ্বারা পত্রের প্রত্যুত্তর না দিযা বড়বাবু স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হওয়ায, বৃন্দাবনবাবু মনে মনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন; কারণ এরূপ কার্য্যে বিশেষ লভ্য নাই। যাহা হউক, বড়বাবুকে সমাদর পূর্ব্বকই বসাইলেন। তাহার

পর কিয়ৎক্ষণ অন্যান্য পাঁচটা বাজে কথা কহিয়া, বৃন্দাবন-বাবু বড়বাবুকে কহিলেন, "বাবাজী, উকীলের চিঠি পাইয়া বোধ হয় তুমি স্বয়ং আসিয়া আমার কাছে উপস্থিত হইয়াছ। তুমি বড় ঘরের ছেলে, বিশেষতঃ তোমার পিতার সহিত আমার বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। ছোটবাবুর মুখে তোমাদের গৃহবিচ্ছেদের কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত পরি-তাপিত হইয়াছি! তবে যে ঈশ্বরানুকম্পায় তোমার অনভিজ্ঞ কনিষ্ঠ সহোদর অন্য কোন ব্যবসাদার উকীলের কাছে না যাইয়া আমার কাছে আসিয়াছে, ইহাই সৌভাগ্য বলিয়া মান। বড় ঘরে মোকদ্দমা বাঁধিলে জেলা কোর্টের উকীলেরা নৃত্য করিতে থাকে। ওহে বাবাজী! আমরা তেমন উকীল নহি, স্বার্থপরবশ হইয়া আমরা বড় ঘর নষ্ট করিতে চাহি না। তোমার সহোদর অদ্যই মোকদ্দমা রুজু করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল, মোকদ্দমার অগ্রে উকীলের চিঠি দিতে হয় বলিয়া, আমি কল্য তাহাকে ফিরাইয়া দিয়াছি। তোমার সহোদরের যেরূপ বিদ্যা বুদ্ধি দেখিলাম, তাহাতে বোধ হইতেছে যে, তুমি ওরূপ সহোদরের সহিত দীর্ঘ-কাল একান্নবর্ত্তী হইয়া বাস করিতে পারিবে না। এই জন্য বলিতেছি, সহোদর সম্বন্ধে তোমার মনোগত অভিপ্রায় কি, তাহা আমাকে ব্যক্ত করিয়া বল। তোমার কথা শুনিয়া আমার এ সম্বন্ধে যাহা করা কর্ত্তব্য, তাহা বলিতেছি।"

বড়বাবু কহিলেন, "পিতৃ দেবের মৃত্যুর পরই ছোট-ছোঁড়াটার কাছে, কতকগুলা দুষ্ট লোক আসিয়া যুটীয়াছে। তাহাদিগের কুপরামর্শই হইয়াছে সর্ব্ব অনিষ্টের মূল!

ইতিপূর্ব্বে এক যাত্রার দল করিতে গিয়া ভয়ানক ফৌজদারী মোকদ্দমা বাধাইয়াছিল। বহু অর্থব্যয় করিয়া সে মোকদ্দমা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে। এখন কেবল 'টাকা দাও—টাকা দাও' এই কথাই তাহার মুখে সর্ব্বদা শুনিতে পাই। মহাশয়! অপব্যয়ীর হস্তে বিষয় দিলে সে সম্পত্তি কত দিন থাকে, আপনি ত তার শত শত প্রমাণ স্বচক্ষে দেখিতেছেন। এই জন্যই তার কথা আমি অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দি; কিন্তু আর পারিলাম না। ক্রমে তাহার দৌরাত্ম্য অসহ্য হইয়া উঠিতেছে,—এক্ষণে তৎসম্বন্ধে আপনার কি পরামর্শ বলুন।"

বৃন্দাবনবাবু বলিলেন, "বাপু! তুমি কিছু নির্ব্বোধ নহ; বিশেষতঃ কর্ত্তার মৃত্যুর পর তুমি এই অতুল বিষয়ের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছ। লোক-পরম্পরায় শুনিয়াছি, তোমার মধ্যম সহোদর তোমার নিতান্ত অনুগত।" বড়বাবু কহিলেন, "মহাশয়! মধ্যমটি আমার যথার্থই অনুগত। সে আমার অজ্ঞাতসারে একটি কপর্দ্দকও অপব্যয় করে না; কিন্তু ছোটটাকে আর রক্ষা করিতে পারিলাম না, সে বিষয় ভাগ করিয়া লইবেই লইবে। আমার মোকদ্দমা মাম্‌লা করিতে ইচ্ছা নাই; আপনি মধ্যস্থ হইয়া কনিষ্ঠের সহিত বিবাদ বিনা মোকদ্দমায় মিটাইয়া দিলে, আমরা দুই ভ্রাতা চিরকাল আপনার নিকটে কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ থাকিব।" বৃন্দাবনবাবু হাস্য করিয়া বলিলেন, "বাবাজি! এ মোকদ্দমা মিটাইয়া দিবার যদি আমার অভিপ্রায় না থাকিত, তাহাহইলে কি আমি কল্য তোমার ভ্রাতাকে কৌশল করিয়া বিদায়

করিতাম? কিন্তু বাবাজি! তোমার সহোদরকে সহজে সোজা-পথে আনিতে পারিব না। বুদ্ধিমান লোককে একটা কথা অনায়াসে বুঝাইতে পারা যায়, কিন্তু বোকা বুঝান সামান্য কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিও না।”

বড়বাবু কহিলেন, “মহাশয়! আমি ভায়াকে আপন আয়ত্তে রাখিতে চাহিনা। তিনি, নিজে বিষয়-বৈভব বুঝিয়া লইয়া আমাকে নিষ্কৃতি দিলেই বাঁচি ;—সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে কালযাপন করিতে আর পারা যায় না। পিতার মৃত্যুর পর, আমি এক দিবসের জন্যও সুখী হইতে পারি নাই। আমি আপনাকে বিনয় করিয়া বলিতেছি, বিনা মোকদ্দমায় যাহাতে আমাদের এই গৃহবিচ্ছেদ মিটিয়া যায়, আপনাকে তাহা করিতেই হইবে।” বৃন্দাবনবাবু বলিলেন, “ওগো বাবাজি! হাজার হোক তুমি বালক। তোমার বুদ্ধি মার্জ্জিত হইয়াছে বটে, কিন্তু পরিপক্ক হয নাই। আমি তোমাদের বিবাদ মিটাইয়া দিবার বিশেষ যত্ন করিব। দুষ্টলোকের পরামর্শে তোমার ভ্রাতা যদি নিতান্তই পাগলামি আরম্ভ করে, তাহাহইলে আমি কিছুই করিতে পারিব না।” বড়বাবু কহিলেন, “মহাশয়, ইহাতে আবার গোলযোগ কি? আমি ত উহার পাঁচ আনা চার পাই অংশ এক্ষণেই দিতে চাহিতেছি?” বৃন্দাবন হাস্য করিয়া কহিলেন, “সেই জন্যই ত আমি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, তোমাদের বুদ্ধি মার্জ্জিত হইয়াছে, কিন্তু পরিপক্ক হয় নাই। তোমার ভ্রাতা যদি তোমাকে কষ্ট দিবাব অভিপ্রায় করিয়া থাকে, তাহাহইলে সে আদালত ভিন্ন কিছুতেই শান্ত হইবে না।” বড়বাবু

বলিলেন, 'আপনি কি বলিতেছেন? ইহার ভাবার্থ আমার হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না।" বৃন্দাবনবাবু কহিলেন, "এই শুন,—আমি তোমাকে তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিতেছি;—

"তোমাদের বিবাদ মিটাইবার জন্য অবশ্য গ্রামের প্রধান প্রধান কয়েকজন ভদ্রলোককে আহ্বান করিতে হইবে; তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে আমাকেও থাকিতে হইবে, তোমার ভ্রাতাও অবশ্য সেই মজ্‌লিসে, তাঁহার শ্বশুর ও শ্যালককে আনিয়া বসাইবেন। সকলে একত্র সমাগত হইলে, বোধ কর, আমিই প্রথমতঃ জিজ্ঞাসা করিব, 'তোমাদিগের কত টাকার কোম্পানির কাগজ আছে?' তুমি বলিবে—'এত টাকার!' তোমার ভ্রাতা বলিবেন, 'পিতার জীবদ্দশায় আমি শুনিয়াছি, আমাদিগের 'এত টাকার'—কোম্পানির কাগজ আছে, তিনি মরিতে মরিতেই তাহার অর্দ্ধেক লোপাট হইয়া গিয়াছে, এ কথা কে শুনিবে? দাদা যদি এরূপ প্রকারে সকল বিষয়ে আমাকে ফাঁকি দিতে যান, তাহাহইলে আদালত ভিন্ন আমাদিগের এ মোকদ্দমা কোন ক্রমেই মিটিবে না।" বড়বাবু বলিলেন, "মহাশয়! আর বলিতে হইবে না। এক্ষণে বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলাম যে, ছোটছোঁড়া হতেই আমাদিগের মান মর্য্যাদা সমস্ত বিনষ্ট হইবে। কথায় কথায় সে যদি উপর চাপ ঘাড়ে দিতে আরম্ভ করে, তাহাহইলে সহজে এ মোকদ্দমা মিটিবে না। দীর্ঘকাল মাম্‌লা মোকদ্দমা করিতে গেলে অকারণ বিপুল অর্থনাশ হইবে।" এই কথা বলিয়া বড়বাবু শির অবনত করিয়া বসিয়া রহিলেন।

বৃন্দাবনবাবু বলিলেন, "বাবাজি! যত কেন দুরূহ ব্যাপার হউক না, বুদ্ধিকৌশলে সকল বিষয়েরই উপায় করিতে পারা যায়। তুমি একটা কথা শুনিয়া একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলে? ভ্রাতৃবিরোধ মিটাইবার সময় অমন শত শত কোট্ আসিয়া উপস্থিত হয়, সে সকল কোট্ আমাদিগের বুদ্ধিবলে ধূমবৎ উড়িয়া যায়। একটি মাত্র কথা শুনিয়া তুমি ভয় পাইয়াছ? আবার দেখ, তোমার অনুকূলে আর একটি কথা বলিয়া তোমায় সাহস দিতেছি যে,—সমস্ত বিষয়-বৈভব তোমারই হস্তে রহিয়াছে,তোমার ভ্রাতার হস্তে এক কপর্দ্দকও নাই; যদিও উভয় পক্ষের মাম্‌লা মোকদ্দমাব খরচ 'ষ্টেট্' হইতে যাইবে, তথাচ ছোটবাবুকে ঋণগ্রস্ত হইতে হইবেই হইবে। তুমি কিন্তু অনায়াসে নিজ তহবিল হইতে মোকদ্দমার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারিবে। ছোটবাবু একে অনভিজ্ঞ, তাহাতে অপ-ব্যয়ী, দেশ শুদ্ধ লোক তাহাকে দুর্ব্বৃত্ত বলিয়া জানে। এই জন্যই বলিতেছি, কে তাহাকে মোকদ্দমা কবিবার জন্য তাহার পক্ষ সমর্থন করিবে? দিন কতক ছোটবাবু ঋণ করিয়া মোকদ্দমা চালাইবে সত্য, কিন্তু তোমাদিগের এ মোকদ্দমা মিটিতে দীর্ঘকাল লাগিবে। এই দীর্ঘকাল ঋণ কবিয়া সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে গেলে, ছোটবাবুর সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে। সেই সময় ঘরে ঘরে মিটাইবার কথা উত্থাপন করিলে, ঘাড় হেঁট করিয়া আমাদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইবে,—তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বাপুহে! আমরা ঢের দেখিলাম—ঢের শুনিলাম,—হাতে কলমে সহস্রাধিক

মোকদ্দমা চালাইয়াছি। তোমার ভ্রাতার সাধ্য কি যে তোমাকে অকারণ বিরক্ত করিয়া নিস্তার পায়? তুমি আমার উপর ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্তভাবে গৃহে যাইয়া বসিয়া থাক, দেখ আমি তোমার অনভিজ্ঞ ভ্রাতাকে আপন আয়ত্তে আনিতে পারি কি না।"

উকীল মহাশয়ের প্রতিকূল ও অনুকূল বাক্য শ্রবণ করিয়া বড়বাবু অত্যন্ত ভীত হইলেন! মনে মনে ভাবিলেন, "আমি ইতিপূর্ব্বে লোক পরম্পরায় শুনিয়াছিলাম যে, বৃন্দাবনবাবুর ন্যায় ভয়ানক উকীল আমাদিগের জেলাকোর্টে আর নাই! যাহা শুনিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহাই ত দেখিতেছি, বিধাতাব মনে কি আছে বলিতে পারি না! ইহাকে লইয়া যদি কিছুকাল মাম্‌লা মোকদ্দমা কবিতে হয, তাহাহইলে আমাদিগের আর নিস্তার নাই।" বৃন্দাবনবাবু বলিলেন, "বাবাজি! অদ্য রাত্রি হইয়াছে—বাটী যাও; ছোটবাবুব সহিত আর একবার কথা বার্ত্তা না কহিয়া কোন বিষয় অবধারিত করিতে পারিব না।" উকীল বাবুর কথা শুনিয়া বড়বাবু, "যে আজ্ঞা বলিয়া" গৃহে প্রস্থান করিলেন।

পরদিবস প্রাতে বিষ্ণুবাবুর সহিত ছোটবাবু, বৃন্দাবনবাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। উকীলবাবু কোন কথা কহিতে না কহিতেই, ছোটবাবু অগ্রে বলিলেন, "মহাশয়! আপনি কি বড়দাদাব পক্ষ অবলম্বন করিলেন? তা যদি করিয়া থাকেন ত, এই বেলা ভেঙ্গে চুরে বলুন, আমরা অন্য উপায় দেখি,—একজন উকীল ত আর দুজনের কায করিতে

পারে না? বিশেষতঃ দাদা যে পথ দিয়ে চল্‌বেন, সে পথ দিয়ে আমি চল্‌তে কখনই পার্‌বো না, দাদা আমার পরম শত্রু!"

বৃন্দাবনবাবু অনভিজ্ঞ যুবকের কথায়, রাগ প্রকাশ না করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বড়ভাইকে পিয়াদা দেওয়া কি ভাল? তুমি যে একেবারে সপ্তমে চড়ে উঠেচ! একটু স্থির ভাবে বিবেচনা পূর্ব্বক কথা বার্ত্তা কও, আমি তোমাদের নিতান্ত হিতাকাঙ্খী। এইজন্য এই ভ্রাতৃবিরোধ ঘরে ঘরে মিটাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছি। এখনকার যে বাজার, এ সময়ে মাম্‌লায় চড়িলে হৃতসর্ব্বস্ব হইবারই সম্ভাবনা। তুমি ছেলেমানুষ, তাহাতে বুঝিতে পারিতেছ না, এইজন্যই রেগে রেগে কথা কহিতেছ। শুনিতে পাই যে, তুমি কতকগুলো চেঙ্গ্‌ড়া ছেলে লইয়া কালযাপন কর, তোমার কাছে একজনও বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান লোক নাই!" বৃন্দাবনবাবুর মুখে "চেঙ্গ্‌ড়া" এই শব্দটি বাহির হইবা মাত্রই বিষ্ণুবাবু বলিলেন, "মহাশয়! বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান লোক কিছু গাছ থেকে পড়ে না। যখন ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হয়, তখন চিরকালই ছোটভাইকে বড়ভাই ঠকাইয়া থাকে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। ছোটভাই চেঙ্গ্‌ড়া দলে থাকে বলিয়া কি পৈতৃক বিষয় বুঝিয়া লইবে না? আপনি যে দেখিতে পাই—একদিক টানিয়া কথা কহিতেছেন! আমরা অগ্রে আসিয়া আপনাকে সংবাদ দিয়া গিয়াছি, তবে আপনি কি বলিয়া বড়বাবুর পক্ষ হইলেন?" বৃন্দাবনবাবু পুনরায় উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন, "আমি এখনো কাহারও পক্ষ হই নাই, কাহারো এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করি

নাই। আমাদিগের যে ব্যবসা, সে ব্যবসাতে যে দিকে অধিক টাকা পাই, সেই দিকই অবলম্বন করি।” বিষ্ণুবাবু কিঞ্চিৎ রাগত হইয়া বলিলেন, “মহাশয়! আমরা আপনার কাছে আগে এসেচি ;—আইন মত বড়বাবুর সহিত কথাবার্ত্তা কহা আপনার উচিত হয় নাই! আপনি নিতান্তই যদি আমাদের পক্ষে কার্য না করেন, তাহাহইলে কিছুই ক্ষতি নাই, টাকা দিলে এমন অনেক উকীল পাওয়া যাইবে। এক্ষণে আমরা চলিলাম, আপনি যদি আমাদের পক্ষে না থাকেন, তাহা হইলে কল্য ছোটবাবুকে লিখিয়া পাঠাইবেন।” বৃন্দাবন-বাবু হাস্য করিয়া বলিলেন, “তোমাদিগের মত অনভিজ্ঞ-বালকের মোকদ্দমা লইলে আমার নিন্দা হইবে। আমি স্পষ্ট বলিতেছি, তোমরা যাইয়া বড়বাবুর সহিত মিট মাট করিয়া ফেল, মোকদ্দমা করিও না।”

বিষ্ণুবাবু আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, ছোটবাবুর সহিত উঠিয়া গেলেন। পথে গমন করিতে করিতে বিষ্ণুবাবু ছোটবাবুকে বলিলেন, “দেখ্‌লে ছোটবাবু! বৃন্দাবনবাবুর ব্যবহার দেখ্‌লে? উনি উভয় পক্ষকে হাতে রাখিতে চাহেন।” ছোটবাবু বলিলেন, “আর কি আদালতে উকীল নাই? চল, আর একজন ভাল উকীলের কাছে গিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করা যাউক, আর বৃন্দাবনের বাটীতে গিয়া কাজ নাই। দাদা যে পথ দিয়া চলেন, সে পথ দিয়া চলা হইবে না।” বিষ্ণুবাবু বলিলেন, “তার আর সন্দেহ কি? যে টাকাটা ফৌজদারী মোকদ্দমায় খরচ হইয়াছে, তাহার এক কপর্দ্দকও তোমার অংশ হতে না

যায়; এখন বড়বাবু ত আপনার পরম শত্রু হইয়া উঠিয়াছেন! যত টাকা খরচ হয়, তাহা খরচ কত্তে ভয় করা হবে না। চানক্য লিখিয়াছেন, "শত্রু মিত্র বদাচরেৎ" কিনা—মিত্র শত্রু হলেও তাহাকে বধ করিবে।" ছোটবাবু বলিলেন, "ভাই বিষ্ণু! তুমি আমার পূর্ব্ব-জন্মে কে ছিলে? তুমি না থাক্‌লে আমাকে দেশ ছাড়িয়া পালাইতে হইত।" বিষ্ণুবাবু বলিলেন, "ছোটবাবু! আমরা মায়ের নই—বাপের নই,—আমরা ইয়ারের পিরীতে মরা। আপনার এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে আমি যতদূর করিতে পারি, তাহা অবশ্যই করিব।" এইরূপ বলিতে বলিতে বিষ্ণু ছোটবাবুকে লইয়া নিজ বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

ছোটবাবু, বিষ্ণুর বাটীতে বসিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিলেন। তাহার পর কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া অপর একজন উকীলের বাটীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন; সেই উকীলের সহিত বিষ্ণুবাবুর যে বিলক্ষণ সৌহৃদ্য ছিল, ছোটবাবু তাহা কিছুই জানিতেন না। উকীলের নাম হরিশচন্দ্র দত্ত, তিনি অতি অল্প দিনই ওকালতি-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ওকালতি-কার্য্যে বিশেষ পরিপক্ক হন নাই, তবে সম্পন্ন ব্যক্তির পুত্র বলিয়া পোষাক পরিচ্ছদ ও গাড়ি ঘোড়ার পারিপাট্য বেশ ছিল। তিনি বিষ্ণুবাবুকে পূর্ব্ব হইতেই বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে, 'তুমি একটা বড়লোকের বাটীতে সর্ব্বদা গমনাগমন কর, যদি তোমার হাতে কোন মামলা মোকদ্দমা আইসে, তাহাহইলে সেগুলি যেন আমার হাত ছাড়া না হয়।'

বিষ্ণুবাবু একেবারে ছোটবাবুকে হরিশ্চন্দ্রের বাটীতে লইয়া যাইতে পারেন নাই; কারণ ছোটবাবু যখন একেবারে বৃন্দাবনবাবুর নাম করিলেন, তখন সে কথার উপর কথা কহিতে বিষ্ণুর সাহস হইল না। বিশেষতঃ আদালতের মধ্যে বৃন্দাবনবাবু একজন সম্ভ্রান্ত উকীল, ইহা ছোট বড় সকলেই অবগত আছেন; কিন্তু বিষ্ণুবাবুর মনে মনে সঙ্কল্প ছিল যে, "যে কোন সূত্রে হউক, ইহাঁকে বৃন্দাবনবাবুর নিকট হইতে সরাইতেই হইবে।" অতঃপর বিষ্ণুবাবু তাঁহাকে আপনার বাটীতে জলযোগ করাইয়া একেবারে হরিশবাবুর বাটীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

হরিশবাবু, বিষ্ণুর সহিত ছোটবাবুকে সমাগত দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইলেন। বাবুর দুই হস্ত ধারণ করিয়া আপনার গদির উপর বসাইলেন, তাহার পর বিষ্ণুকে বলিলেন, "বাবুজীর সহিত আমার বিশেষ আলাপ নাই, তবে নাম মাত্র শুনিয়াছিলাম। আজ আমার পরম সৌভাগ্য যে, বাবু স্বয়ং আমার বাটীতে উপস্থিত হইয়াছেন।" বিষ্ণুবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "মহাশয়! সাধ করিয়া কি লোকে উকীলের বাটীতে আসে? ইচ্ছা পূর্ব্বক কে হাড়িকাষ্ঠে গলা দেয় মহাশয়?" হরিশবাবু বলিলেন, "কেন, কোন মামলা মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে না কি?" বিষ্ণুবাবু বলিলেন, "ইহাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা সহজে পৈতৃক বিষয় দিতে চাহিতেছেন না। আজ ছয় মাস হইল, দুই ভ্রাতায় মুখ দেখা দেখি নাই।" হরিশবাবু বলিলেন, "সে কি কথা! যথার্থ অংশীদারের অংশ দেবেন না? এ ত ভারী জুলুমের

কথা! 'ভাই ভাই—ঠাঁই ঠাঁই' চিরকালেই হইয়া থাকে। আজকাল একান্নবর্ত্তী পরিবার ত প্রায়ই দেখিতে পাই না;—আর কাল মাহাত্ম্যে পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে ঠকাইবেন, এ একটি ব্যবহার হইয়া উঠিয়াছে। আচ্ছা, কেমন করে ভাগীর ভাগ রাখেন—দেখা যাক্।" বিষ্ণু কহিলেন, "মহাশয়! আপনি ত একজন আইনজ্ঞ লোক। ভাল, বলুন দেখি,—একান্নবর্ত্তী থাকিতে, সংসারে যাহা খরচ পত্র হইবে, তাহা সকলকে সমানভাগে দিতে হয় কি না? কিছু দিন হইল, জনকতক দুষ্টলোকে ছোটবাবুর উপর এক ফৌজদারী মামলা উপস্থিত করিয়াছিল, সে বিষয় একরকম মিটিয়া গিয়াছে। এখন শুনিতে পাইতেছি, সেই মোকদ্দমার ব্যয় বড়বাবু বিশ হাজার টাকা ধরিয়া রাখিয়াছেন,—আর সে টাকা ছোটবাবুর অংশ হইতেই বাদ দিতে চাহিতেছেন।" হরিশবাবু জিহ্বা কর্ত্তন করিয়া বলিলেন, "সেকি কথা! একান্নবর্ত্তী থাকিতে যিনি যাহা কিছু ব্যয় করিবেন, তৎসমুদয় সরকারী খাতায় খরচ পড়িবে। আর ইতিপূর্ব্বে বড়বাবুর কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, সে ব্যয় কি ছোটবাবু দিবেন না বলিয়াছেন?" ছোটবাবু কহিলেন, "বাবার শ্রাদ্ধের খরচ আমাকে বলিয়া কিছুই করেন নাই, তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়াছেন। মহাশয়! এখন আমার কি করা কর্ত্তব্য, আপনি তাহার উপদেশ দিন।" হরিশবাবু কহিলেন, "ইহার আর অন্য উপদেশ কি আছে? আপনি বিষয়ের একটা তালিকা করুন; তাহার পর আমি আরজী প্রস্তুত করিয়া আদালতে দাখিল করিব। আপনি ওকা-

লত-নামায় সই করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বাটী গমন করুন, তাহার পর মোকদ্দমা আছে—আর আমি আছি! আজ বোধ হয় টাকা লইয়া আসেন নাই, কল্য ওকালত-নামার খরচ, আমার 'ডিটেলিং ফিঃ' ও কাগজের দাম এবং অন্যান্য খরচ বাবদ শ' পাঁচেক টাকা অবশ্য অবশ্য পাঠাইয়া দিবেন। বিষয়টা কত টাকার হইবে,—একটা আন্দাজ করিয়া বলিতে পারেন কি?" বিষ্ণুবাবু বলিলেন, "পাঁচলক্ষ টাকার কম হইবে না।" উকীলবাবু বলিলেন, "উঃ! তবে ত অনেক টাকার কাগজ লাগিবে! আমি পাঁচ শ' টাকা বলিতেছিলাম কি,—কল্য পাঁচ হাজার টাকা পাঠাইয়া দিবেন, তাহার পর ক্রমে ক্রমে দিলেও চলিবে। মোকদ্দমা মাম্‌লা কেবল টাকার খেলা! এ বিষয়ে যিনি কৃপণতা করেন, তাঁহারই দাঁড়াইয়া সর্ব্বনাশ হয়! আমার বোধ হইতেছে, বড়বাবু সমস্ত বিষয় বৈভব গ্রাস করিয়া বসিয়া আছেন, আপনি টাকা কড়ি কিছুই হাতে পান নাই। যাহাহউক, যেন তেন প্রকারেন টাকা ত চাই! তার একটা উপায় করুন।" বিষ্ণুবাবু বলিলেন, "মহাশয়! কাল আপনাকে ইহার সংবাদ দিব, এক্ষণে আমরা আসি।"

পাঠকগণ! অবগত আছেন যে, ছোটবাবু দীর্ঘকাল ধরিয়া বিষ্ণুর বাটীতে আহারাদি করিয়া থাকেন, রজনীতে আপনার বৈঠকখানায় নানাবিধ উপাদেয় সামগ্রী প্রস্তুত করান এবং দশজন ইয়ার বন্ধু লইয়া আহারাদি করিয়া থাকেন।

যে দিন ছোটবাবু বিষ্ণুর সহিত চারিটার সময় বহির্গমন

করিয়াছিলেন, সেই দিন ছোটবাবুর ইয়ার বন্ধুগণ, রজনী নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত তাঁহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়া তীর্থকাকের ন্যায় বসিয়াছিল; তাহার পর হতাশ হইয়া একে একে প্রস্থান করিল। কেবল নবীন ও শ্যাম মাটী কামড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদিগের গত্যন্তর নাই বলিয়াই বাবুর বৈঠকখানা পরিত্যাগ করে নাই।

বাবু যথা সময়ে আসিয়া দেখিলেন, বৈঠকখানায় মিট্ মিট্ করিয়া একটি আলো জ্বলিতেছে, একজন কিঙ্কর সিঁড়ির উপর বসিয়া নাসিকা ধ্বনি করিতেছে ও ঢুলিতেছে। সোপানে 'গুম—গুম' শব্দে পাদুকা ধ্বনি হওয়ায়, কিঙ্করটি হটাৎ জাগরিত হইয়া "আজ্ঞে যাই!" বলিয়া সাড়া দিল! ছোটবাবু কেবল এক 'টাকার' চিন্তাতেই মগ্ন ছিলেন, কোন দিকে দৃষ্টিপাত বা কর্ণপাত না করিয়া একেবারে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ঘরে মিট্ মিট্ করিয়া আলো জ্বলিতেছিল। বাবু না দেখিতে পাইয়া, নিদ্রিত শ্যামের বক্ষের উপর সজোরে পদাঘাত করায, শ্যাম আতঙ্কে চীৎকার করিয়া উঠিল! তৎশ্রবণে নবীন নিদ্রা ভঙ্গে মনে মনে ভাবিল, "আমাদের উভয়কে নিদ্রিত দেখিয়া গৃহাভ্যন্তরে চোর ঢুকিয়াছে।" নবীনের গায়ে বিলক্ষণ বল ছিল, সে শয্যা ত্যাগ করিয়া একেবারে ছোটবাবুকে জাপ্টাইয়া ধরিল। ছোটবাবু একে টাকার চিন্তায় চিন্তিত, তাহার উপর এই কাণ্ড দেখিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। দ্রুতপদে বিষ্ণু আসিয়া নবীনের মস্তকে একটা চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন,

"কি রে! না খেয়ে মাতাল না কি? কাকে ধরেছিস্? ও যে ছোটবাবু!" নবীন, বাবুকে ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন, "Excuse me my dear friend!"

এদিকে কিঙ্কর আসিয়া রীতিমত আলো জ্বালিয়া দিল। বাবু শয্যায় উপবিষ্ট হইয়া কিয়ৎক্ষণ মৌনভাবে বসিয়া রহিলেন। বিষ্ণু কিঙ্করকে বলিল, "ওরে নিধে! আজ বাবুর খাওয়া দাওয়া কিছু তৈয়ার হয় নাই?" নিধিরাম বলিল, "আজ্ঞে, কি প্রকারে হইবে? আপনি ত কিছু আজ্ঞা করিয়া যান নাই!" এই কথা শুনিয়া, শ্যাম বলিয়া উঠিল, "মর্ বেটা! আবার বল্‌বে কি? আমি যে তখন তোকে খাবার তৈয়ার করিতে বলিলাম, তুই কি আমার কথা শুন্‌লি?" ছোটবাবু একটু বিমর্ষভাবে বলিলেন, "আর ও সব কথা নিয়ে বাদানুবাদের প্রয়োজন নাই। আমার কিছু মাত্র ক্ষুধা নাই, তবে তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয় বাজার হইতে আনাইয়া খাও।" ছোটবাবুর আদেশ মতে কিঙ্কর বাজারে যাইয়া এক টাকার লুচি, কচুরি ও মিষ্টান্ন কিনিয়া আনিল, চারিজনে তাহাই খাইয়া রজনী যাপন করিলেন।

প্রত্যূষে শ্যাম ও নবীন বাটী চলিয়া গেল, বিষ্ণু ও ছোটবাবু হস্তমুখ প্রক্ষালন কবিযা বৈঠকখানায় বসিলেন। ছোটবাবু কোন কথা বলিতে না বলিতেই, বিষ্ণুবাবু বলিলেন, "ছোটবাবু! কাল অবধি তোমাকে বড় ভাবিত দেখিতেছি, অত ভাবিবার প্রয়োজন কি? যতক্ষণ আমি বাঁচিয়া আছি, তখন অবশ্যই টাকার কিনারা করিব।

আপনি এই বৈঠকখানাতেই অপেক্ষা করুন, আমি একক যাইয়া একবার উকীলের 'রা' টা বুঝিয়া আসি।" এই কথা বলিয়া বিষ্ণুবাবু, হরিশবাবুর বাটীতে চলিয়া গেলেন।

হরিশবাবু আপন বৈঠকখানায় বসিয়া তাম্রকূটের ধূমপান করিতেছিলেন। বিষ্ণুবাবুকে দেখিয়া সহাস্য আস্যে বলিলেন, "কি বিষ্ণুবাবু! কাল রাত্রে কি আপনাদের ঘুম হয় নাই?" বিষ্ণু কহিলেন, "হাঁ, গতিক তাই বটে, ছোটবাবুকে কাল রাত্রে পাঁচ হাজার টাকার ধাক্কায় ফেলিয়াছেন, এ অবস্থায় তিনি এত টাকা কোথায় পাইবেন? কি করিয়াই বা মোকদ্দমা চলিবে? এই চিন্তায় ছোটবাবু অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছেন; এক্ষণে আপনিই বলুন, ইহার কি উপায় করা যায়?" হরিশবাবু বলিলেন, "আমি ত কাল রাত্রেই বলিয়াছি যে, জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠের মোকদ্দমা উস্থিত হইলে, কনিষ্ঠকে টাকার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। তা মোকদ্দমা চালাইবার জন্য ছোটবাবু কেন আপাততঃ হাজার দশেক টাকা হাওলাত্ করুন না?" বিষ্ণু বলিলেন, "মহাশয়! সে দুঃখের কথা আর বলিব কি, গ্রামের সমস্ত লোক বড়বাবুকে ভয়-ভক্তি করে। এই জন্য ছোটবাবুকে কেহ টাকা কৰ্জ্জ দিতে চাহে না; বিশেষতঃ তিনি বড়বাবুর সহিত এই তিন চার মাসকাল এক প্রকার পৃথক্ হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার নিজের খরচের জন্যই বন্ধুবান্ধবের নিকট দুই তিন হাজার টাকা ঋণ হইয়াছে। ইহার উপর আর অধিক টাকা আমাদিগের দ্বারা হইয়া উঠিতেছে না; অতএব হরিশবাবু! আপনাকেই ছোটবাবুর সমস্ত ভার লইতে হইবে। এতদ্ভিন্ন

আর তাঁহার উপায়ন্তর নাই। আপনি আপনার টাকার জন্য যেরূপ লেখাপড়া করিয়া লইতে চাহেন, তিনি সেই রূপই লিখিয়া দিবেন।" হরিশবাবু কহিলেন, "বিষ্ণুবাবু! আমরা হলেম ব্যবসাদার লোক। যে টাকার উপর তিনি নালিস করিবেন, তাহার সিকি অংশ ও ন্যায্য মোকদ্দমার খরচ যাহা হইবে, বিষয় প্রাপ্ত হইলে, তাহা দিবার অঙ্গীকার যদি করেন, তাহাহইলে আমি নিজ ব্যয়ে এ মোকদ্দমা চালাইতে পারি।" বিষ্ণুবাবু ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "আমি ছোটবাবুকে যাহা বলিব, তিনি তাহাই করিবেন;—তবে এ অভাগার বিষয়টা কি হইবে—প্রকাশ করিয়া বলুন।" উকীলবাবু বলিলেন, "আপনাকে শতকরা পাঁচ টাকা হারে কমিশন দেওয়া যাইবে, ইহার অপেক্ষা এক কপর্দ্দকও দিতে পারিব না। কারণ, মামলা মোকদ্দমার কথা, হার জিতের কিছুই স্থিরতা নাই। বিশেষতঃ এ মোকদ্দমা যদি বিলেত-আপিল পর্য্যন্ত চলে, তাহাহইলে কত টাকা খরচ হবে, তার ইয়ত্তা নাই। বিষয় না থাকিলে আমিই বা কি প্রকারে টাকা আদায় করিব? এ সকল কপাল ঠোকা কায। হয় দু'টাকা পাব, না হয় আপনার টাকা আক্কেল-সেলামি দিয়া ঘরে আসিব। বিষ্ণুবাবু! আমি যা বলিবার তা সমুদয়ই বলিলাম। ছোটবাবু যদি এই করারে রাজী হন, তাহাহইলে কল্য আসিয়া সমুদয় লেখাপড়া করিয়া দিয়া যাইবেন, নতুবা অনর্থক বাক্য-ব্যয়ে প্রয়োজন নাই।" বিষ্ণুবাবু কিয়ৎক্ষণ বসিয়া রহিলেন, তাহার পর উকীলবাবুকে কহিলেন, "আমি একবার

ছোটবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া, বৈকালে আপনাকে সংবাদ দিয়া যাইব,—এক্ষণে বাটী গমন করি।”

বিষ্ণুবাবু ধীরে ধীরে ছোটবাবুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে সময়ে বাবু বারাণ্ডায় রেল ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, বিষ্ণুবাবুর আগমন প্রতীক্ষা ভিন্ন সেখানে একক দাঁড়াইয়া থাকিবার আর অন্য কোন কারণ ছিল না। বিষ্ণুবাবু উপরে উঠিয়া ছোটবাবুকে তদবস্থায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখানে বিমর্ষভাবে একক দাঁড়াইয়া আছেন কেন?” ছোটবাবু বলিলেন, “ভাই! মো-সাহেবগুলো অন্যান্য দিনের ন্যায় আসিয়া বৈঠকখানায় রং-তামাসা আরম্ভ করিয়াছে। আজ আমার ও সব কিছুই ভাল লাগিতেছে না; এই জন্য এখানে একক দাঁড়াইয়া তোমার প্রতীক্ষা করিতেছি, এক্ষণে কি হইল বল।” বিষ্ণু বলিলেন, “মহাশয়, আসল কথা বলিবার অগ্রে আপনাকে একটা বিষয় সাবধান করিয়া রাখি। মাম্‌লা মোকদ্দমার বিষয় ইয়ারের দলের মধ্যে কিছুমাত্র প্রকাশ করিবেন না, ছোঁড়ারা পেটে কথা রাখিতে জানে না। গোপন কথা প্রকাশ করিলে ভাবী অনিষ্ট হইবে।” ছোটবাবু বলিলেন, “ঠিক কথা বলিয়াছ, ও ছোঁড়াদের পেটে কথা থাকে না; ওদের কাছে কোন কথাই বলিব না। ওদের চক্ষুলজ্জা বশতঃ তাড়াইতে পারিব না। সে যাহা হউক, এক্ষণে কি করিয়া আসিলে বল, আমি আর বিলম্ব করিতে পারি না।” ছোটবাবুকে নিতান্ত ব্যগ্র দেখিয়া বিষ্ণুবাবু উকীলের সহিত যেরূপ কথা বার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা সমস্তই ছোটবাবুর নিকট

বর্ণন করিলেন। তিনি তৎসমুদয় শ্রবণ করিয়া, কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে থাকিলেন। তাহার পর বলিলেন, "বিষ্ণুবাবু! এখন কি করা যায়?" বিষ্ণু বলিলেন, "উকীলবাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা ভিন্ন আর ত অন্য কোন উপায় দেখি না। মোকদ্দমা ত করিতেই হইবে; আমার মতে অগত্যা তাঁহারই প্রস্তাবে সম্মত হওয়া উচিত।" ছোটবাবু বলিলেন, "তবে তাহাই করা যাউক।"

এই পরামর্শ স্থির করিয়া দুই বন্ধুতে বৈঠকখানায় যাইয়া বসিলেন। মো-সাহেবেরা বাবুর হাস্যবদন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়। আজ আপনি সকাল বেলা অত বিমর্ষভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন কেন? আপনার ভাব দেখিয়া আমাদের অত্যন্ত ভয় হইয়াছিল! বিষ্ণুবাবু আসিয়া আপনাকে কি বলায়, আপনার বিরস বদন সরস হইয়া উঠিল;—ভিতরের কথাটা কি আমরা শুনিতে পাই না?" ছোটবাবু বলিলেন, "এর পরে শুনিতে পাইবে, এক্ষণে না।" মো-সাহেবেরা বলিল, "আমরা ভাল মন্দ কোন সংবাদই রাখিতে চাহি না। কাল রাত্রে শুধু-মুখে ফিরিয়া গিয়াছি,—অন্যান্য রাত্রের মত আজ রাত্রে আহারাদির ব্যাপারটা চলিবে কি না, ইহাই এক্ষণে শুনিতে চাহি।" ছোটবাবু বলিলেন, "তা অবশ্য চলিবে।" সেই কথা শুনিয়া সমস্ত ইয়ারগণ, কেহ বা 'জয় হউক,' কেহ বা 'Thank you Sir!' বলিলেন।

এদিকে বড়বাবু চরমুখে শুনিলেন যে, "ছোটবাবু হরিশ উকীলের নিকট আপনার সমস্ত বিষয় বন্ধক দিয়া অনেক

টাকা লইয়াছে। হরিশবাবু নিজ ব্যয়ে মোকদ্দমা চালাইবেন; বিষয় প্রাপ্ত হইলে, ছোটবাবুর অংশ দখল করিবেন।”

এই কথা শ্রবণ মাত্রেই, বড়বাবু তাঁহার বৃদ্ধ দেওয়ানজীর সহিত বৃন্দাবনবাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলেন ও লোক-পরম্পরায় যাহা শুনিয়াছিলেন, তৎসমুদয় তাঁহাকে জ্ঞাত করাইলেন। বৃন্দাবনবাবু কহিলেন, “ভালই হইয়াছে! তুমি ওকালত-নামা সহি করিয়া দিয়া ঘরে যাইয়া বসিয়া থাক। তোমার ভ্রাতা ইতিপূর্ব্বে আমাকে এক প্রকার অপমান করিয়া গিয়াছে। লক্ষ টাকা দিলেও আর আমি তাহার পক্ষ সমর্থন করিব না। আমার প্রতি তোমার যদি বিশ্বাস থাকে, ত ওকালত-নামায় সই করিয়া দাও।” বড়বাবু কহিলেন, “আপনাকে না বিশ্বাস করিয়া—আর কাহাকে বিশ্বাস করিব? কেবল এইমাত্র আমার বক্তব্য, যেন শত্রু-মণ্ডলীতে হাস্যাস্পদ হইতে না হয়।” বৃন্দাবনবাবু বলিলেন, “মোকদ্দমাটা কি বাপু?—যে তুমি এত ভয় পাচ্চ? তোমার ভ্রাতা যদি মানুষ হইত, তাহাহইলে আমার কথা শুনিয়া ঘরে ঘরে এ বিষয় মিটাইয়া ফেলিত। তাহা যখন শুনিল না, তখন ও হতভাগ্য যুবকের অদৃষ্টে বিস্তর কষ্ট আছে। দেখি, আগে ও পক্ষেরা কিরূপ আর্জ্জী দাখিল করে, তাহার পরে তোমাকে সৎপরামর্শ দিব।” বৃন্দাবনবাবুর কথা শিরোধার্য্য করিয়া বড়বাবু গৃহে চলিয়া গেলেন।

পর দিবস অতি প্রত্যূষে ছোটবাবু বিষ্ণুবাবুকে সমভিব্যাহারে লইয়া হরিশবাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

তাঁহাদিগের উভয়কে সমাগত দেখিয়া, উকীলবাবু যথোচিত সমাদরের সহিত গ্রহণ করিলেন। দুই চারিটা বাজে কথার পর, হরিশবাবু ছোটবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন,—আমি যাহা বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম, তাহাতে আপনি সম্মত আছেন?" ছোটবাবু তৎশ্রবণে বিষ্ণুবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া এক "হুঁ" দিলেন মাত্র। হরিশবাবু বুঝিলেন যে, "বিষ্ণুই ইহার মরণ জীবনের কাটী! আর ও 'গোবর-গণেশকে' কিছু জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন নাই।"

বিষ্ণুবাবু কহিলেন, "হরিশবাবু! এক্ষণে যাহা করা কর্ত্তব্য, তাহাই করুন। ছোটবাবুকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন নাই; টাকার অভাব বলিয়া তিনি কিছু সাপরাধী হইয়া আছেন। বিশেষতঃ কল্য রজনীতে আমাকে বলিয়াছেন যে, তাহার নিজ ব্যয়ের জন্য হরিশবাবুর নিকট হ্যাণ্ডনোটে কিছু টাকা লইতে হইবে,—উনি লজ্জাপ্রযুক্ত কিছু প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিতেছেন না।" হরিশবাবু দুই তিন বার ঢোঁক গিলিয়া বলিলেন, "তা আমরা ত হ্যাণ্ডনোটের কায করি না; তবে বাবুর যদি নিতান্তই টাকার প্রয়োজন হইয়া থাকে, তা হলে আমি অন্য লোকের দ্বারা তাহার সুযোগ করিয়া দিব। এখন মোকদ্দমা সম্বন্ধে যাহা লেখাপড়ার প্রয়োজন আছে, তাহা শেষ করা যাউক।" এই কথা বলিয়া হরিশবাবু কলম ধরিয়া বসিলেন। "প্রথমতঃ মোকদ্দমায় জয়ী হইলে আমি ছোটবাবুর প্রাপ্য সমস্ত বিষয়ের চারি আনা অংশ লইব ও মোকদ্দমার সমস্ত খরচ গ্রহণ করিব।" এইরূপ লেখাপড়া হইল। ছোটবাবু দ্বিরুক্তি না

করিয়া, সেই কাগজ স্বাক্ষর করিলেন। তাহার পর উকীল-বাবু পুনরায় ছোটবাবুকে দিয়া ওকালত-নামায় স্বাক্ষর করাইয়া লইলেন। আপনার এইরূপে মনমত কার্য্য শেষ করিয়া, উকীলবাবু বলিলেন, "বিষ্ণুবাবু! আর আপনাদিগের কষ্ট পাইবার প্রয়োজন নাই, আপনারা এক্ষণে বাটী, গমন করিতে পারেন।" বিষ্ণুবাবু বলিলেন, "পুনঃ পুনঃ বলিতে লজ্জা বোধ হয়, ছোটবাবুকে কিছু টাকা আজ দিতেই হইবে।" হরিশবাবু বলিলেন, "আমি বৈকালে টাকার সুবিধা করিয়া দিব। আপনারা 'স্বরূপবাবু' র নাম শুনিয়াছেন? তিনি হ্যাণ্ডনোটের কারবার করেন। কাছারিতে অদ্য তাঁহার সহিত আমার অবশ্য সাক্ষাৎ হইবে। তাঁহাকে আমি বলিয়া দিলেই, আপনাদিগের যত টাকার প্রয়োজন হয়, স্বরূপবাবু তাহা অবশ্য দিবেন।" হরিশবাবু নিজে টাকা দিতে একেবারে অস্বীকার করায়, বিষ্ণু, ছোটবাবুকে লইয়া অগত্যা বাটী আসিলেন।

এ দিকে কোন কার্য্যানুরোধে স্বরূপবাবু হরিশবাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, তিনি সর্ব্বাগ্রে ছোট-বাবুর কথা উপস্থিত করিলেন। স্বরূপবাবু বলিলেন, "হাঁ, সে ছোক্‌রাকে আমি অনায়াসে টাকা ধার দিতে পারি।" হরিশবাবু বলিলেন, "তবে বৈকালে আপনি আমার বাটীতে আসিবেন, এইখানেই ছোটবাবুকে আনাইয়া কার্য্য শেষ হইবে।" তৎপরে স্বরূপবাবু বলিলেন, "কত টাকার প্রয়োজন?" উকীলবাবু বলিলেন, "আপাততঃ দুই হাজার টাকা!" স্বরূপবাবু ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "ব্যাজ,

কমিসন ও দালালি দিয়া—দুই হাজার টাকার কটা টাকা ছোটবাবু ঘরে লইয়া যাইবেন ?” উকীলবাবু বলিলেন, “সে সকল কথা তাঁহার সম্মুখে হইলেই ভাল হয়, আপনি বৈকালে আসিবেন, যাহাতে উভয় পক্ষের সুবিধা হয়, তাহাই করিয়া দিব।” স্বরূপবাবু তাহাই স্থির করিয়া গৃহে চলিয়া গেলেন।

ছোটবাবু, বিষ্ণুবাবুর বাটীতে আহারাদি করিয়া বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। হস্তে এক কপর্দ্দকও নাই, রাত্রে ইয়ার বন্ধুর নিকট কিসে সম্মান রক্ষা হইবে, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বিষ্ণুবাবু, ছোটবাবুকে বলিলেন, “হরিশবাবু আমার নিকট একজন লোক পাঠাইয়া দিয়াছেন। সেই লোকের মুখে শুনিলাম যে, ‘উকীলবাবু টাকার মহাজন স্থির করিয়া রাখিয়াছেন।’ পাঁচটার সময় তাঁহার বাটীতে যাইয়া ইচ্ছামত টাকা কর্জ্জ লইয়া আসিতে পারিব, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।”

শুভ সংবাদ শুনিয়া, ছোটবাবুর মুখ প্রসন্ন হইল। তিনি বলিলেন,“বিষ্ণুবাবু! সে কথাটা কি ? ‘Friend in need’ আর কি ?” বিষ্ণু বলিলেন, “Deed, Deed ছোটবাবু বলিলেন, “হাঁ হাঁ ‘Friend in need—is a friend indeed’ বিষ্ণুবাবু! তুমি ভাই, যাহা করিলে, এ আমার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত স্মরণ থাকিবে। তোমার ঋণ আমি কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না।” বিষ্ণু বলিলেন, “একি কথা—একি কথা! রামের জন্যে হনুমান,—না—না সুগ্রীব না করেছিলেন কি ?”

দুই বন্ধুতে এইরূপ কথা বার্ত্তা করিতেছেন, এমন

সময়ে চার পাঁচজন বাজে ইয়ার আসিয়া উপস্থিত হইল। বিষ্ণুবাবু চোক টিপিয়া ছোটবাবুকে কাজের কথা কহিতে নিষেধ করিলেন। মো-সাহেবগণের মধ্যে 'ভূতো-বামুণ' বলিয়া একজন মো-সাহেব ছিল। সে বলিল, "ছোটবাবু! একটা পাঁটা কিন্‌বেন? খুব বড় পাঁটা! বিষ্ণুবাবুদের কাল-বাছুরের চেযে কিছু ছোট; এক টানে এক সের দুধ দেয়!" এই কথা শুনিয়া সকলেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল! ছোটবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমার সভা, বিক্রমা-দিত্যের 'নবরত্নের' সভার মত হইয়া পড়িয়াছে।" বিষ্ণুবাবুই ক্রমে ক্রমে এ সকল মো-সাহেব, ছোটবাবুর নিকট যুটাইয়া ছেন। তিনি কহিলেন, "হাঁরে ভূত! পাঁটায় কখন দুধ দেয়?" ভুতনাথ অপ্রতিভ হইযা বলিলেন, "ওটা আমি তামাসা করিয়া বলিয়াছি।" ছোটবাবু বলিলেন, "সে পাঁটাটার দাম কত?" ভূতনাথ কহিল, "চারি টাকার কম দেবে না।" বিষ্ণু বলিলেন, "আচ্ছা, সেটা নিয়ে এস, সকলে মিলে আমোদ কোরে খাওযা যাবে।" ছোটবাবু বলিলেন, "ঈশ্বর আমোদ করান তবে ত হয?" বিষ্ণু বলিলেন, "সে বিষয়ে আপনি আর চিন্তা কচ্চেন কেন? সে ধরা খ্যাংরা!" তৎশ্রবণে ভূতনাথ, লম্ফ দিয়া দাঁড়াইয়া সকলের কাছে হাত নাড়িয়া বলিতে আরম্ভ করিল, "বিষ্ণুবাবুর খ্যাংরাও সকলের মিষ্টি লাগ্‌লো, আর আমার দুধের কথাটা কারুর গায়ে সইলো না,—বাবা? আমি গরিব কি না,—তাই আমার সঙ্গে সবাই লাগে।"

এদিকে এইরূপ নানান ইযারকি হইতে ঘড়িতে চারিটা

বাজিয়া গেল। বিষ্ণুবাবু সঙ্কেতে ছোটবাবুকে কাপড় পরিতে আদেশ করিলেন। ছোটবাবু পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া যষ্টী হস্তে বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। বিষ্ণুবাবু অল্প সমযেব মধ্যে বাটী হইতে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া আসিলেন। গমনকালীন ছোটবাবু বলিলেন, "ভাই, তোমরা বসিয়া পান তামাক খাও, আমবা একটা বিশেষ কাযে যাইতেছি।" একজন মো-সাহেব বলিয়া উঠিল, "আলো থাকিতে থাকিতে আসিবেন,—না সে দিনের মত 'কীচক-বধ' করিবেন?" ছোটবাবু হাস্য করিয়া বলিলেন, "না না, সকলে আশীর্ব্বাদ কর, আমাদিগের কার্য্য সিদ্ধি হউক; তাহাহইলে রজনীতে উত্তমরূপ আহারেব তদ্বির করা যাইবে।" এতৎশ্রবণে মো-সাহেব বলিল, "যে আজ্ঞা আমরা হাড়গোড়-ভাঙ্গা 'দ' হইয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি,— "জযস্তু পাণ্ডুপুত্ত্রানাং যেসাং পক্ষে বিষ্ণুবাবু।' এই কথা শুনিয়া উভযবন্ধুতে হাস্য করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। ভূতনাথ "গণেশ—গণেশ!" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

বিষ্ণুবাবু, ছোটবাবুকে লইয়া হরিশবাবুর বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখেন, স্বরূপচন্দ্র একক বৈঠকখানায বসিযা আছেন। হরিশবাবু তখনও কাছারি হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত হন নাই। বিষ্ণুবাবু এবং ছোটবাবু স্বরূপবাবুব সম্মুখে উপবেশন করিবা-মাত্রই স্বরূপচন্দ্র বলিলেন, "ছোটবাবু কি আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন?" ছোটবাবু বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ,—পারিব না কেন? কর্ত্তা থাকিতে কতবার আপনার বাটীতে দোলের

নিমন্ত্রণে গিয়াছি।” স্বরূপ বলিলেন, “হরিশ বাবুত এখনও বাটী আইসেন নাই, আমারও অনেক কাযের তাড়া আছে। আপনি যখন নিজে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তখন কাযের কথা কহিতে বাধা কি? হরিশবাবু বোধ হয়, আপনাকেই টাকা দিবার জন্য আমাকে দুই তিনবার অনুরোধ করিয়া পাঠাইযাছেন।” বিষ্ণু বলিলেন, “আজ্ঞে হাঁ।” এই কয়েকটি কথা হইতে না হইতেই হরিশবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া হাস্যমুখে স্বরূপবাবুকে কহিলেন, “একি স্বরূপবাবু! আপনি যে over-punctual দেখ্‌ছি।” স্বরূপ বলিলেন, ‘কায যত শীঘ্র শীঘ্র মিটে যায়,—ততই ভাল।” হরিশবাবু বলিলেন, “ঠিক্ ঠিক্! বিষয় কার্য্যের নিয়মই ত এই! আপনি এখন ছোটবাবুর সহিত কথা বার্ত্তা স্থির করুন, আমি বাটীর ভিতর হইতে সত্বর আসিতেছি।” এই কথা বলিয়া হরিশবাবু অন্দরমহলে প্রবেশ করিলেন। স্বরূপবাবু ছোটবাবুকে বলিলেন, “মহাশয়! আপনার কত টাকার প্রয়োজন?” ছোটবাবু বলিলেন, “আপাততঃ দুই হাজার।” স্বরূপ কহিলেন, “আমরা যে নিয়মে হ্যাণ্ড্‌নোটে টাকা ধার দি, বোধ হয় আপনি তৎসমুদয় অবগত আছেন?” ছোটবাবু বলিলেন, “আজ্ঞে না।” স্বরূপবাবু বলিলেন, “আঠার টাকার হারে সুদ দিতে হইবে, এক মাসের সুদ অগ্রে কাটিয়া লইব, এতদ্ভিন্ন দুই পার্‌সেণ্ট্ করিয়া কমিসন দিতে হইবে। দালালির বিষয় আপনি হরিশবাবুর সহিত বন্দোবস্ত করিয়া লউন, সে বিষয়ে আমি কিছুই বলিব না।” এইরূপ কথা বার্ত্তা চলিতেছে, এমন

সময়ে হরিশবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বরূপবাবু, হরিশবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ছোটবাবুর সহিত আমার সমস্ত কথা হইয়াছে, কেবল আপনার দালালির কথা মাত্র অবশিষ্ট আছে।" হরিশবাবু বলিলেন, "কেন, আপনি ত জানেন যে, আমরা মক্কেলকে টাকা ধার দেওয়াইলে, ছুই পারসেণ্ট্ করিয়া দালালি লইয়া থাকি?" স্বরূপবাবু ছোটবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কেমন ছোটবাবু! আপনি স্বীকার আছেন ত?" ছোটবাবু বলিলেন, "আজ্ঞে, আপনারা যাহা করিবেন, তাহাতেই স্বীকার আছি।" স্বরূপ-বাবু বলিলেন, "তবে নোটখানা লিখিয়া ফেলুন।"

ছোটবাবু কাগজ কলম লইয়া স্বহস্তে নোট লিখিলেন ও টিকিট দিয়া সাক্ষর করিয়া স্বরূপবাবুর হস্তে দিলেন। স্বরূপচন্দ্র ছুই তিনবার নোটখানি পাঠ করিয়া আপন পকেট হইতে টাকা বাহির করিলেন। উকীলবাবু ও স্বরূপবাবুতে হিসাব করিয়া ছোটবাবুর প্রাপ্য টাকা ছোটবাবুকে দিলেন।

ছোটবাবু একেবারে অতগুলি টাকা কখনও হাতে পান নাই, নোটগুলি পকেটে রাখিয়া বিষ্ণুবাবুর দিকে চাহিলেন। বিষ্ণুবাবু, উকীলবাবুকে কহিলেন, "মহাশয়! তবে এক্ষণে আমরা আসি?" উকীলবাবু বলিলেন, "হাঁ, কিন্তু বিষয়ের তালিকা সত্বরে পাঠাইয়া দিও।" ছোটবাবু স্বরূপবাবুকে বলিলেন, "মহাশয়! আমার আরও কিছু টাকার দরকার হইবে।" স্বরূপবাবু বলিলেন, "তার ভাবনা কি? কিন্তু অমন খুচ্‌রা খুঁচ্‌রা করিয়া টাকা লইবেন না।" স্বরূপবাবুর

কথা শুনিয়া ছোটবাবু মনে মনে অত্যন্ত আহ্লাদিত হই-লেন। ভাবিলেন, "আর টাকার ভাবনা নাই,—যখন চাহিব, তখনই পাইব।"

এই কল্পনা করিয়া ছোটবাবু স্বরূপবাবুর নিকট বিদায় লইয়া, বিষ্ণুচন্দ্রের সহিত বাটী আসিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বৈঠকখানায় ইয়ারগণ তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। বাবুর হাস্যবদন দেখিয়া ভূতবামুণ বলিল, "কেমন বাবু, যার জন্যে বেরিয়েছিলে—তা হয়েচে তো?" বাবু বলিলেন, "হাঁ, এক প্রকার কার্য্য সিদ্ধি হইয়াছে!" এই কথা শুনিয়া ভূতনাথ চীৎকার শব্দে বলিল, "যাদৃশী ভাবনা ভোজং সিদ্ধির্ভবতি চতুর্দ্দশী।" ইয়ারের দলের মধ্যে একজনের অল্প মাত্র বোধ সোধ ছিল, সে বলিল, "দূর ম্যাড়াকান্ত! ব্যাটার কাণ্ডজ্ঞান নেই!" ভূত বলিল, "না, আমার কাণ্ড জ্ঞান নেই, তোমারই আছে? ব্যাটা! আগে থাক্তে পাঁটা এনে রেখেচে কে? কাযের সময় ত সকল মামুকেই পাওয়া যায়!" ছোটবাবু হাস্য করিয়া বলিলেন, "ভূতনাথ! পাঁটাটা এনেচ নাকি?" ভূতনাথ কহিল, "মহাশয়! বেলা চারটে পর্য্যন্ত বুকে কোরে বসে আছি।" ছোটবাবু কহিল, "সন্ধ্যা হয়ে গেল, কাট্‌বে কোথা?" ভূতনাথ বলিল, "আজ্ঞে, এই গোধূলি-লগ্নে গোয়ালবাটীর খড়কাটা বঁটী দিয়ে আমি কেটে আন্‌চি।" ছোটবাবু বলিলেন, "তবে তাই কর।" ভূতনাথ কহিল, "যে আজ্ঞে—এক আজ্ঞে—সহস্র আজ্ঞে!"

এই কথা বলিয়া ভূতনাথ গোয়ালবাটীতে প্রবেশ করিল

ও মুহূর্ত্তকাল মধ্যেই ছাগল ও ছাগলের মুণ্ড আনিয়া বৈঠকখানার বাঁরাণ্ডায় ফেলিল। জন দুই চারি ইয়ার পাঁটাটার ছাল ছাড়াইতে গিয়া দেখেন যে, সেটা পাঁটা নয়; আদুড়ে আদুড়ে চারিটা বাঁট ঝুলিতেছে। পাছে লোকে জানিতে পারে, এই জন্য একজন ইয়ার চুপি চুপি ছোটবাবুকে গিয়া বলিলেন, "মহাশয়! ভূতো ব্যাটা একটা পাঁটী কেটে এনেচে, সেটা পাঁটা নয়।" ছোটবাবু বলিলেন, "বিষ্ণুবাবুকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি কি বলেন।" বিষ্ণুবাবু কহিলেন, "পাঁটী কি বাছুর—সেটা ঠাউবে দেখ! ভূতো বেটার কি হ্রস্ব দীর্ঘ জ্ঞান আছে? তারি জন্যে তখন বলেছিল, সেটা এক সের দুধ দেয।" ভূতনাথ কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "মহাশয়! ওটা গাই কি বলদ, আমি ঠাউরে দেখিনে, মাপ করুন।"

আর একজন ঘোর মাংসাশী ইয়ার বলিল, "এত কষ্ট ক'রে শেষে কি ওটা ফেলে দেওয়া যাবে মহাশয়? আজকের কালে কত লোকে কত কি খেয়ে ফেলে, আমরা একটা পাঁটী খেয়ে আর পার্ পাব না?" বিষ্ণুবাবু বলিলেন, "আরে দূর হোক, গোলেমালে কাজ নেই! বাইবেলে লিখেচে, "Which we kill, we must eat." যাও, কুঁচিয়ে ফেলগে। দেখো, বাঁট ক্রুটা যেন কেউ দেখ্‌তে না পায়!"

ইয়ারেরা পাটার মাংস প্রস্তুত করিয়া ফেলিল। বৈঠকখানার পার্শ্বেই রন্ধনশালা হইযাছিল, যাহারা রন্ধনকার্য্যে পটু, তাহাবা যাইয়া তামার ডেকে মাংস চড়াইয়া দিল। দুই চাবিজন অন্য দিকে ময়দা মাখিয়া

রুটী সেঁকিতে লাগিল। রন্ধনশালার কার্য্য চলিতেছে, সেই সময়ে বিষ্ণু বলিলেন, "ছোটবাবু! আমাদের একটু ষ্টীমুলেণ্ট্ এই বেলা আনাইয়া রাখি, রাত হলে আর পাওয়া যাবে না।" ছোটবাবু বলিলেন, "তা আবার আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ কি ভাই?" বিষ্ণুবাবু বলিলেন, "মহাশয়! আপনাকে বাদ দিয়ে খেতে আমাদের যেন কেমন বাধ বাধ ঠেকে। ভাল, আজ একটু খেয়েই কেন দেখুন না? এতে ত একেবারে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না?" ছোটবাবু বলিলেন, "ভাই! ভয় করে!" বিষ্ণু বলিলেন, "কিসের ভয়? মাতাল হয়ে মারামারি করিবেন—এই ভয়? আমি থাকৃতে তা হ'তে দিব না।"

যখন বিষ্ণুবাবুর সহিত মদ্যপান সম্বন্ধে এইরূপ কথা-বার্ত্তা চলিতেছে, সেই সময়ে কোন কার্য্যানুরোধে ভূতনাথ বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বিষ্ণুবাবু ছোটবাবুকে যাহা বলিতেছিলেন, তৎসমুদয় সে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া শুনিয়া গেল। আহ্লাদে আটখানা হইয়া অন্যান্য ইয়ারগণকে বলিল, "ভাই, আজ বড় শুভদিন! আজ ছোটবাবু গ্লাস ধরিবেন।" রন্ধন-শালার দুই তিন জন ইয়ার বলিল, "ও কথা আমরা শুনি নে, সে মদ খাবার পাত্র নহে।" ভূত বলিল, "বিষ্ণুবাবু কি না পারে! বিষ্ণুবাবুর সঙ্গে মদ খাবার কথা বার্ত্তা হচ্চে, বাবুও এক রকম নিমরাজী হয়েচেন।" অন্য একজন ইয়ার বলিল, "থান্—তা ভালই ত!"

এদিকে রন্ধনশালার সমস্ত কার্য্য শেষ হইল। ভূত আসিয়া ছোটবাবুকে বলিল,—"হুজুর! সব প্রস্তুত, এখন

হুকুম হইলেই পাত করা যায়।" বিষ্ণু বলিলেন, "আচ্ছা পাত করগে, রাতও হয়েচে।"

ভূতনাথ প্রভৃতি ইয়ারগণ বৈঠকখানার পার্শ্বস্থ ঘরে আহারের আয়োজন করিতে লাগিল। ওদিকে কিঙ্কর চুপি চুপি দুইটি ব্রাণ্ডির বোতল বিষ্ণুবাবুর কাছে আনিয়া দিল। বোতল দুইটা একটু আলো-আঁধারে রাখিয়া দিয়া, বিষ্ণু ছোটবাবুকে বলিলেন, "কেমন মহাশয়! যদি আমার অনুরোধটা রক্ষা হয়, তা হলে একটা বোতল খুলিয়া ফেলি। পাঁচ বেটাকে জানাইয়া কায নেই, এই-খানেই শুড়ুৎ করে একটু খাইয়া আহার করিতে চলুন; তাহাহইলে গুরুভোজনে কিছুমাত্র অপকার হইবে না।" ছোটবাবু বলিলেন, "ভাই বিষ্ণু! তুমি পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছ, কাযেই আমাকে একটু খাইতে হইবে; কিন্তু যেন কেউ টের না পায়।" বিষ্ণু বলিলেন, "আমি কি আপনার শত্রু?" ছোটবাবু বলিলেন, "না না—তা বলিতেছি না; তবে কি না,—কখনও খাই নাই, মনে একটা ভয় উপস্থিত হয়।" বিষ্ণুবাবু বলিলেন, "No fear friend! take this." ছোটবাবু গ্লাসটি হাতে করিয়া লইলেন; কিন্তু গ্লাস শুদ্ধ দক্ষিণ হস্ত থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, না খাইয়াই মুখের কথায় জড়তা জন্মিল!

পাঠকগণ! অসৎ-সংসর্গের ফলটা একবার ভাল করিয়া পাঠ করুন। সুরার নাম শুনিয়া যে ব্যক্তির হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছে; দুরাত্মা বিষ্ণু তাহাকেও নানা কথার কৌশলে সুরাপান করাইল।

ছোটবাবু একছটাক মাত্র সুরা গলাধঃকরণ করিয়া বিষ্ণুবাবুকে বলিলেন, "বিষ্ণু! ভাই, আজ আর না।" বিষ্ণু মনে মনে ভাবিতেছে, "বেটা! আর কোথা যাও! এই-বারে তোমার মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিবার পথ ভালরূপে প্রস্তুত হইল।" প্রকাশ্যে কহিলেন, "ছোটবাবু ভয় করিবেন না, আর এক গ্লাস খাউন।"

ভূত একখানি মাংস হস্তে লইয়া অন্ধকারে দাঁড়াইয়া-ছিল। ছোটবাবু যেমন দ্বিতীয় পাত্র গলাধঃকরণ করিয়া-ছেন, ভূত তৎক্ষণাৎ আসিয়া মাংসখানি ছোটবাবুর মুখে গুঁজিয়া দিল ও করযোড়ে কহিল, "ছোটবাবু! গোস্তাকি মাপ করুন।" সে সময়ে সে মাংস খণ্ড ছোটবাবুর মুখে সুধা অপেক্ষাও সুস্বাদু বোধ হইল। ভূতকে সমাগত দেখিয়া বিষ্ণুবাবু বলিলেন, "ভূতো! দেখিস্ যেন কারুর কাছে প্রকাশ করিস্‌নে।" ভূত কহিল, "আমি ত আমি, আমার বাবা প্রকাশ করবে না।" বিষ্ণু কহিলেন, "যায়গা টায়গা হয়েচে?" ভূত বলিল, "সব প্রস্তুত, 'আপনি ভাঁড়ে মা ভবানী' সমভিব্যাহারে যাইয়া যোগিনী-চক্রে উপবেশন করুন।" বিষ্ণু বলিলেন, "ছোটবাবু! গা তুলুন,—অনেক রাত্রি হয়েচে, খাওয়া দাওয়া প্রস্তুত,—খাইগে চলুন।" ছোটবাবু দন্ত কড়মড় করিয়া বলিলেন, "চুপ রও দুরাচার! কাস্কুব্জি কুলের আচার! তালপত্রের খাঁড়া দিয়ে আজ সব বেটার মাথা কাট্‌ব! দাদা বিষ্ণু! তুমি আমাকে উঠ্‌তে বল্‌চ কেন ভাই? আমি যে আনন্দ-সাগরে ভেসে যাচ্চি! বারইয়ারী পূজার সময় দাশুরায়ের পাঁচালীতে

শুনেছিলুম, "কোথা থেকে আহ্লাদ জুট্‌লো, আহ্লাদে পেট্ ফুলে উঠ্‌লো, আহ্লাদ যে ধরে না আমার ঘরে!" উঃ! বড্ড ঘোর লেগেচে! ভাই বিষ্ণু! তুমি আমাকে এতদিন এই রসে বঞ্চিত করে রেখেছিলে বাবা? মদে যে এত আমোদ, তা ভেঙ্গে চুরে বলনি বাবা? যা করেচ করেচ,—মাপ কল্লুম, তুমি আমার বুজুমফ্রেণ্ড! দাদা বিষ্ণু! আমি একবার দাদাবাবুর কাছে নেচে আস্‌বো গিয়ে? বলবো,—'হয় আমার বিষয় দাও—নয় একটু মদ খাও!" বিষ্ণু মনে মনে ভাবিলেন যে, "একে একেবারে কাত্ না কল্লে আর ভদ্রস্থ নাই।" প্রকাশ্যে কহিলেন, "ছোটবাবু! আর একটু খাবে?" ছোটবাবু কহিলেন, "আলবৎ!" সেবারে বিষ্ণুচন্দ্র পূর্ণগ্লাস ছোটবাবুর হস্তে দিলেন, ছোটবাবু এক নিশ্বাসে উদরস্থ করিয়া ফেলিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই গুটিকতক অস্ফুট কথা বলিয়া সেইখানেই শুইয়া পড়িলেন। বিষ্ণু আস্তে আস্তে ভূতনাথকে ডাকিয়া ছোটবাবুকে তুলিয়া শয্যায় শয়ন করাইয়া দিলেন। ভূত বলিল, "কি হয়েচে বিষ্ণুদাদা! বাবু মাতাল হয়ে পড়েচে? থাক্—একটু ঘুমুক, এখন এস, আমরা ধূনি জ্বালাই।"

বৈঠকখানার বারাণ্ডায় বসিয়া সাতজন ইয়ার ক্রমে ক্রমে দুই বোতল ব্রাণ্ডি উদরস্থ করিল। বিষ্ণু ঝুণ্টু মাতাল, তখনও খাড়া হইয়া বসিয়াছিল, অপর দুই একজন সেই বারাণ্ডায় মড়ার মত পড়িয়া রহিল। বিষ্ণু দেখিলেন, "অদ্য রাত্রের আহারাদি এই পর্য্যন্ত! বাবুকে সঙ্গে না লয়ে আহার করিতে বসা, অভদ্রের কার্য্য হয়। এই বেটা আজ রাত্রে আর

মাথা তুলিতে পারিবে না, আমি চুপি চুপি খানকতক মাংস খেয়ে ছোটবাবুর কাছে পড়ে থাকি গে, তা হলেই সকল দিক্ রক্ষা হবে।” বিষ্ণু সকল পাত্র হইতে দুই চারিখানা করিয়া মাংস উদরস্থ করিলেন; ক্রমে বিলক্ষণ ঝোঁক ধরিল, আর সোজা হইয়া বসিতে পারিলেন না, অনেক কষ্টে ছোটবাবুর নিকট আসিয়া সটান পড়িয়া রহিলেন।

ছোটবাবুর খানসামা অন্যান্য দিবসের মত দেয়ালে ঠেসান দিয়া নিদ্রা যাইতেছে, সেই সুযোগে নিম্নতল হইতে দুইটা কুক্কুর রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল এবং পরিতোষ পূর্ব্বক মাংস ভোজন করিয়া অবশেষে কুক্কুরধ্বনি করাতে,' কিঙ্কর,“আজ্ঞে, আমি ত ঘুমুইনি!” বলিয়া এক দৌড়ে রন্ধন-শালায় প্রবেশ করিল। দেখিল, দুইটী কুক্কুর ইচ্ছামত রুটী মাংস খাইয়া বেড়াইতেছে। আর মাঝে মাঝে একপ্রকার বিজাতীয় শব্দ করিতেছে! তদ্দর্শনে কিঙ্কর একগাছি যষ্টী আনিয়া কুকুর দুইটাকে তাড়াইয়া দিল,আর সংজ্ঞাহীন হইয়া বাবুরা স্থানে স্থানে মৃতবৎ পড়িয়া আছেন দেখিয়া, কিঙ্কর আপনাপনি আক্ষেপ করিয়া কহিল, “হায় হায়! কর্ত্তাবাবু মত্তে না মত্তেই ধর্ম্মের সংসারে পাপ ঢুক্‌লো? আজ দেখ্‌চি বাবুও মদ খেয়েচে! আমরা চাকর বই ত নই, আমরা কি কত্তে পারি?” এই কথা বলিয়া কিঙ্কর সিঁড়ির দরজা বন্ধ করিয়া আপনাব স্থানে যাইয়া শয়ন করিল।

ক্রমে রজনী প্রভাত হইল। সর্ব্বাগ্রে বিষ্ণুচন্দ্র শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন! মনে মনে ভাবিলেন, “কাল রাত্রে

এ কি কাণ্ড হইয়াছে! আমি কিছুই জানিতে পারি নাই? আমি হলুম দলের সর্দ্দার,—কাল আমারই কপালে আগুন লাগিয়াছিল? এই বীভৎস-কাণ্ড যদি কেহ হটাৎ আসিয়া দেখে, তাহাহইলে বড়বাবুর কাছে পর্য্যন্ত খবর যাবে। সকল বেটাই বিষ্ঠা ও বমির উপর গড়াগড়ি দিযাছে! উপরে এত জল নাই যে, ও বেটাদের গা ধোয়াইয়া একে একে বিদায় করি। একেই ত মদের উপর বিতৃষ্ণা, তাতে ছোটবাবু উঠে এ সকল কাণ্ড দেখ্‌লে কি আর কখনও মদ খাবে? যাই হোক, একবার চাকরটাকে ডাকি।" এই মনে করিয়া, "নিধে—নিধে!" বলিয়া ডাকিতেই নিধিরাম আসিয়া হাজির হইল। বিষ্ণুবাবু বলিলেন, "নিধিরাম! তুমি বাবা, আজ আমাদের মান রক্ষা কর; কলসী কতক জল ও একগাছা খ্যাংরা এনে দাও,—তুমি জল ঢালিতে থাক, আমি এই সব ইল্লতগুলো ধুযে ফেলি।"

বিষ্ণুবাবু রন্ধন-শালায প্রবেশ করিয়া দেখেন যে, সেখানেও ভূত নাচিয়া গিয়াছে, চারিদিকে রুটী মাংস ছড়াছড়ি রহিযাছে! বিষ্ণু বলিলেন, "নিধিরাম! এ সব খেয়ে গেল কে?" নিধিরাম বলিল, "যাদের জন্যে বেঁধেছিলেন, তারাই খেয়ে গেচে। কোথা থেকে দুটো কুকুর ঢুকে রান্নাঘরে মচ্ছব কর্‌ছিল, আমি দেখ্‌তে পেযে, সে দুটোকে তাড়ালুম। তোমাদের ডেকে সাড়া পেলুম না, কাযে কাযেই সিঁড়ির দরজা বন্ধ করে শুযেছিলুম।" বিষ্ণু বলিলেন, "নিধিরাম! এ সব কথা আর কাউকে বোলনা। আমি বলিব, তোরাই মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পড়ে রইচিস।" এই কথা

বলিয়া, ভুতবামুণের পিঠে পদাঘাত করিলেন। ভূত 'হুঁ!' করিয়া উঠিয়া বসিল। বিষ্ণু বলিলেন, "দেখ্ দেখি ব্যাটা! কাল রাত্রে কি কাণ্ড করেচিস্! লোকে দেখ্‌তে পেলে আমাকেই দুষ্‌বে।" ভূত বলিল, "মাপ কর বাবা! যা হবার হয়ে গেছে, ছোটবাবুকে কিছু বোলনা। আমি এ সব নরক পরিস্কার করে দিচ্চি। রুটী বজায় রাখ্‌তে হবে; ছোটবাবু তাড়িয়ে দিলে গরিবের ছেলে যে মারা যাব বাবা!"

অতঃপর নিধিরাম জল বহিতে আরম্ভ করিল। বিষ্ণুবাবু কাহারও কাণ ধরিয়া, কাহারও পা টানিয়া, কাহাকেও বা পদাঘাত করিয়া, একে একে উঠাইয়া বসাইলেন। সকলেই নিজ নিজ মূর্ত্তি দেখিযা লজ্জিত হইযা বসিয়া রহিলেন। বিষ্ণু বলিলেন, "আর বাঁদরের মত চাওয়া-চাওয়ি কচ্চ কি? এখন উঠে জল দিয়ে গা ধুয়ে ফেল, আর একে একে বাড়ি চলে যাও; আর দেরি করিও না, ছোট-বাবু দেখ্‌লে ভারি রাগ কর্‌বে!" ইয়ারের দল কেহ চাদর দিযে গা মুছে, কেউবা একটু জল দিযে হাত পা ধুযে, একে একে প্রস্থান করিল। বিষ্ণু কেবল ইঙ্গিতে ভূতনাথকে রাখিলেন।

সকলে প্রস্থান করিলে পর, বিষ্ণু, ভূতনাথ ও নিধিরামকে সহায করিযা, বাবু উঠিতে না উঠিতেই সমস্ত ঘর পরিস্কার করিযা ফেলিলেন। তাহার পর বিষ্ণুবাবু ভূত-নাথকে বলিলেন, "তুমিও বাটী চলিয়া যাও, আমি একলা এখন এখানে অপেক্ষা করিয়া থাকি।" ভূত বলিল, "বাবা

বিষ্ণু! আমি বাড়ী যাই, কিন্তু দেখো, যেন আমার অশ্বটি মারা যায় না, আমি সন্ধ্যাকালে আবার আস্‌বো।" এই কথা বলিয়া ভূতনাথ চলিয়া গেল। বিষ্ণু বৈঠকখানার বারাণ্ডার কাষ্ঠাসনে বসিয়া তাম্রকূটের ধূম পান করিতে লাগিলেন।

বেলা প্রায় দশ ঘটিকার সময়, ছোটবাবুর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। শয্যার উপর উপবিষ্ট হইয়া বিষ্ণুবাবুকে ডাকিলেন। বিষ্ণু নিকটে আসিয়া উপবিষ্ট হইলে, ছোটবাবু বলিলেন, "বিষ্ণুবাবু! আমার অত্যন্ত পিপাসা পাইয়াছে, অগ্রে এক গেলাস জল আনিতে বল।" বিষ্ণু স্বয়ং এক গ্লাস জল আনিয়া দিলেন। ছোটবাবু জলপান করিয়া বলিলেন, "আমার শরীর বাতাসের মত হইয়া গিয়াছে, মাথা দম দম করিতেছে, হাত পা কামড়াইতেছে।" বিষ্ণু বলিলেন, "কিছু ভয় নাই, আমি সমুদয় অসুখ একেবারে ভাল করিয়া দিতেছি। অগ্রে হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া স্নান করুন, তাহার পর আপনার শরীর সুস্থ করিয়া দিব।" এই কথা শুনিয়া ছোটবাবু স্নানাগারে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে বিষ্ণুচন্দ্র একজন কিঙ্করকে দিয়া এক গ্লাস মিছরির সরবৎ প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন। ছোটবাবু স্নানান্তে বারাণ্ডার কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট হইলে পর, বিষ্ণুচন্দ্র সেই সরবতে আধখানি লেবুর রস দিয়া ছোটবাবুকে পান করিতে দিলেন। ছোটবাবু এক নিশ্বাসে তৎসমুদয় পান করিয়া ফেলিলেন। সরবৎ পানান্তে বলিলেন, "শরীর অনেকাংশে সুস্থ হইল বটে, কিন্তু হাত পায়ের কামড় গেল না।" বিষ্ণু বলিলেন, "এক মুহূর্ত্তেই উহা ভাল

করিয়া দিব।” এই কথা বলিয়া আলমারী হইতে একটি বোতল বাহির করিয়া ক্ষুদ্র গ্লাসে তাহার কিয়ৎ অংশ ঢালিলেন ও অধিক পরিমাণে জল মিশাইয়া ছোটবাবুর হস্তে দিলেন। গন্ধের দ্বারা জানিতে পারিয়া ছোটবাবু বলিলেন, “আবার সকাল বেলাই মদ খাব?” বিষ্ণু হাসিতে হাসিতে কহিলেন, “এবার মদ নহে, এবার শরীর-সুস্থ-কারিণী সুধা আপনার হস্তে দিয়াছি। এক্ষণে পান করিয়া ফেলুন, পরে ইহার ফল বুঝিতে পারিবেন।” ছোটবাবু তাহাই করিলেন। তামাক খাইতে খাইতেই পুনর্ব্বার শরীরে স্ফূর্ত্তি আসিল, হাত পায়ের কামড় উড়িয়া গেল। হাসিতে হাসিতে বিষ্ণুকে বলিলেন, “ভাই বিষ্ণু! তুমি কি দেবতা? যাহা মুখে বলিলে, কাযে তাহাই হইল?”

বিষ্ণু বলিলেন, “এখন ও সব কথা রাখুন। গত রজনীতে কিছুই আহার করিতে পারেন নাই, চলুন চারটি অন্ন আহার করিবেন, তাহাহইলে শরীর আরও সুস্থ হইবে।” ছোটবাবু তৎক্ষণাৎ বিষ্ণুর সমভিব্যাহারে যাইয়া তাঁহার বাটীতে আহারাদি করিয়া আসিলেন। বিষ্ণু ছোটবাবুর অনুমতি লইয়া গৃহে প্রস্থান করিলেন। বাবু বিষ্ণুর বাটী হইতে আসিয়া আপন বৈঠকখানায় শয়ন করিলেন। বেলা তিন্‌টার সময় বিষ্ণু আপন বাটী হইতে পুনর্ব্বার আসিয়া দেখিলেন, বাবু গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। বিষ্ণু ধীরে ধীরে তাঁহার পার্শ্বে যাইয়া শয়ন করিলেন।

বেলা চারিটার পর উভযবন্ধুর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া দেখিলেন, বারাণ্ডার একখানি

চৌকিতে উকীলবাবুর মুহুরি আসিয়া বসিয়া রহিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া বিষ্ণু বলিলেন, "কি গো! হরিশবাবু ভাল আছেন ত? কোন নূতন খবর আছে নাকি?" উকীলের মুহুরি বলিলেন, "বাবু বিষয়ের তালিকা চাহিয়া পাঠাইয়াছেন, কল্য অবশ্য অবশ্য বিষয়ের তালিকা পাঠাইবেন, নতুবা কোন কাযই চলিবে না।" ছোটবাবু বলিলেন, "আচ্ছা, কাল আমরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।" মুহুরি চলিয়া গেল।

ছোটবাবু বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিষ্ণু! বিষয়-আশয় কোথায় কি, আমি ত তাহার কিছুই জানি না; দাদাই চিরকাল কর্ত্তৃত্ব করিযাছেন, তাঁহারই হস্তে সব। দাওয়ানজী বেটা সমুদয় জানে, দাদা তাহাকে হস্তগত করিয়া রাখিয়াছেন। প্রাচীন কর্ম্মচারীর মধ্যে একজনও আমার সাহায্য করিবে না; এক্ষণে উপায় কি, কেমন করিয়া বিষযের তালিকা প্রস্তুত করিব?" বিষ্ণু বলিলেন, "ভয় কি? আমি ইহার একটা উপায় করিতেছি। প্রধান প্রধান জমিদারী কযেকখানার নাম ত আপনি জ্ঞাত আছেন? এতদ্ভিন্ন বাড়ী, বাগান, ক্ষেতপুরের হাট, সর্ব্বশুদ্ধ সাতটা পুষ্করিণী অগ্রে তালিকায় লিখিব, তাহার পর মোট ছয়লক্ষ টাকার দাবি দিব; তাহাহইলেই বড়বাবু আমাদের সহিত একটা রফা করিবার চেষ্টা পাইবেন, তাতে আর সংশয় নাই।" ছোটবাবু আনন্দের সহিত বলিলেন, "উত্তম কল্প! তবে আর বিলম্বের প্রয়োজন কি? অদ্যই চল, বৈকালে যাইয়া হরিশবাবুকে বিষয়ের তালিকা লেখাইয়া দিয়া

আসি।" বিষ্ণু বলিলেন, "বৈকাল আর কোথায়? বৈকাল ত হইয়াছে, তবে চলুন, আর কালবিলম্বে প্রয়োজন নাই।"

এই পরামর্শ স্থির করিয়া, উভয় বন্ধুতে হরিশবাবুর বৈঠকখানায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগের দর্শন মাত্রেই হরিশবাবু কহিলেন, "একি মহাশয়! আপনারা কাযে এত শৈথিল্য প্রকাশ করিতেছেন কেন? বিষয়ের তালিকা না পাইলে আমি যে কিছুই করিতে পারিতেছি না।" বিষ্ণু বলিলেন, "মহাশয, আমরা বড় বিপদে পড়িয়াছি! পৈতৃক বিষয় কি, ছোটবাবু তাহার কিছুই অবগত নহেন; প্রাচীনকর্ম্মচারিরা কেহই আমাদের হস্তে আসিতেছে না। আমরা কি করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।" হরিশবাবু বলিলেন, "তবে আর কি প্রকারে মোকদ্দমা করিবে? যখন দাবিই স্থির করিতে পারিতেছ না, তখন কি করিয়া আমি আরজী প্রস্তুত করিব?" বিষ্ণু বলিলেন, "প্রধান প্রধান জমিদারিগুলির নাম মাত্র আমরা অবগত আছি; কিন্তু আয় ব্যয়ের হিসাব কিছুই দিতে পারিব না। এতদ্ভিন্ন নিজ গ্রামের বাগান, পুষ্করিণী, বসতবাটী আর পাঁচলক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ আছে। আপাততঃ ছোটবাবু ইহাই এফিডেভিড করিয়া বলিতে পারিবেন; তদ্ভিন্ন আর কিছুই তিনি অবগত নহেন।"

উকীলবাবু অনেকক্ষণ মাথা চুলকাইয়া এক নূতন বুদ্ধি বাহির করিয়া বলিলেন, "বিষ্ণুবাবু! ছোটবাবু যাহা অবগত আছেন, আপাততঃ আমরা তাহারই দাবি করিয়া

আরজী দাখিল করি। অন্য অন্য বিষয় অবগত হইলে, পুনরায় মোকদ্দমা করিব,—আরজীতে ইহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া রাখিলেই কায চলিতে পারিবে। কেমন ছোটবাবু,—আপনি কি বলেন?" ছোটবাবু বলিলেন, "আপনারা যাহা ভাল বিবেচনা করেন—তাহাই করুন, তাহাতে আমার অন্যমত নাই।" হরিশবাবু বলিলেন, "তবে কাল আরজী দাখিল করিয়া দি। আপনি বলুন, আমি একটা দাবির তালিকা প্রস্তুত করি।" বিষ্ণুর সাহায্যে ছোটবাবু যত দূর পারিলেন, বলিয়া গেলেন। উকীলবাবু তৎসমুদয়ের একটি তালিকা প্রস্তুত করিলেন, সে দিবসের কার্য্য এই পর্য্যন্ত হইয়া রহিল।

পর দিবস বিষ্ণুবাবু ছোটবাবুকে লইয়া আদালতে হাজির হইলেন। সময়ে হরিশবাবু আসিয়া রীতিমত আরজী দাখিল করিয়া দিলেন; তাহার পর হরিশবাবু বলিলেন, "আর আপনারা কেন কষ্ট পাইবেন? গৃহে প্রস্থান করুন;—বড়বাবু কি জবাব দেন, দেখা যাউক। তাহার পর মোকদ্দমার অন্যান্য তদ্বির করা যাইবে।" ছোটবাবু, "যে আজ্ঞা!" বলিয়া বিষ্ণুকে সমভিব্যাহারে লইয়া ভবনাভিমুখে আসিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে বিষ্ণু বলিলেন, "মহাশয়! চেঙ্গ্ড়া দল নিয়ে আর আমাদের ইয়ারকি করা হইবে না। এখন আমাদিগের সদা সর্ব্বদা মোকদ্দমা মাম্লার কথাবার্ত্তা কহিতে হইবে, অতএব অদ্যাবধি রাত্রিকালে আমি ও আপনি ভিন্ন বৈঠকখানায় আর কেহ থাকিতে না পায়, তাহার একটা উপায় করুন।" ছোটবাবু বলিলেন, "ইহার আর নূতন উপায় কি? আপাততঃ চার পাঁচ দিন আমরা বৈঠকখানার দরজা বন্ধ করিয়া রজনী

দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত তোমার বাটীতে থাকিব। এইরূপ দুই দশ দিন করিতে গেলেই, ছোঁড়াগুলা আপনাপনিই ভেগে যাবে।" বিষ্ণু বলিলেন, "উত্তম উপায় স্থির করিয়াছেন, ইহাকেই বলে বড়মানুষের বুদ্ধি! তবে আপনি একবার বাটী যাইয়া কাপড়চোপড় ছাড়িয়া আসুন, আমি নিজ বাটীতে খাবার দাবারের আযোজন করিগে।" এই কথার পর দুইজনে ভিন্ন ভিন্ন পথে আপনাপন বাটী চলিয়া গেলেন।

বাটী আসিযা বিষ্ণু আপন স্ত্রীকে রন্ধন কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন, নানাবিধ ভোগ প্রস্তুত হইল। ছোটবাবু সন্ধ্যার পরই বিষ্ণুর বৈঠকখানায় যাইযা উপস্থিত হইলেন। ছোটবাবুর আসিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, বিষ্ণুচন্দ্র মনে মনে ভাবিতেছিলেন যে, "আমাব বাটীতে মদেব চকর্‌বা করা হইবে না, তাহাহইলে সমস্ত দোষই আমার ঘাড়ে পড়িবে। যেমন সে দিবস মদ ধরাইযাছি, তেম্‌নি ও বেটাকে এক্‌টা বেশ্যালয়ে ফেলিবার যোগাড় দেখি; তাহাহইলে আমার মাথায় কোন ঝোঁক থাকিবে না, আমোদ প্রমোদও বেশ চলিবে।"

এদিকে ছোটবাবু উপস্থিত হইলে, বিষ্ণুচন্দ্র মনের কথা মনে রাখিযা প্রকাশ্যে প্রিয়বন্ধুকে আপ্যাযিত কবিতে চেষ্টার ত্রুটি করিলেন না। বিষ্ণু ছোটবাবুব সহিত একত্রে উপবেশন করিয়া প্রথমতঃ মোকদ্দমা সম্বন্ধের দুই চারিটা বাজে কথা কহিলেন, তাহাব পর গোটাকতক মিছামিছি হাই তুলিয়া বলিলেন, "আমার বড় হাত পা কামড়াইতেছে!" ছোটবাবু বলিলেন, "তার জন্যে আর ভয় কি? তুমি ত হাত পা কামড়ানীর বেশ ঔষধ জান?" বিষ্ণু বলিলেন,

আপনাকে ছেড়ে সেটা একলা করা কি ভাল?" ছোটবাবু বলিলেন, "আমাকে বাদ দিবে কেন? সে দিন ভাই, যে রঙ্গ্ লাগিয়ে দিয়েচ, তা আমার এখনও মনে রহিয়াছে; তবে ভাই, সে দিনের মত অধিক পরিমাণে খাইব না,—আর খাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলেও তুমি সে থকা শুনিও-না।" বিষ্ণু বলিলেন, "আমি কি আপনাকে বে-এক্তার হতে দেব? কখনই না; তবে সে দিন প্রথম দিন বলেই ছটাকখানেক খেয়েই তোমার ঘোর লেগেছিল, আজ আর তা হবে না।" ছোটবাবু বলিলেন, "তবে এই দুটো টাকা নিয়ে যাও, একটা বোতল আনাও।"

বিষ্ণু তৎক্ষণাৎ চাকরকে দিয়ে একটি বোতল আনাইলেন ও আপন শয়ন গৃহ হইতে একটি ছোট গ্লাস লইয়া আসিলেন। তাহার পর চাকরাণীকে দিয়া খানকতক ভর্জ্জিত মৎস্য ও কযেক খণ্ড আনারস আনাইযা রাখিলেন। সমুদয় যোগাড় হইলে, বিষ্ণুবাবু প্রথম পাত্র ঢালিয়া প্রিয়বন্ধুর হস্তে দিলেন। ছোটবাবু চক্ষু মুদ্রিত করিষা, সে টুকু গলাধঃকরণ করিলেন, বিষ্ণুও স্বহস্তে আনারসের চাঁট মুখে তুলিয়া দিলেন।

এইরূপে উভয় বন্ধুতে একটু একটু করিয়া মদ্য পান করিতেছেন, এমন সময়ে ভূতনাথ আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং কাঁদ কাঁদ মুখে বিষ্ণুবাবুকে বলিল, "কেন ভাই! আমি তোমাদের কি করিয়াছি যে, আমাকে বাদ দিয়া ড্রিঙ্ক্ করিতেছ? ছোটবাবুর কথা আমি লোকের কাছে বলে দেব বলে? আমার হাতে গঙ্গাজলের বাটী দাও;—চল চৌ

মাথার বুড়োশিবের মাথায় হাত দিয়ে দিব্বি করে আস্‌চি,—তাতেও যদি না হয়, আমি তোমার পায়ে হাত দিয়ে দিব্বি কচ্চি, এ কথা আমি কখন প্রকাশ করিব না। যদি করি, আমি Son of Beech." বিষ্ণু বলিলেন, "আরে বেটা! চুপ কর্,—গোল করিস্‌নে! তোকে আমরা বাদ দেব না। তুই এক কর্ম্ম কর্,—এক পাত্র খেয়ে দেখে আয় দেখি,মতি-বিবি কি কচ্চে?" ছোটবাবু বলিলেন, "Who is Motee Bi-Bee?" বিষ্ণুবাবু বলিলেন,"My woman." ছোটবাবু বলিলেন, "তোমার বুঝি ভিতর ভিতর একটি Woman আছে?" বিষ্ণু বলিলেন, "কি করি ভাই! একটু আমোদ প্রমোদ কত্তে কখন কখন যাই। বড় Good soul! আমার বিপদে সম্পদে অনেক উপকার করে।" ছোটবাবু একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "I must see her. Your woman is my woman." বিষ্ণু বলিলেন, "Indeed. তবে আজ থাক্।" ছোটবাবু কহিলেন, "কেন? আবার আজ থাক্‌বে কেন? I am a man of one-word. I always do more than I promise. "বিষ্ণু কহিলেন, "জানেন মহাশয়! আপনি হলেন বড়মানুষের ছেলে, তার তেমন অবস্থা নয়। হটাৎ আপনাকে নিয়ে গেলে সে অপ্রতিভ হবে! আজ ভূত গিয়ে বলে আসুক, কাল সে আপনাকে Receive কর্‌বার জন্যে প্রস্তুত থাক্‌বে,—আমরাও সন্ধ্যাকালে গিয়ে উপস্থিত হব।" ছোটবাবুর তখন মদ্যপানে ঝোঁক ধরিয়াছে। কহিলেন, "Oh! No." আজই যাব, যাবই যাব।" বিষ্ণু বলিলেন, "তবে যদি নিতান্তই যান, তবে শীঘ্র শীঘ্র আহারাদি করিয়া লউন, ভূত গিয়ে সেখানে

করুক।” ভূত বলিল, “তা যাচ্চি বাবা! বাঘের মুখে যেতে বল্লেও যাব; তবে একটু দাও, খেয়ে যাই।” ভূতনাথ আপনার গা-সওয়া মত একটি গ্লাস পান করিয়া, ছোটবাবুকে কহিল, “তবে আজ্ঞে করুন, আমি আসি?” ছোটবাবু কহিলেন, “যাও, My dear ভূত! I shall make you my Prime-Minister. আর তোমাদের মতিবিবিকে?—যদি দিন পাই, উঃ! তা হলে আমাদের ঘরের গিন্নী করে ফেল্‌ব। যাও বাবা ভূত! যাও—”বলিয়া গীত ধরিলেন, “দেখ দুর্গা—দুর্গা দেখ,—দুর্গা নামে কলঙ্ক না হয়,—” ইত্যাদি।

এদিকে উভয় বন্ধুতে একত্র ভোজন পান করিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। ছোটবাবু রাস্তায় যাইয়া বিষ্ণুকে কহিলেন, “জান বিষ্ণু! রাজদ্বারে, বেশ্যালয়ে, আর যত শালা উকীলের বাড়ী, শুধু হাতে যেতে নাই। আমার ট্যাঁক ত ন-সরাইয়ের পোল! তোমার ট্যাঁকে কিছু আছে কি,—না বাড়ী গিয়ে টাকা আন্‌ব?” বিষ্ণু বলিলেন, “আমার কাছে কিছু আছে, সে জন্যে আপনার ভাবনা নাই।” ছোটবাবু বলিলেন, “আমি সে টাকা কাল তোমায় দেব; এখন চল শাগ্গির শাগ্গির যাই।—আর কত দূর আছে?” বিষ্ণু অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, “ওই যে আলোটা জ্বল্‌চে, ওই বাড়ী।” ছোটবাবু বলিলেন, “হাঁ, যার ঐ দীপ শিখা আছে যে অন্তরে, উজ্জ্বল করেছে বাট আতিথেয় করে।”

বিষ্ণু ছোটবাবুকে লইয়া পঁহুছিবার পূর্ব্বেই ভূতনাথ মতিবিবিকে সংবাদ দিয়াছে। মতিবিবি তাড়াতাড়ি আপন আদব কায়দার সহিত উপবিষ্ট আছে, এমন সময়ে

অগ্রে বিষ্ণু, তৎপশ্চাতে ছোটবাবু গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। মতিবিবিকে দেখিয়া ছোটবাবু বলিলেন, "ভাই বিষ্ণু! ইনিই কি কাঙ্গালের মা বাপ?" বিষ্ণু বলিলেন, "আজ্ঞে ইনিই।"

ছোটবাবু গীত ধরিলেন;—

"কেন যাব জগন্নাথে?
ঘরে বসে দেখ্‌বো আমি এই খাঁদা নাক দিনে রেতে।
বিবি আমার চাঁদের কোণা,
কি দিব এর তুলনা,
টেঁপো গাল চোখ্‌টি কানা প্যাঁচা যেমন কোটরেতে।"

মতিবিবি বলিলেন, "বিষ্ণু! এমন রসিক পুরুষ কোথা পেলে? এখন বাবুকে ধরে বসাও, ওঁর বড় নেসা হয়েচে।" তৎশ্রবণে ছোটবাবু বলিলেন, "ধরে বসালে হবে না বাবা! একেবারে চৌদ্দপোয়া হতে দাও।" বিষ্ণুবাবু তাহাই করিলেন। ছোটবাবু খট্টার উপর শয়ন করিয়া রহিলেন। বিষ্ণু নিরাপদে বিবির সহিত কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। যে প্রকারে হউক, ছোটবাবুকে এ আমোদে ফেলিতেই হইবেক, এই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি বিবিকে সেই সকল বিষয়েব আভাস দিলেন।

ছোটবাবু এক ঘণ্টা কাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার পর উঠিয়া বসিয়া বিবির বিছানাটি বমনে প্লাবিত করিলেন। বাবুর রকম সকম দেখিয়া, বিষ্ণু ও বিবিতে তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া গৃহের বাহিরের একটি দাবাগুায় আনিলেন ও মাথায় জল ঢালিতে লাগিলেন।

দুই দশ ঘটি জল ঢালার পর, বাবু বলিলেন, "আমি কি জগন্নাথ,—তাই স্নানযাত্রা হচ্চে? আর ঢেলনা বাবা,আমার শীত কচ্চে।" তৎশ্রবণে বিবি একখানি তুয়ালে আনিয়া স্বহস্তে গা মুছাইয়া দিল ও আপনার একখানি বস্ত্র পরাইয়া আর্দ্রবস্ত্র দূরে ফেলিয়া রাখিল। এইরূপে সেবা শুশ্রূষা করিতে করিতেই প্রায় একটা বাজিল। বিষ্ণু, ছোটবাবুকে কহিলেন, "মহাশয়,আর না; চলুন,আপনাকে বাটীতে লইয়া যাই।" বাবু বলিলেন, "সেই ভাল; কাল সাদা চোকে আসিয়া বিবির সহিত আলাপ পরিচয় করিব।" বাবু হুকুম করিলেন, "বিবি আমার যথেষ্ট সেবা শুশ্রূষা করিয়াছেন, ইহার উপযুক্ত পারিতোষিক দাও, এক শ' টাকার কম না হয়।" বিষ্ণু বলিলেন, "যাহা বলিলেন, তাহাই করিতেছি।" বিষ্ণুর নিকট পাঁচটি মাত্র টাকা ছিল, তাহাই বিবির হস্তে দিয়া বিদায় লইলেন।

এদিকে বড়বাবু আদালতের শমন পাইলেন। পরদিবস সেই শমন লইয়া বৃন্দাবনবাবুর নিকট উপস্থিত করিলেন। বৃন্দাবনবাবু শমনখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া সহাস্য-বদনে বলিলেন, "ইস্থর সময়ে এ আরজী আমি নাকচ করিয়া দিতে পারি, কিন্তু তাহা করিব না। আমরা বলিব, বিষয় তিনলক্ষ টাকার অধিক হইবে না; এই তিনলক্ষ টাকার কবুল ডিক্রী দিতে প্রস্তুত আছি। ফরিয়াদি যে অধিক দাবি করিয়াছেন, তৎসমুদয়ই মিথ্যা। এত বিষয় কিরূপে আসিল, তিনি তাহা প্রমাণ করিয়া অংশ লউন, আমাদিগের এ সম্বন্ধে আর কিছু বক্তব্য নাই।

অধিক দাবির যে খরচা, তাহা তাঁহার নিজ অংশ হইতে দিতে হইবে।” আদালত আরজী ও জবাব দেখিয়া ইস্থ করিলেন যে,“আসামি ত এক প্রকার কবুল ডিক্রী দিতেছে। ফরিয়াদি যে বিষয় দাবি করিয়াছেন, সাক্ষ্য দ্বারা তাহা প্রমাণ করুন; নতুবা আসামির কবুলানুসারে আদালত ডিক্রী দিতে বাধ্য হইবেন।”

যে সময় আদালত ইস্থ ধার্য্য করিলেন,সে সময়ে ফরিয়াদি ও আসামি উভয়েই আদালতে উপস্থিত ছিলেন। হাকিমের হুকুম শুনিয়া উভয়েই নিজ নিজ উকীলের বাটী চলিয়া গেলেন। বৃন্দাবনবাবু আপন মক্কেলকে বলিলেন, “আপনার আর এখন কিছু কষ্ট পাইতে হইবে না, এক্ষণে বাটী গমন করুন; বাদী আপনার দাবি কখনই প্রমাণ করিতে পারিবে না।” বড়বাবু বাটী চলিয়া গেলেন। ছোটবাবু রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত হরিশবাবুব বাটীতে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। কি করিয়া দাবি প্রমাণ করিবেন, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। হরিশবাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন,“দেখিতেছি তোমরা ভাল ভাল সাক্ষী আনিয়া আপনাদের দাবি সপ্রমাণ করিতে পারিবে না; তবে আদালতের বিচারে যাহা হয় তাহাই লওয়া যুক্তি-যুক্ত বিবেচনা কর।” বিষ্ণু বলিলেন, “না মহাশয়! দশলাখ টাকার বিষয় আছে, এ কথা আমি দিব্যি করিয়া বলিতে পারি। বড়বাবু সকলই আপনার ছোটভাইকে ফাঁকি দিতে চাহেন, হাকিম কি ইহা বুঝিতে পারিবেন না? এ মোকদ্দমা এখানে না হয়,—বিলেত পর্য্যন্ত চালাতে হবে।” হরিশবাবু বলিলেন,“বিষ্ণুবাবু! এত আর

ছেলে খেলা নয়! আর মিছে বাদানুবাদের প্রয়োজন নাই, এখন জনকতক ভদ্র-সাক্ষীর যোগাড় করিতে পারেন ত দেখুন।"

ছোটবাবু বিষ্ণুর সহিত আপন বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। কি করিব, কি হইবে, এই চিন্তায় রাত্রি দুইটা বাজিয়া গেল। বিষ্ণু বলিলেন, "মহাশয়, আজ আর আপনি কিছু আহারাদি করিবেন না, আমার বাটীতে যাহা প্রস্তুত করিতে বলিয়া আসিয়াছিলাম, তৎসমুদয় নষ্ট হইয়া গেল, শেষ রাত্রে কি আর সে সকল দ্রব্য খাইতে পারিবেন? কিন্তু রাত উপ'সী থাকা হইবে না,—বাজার হইতে কিছু আনাইয়া আহার করুন।" ছোটবাবু বলিলেন, "এখানটিতে একলা বসে আর কি কর্‌ব? চল না কেন মতিবিবির বাড়ীতে যাই? সেখানে গেলে পাঁচটা কথা বার্ত্তায় বোধ হয় থাক্‌ব ভাল।" বিষ্ণু বলিলেন, "মহাশয়! রাত যে দুটো বেজে গেছে! যাইতে যাইতে তিনটে বাজিয়া যাইবে। আজ এই ভাবেই কালযাপন করা যাউক, কাল আর আদালতের কোন কায কর্ম্ম নেই, কাল প্রাণ খুলে ইয়ারকি করা যাইবে।" ছোটবাবু বলিলেন, "আচ্ছা ভাই, তবে বাজার হইতে কিছু খাবার আনিতে দাও, দুইজনেই খাইব।" বিষ্ণু তৎক্ষণাৎ একজন চাকর পাঠাইয়া বাজার হইতে শুষ্ক খাবার আনাইলেন ও দুইজনে তাহাই আহার করিয়া শয়ন করিলেন। বিষ্ণুর আর সে রজনীতে বাটী যাওয়া হইল না।

পরদিবস প্রাতঃকাল হইতেই বিষ্ণুচন্দ্র সাক্ষীর যোগাড় করিতে নিযুক্ত হইলেন। জনকতক সাত-পুরুষে ববলে সাক্ষী আনিয়া হাজির করায়, ছোটবাবু ও বিষ্ণুবাবুতে তাহা-

দিগকে তালিম করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুবাবুর উপদেশ মতে তাহারা সকলেই ছোটবাবুকে ভর্সা দিতে লাগিল। একজন বব্বলে বলিল, "ধর্ম্মাবতার! আপনি কেন চিন্তা করিতেছেন? আমরা আপনার দাবি প্রমাণ করিয়া দিয়া আসিব।" তাহাদের কথা শুনিয়া ছোটবাবু পরমাহ্লাদিত হইলেন, গত রজনীর ভাবনা চিন্তা দূর হইয়া গেল; সাক্ষী দিগকে কিছু কিছু দিয়া বিদায় করিলেন।

গত দিবস আমোদ প্রমোদ আহার বিহার কিছুই হয় নাই, সেই জন্য বিষ্ণুচন্দ্র বিশেষ ব্যস্ত হইলেন। ছোট-বাবুকে বলিলেন, "মহাশয! আপনি স্নানাদি করুন, আমি অগ্রে বাটী গমন করি। আপনি বিলম্ব করিবেন না, এতক্ষণ আমাব বাটীতে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়াছে" বলিয়া বাটী চলিয়া গেলেন।

ছোটবাবু যথাসময়ে বিষ্ণুর ভবনে প্রসাদ পাইয়া আসিলেন। বৈঠকখানায় বসিয়া পান তামাক খাইতেছেন, এমন সময়ে ভূতনাথ আসিযা বলিল, "ছোটবাবু! কাল রাত্রে আপনাদের ব্যবহারটা কি ভাল হয়েচে? সে বেচারা দুই তিন টাকা খরচ করে আপনাদের জন্যে Supper প্রস্তুত করে রাখ্‌লে, আপনারা গেলেন না?" ছোটবাবু সাপরাধী হইয়া বলিলেন, "কাল আমাদের কাযের ভিড় ছিল, এই জন্য যেতে পারিনি; আজ আকাশ ভেঙ্গে পড়্‌লেও যাব। বিবিকে কিছু মনে কত্তে মানা করো। এই দশটি টাকা নিয়ে যাও, আজ তার ঘরে গিয়ে আমরা খুব আমোদ আহ্লাদ করব।"

ভূতনাথ টাকা লইয়া চলিয়া গেল, এমন সময়ে বিষ্ণু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে ভূতর সহিত যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, ছোটবাবু বিষ্ণুকে তৎসমুদয় বলিলেন। বিষ্ণু কহিলেন, "ছোটবাবু দশটি টাকা পাঠাইয়া দিয়া ভালই করিয়াছেন; কারণ, গত রজনীতে আমাদের জন্য সে বেচারীর বিলক্ষণ কষ্ট হইযাছে।" ছোটবাবু বলিলেন, "Never mind! আজ তাঁহাকে সর্ব্ব বিষয়ে তুষ্ট করিয়া আসিব।" বিষ্ণুচন্দ্র ছোটবাবুর সহিত নানা রকমের কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে ইয়ারদলের মধ্যে বৈকুণ্ঠ ও ব্রজ আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রজ বলিল, "হুজুর! আমাদের একেবারে ত্যাগ কল্লেন? আমাদের অপরাধ কি?" ছোটবাবু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "না না, তা' নয়; এত দিন মাম্‌লা মোকদ্দমার গোলে থেকে কোন দিকেই নজর দিতে পাচ্চি না। তোমরা কখন আস কখন যাও, জানিতে পারি না।" বৈকুণ্ঠ কহিল, "ধর্ম্মাবতার! আজ মতির বাড়ী খোষখানা হচ্চে। আমাদের খবর আপনি রাখেন না, কিন্তু আমরা আপনার খবর রাখি।" ছোটবাবু বলিলেন, "ভূত ব্যাটা বলেচে বুঝি?" বৈকুণ্ঠ বলিল, "রাম রাম! সে কেন বল্‌বে? সে দিন যখন রাত্রে আপনারা মতির বাড়ী থেকে আসেন, সে সময়ে আমরা বড়-দোকানে বসেছিলেম; আপনারা চলে এলে, আমরা মতির কাছে সব শুন্‌তে পেলুম। সে যা হোক, আমাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেল্লেন কেন? আমরা কি আপনার অবাধ্য?" ছোটবাবু কিছু বলিতে না বলিতে বিষ্ণুচন্দ্র বলিলেন,

"তোরা যে ভারী গুলো!" বৈকুণ্ঠ কহিল, "ছোট হুজুর! আমরা গুলো নই, ধর্ম্মের ঢাক বাতাসে বেজে যায়! কাল ছোটবাবু মতির বিছানায় বমি করেছিলেন, তা বেজা-ময়রা কি করে টের পেলে গা?" বিষ্ণু কহিলেন, "বেজা—বেজা? তাকে একদিন মতির পাশের ঘরে দেখেছিলেম বটে!" বৈকুণ্ঠ বলিল, "মহাশয়! বড়মানুষের গন্ধ বড়, আমরা সঙ্গে থাক্‌লে ছোটবাবুর গায়ে আঁচ্‌টি লাগ্‌বে না। ছোটবাবুর যদি নিতান্তই ইচ্ছে হয়ে থাকে;—আর হবেই বা না কেন? ওঁদের না হবে—ত কার হবে? ওঁদের টাকার অভাব কি? তা হলে এখন ত 'হুড়ো-গোয়াল' থেকে বার করে আনুন, অমন যায়গায় কি ছোটবাবুর প্রবেশ করা উচিত? ও ত হোটেলখানা!" ছোটবাবু বলিলেন, "ভাই বিষ্ণু! বৈকুণ্ঠ মন্দ কথা বল্‌চে না।" বিষ্ণু বলিলেন, "ও ত সব জানে! আমরা ওকে স্থানান্তরে নিয়ে গেলেও যে আমাদের ঘাড়ে চেপে পড়্‌বে!" বৈকুণ্ঠ তৎশ্রবণে কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইল। এইরূপ নানা কথা বার্ত্তায় দিন কাটিয়া গেল।

সন্ধ্যাকাল সমাগত, ছোটবাবু হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া কিঙ্করকে উত্তম পরিচ্ছদ আনিতে বলিলেন। বিষ্ণুচন্দ্র বাটী হইতে পোষাকী কাপড় পরিয়া আসিলেন। বৈকুণ্ঠ ও ব্রজ ছোটবাবুর নিকট মতির গৃহে প্রবেশ করিবার অনুমতি পাইয়া, আপনাপন বাটীতে চলিয়া গেল। ভূত দিবা দুই প্রহর হইতেই মতির গৃহে রন্ধনকার্য্যে নিযুক্ত আছে;—রজনী অষ্ট ঘটিকার সময়ে ছোটবাবু বিষ্ণুকে সমভিব্যাহারে লইয়া মতির বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্রমে ক্রমে

রাম ও বৈকুণ্ঠও আসিয়া যুটীল; ভূতনাথ রন্ধনকার্য্য সমাপন করিয়া, বস্ত্র পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক বাবুর দলে আসিয়া বসিল।

বিষ্ণুবাবু মতিবিবিকে দুইটি ব্রাণ্ডির বোতল আনাইবার জন্য টাকা দিলেন। মদ চালান হইল, সকলে একত্রিত হইয়া সুরা পান করিতে আরম্ভ করিলেন। মধ্যে মধ্যে পাঁচটা রঙ্গ্‌দারী কথা ও সঙ্গীত চলিতে লাগিল। গ্লাস ঢালার রকম দেখিয়া, ভূতনাথ পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল, "ভাই রে! অনেক কষ্ট করে রেঁধেচি, খাওয়া দাওয়াগুলো যেন সকলের ভোগে হয়, এখন গ্লাস চালান বন্ধ কর।" মতিবিবি বলিলেন, "ভূত বড় মন্দ কথা বল্‌চে না, আমি খাবার যায়গা করে দি, মদের কাণ্ড এই পর্য্যন্তই ভাল।" বিবির কথা শুনিয়া ছোটবাবু লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "Oh, yes! for fair commands the song." সুতরাং সকলে সেই মতই গ্রাহ্য করিলেন।

ক্ষুদ্র রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিবার স্থান হইল, সকলে সেইখানে বসিয়া উদর পূরিয়া ছাই ভস্ম আহার করিলেন। তাহার পর ইয়ারেরা ক্রমে ক্রমে স্বস্থানে প্রস্থান করিতে লাগিল, কেবল বিষ্ণুবাবু ও ছোটবাবু সেইখানে সে রজনী যাপন করিলেন।

ছোটবাবু সমস্ত দিবস আপন বৈঠকখানায় ইয়ার বন্ধু লইয়া আমোদ আহ্লাদ করেন, রজনীতে প্রাণের বন্ধুদিগকে লইয়া বেশ্যালয়ে বাস করিতে থাকেন। মতিবিবি, বিষ্ণুর সহায়তায় অনভিজ্ঞ বাবুর অর্থশোষণ করিতে লাগিল। টাকা ফুরাইলেই ছোটবাবু স্বরূপের নিকট খৎ লিখিয়া

টাকা আনাইয়া লয়েন। ‘কত টাকা আনিলাম ও সে টাকাই বা কি কি বিষয়ে ব্যয় হইল!’ তাহা একবারও মনে ভাবিয়া দেখেন না। যে দিবস মোকদ্দমার দিন ধার্য্য থাকে, সেই দিবস সাজিয়া গুজিয়া বিষ্ণুর সহিত আদালতে যাইয়া হাজির হন। এক এক দিবস চার পাঁচশত টাকা মোকদ্দমায় ব্যয় হইতে লাগিল। বৎসরাবধি মোকদ্দমা চলিতেছে, বিষ্ণুবাবু, ‘সাক্ষীদিগকে দিতে হবে’ বলিয়া প্রায় তিনসহস্র টাকা আত্মস্যাৎ করিলেন।

একদিবস হাকিম, ছোটবাবুর উকীল হরিশবাবুকে কহিলেন, “আপনার মক্কেল যেরূপ সাক্ষ্য দিতেছেন, আমার বিবেচনায় মোকদ্দমা মিটাইয়া ফেলাই উচিত।” উকীল বলিলেন,“ধর্ম্মাবতার! এতৎসম্বন্ধে আমি আমার মক্কেলের সহিত পরামর্শ করি; তাহার পর যাহা কর্ত্তব্য হয়, হুজুরের সুগোচর করিব। এক্ষণে আমার প্রার্থনা, মোকদ্দমা আর দুই মাসের জন্য মুল্‌তুবী থাকে।” হাকিম, উকীলের প্রার্থনানুযায়ী হুকুম দিয়া রাখিলেন।

দেখিতে দেখিতে দুই মাস অতিবাহিত হইল। ধার্য্যদিনের চার পাঁচ দিবস অগ্রে ছোটবাবু বলিলেন,“ভাই বিষ্ণু! কই,—ভাল ভাল সাক্ষী আমরা ত যোগাড় করিতে পারিলাম না? হাকিম এবারে ত মোকদ্দমা আর রাখিবেন না,—এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য!” বিষ্ণু বলিলেন, “যদি মোকদ্দমা নিতান্তই না থাকে, তাহাহইলে আমরা অগত্যা লক্ষ টাকার ডিক্রী লইব। লাখ্ টাকা ত আর কম টাকা নয়? অধর্ম্ম করে বড়বাবু আপনার পৈতৃক বিষয় ঠকাইয়া লইবেন? লউন,

আমাদিগের ভগবান আছেন। শুনিয়াছিলাম, আপনার পিতা দশ টাকার ডুবো পাট কিনিয়া, সেই সূত্রে ক্রমে ক্রমে বড়মানুষ হইয়াছিলেন। আমাদের হাতে লক্ষ টাকা রহিল, আমরা কি ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা টাকা বাড়াইতে পারিব না?" বিষ্ণুর কথায় পরিতুষ্ট হইয়া, ছোটবাবু কহিলেন, "ঠিক্ বলিয়াছ ভাই! আর মিছে ভাবনা চিন্তায় কায নাই, এবার হাকিমের উপর নির্ভর করা যাউক; তিনি যাহা করিয়া দিবেন, তাহাই লইব।"

ক্রমে মোকদ্দমার ধার্য্য-দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। বাদী প্রতিবাদী নির্দ্দিষ্ট দিবসে আদালতে যাইয়া হাজির হইলেন, ঘড়িতে ঠন্ ঠন্ করিয়া এগারটা বাজিল। গম্ভীর মুখে হাকিম আসিয়া এজলাসে উপবিষ্ট হইলেন।

প্রথম কাছারিতেই ছোটবাবুর মোকদ্দমার ডাক হইল। বাদীর উকীল হরিশবাবু করযোড়ে নিবেদন করিলেন, "ধর্ম্মবতার! আমার মক্কেল যদিও ধনাঢ্যলোকের সন্তান, কিন্তু তাঁহার হস্তে এক কপর্দ্দকও ছিল না। হাওলাত বরাত করিয়া মোকদ্দমা চালাইতেছিলেন। বড়বাবু দুর্দ্ধর্ষ জমীদার, এ অঞ্চলের সমস্ত লোকই তাঁহাকে ভয় করিয়া চলে! সেই জন্য ক্ষুদ্র ভদ্র কেহই তাঁহার বিপক্ষে সাক্ষী দিতে স্বীকৃত হইল না। এক্ষণে ধর্ম্মাবতার! আমার মক্কেলের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন; এতদ্ভিন্ন আর আমাদিগের উপায়ান্তর নাই!" এই কথা বলিয়া হরিশবাবু আপন আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

প্রতিপক্ষের উকীল বৃন্দাবনবাবু দাঁড়াইয়া, বলিলেন;

"ধর্ম্মাবতার! মোকদ্দমা সম্বন্ধে আমার একটি মাত্র কথা বক্তব্য আছে;—আমাদিগের প্রতিপক্ষের উকীল হরিশ-বাবু, আমার মক্কেলের উপর যে সকল দোষারোপ করি-লেন, এ সমস্ত অমূলক ও মিথ্যা! আমার মক্কেল সর্ব্বগুণ-সম্পন্নব্যক্তি, শান্ত, শিষ্ট ও সদালাপী। আদালতের সেরেস্তা তদারক করিয়া দেখিলে, বড়বাবুর আমলে একটি ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত হয় নাই। এইরূপ সদাশয় ব্যক্তিকে প্রকাশ্য আদালতে দুর্দ্ধর্ষ জমীদার বলা অন্যায় হইয়াছে। হুজুরের যদি হুকুম হয়,তাহাহইলে হরিশবাবুর নামে আমরা মানহানির নালিস উপস্থিত করিব। আমরা বাজে কথা কহিয়া আদালতের সময় নষ্ট করিতে চাহি না। ছোটবাবু কি প্রকৃতির লোক, তাহা জেলা শুদ্ধ সকলেই অবগত আছেন। সে সকল কথা আমরা আদালতে উল্লেখ করিতে চাহি না;—কারণ, লোকের গুহ্য-চরিত্রের সহিত এ মাম্-লার কোন সংস্রব নাই। আইন লইয়াই আদালতের কার্য্য; সেই আইনানুযায়ী আমার মক্কেল সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, সর্ব্বশুদ্ধ তাঁহার পিতৃ-সম্পত্তি তিন লক্ষ টাকার অধিক হইবে না, এক্ষণে ধর্ম্মবতার মালিক!"

হাকিম বলিলেন, "হরিশবাবু! তোমার মক্কেল যখন সাক্ষ্য দ্বারা তাহার মোকদ্দমা সপ্রমাণ করিতে পারিলেন না, তখন প্রতিপক্ষের কবুল মতে আমি ছোটবাবুকে লক্ষ টাকার ডিক্রী দিলাম।" তাহার পর বৃন্দাবনবাবুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হাস্যবদনে বলিলেন, "বৃন্দাবনবাবু! আপনি প্রাচীন উকীল, আপনি হরিশবাবুর উপর ক্রোধ প্রকাশ

করিতেছেন কেন? উকীলদিগের বাক্-যুদ্ধের সময় দুই একটা ছুট-ছাট কথা বাহির হইয়া পড়ে। সে সকল কথা আপনার ন্যায় লোকের ধর্ত্তব্য করিতে নাই।" বৃন্দাবনবাবু হাস্য করিয়া আপন আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

হরিশবাবু পুনরায় গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, "আমার মক্কেল যে লক্ষ টাকার ডিক্রী পাইলেন, তাহা তিনি আদালত দ্বারা নগদ পাইবার প্রার্থনা করেন।" হাকিম বলিলেন, "এ কথা বৃন্দাবনবাবুকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন উত্তর দিতে পারিতেছি না।" বৃন্দাবনবাবুকে কহিলেন, "কেমন গো বৃন্দাবনবাবু! তোমার মক্কেল লক্ষ টাকা নগদ দিয়া মোকদ্দমা মিটাইতে চাহেন?" বৃন্দাবনবাবু আপন মক্কেলের সহিত দুই চারিটা কথা কহিয়া বলিলেন, "হুজুর! আমার মক্কেল আদালতের কথা অবশ্য গ্রাহ্য করিবেন। হাকিম বলিলেন, "হরিশবাবু! তবে তাহাই হইল, তোমার মক্কেল দুই মাসের মধ্যে আদালত হইতে লক্ষ টাকা পাইবেন।" এইরূপ হুকুম হইবার পর, বাদী প্রতিবাদী হাকিমকে নমস্কার করিয়া এজলাস হইতে বাহিরে আসিলেন।

'ছোটবাবু মোকদ্দমা জিতিলেন' শুনিয়া,ভূত লাফাইতে লাফাইতে আদালতের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ছোটবাবু আসিলে কহিল, "চল ছোটবাবু! আমরা কালীঘাটে যাই, মায়ের পূজো দিয়ে আসি। আমি ত বলেছিলেম, তুমি মোকদ্দমা জিত্‌বেই জিত্‌বে?"

ভূত আদালতের সম্মুখস্থ বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া এইরূপ আস্ফালন করিতেছে, এ দিকে আদালতের, ক্ষুদ্র ভদ্র

কর্ম্মচারী বক্সিসের জন্য ছোটবাবুকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। বিষ্ণু বলিলেন, "আগে আদালতের টাকা বাহির হউক, তাহার পর তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করা যাইবে।" এইরূপ নানা কথা বলিয়া যোগে যাগে ছোটবাবুকে লইয়া আপনার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দেখিতে দেখিতে দুইমাস অতীত হইল। নির্দ্দিষ্ট দিবসের চার পাঁচ দিবস পূর্ব্বে বড়বাবু আদালতে টাকা জমা দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, বিষ্ণু ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় দিন গুণিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে ছোটবাবুকে লইয়া হরিশবাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, "হরিশবাবু! আপনি যাইয়া টাকা বাহির করিয়া আসুন, আমরা এইখানে বসিয়া রসিদ দিয়া টাকা লইব।" হরিশবাবু মনে মনে বুঝিলেন যে, "ছোটবাবু আদালতের কর্ম্মচারিগণকে বক্সিস্ দিবার ভয়ে আদালতে যাইতে চাহিতেছেন না, এ প্রার্থনা আমার পক্ষে এক প্রকার ভাল হইল; কারণ, ঘরে বসিয়া আমি আমার প্রাপ্য সমস্ত টাকা আদায় করিয়া লইব এবং স্বরূপকেও তাহার কর্জ্জের সমস্ত টাকা দেওয়াইব।" প্রকাশ্যে হরিশবাবু বলিলেন, "বিষ্ণুবাবু! তবে এক্ষণে আপনারা এখানে বসিয়া কেন কষ্ট পাইবেন? চার পাঁচ্-টার কম আমি বাটীতে আসিতে পারিব না; সন্ধ্যার সময় অত টাকার হিসাব নিষ্পত্তি করা ঘটে উঠ্‌বে না; অতএব আপনারা কল্য প্রাতে আসিয়া টাকা লইয়া যাইবেন।" এই কথা শুনিয়া উভয় বন্ধুতে ছোটবাবু ও বিষ্ণুকে সঙ্গে লইয়া বিদায় হইলেন।

পর দিবস প্রাতে উকীলবাবুর বৈঠকখানায় বসিলেন। কিঞ্চিৎ পরেই স্বরূপবাবু, হ্যাণ্ডনোটগুলি লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরিশবাবু নোটের তাড়া ও কাগজ কলম হস্তে লইয়া বসিলেন। প্রথমতঃ হরিশবাবুর নিজ পাওনা হিসাব হইল, তিনি মোট ডিক্রীর টাকার এক চতুর্থাংশ পঁচিশ হাজার টাকা কাটিয়া লইলেন। তাহার পর স্বরূপচন্দ্র বলিলেন, "ছোটবাবু! তবে আমার টাকাটা এই সময়ে শোধ করিয়া ফেলুন,—আবার দরকার হইলে, যত টাকা চাহেন দিব।" ইহা শুনিয়া বিষ্ণুবাবু বলিলেন, "স্বরূপবাবু! এখন আপনার টাকাটার অর্দ্ধেক লইলে ভাল হয় না? কেন না, ছোটবাবুর আপাততঃ অনেক খরচ পত্র আছে।" স্বরূপ বলিলেন, "বিষ্ণুবাবু! আপনি বুঝিতেছেন না, অতি অল্পদিনের মধ্যেই রামনবমী আসিয়া উপস্থিত হইবে। এ সময়ে আমরা একবার দেনাপত্র মিট্‌মাট্ করিয়া লই, তাহার পর আবার নূতন বৎসরে আবার নূতন দেনা-পাওনা করি।" বিষ্ণুবাবু আর কথা কহিতে পারিলেন না,—ছোটবাবকে বলিলেন, "তবে স্বরূপবাবুর দেনাটা মিটাইয়া দিন, তার পর দরকার মতে আবার লওয়া যাইবে।" এই প্রকারে ছোটবাবু হরিশ উকীলের বাটীতে বসিয়া সমস্ত দেনাপত্র মিটাইয়া ফেলিলেন ও অবশিষ্ট ষাইট হাজার টাকা লইয়া আপন বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। বিষ্ণুবাবু বলিলেন, "মহাশয়! এত টাকা হাতে রাখা হইবে না। যোগে-যাগেরাত্রি কাটাইয়া, চলুন—কাল প্রত্যূষে কলিকাতায় গিয়া পঞ্চাশ হাজার টাকার গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী কেনা

যাউক, অবশিষ্ট টাকা হস্তে রাখুন।" বিষ্ণুর পরামর্শ মতে ছোটবাবু তাহাই করিলেন। কলিকাতা হইতে একটি লোহার সিন্ধুক আনিয়া অবশিষ্ট টাকাগুলি তাহাতেই রাখিয়া দিলেন। এইরূপে কলিকাতাব কায শেষ করিয়া, মাসাবধি ছোটবাবু ইয়ার বন্ধুর সহিত বিলক্ষণ আমোদ আহ্লাদ করিলেন। কিছুদিন পরে বড়বাবু, ছোটবাবুকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, "তোমাকে দুই তিন দিনের মধ্যে বৈঠকখানা ছাড়িয়া দিতে হইবে, আর আমার বাটীর ভিতর থাকিতে পাইবে না।" এই সংবাদ পাইয়া ছোটবাবুর ভয় হইল! তিনি বিষ্ণুকে ডাকিতে পাঠাইলেন। বিষ্ণু আদ্যোপান্ত শুনিয়া বলিলেন, "মহাশয! আপনি ভীত হইতেছেন কেন? বড়বাবু যে আপনাকে এ বাটী হইতে উঠাইয়া দিবেন, তাহা আমি পূর্ব্ব হইতেই জানিতাম এবং সেই জন্যই আপনার বাসোপযুক্ত একটি সুন্দর স্থান মনোনীত করিয়া রাখিয়াছি।" ছোটবাবু বলিলেন "কোথায়?" বিষ্ণু বলিলেন,"আপনি শুনিয়া থাকিবেন যে,গত দুই বৎসর হইতে সিজদহেব নীলের কুঠীর কায বন্ধ হইয়া গিয়াছে, ঐ কুঠীতে একটি সুন্দব বালাখানা আছে। তাহার চারিদিক সুন্দর ফুলেব বাগান, সম্মুখে প্রশস্ত দীঘি। চলুন, আপাততঃ সেই বালাখানায যাইয়া বাস করি, মাসিক চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা ভাড়া দিলেই হইবে। তাহার পরে সুবিধা মত আপনার জন্য একটি মাজারি রকম বাটী ক্রয় করিয়া ফেলিব।"

ছোটবাবু বিষ্ণুর সেই পরামর্শ গ্রহণ করিলেন, পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই আপনার পৈতৃক ভিটা ছাড়িয়া সিজদহের

কুঠীতে যাইয়া বাস করিলেন। মাসাবধি সেই কুঠীতে বাস করার পর, এক দিন বিষ্ণুবাবু বলিলেন, "মহাশয়! পূর্ব্ব হইতেই আপনাকে বলিয়াছি যে, যেমন আপনার পিতা ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা ধন বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, আমরাও সেইরূপ করিব। আপনি এই কুঠীতে আসা পর্য্যন্ত,মনে মনে অনেক তর্কবিতর্কের পর আমি এই ধার্য্য করিয়াছি যে, এই সমস্ত কুঠী ইজারা লইয়া তিন বৎসরের জন্য নীলের কায আরম্ভ করি। ঈশ্বর কৃপায় যদি ভালরূপ নীল জন্মে, তাহা-হইলে খরচ বাদ বিশ পঁচিশ হাজার টাকা শালিয়ানা লাভ করিতে পারিব। ভালরূপ কায চলিলে, সীজদহের কুঠীটা ক্রয় করিয়া ফেলিব।" ছোটবাবু বলিলেন,"বিষ্ণুবাবু! আমি তোমার কোন কথাই অগ্রাহ্য করি না; কিন্তু নীলের কায আরম্ভ করিতে আমার ভয় হইতেছে,—আমার মাতুল জগবন্ধু বাবু এই নীলের কাযে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন!" বিষ্ণুবাবু বলিলেন, "আপনি মন্দের দিকে একটা দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, তেমনি আমি ভালর দিকে পঁচিশটা দৃষ্টান্ত দিতে পারি। বৃন্দাবনবাবু কিসে বড়মানুষ হইলেন? দে-চৌধুরীদের কিসে ধন হইল? আমরা ত আর পরের মুখে ঝাল খাইব না,—এই কুঠীতে বসিয়া হাতে-হেতেরে কায করিব। লোকে কথায় বলে—"আপন চক্ষে সুবর্ণ বর্ষে।" ছোটবাবু বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি যখন ভাল বিবেচনা করিতেছ, তখন দুই এক বৎসর নীলের কায করিয়া দেখা যাউক।"

বিষ্ণুচন্দ্র একটি শুভদিন দেখিয়া নীলের কার্য্য আরম্ভ করিলেন। সংবাদ পাঁইয়া কুঠীর চতুস্পার্শস্থ কৃষকেরা

দাদন লইতে লাগিল, বিষ্ণুচন্দ্র কতকগুলি লাঙ্গল ও বলদ ক্রয় করাইয়া দুই তিনশত বিঘা জমী নিজে আবাদ করাইলেন। ক্রমে শ্রাবণ মাস আসিয়া উপস্থিত হইল। নীল মাড়াই কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ভয়ানক জলপ্লাবনে সমস্ত নীল ডুবিয়া গেল! যে সকল কৃষকেরা দাদন লইয়াছিল, তাহারা সকলেই গা-ঢাকা দিল। প্রথম বৎসর নীল কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটিল দেখিয়া, ছোটবাবু বলিলেন, "বিষ্ণুবাবু! আরও কি নীলের কায করিবার ইচ্ছা আছে? এবার ত সাত আট হাজার টাকা নষ্ট হইল।" বিষ্ণুবাবু বলিলেন, "ভয় কি? ভয় পাইবেন না। ঈশ্বর যাহা করেন, সকলই আমাদের মঙ্গলের জন্য। এবারকার এই ভয়ানক বন্যাতে কুঠীর এলেকাভুক্ত সমস্ত জমীর উপর পলি পড়িয়া গেল; তদ্বারা নীলের জমী যে কতদূর উর্ব্বরা হইয়া উঠিল, তাহার আর কথা নাই;—জল শুখাইয়া গেলেই আমরা ছিটা বুনিতে আরম্ভ করিব। ছিটা বুনুনিতে লাঙ্গল খরচ নাই, কেবল পলি কাদার উপর বীজ ছড়াইয়া রাখিলেই অপরিয্যাপ্ত নীল জন্মিবে। এতদ্ভিন্ন কৃষকেরা এ বৎসর পরমাহ্লাদের সহিত দাদন লইতেআরম্ভ করিবে; কেননা, ডহর অপেক্ষা ডাঙ্গালি জমী এ বৎসর অধিক উর্ব্বরা হইয়া উঠিল। চাষারা বলিয়া থাকে,—"পলির মাটী সোণা কাটী।"

ছোটবাবু আর বিষ্ণুর কথা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। হাতে যে নগদ টাকা ছিল,তাহা প্রথমবারে নীলের ব্যবসাতেই শেষ হইয়া গিয়াছে। এ বৎসর একখানি পাঁচ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ বিক্রয় করিয়া নূতন ধরণে কার্য্য

আরম্ভ হইল। বিষ্ণু যাহা বলিয়াছিলেন, ছোটবাবুর চক্ষে তাহাই প্রতিপন্ন হইতে লাগিল; কারণ, ছিটাবুনানীর নীল, বৈশাখ মাস আসিতে না আসিতেই বিলক্ষণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। সে বৎসর কৃষকেরাও অপরিয্যাপ্ত নীল প্রস্তুত করিল। সময়ে মাড়াই কার্য্য আরম্ভ হইল, কুঠীর চারিদিকেই হৈ হৈ রব! প্রত্যহ তিন চারি মণ করিয়া পাকা মাল গুদামে উঠিতে লাগিল, ছোটবাবুর আর আহ্লাদের পরিসীমা নাই। নীলকার্য্য শেষ হইলে পর, হিসাব করিয়া দেখা গেল যে, তিনশত মণ নীল প্রস্তুত হইয়াছে। বিশ্বাষঘাতক বিষ্ণু যদি প্রতারণা না করিতেন, তাহাহইলে সে বৎসর ছোটবাবুর বিলক্ষণ লাভ হইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কার্ত্তিক মাষের শেষে বিষ্ণু, ছোটবাবুর নিকট এই ভাণ করিয়া কলিকাতায় আসিলেন যে, "আমি একজন ভাল নীলের মহাজন স্থির করিয়া আসি, তাহার পর অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি সময়ে মাল চালান দিব।" কাযে কথায় এক হইল। অগ্রহায়ণ মাসে মাল রপ্তানী হইল, বিষ্ণু কলিকাতায় পড়িয়া রহিলেন। ছোটবাবুর কাছে প্রত্যহ চিঠী চালান হইতে লাগিল, তাহার পর নীল বিক্রয়ের লাভের অধিকাংশ আত্মস্মাৎ করিলেন; কেবল কৃপা করিযা সে বৎসর খরচ খরচা বাদ ছোটবাবুকে দুই হাজার টাকা লাভ দেখাইয়া উৎসাহ দিয়া রাখিলেন।

নীল বিক্রয় করিয়া বিষ্ণুচন্দ্র বাটী আসিলেন। তাড়াতাড়ি ছোটবাবুর নিকট গিয়া বলিলেন, "মহাশয়! ছিটাবুনানীর

কার্য্যে বড় শৈথিল্য প্রকাশ করা হইয়াছে, আর বিলম্বে কায নাই, কার্য্য আরম্ভ করা যাউক।" ছোটবাবু অনুমতি দিলে বিষ্ণুচন্দ্র ছিটাবুনানী আরম্ভ করিলেন। সে বৎসর একটা নূতন চর পড়িয়াছিল, সেই চরে বিষ্ণুচন্দ্র অশ্বারোহণে স্বয়ং ছিটা-বুনানী করিতে গিয়া চৌধুরীবাবুদের সহিত অনর্থক বিবাদ উপস্থিত করিলেন। চৌধুরীরা বল পূর্ব্বক বিষ্ণুচন্দ্রকে সে স্থান হইতে দূর করিয়া দিল ও আপনারা ছিটাবুনানী করিয়া সে চর দখল করিয়া রাখিল। বিষ্ণুচন্দ্র আদ্যোপান্ত ঘটনা ছোটবাবুকে জানাইলেন। ছোটবাবু বলিলেন, "ইহার মোক-দ্দমা করাই উচিত, তুমি যাহা ভাল বুঝ তাহাই কর।" বিষ্ণু বলিলেন, "আমরা যদি চর বল পূর্ব্বক দখল না করি, তাহাহইলে এখানে কায কর্ম্ম করাই ভার হইয়া উঠিবে; অতএব যে কোন সূত্রে পারি, নূতন চর দখল করিতেই হইবে।"

বিষ্ণুর কথা ছোটবাবু শিরোধার্য্য করিলেন। সপ্তাহ কালের মধ্যে তিন চারিশত লাঠিয়াল যুটাইয়া নূতন চর দখল করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এদিকে চৌধুরী-বাবুরা চরের রক্ষণের জন্য বহুসংখ্যক লাঠিয়াল যোগাড় করিয়া রাখিলেন। এক দিবস উভয় দলের সম্মুখ-সংগ্রাম উপস্থিত হইল, বিষ্ণু ছোটবাবুর পক্ষে স্বয়ং কাপ্তেন হইয়া গিয়া-ছিলেন। সেই যুদ্ধে চৌধুরীবাবুর তরফে চারিটা জখম ও দুইটা খুন হইয়া গেল! বিষ্ণু জয়ী হইয়া কুঠীতে আসিলেন; কিন্তু তাঁহার পশ্চাতেই তিনজন থানার দারোগা ও শতা-ধিক বরকন্দাজ আসিয়া কুঠী ঘেরিয়া ফেলিল। বিষ্ণুর

সহিত ছোটবাবুও গ্রেপ্তার হইলেন, অবশেষে অনেক টাকা খরচ করিয়া জামিন দিয়া খালাস হইলেন। মোকদ্দমা চলিতে লাগিল বটে, কিন্তু প্রায় ছয়মাস মোকদ্দমা করিতে ছোটবাবুর পঁচিশ হাজার টাকা খরচ হইয়া গেল। অনেক কষ্টের পর ছোটবাবু নিষ্কৃতি লাভ করিলেন।

পাঠকগণ! আপনারা বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, ছোটবাবু অতি অল্প বয়সেই পিতৃহীন হইয়াছিলেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ তাদৃশ লেখা পড়া বোধ বা বিষয়বুদ্ধি কিছুই ছিল না; কে কি প্রকৃতির লোক, তিনি তাহা কিছুই বুঝিতেন না। বিষ্ণুকে পরম হিতৈষী বন্ধু জ্ঞানে স্থান দিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে আরও অসতের সংসর্গ ঘটিল, সাধ মিটাইয়া আমোদ প্রমোদ করিব, এই অভিপ্রায়ে অসতের উত্তেজনায় জ্যেষ্ঠ-সহোদরের হস্ত হইতে পৈতৃক বিষয়ের অংশ লইবার জন্য মামলা মোকদ্দমা আরম্ভ করিলেন। অসৎসংসর্গে সুরাপান করিতে শিখিলেন, অসতের উত্তেজনায় গণিকালয়ে প্রবেশ করিলেন, অবশেষে কুমন্ত্রীর কুমন্ত্রণায় না করিলেন এমন কার্য্যই নাই। জ্যেষ্ঠের সহিত মোকদ্দমা করিয়া যাহা কিছু পৈতৃক সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন, তাহার প্রায় অর্দ্ধাংশ উকীল ও মহাজনে খাইল, অবশিষ্ট টাকা নীলের কুঠীতে নানা প্রকারে নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। অবশেষে ফৌজদারী মোকদ্দমায় পড়িয়া চার পাঁচদিন হাজতে রহিলেন ও সেই অবস্থাতেই ধন—ও বড়লোকের সন্তান বলিয়া যাহা কিছু মান ছিল, তৎসমুদয় একেবারে বিলুপ্ত হইল। ইহা কেবল অসৎসংসর্গের একমাত্র বিষময় ফল! পাঠকগণ!

একটি প্রবাদবাক্য আছে যে, "মদিরা মৃগয়া আর পাশা নিতম্বিনী, এই কয় স্থানে হয় ধন প্রাণ হানি।" এক্ষণকার কালে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, মদ, বেশ্যা, মামলা-মোকদ্দমা ও সঙ্গে সঙ্গে ঋণগ্রহণেই নব্য-বাঙ্গালা ছারখার হইয়া যাইতেছে। যে কয়েকটি দোষ উপরে উল্লেখ করা হইল, তৎসমুদয়গুলিই প্রায় অসৎ লোকের সংশ্রবেই ঘটিয়া থাকে। যিনি যত কেন সাবধান হউন না, কুলোকের সহবাসে অনিষ্ট ভিন্ন কখনই ইষ্টলাভ হয় না। অতএব অসৎকে স্থান দেওয়া কোনক্রমেই উচিত নহে, অসতের সংসর্গ একেবারে পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

সম্পূর্ণ